হুমায়ুন আজাদ

শুভব্রত তার সম্পর্কিত সুসমাচার

হুমায়ুন আজাদ বাঙলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী, সত্যনিষ্ঠ, বহুমাত্রিক লেখক; তিনি কবি ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যকার, কিশোরসাহিত্যিক, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪ ; ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, বিক্রমপুরের বাড়িখালে। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি। ২০০৪-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বাঙলা একাডেমির বইমেলা থেকে ফেরার সময় চাপাতি দিয়ে আক্রমণ ক'রে মৌলবাদীরা তাঁকে গুরুতররূপে আহত করে, কয়েক দিন মৃত্যুর মধ্যে বাস ক'রে তিনি জীবনে ফিরে আসেন। তাঁর জন্যে সারা বাঙলাদেশ এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো, যা আর কখনো ঘটে নি। ৭ আগস্ট ২০০৪ PEN-এর আমন্ত্রণে কবি হাইনরিশ হাইনের ওপর গবেষণাবৃত্তি নিয়ে জার্মানী যান। এর পাঁচদিন পর ১২ আগস্ট ২০০৪ মিউনিখস্থ ফ্ল্যাটের নিজ কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

তাঁর প্রকাশিত বই ৬০-র অধিক। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে–কবিতা: ১৯৭৩ *অলৌকিক ইস্টিমার* ১৯৮০ *জ্বলো চিতাবাঘ* ১৯৮৫ *সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে* ১৯৮৭ *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই উপরে যাই নীল* ১৯৯০ *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে* ১৯৯৩ *হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* ১৯৯৪ *আধুনিক বাঙলা কবিতা* ১৯৯৮ *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* ১৯৯৮ *কাব্যসংগ্রহ* ২০০৪ *পেরোনোর কিছু নেই* কথাসাহিত্য : ১৯৯৪ *ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল* ১৯৯৫ *সব কিছু ভেঙে পড়ে* ১৯৯৬ *মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ* ১৯৯৬ *যাদুকরের মৃত্যু* ১৯৯৭ *শুভ্রব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার* ১৯৯৮ *রাজনীতিবিদগণ* ১৯৯৯ *কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ* ২০০০ *নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু* ২০০১ *ফালি ফালি ক'রে কাটা চাঁদ* ২০০১ *উপন্যাসসংগ্রহ-১* ২০০২ *শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা* ২০০২ *উপন্যাসসমগ্র-২* ২০০৩ *১০,০০০ এবং আরো ১টি ধর্ষণ* ২০০৪ *একটি খুনের স্বপ্ন* ২০০৪ *পাক সার জমিন সাদ বাদ;* প্রবন্ধ/সমালোচনা : ১৯৯৩ *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা* ১৯৯৩ *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা* ১৯৮৮ *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* ১৯৯০ *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি* ১৯৯২ *নারী (নিষিদ্ধ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫);* ১৯৯২ *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে* ১৯৯২ *আমার অবিশ্বাস* ১৯৯৭ *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা* ১৯৯৯ *নির্বাচিত প্রবন্ধ* ২০০০ *মহাবিশ্ব* ২০০১ *দ্বিতীয় লিঙ্গ (মূল : সিমোন দ্য বোভোয়ার)* ২০০৩ *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম* ২০০৪ *ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য* ২০০৫ *আমার নতুন জন্ম* ২০০৬ *আমাদের বইমেলা* ভাষাবিজ্ঞান ১৯৮৩ *Pronominalization in Bengali* ১৯৮৩ *বাঙলা ভাষার শব্দমিত্র* ১৯৮৪ *বাক্যতত্ত্ব* ১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড)* ১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)* ১৯৮৮ *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* ১৯৯৯ *অর্থবিজ্ঞান;* কিশোর সাহিত্য : ১৯৭৬ *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী* ১৯৮৫ *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না* ১৯৮৭ *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* ১৯৮৯ *আব্বুকে মনে পড়ে* ১৯৯৩ *বুকপকেটে জোনাকিপোকা* ১৯৯৬ *আমাদের শহরে একদল দেবদূত* ২০০৩ *অন্ধকারে গন্ধরাজ* ২০০৪ *Our Beautiful Bangladesh* অন্যান্য ১৯৯২ *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ* ১৯৯৪ *সাক্ষাৎকার* ১৯৯৫ *আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন* ১৯৯৭ *বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়ি* ১৯৯৭ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা।* ২০০৩-এ তাঁর ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না ও আব্বুকে মনে পড়ে জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

বিক্রমপল্লীর যুবরাজ শুভ্রব্রত রূপবান, প্রতিভাবান ও অস্বাভাবিক; তার পিতা নম্রব্রত আশা করেছিলো সে একদিন হবে সমগ্র মহারাজ্যের মহারাজ। পিতা তাকে কিশোর বয়সেই রাজা ও রাজত্বের সাথে পরিচিত করানোর জন্যে নিয়ে যায় মহারাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে, এবং সেখানেই বদলে যায় তার নিয়তি। একদল নগ্ন উন্মাদ কিশোর শুভ্রব্রতের মধ্যে আবিষ্কার করে তাদের ত্রাতাকে, যে বহুদেবতার ধর্ম বাতিল ক'রে প্রতিষ্ঠিত করবে একদেবতার, একবিধাতার, ধর্ম; আমূল বদলে দেবে বহুদেবতাবাদী বিশ্বকে। তারপর থেকে ক্রমশ বদলে যেতে থাকে শুভ্রব্রত, অস্বাভাবিক অলৌকিক হয়ে উঠতে থাকে, সুখকর যুবরাজের জীবন ছেড়ে বেছে নেয় ত্রাতার কঠিন জীবন, এবং বহুদেবতাবাদ ছেড়ে প্রচার করতে থাকে একদেবতার ধর্ম। শুভ্রব্রত লাভ করে অনুসারী ও শত্রু, বিতাড়িত হয় পিতার রাজ্য থেকে; কিন্তু তার ভেতরে কাজ করে এক অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি; সে হয় জয়ী, জয় করে নতুন রাজ্য, পুনরাধিকার করে পিতার রাজ্য, এবং প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিধাতার মহারাজ্য। বিধাতার কঠোর অনুশাসনে সে বন্দী ক'রে ফেলে সবাইকে, এমনকি নিজেকেও; একদিন তার ভুল ভাঙে, বুঝতে পারে যে-বিধাতার ধর্ম সে প্রচার করছে, সে-বিধাতা আসলে তারই সৃষ্টি। তার সেনাপতিরা তা স্বীকার করতে রাজি হয় না, তারা পেয়েছে শক্তির স্বাদ; তারা খুন করে শুভ্রব্রতকে, এবং বিধাতার নামে বেরিয়ে পড়ে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে। হুমায়ুন আজাদ এই অসাধারণ উপন্যাসে অপূর্ব কাহিনী বলেছেন, এবং দেখিয়েছেন কীভাবে উদ্ভব ঘটে ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তকের। বিভিন্ন বিধাতার বন্দনায় মুখর বাঙলা ভাষায় অনন্য অতুলনীয় এই উপন্যাস, অন্যান্য সাহিত্যেও এমন অসামান্য উপন্যাস দুর্লভ।

এটি *শুভ্রব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার*-এর সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

হুমায়ুন আজাদ

শুভব্রত

তার সম্পর্কিত

সুসমাচার

উৎসর্গ

শ্রীবিষ্ণুপদ সেন

আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

শুভ্রব্রত সেই প্রথম রাজগৃহ ভ্রমণে যায়, যখন তার দশ বছর। ছোটো বেলা থেকেই সে দেখে আসছে তার পিতা প্রত্যেক ঋতুতে একবার মহানগরে যাচ্ছে, তার মাতা সুপ্রীতি ও আরো দশজন বিমাতা সজল চোখে বিদায় দিচ্ছে পিতাকে, তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে থাকছে, ফেরার দিন গুণে গুণে দেয়ালে কালির দাগ দিচ্ছে; এবং পিতা ফিরে এলে উৎফুল্ল হচ্ছে হারানো মাণিক ফিরে পাওয়ার আনন্দে। পিতার সাথে তারও যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে কয়েক বছর ধ'রে, পিতাকে যা সে কখনো বলে নি, বলার ইচ্ছে আর সাহস কোনোটিই হয় নি; এবার, দশ বছরে পা দেয়ার পর, পিতাই তাকে রাজগৃহে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। শুভ্রব্রত উল্লাস বোধ করে, কিন্তু উল্লাস সে প্রকাশ করে না; আজকাল সে উল্লাস প্রকাশ করতে পারে না, প্রকাশের মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়; কিন্তু রাজগৃহে যাওয়ার একটা তীব্র বাসনা তার মনে জাগে। তাদের বিক্রমপল্লী এক সুন্দর নগর; এবং এটি যতোটা নগর তার অধিক পল্লী, নামেই তা প্রকাশ পায়। এর নগরটুকু শুভ্রব্রতের যতোটা প্রিয় তার থেকে বেশি প্রিয় এর পল্লীটুকু; এর প্রতিটি গাছ পোকা পাখি জলস্রোত তার প্রিয়, কিন্তু রাজগৃহ যাওয়ার সময় পিতার চোখে সে যে-ঝিলিক দেখে আসছে শৈশব থেকে, তাতে শুভ্রব্রতের মনে হয়েছে রাজগৃহ তাদের বিক্রমপল্লী আর তার মাতাদের থেকে অনেক সুন্দর, যেখানে যাওয়ার সময় পিতার চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তবে পিতার চোখের ঝিলিকটাই তার কাছে মনে হয় আপত্তিকর, যদিও সে বুঝে উঠতে পারে না কেনো। শুভ্রব্রত দিনরাত স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন দেখেছে রাজগৃহে যাওয়ার কথা ওঠার পর থেকেই, রাজগৃহে যাওয়াকে তার মনে হচ্ছে একই সাথে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন। রাজগৃহে তাদের শকট প্রবেশের সাথে সাথে শুভ্রব্রত বুঝতে পারে তারা প্রবেশ করেছে মহানগরে; এটা তার পিতার কাছে থেকে জেনে নিতে হয় না, চারপাশের রূপের পরিবর্তন দেখেই শুভ্রব্রত বুঝতে পারে তারা পৌঁচেছে। শুভ্রব্রত একটু শিউরে ওঠে, একটা জ্বালাও তার রক্তের ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। রাজগৃহে পিতার এক সুরম্য অট্টালিকা রয়েছে, যা মহারাজের প্রাসাদের প্রায় তুল্য, মায়ের মুখে শুভ্রব্রত অনেকবার শুনেছে। কিন্তু ওই অট্টালিকার রম্যতা সম্পর্কে সে কোনো ধারণা করতে পারে নি; তাদের শকট যখন তোরণে এসে দাঁড়ায়, অট্টালিকার সৌন্দর্যে শুভ্রব্রত কেঁপে ওঠে; সে যতোটা মুগ্ধ হয় তার থেকে অনেক বেশি ভয় পায়। রাজগৃহে ঢোকার পর থেকেই শুভ্রব্রত জ্বালা বোধ করছে, ভয় পাচ্ছে; পথের দু-পাশে সে যা-কিছু দেখেছে, তার সবই তার মাংসে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, আর ওই জ্বালাটা তীব্রতম হয়ে ওঠে পিতার অট্টালিকার তোরণে এসে। শুভ্রব্রত অট্টালিকা দেখে একবার চোখ বন্ধ করে ফেলে; চোখ খুলতে ভয় পায়। মনে পড়ে মা তাকে জড়িয়ে ধ'রে পিতার সাথে রাজগৃহে আসতে নিষেধ করেছিলো; তার মনে হয় মা তাকে এখনো জড়িয়ে ধ'রে আছে, তাকে রাজগৃহে আসতে নিষেধ করছে। শকট তোরণ দিয়ে

ঢুকতেই ভৃত্যরা এসে লুটিয়ে পড়ে; পিতা আর শুভ্রব্রতের পায়ে চুমো খায়, শুভ্রব্রত পা টেনে নিতে চায়, কিন্তু পারে না। সে আরো তীব্র জ্বালা বোধ করতে থাকে; অট্টালিকার প্রতিটি মর্মরটুকরো আর বাগানের প্রতিটি ফুল তাকে পোড়াতে থাকে।

প্রাসাদের কক্ষে ঢুকে শুভ্রব্রত প্রথম যে-কথাটি বলে, তাতে তার পিতা নম্রব্রত চমকে উঠে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'পিতা, আমি আজই বিক্রমপল্লীতে ফিরে যেতে চাই।'

নম্রব্রত বলে, 'মাতাদের জন্যে কি তোমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, পিতা।'

নম্রব্রত বলে, 'তুমি রাজপুত্র, যুবরাজ, তোমার কি তা মনে আছে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আছে, পিতা।'

নম্রব্রত বলে, 'তোমাকে মহানগরজ্ঞান দেয়ার জন্যে আমার সাথে রাজগৃহে মহানগরে নিয়ে এসেছি, তুমি একদিন আমার মতোই ঋষি বংশের রাজা হবে, রাজাদের বালক বয়সেই মহানগরজ্ঞান লাভ শুরু করতে হয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি রাজা হ'তে চাই না পিতা।'

নম্রব্রত বলে, 'রাজপুত্রের মুখে আমি আর কখনো একথা শুনতে চাই না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমাকে ক্ষমা করুন, পিতা।'

নম্রব্রত বলে, 'তোমাকে অবশ্যই রাজা হ'তে হবে, ত্রিদেবীর আশীর্বাদে সম্ভব হ'লে মহারাজ হ'তে হবে তোমাকে, আমি যা হ'তে পারি নি তোমাকে তা হ'তে হবে, তাই মহানগরজ্ঞান তোমার জন্যে যারপরনাই আবশ্যক।'

নম্রব্রত আর কথা না ব'লে নিজের কক্ষে চ'লে যায়; শুভ্রব্রত শয্যার ওপরে বসে। তাকে রাজা হ'তে হবে? হ'তে হবে মহারাজ? সে শুনতে পায় তার ভেতরটা চিৎকার ক'রে বলছে, 'আমি রাজা হ'তে চাই না, পিতা, আমি মহারাজও হ'তে চাই না।'

সেদিন সন্ধ্যায়ই পিতার অট্টালিকায় শুভ্রব্রতের মহানগরজ্ঞানের সূচনা ঘটে। মাণিক্যখচিত মুকুটের মতো সুন্দর অট্টালিকা সন্ধ্যা নামতেই দীপমালায় সেজে হয়ে ওঠে অনিন্দ্য রূপসী, আর তার বায়ুমণ্ডল ভেঙে পড়তে চায় সুগন্ধের কোমল মধুর অসহ্য ভারে। আসতে থাকে বর্ণাঢ্য শকটের পর শকট, নামতে থাকে নগরপ্রমুখেরা, পিতার সাথে তাদের অভ্যর্থনা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ে শুভ্রব্রত। শুভ্রব্রত বিব্রতও বোধ করে, কেননা সবাই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে; তার মতো রূপবান পুত্রের পিতা হওয়ার জন্যে পিতাকে অভিনন্দন জানায়, অনেকেই তাকে অনেকক্ষণ দু-বাহুতে জড়িয়ে রাখে। সকলের গন্তব্য প্রাসাদের উত্তরপ্রান্তের নাচঘর। এক সময় নাচঘর ভ'রে ওঠে সুবেশ সুশ্রী পুরুষে, এবং গৃহের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত হয় নগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নটী। পিতার সাথে বসেছে শুভ্রব্রত, কিন্তু তার ইচ্ছে করছে নিজের কক্ষে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে।

পরিচারিকারা সোনার পাত্রে পরিবেশন ক'রে চলেছে সুরা, তার হাতেও তুলে দিয়েছে একপাত্র; সে নিতে চায় নি, পিতাই তাকে আদেশ করেছে পাত্র নিয়ে পান করতে। সে একবার চুমুক দিয়েছে, আশ্চর্য লেগেছে তার, মনে হয়েছে তার ভেতরটা

হঠাৎ সোনায় ভ'রে উঠলো, এবং আবার গভীর একটি চুমুক দেয়ার ইচ্ছে হয়েছে। পিতা তাকে উপদেশ দিয়েছে ধীরে পান করার জন্যে; সুরা জল নয়, সুরা মাটির নিচে থেকে ওঠে না, সরোবরে টলমল করে না; দ্রাক্ষার দেহ দলিত ক'রে সংগ্রহ করা হয় এ-গলিত রঙিন আগুন। শুভ্রব্রতের ঘুমটা কেটে গেছে, অন্যরকম একটা ঘুম ছড়িয়ে পড়ছে তার ওপর। নটী নূপুরের মতো বেজে চলেছে, তার শরীর আর কাঁচুলি থেকে ঝ'রে পড়ছে সুর আর নাচ, ওই সুর আর নাচ সুরার থেকেও রঙিন মনে হচ্ছে শুভ্রব্রতের; ওই সুর আর নাচ তার পানপাত্রে বজ্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার রক্তেও। তার পিতা, চারপাশের সুবেশ সুশ্রী পুরুষেরা সবাই জ্বলছে আগুনে, সে দেখতে পাচ্ছে; মুঠোমুঠো মাণিক্য তারা ছুঁড়ে দিচ্ছে নটীর পায়ে, নটী মাণিক্যের ওপর সবচেয়ে রঙিন মাণিক্যের মতো জ্বলছে।

শুভ্রব্রত একবার উঠে দাঁড়ায়। পিতা নম্রব্রত বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি প্রাঙ্গণে যেতে চাই, পিতা, আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।'

নম্রব্রত বলে, 'তুমি পুরুষ হয়ে উঠছো, শুভ্রব্রত।'

ভৃত্য শুভ্রব্রতকে বাইরে নিয়ে যায়; প্রাঙ্গণের বাতাসে তার ভেতরটা, তার রক্ত-ত্বক-মাংস সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু বিক্রমপল্লীতে তার সব কিছু যেমন অমল সুস্থ থাকতো, তেমন অমল সুস্থতা সে বোধ করে না। নটীর নূপুর তখনও বাজছে তার রক্তে; এবং তার মনে হচ্ছে সে যতোই দূরে যাবে ততোই রক্তে নূপুরের শব্দ কমবে, ভেতরটা ততোই শুদ্ধ হয়ে উঠবে। সে হাঁটতে থাকে, প্রাঙ্গণের বায়ু তাকে স্নিগ্ধ করে; তার রক্ত থেকে বজ্র আর নূপুরের শব্দ মুছে যায়। শুভ্রব্রত অট্টালিকার তোরণে এসে উপস্থিত হয়। তোরণের বাইরে যেতে তার ইচ্ছে করে; কিন্তু তোরণ বন্ধ, সে বাইরে যেতে পারে না; তোরণটি জমাট ধাতুতে তৈরি বলে তোরণের বাইরে রাজপথও সে দেখতে পায় না। শুভ্রব্রত দাঁড়ায়, এবং বাইরে সে এক প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পায়। মেঘ বা আগুন বা সমুদ্র বা ঝড় যেনো গর্জন করছে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, এই বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।' শুভ্রব্রত শিউরে ওঠে, ভয় পায়; এবং ওই গর্জন তার আবার শোনার সাধ হয়।

তোরণের বাইরে আবার গর্জন ওঠে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, এই বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।'

গর্জনে তোরণ আর অট্টালিকা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আকাশ ভেঙে পড়ছে—শুভ্রব্রতের মনে হয়; এবং সে আবার মহাগর্জন শোনার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করে। সে দাঁড়িয়ে থাকে, অনেকক্ষণ ধ'রে সে প্রাঙ্গণের বাতাস আর পুষ্পের সুগন্ধ বুকের ভেতরে টেনে নেয়, কিন্তু ওই মেঘ আগুন ওই সমুদ্র ওই ঝড় গর্জন করে না। বেশ্যা কাকে বলে শুভ্রব্রত জানে। সে জানে দেবতা আর দৈত্য যাদের গ্রহণ করে নি, যারা কারো ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে না, কোনো পুরুষকে গ্রহণ করে না স্বামীরূপে, সব পুরুষ যাদের জন্যে ব্যাকুল থাকে, যারা সুন্দরী আর স্বাধীন, তারা বেশ্যা। বেশ্যারা খারাপ, নষ্ট, অসতী; রূপ দিয়ে পুরুষদের নষ্ট করাই তাদের কাজ; আর পুরুষরা আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া পোকার মতো, যারা ঘরে সতীদের রেখে ধরা দেয় বেশ্যাদের আলিঙ্গনে। যে-নটী এখন নেচে চলছে নাচঘরে, যার নাচ বজ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে পিতা আর

তার বন্ধুদের পানপাত্রে, সে বেশ্যা—বারাঙ্গনা, গণিকা, স্বৈরিণী, কুলটা। কিন্তু মহানগর রাজগৃহ কী ক'রে হলো বেশ্যা? শুধু বেশ্যা নয়, মহাবেশ্যা? শুভ্রব্রত বুঝতে পারে না, সে তোরণের বাইরের মহাগর্জন নিজের ভেতরে বারবার শুনতে পায়। সে আর নাচঘরে যায় না, যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তার ভয় হয়; তার রক্তে আবার বজ্র লাফিয়ে পড়তে পারে। সে নিজের কক্ষে গিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করে।

শুভ্রব্রত ঘুমোতে পারে না। নাচঘর থেকে নূপুরের শব্দ ঝিলিক দিয়ে তার কক্ষে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, এবং তারপরই বেজে উঠতে থাকে সেই গর্জন। সে বিজলি আর বজ্র দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। নূপুর আর মেঘের গর্জন বাজতে থাকে তার করোটিতে দুটোই তাকে তীব্রভাবে টানতে থাকে নিজের দিকে। বিক্রমপল্লীর প্রাসাদেরও নাচঘর আছে, সে-নাচঘর থেকে আসা নূপুরের শব্দের সাথে সে জন্ম থেকেই পরিচিত; তাদের প্রাসাদের পাশে বেশ্যাদের জন্যেও আছে বিশেষ গৃহ; কিন্তু সে কখনো নটীর নাচ দেখে নি, বারাঙ্গনাদের অংশে কখনো যায় নি। সেখানে যাওয়া যায় না; তার পিতাই শুধু যায়। সে জানতো একদিন সে নাচঘরে নাচ দেখতে পাবে, যেতে পারবে বারাঙ্গনাদের কক্ষগুলোতেও। কী তাকে বেশি টানছে; ওই নটীর নাচ, না তোরণের বাইরের মেঘের গর্জন? নটীর চিবুক আর বাহুর আন্দোলন দেখে তার রক্ত জ্বলে উঠেছিলো, ইচ্ছে হচ্ছিলো নটীকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে; নটীর পায়ের লাল আলতায় একবার ঠোঁট বুলোনোর ইচ্ছে হয়েছিলো তার; এখনো তার একবার গিয়ে নটীকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তোরণের বাইরের বজ্রের শব্দই যেনো তাকে মুগ্ধ করছে বেশি। রাজগৃহ বেশ্যা? মহাবেশ্যা? তাকে ধ্বংস হতে হবে? কেনো রাজগৃহ বেশ্যা? কেনো মহাবেশ্যা? কে ওই গর্জন তুলেছিলো তোরণের বাইরে?

খুব ভোরে ঘুম ভাঙে শুভ্রব্রতের; সে পিতার কক্ষের দিকে যায়। পিতার সাথে তার একটি কথা আছে, একটি প্রশ্নের উত্তর সে জেনে নিতে চায় পিতার থেকে; কিন্তু পিতা ঘুম থেকে ওঠে নি। বিক্রমপল্লীতে সে দেখেছে পিতা যেদিন বারাঙ্গনাদের গৃহে যায়, সেদিন মধ্যরাত পর্যন্ত বাজে নূপুর, পরদিন তার ঘুম থেকে উঠতে প্রায় মধ্যাহ্ন হয়ে যায়, আজো হয়তো মধ্যাহ্ন হয়ে যাবে। পিতার থেকে প্রশ্নের উত্তরটি জেনে নিতে তার সময় লাগবে। মধ্যাহ্নের কিছু আগে পিতা তাকে ডেকে পাঠায়।

পিতা জিজ্ঞেস করে, 'নটীর নাচ তোমার কেমন লাগলো?'

শুভ্রব্রত বলে, 'অনবদ্য।'

পিতা জিজ্ঞেস করে, 'নটীকে কেমন লাগলো?'

শুভ্রব্রত বিব্রত হয়, কিন্তু বলে, 'রূপবতী।'

পিতা নম্রব্রত বলে, 'তাহলে উঠে গেলে কেনো, নাচঘরে ফিরলে না কেনো?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো।'

পিতা বলে, 'যুবরাজের শ্বাস বন্ধ হলে চলে না। যুবরাজ, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়, তুমি একদিন রাজা হবে, আমি চাই তুমি মহারাজ হবে। তোমাকে বাস করতে হবে অসি, ঐশ্বর্য, আর নটীর রূপের মধ্যে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি সে-চেষ্টা করবো, পিতা।

পিতা নম্রব্রত বলে, 'নারীর সৌন্দর্যে শ্বাস রুদ্ধ হলে রাজাদের চলে না, রাজার কাজ সম্ভোগ করা, ভূমি আর নারী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি মনে রাখবো, পিতা।'

নম্রব্রত বলে, 'পুত্র, মনে রেখো, যেদিন রাজা হবে, সেদিন থেকে রাজ্যের সব ভূমি আর সব নারী তোমার।'

শুভ্রব্রত বলে, 'একটি বিষয়ে আমি রাত থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি, পিতা, আপনার কাছে তার উত্তর প্রার্থনা করি।'

পিতা নম্রব্রত বলে, 'বলো, কী তোমাকে উদ্বিগ্ন করছে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'সন্ধ্যায় নাচঘর থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে আমি তোরণ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তোরণে গিয়ে শুনি তোরণের বাইরে কে যেনো গর্জন করছে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, এই বেশ্যাকে ধ্বংস হতেই হবে।' আমি তাতে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছি।'

শুভ্রব্রতের কথা শুনে নম্রব্রত হো হো করে হেসে ওঠে; তাতে শুভ্রব্রত খুবই বিব্রত হয়।

নম্রব্রত বলে, 'ওইসব হচ্ছে নগ্ন-অর্ধনগ্ন ঋষির চিৎকার।'

শুভ্রব্রত বলে, 'ঋষির কেনো এমন চিৎকার করে?'

নম্রব্রত বলে, 'ওরা পাগল; ওদের ঘর নেই, নারী নেই, ভূমি নেই, ওরা সব সময়ই মহানগরের ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যের বিরোধী।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো ওরা মহানগরের বিরোধী?'

নম্রব্রত বলে, 'ঈর্ষা; —ওরা ঈর্ষাকাতর, ওরা দেখে আমরা, রাজন্য আর বণিকেরা, ভোগ করছি ভূমি আর নারী, ওরা তা ভোগ করতে পারে না। তাই ওরা ঈর্ষায় দগ্ধ হয়; ওরা কোনো সৌন্দর্য সহ্য করতে পারে না, কোনো সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে না। ওরা অসুস্থ মানুষ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'ওরা কী চায়, পিতা?'

নম্রব্রত বলে, 'ওরাও আমাদের মতোই ভূমি আর নারী চায়; কিন্তু ওরা জানে তা ওরা পাবে না; ওদের অসি নেই, অসি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। তাই ওরা নানা বাজে কথা বলে।'

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'ওরা কী বলে, পিতা?'

নম্রব্রত বলে, 'ওরা যা বলে তা আমি ঠিক বুঝি না, ওদের কথা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়; ওরা বিধাতা না কিসের কথা যেনো বলে, বিধাতাই সর্বশক্তিধর, সে-ই সব, সে ওদের কাছে বাণী পাঠায়।'

নম্রব্রত উচ্চকণ্ঠে হাসতে থাকে, শুভ্রব্রত পিতার মতো হাসতে পারে না।

নম্রব্রত বলে, 'আমরাও তিনদেবীর পুজো করি—রৌদ্র, বারি, আর ভূমির দেবীর; তবে পুত্র, আমি কোনো দেবীতেও বিশ্বাস করি না; আমার পিতা বিশ্বাস করতেন বলেই—আমি ঠিক জানি না তিনি বিশ্বাস করতেন কি না, তবে তিনি পুজো করতেন বলেই শুধু আমি এদের পুজো করি; কিন্তু ওই পাগলগুলো বলে বিধাতার কথা, যে ওদের কাছে বাণী পাঠায়।'

হাসতে থাকে নম্রব্রত; চুপ করে থাকে শুভ্রব্রত।

'বিধাতা যদি থাকতো', হাসতে থাকে নম্রব্রত, 'তাহলে সে ওই উলঙ্গ পাগলগুলোর কাছে কেনো বাণী পাঠাবে? পাঠাতো মহারাজের কাছে, বা আমার কাছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা হয়তো রাজাদের পছন্দ করে না, উলঙ্গ পাগলদেরই পছন্দ করে?'

নম্রব্রত চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি একথা নিজেই বলছো, না কারো কাছে শুনে বলছো, শুভ্রব্রত?'

শুভ্রব্রত বলে , 'পিতা কারো কাছে শুনি নি; আমার নিজেরই মনে হলো।'

নম্রব্রত পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেনো খুঁজতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে সে পুত্রের মুখ দেখে, দীর্ঘ সময় ধরে খোঁজে।

নম্রব্রত বলে, 'তোমার এমন মনে হওয়া ঠিক হয় নি। কখনো কখনো কেউ কেউ আমাকে বলে বিধাতা রাজাদের পছন্দ করে না, নোংরা নগ্ন পাগলগুলোকে পছন্দ করে। সম্পূর্ণ বাজে কথা, শুভ্রব্রত, বিধাতা বলে কেউ নেই, থাকলেও সে পাগল নয়; যদি সে পাগল হয়, তাহলেই শুধু সে পছন্দ করতে পারে ওই পাগলগুলোকে।'

অপরাহ্নে পিতার সাথে শুভ্রব্রত যায় মহারাজপ্রাসাদে। দূর থেকে প্রাসাদ দেখে সে ভয় পায়; এবং তাদের শকট প্রাসাদের তোরণের কাছাকাছি আসতেই তিনটি অর্ধনগ্ন ও একটি নগ্ন পুরুষ চিৎকার করে ওঠে, 'মহাবেশ্যা ধ্বংস হোক।' সাথে সাথে রক্ষীরা ছুটে আসে, ধরে ফেলে লোকগুলোকে; তাদের হাতেপায়ে শেকল পরিয়ে রক্ষীদের ভবনে নিয়ে যায়। শুভ্রব্রতের পিতা নগ্ন চিৎকারকারীদের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়; শুভ্রব্রত তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার সব কিছুই খারাপ লাগতে থাকে, ইচ্ছে করে শকট থেকে নেমে পথে হাঁটতে; কিন্তু সে জানে পথে হাঁটার অধিকার তার নেই। ওই লোকগুলোর কী হবে সে কি জিজ্ঞেস করবে পিতাকে? না, সে বুঝতে পারে, পিতাকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না; পিতা ঘেন্না করে নগ্নদের। প্রাসাদের ঐশ্বর্য, ঝকঝকে রক্ষীবাহিনী, চারদিকে বিচরণশীল ও মহারাজকক্ষের গম্ভীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তার ভালো লাগে না, যদিও দেখতে তারা তার পিতার মতোই; সিংহাসনে বসে থাকা মহারাজকেও তার ভালো লাগে না। বিক্রমপল্লীর যুবরাজ বলে সবাই তাকে সম্মান করেছে, বালক বলে বিবেচনা ক'রে নি তাকে, কিন্তু তার মনে হয়েছে বেশ হয় এসব কিছুই যদি ধ্বংস হয়ে যায়। শুভ্রব্রত এসবের মধ্যে কোনো গৌরব দেখতে পায় না, মহারাজকে তুচ্ছ মানুষ মনে হয়, ওই নগ্নদের থেকেও তুচ্ছ। কিন্তু সবাই তার পদতলে চুম্বন করছে, শুভ্রব্রতকেও করতে হয়েছে; পিতা তাকে নিয়ে যখন মহারাজের সমীপে উপস্থিত হয় পিতা মহারাজের পদতলে চুম্বন করে, তাকেও চুম্বন করার নির্দেশ দেয়। শুভ্রব্রতের ইচ্ছে করে নি, তবু চুম্বন করে সে; চুম্বনের সময় সে শুনতে পায়, 'মহাবেশ্যা ধ্বংস হোক।' তার ইচ্ছে করে ওই মুহূর্তেই মহারাজকে ধ্বংস করতে; চুম্বন করতে গিয়ে একবার ওষ্ঠ ফিরিয়ে নেয়, পিতা তার মাথায় চাপ দেয়, সে কোমলভাবে মহারাজের পদযুগলে চুমো খায়। পিতা এই মহারাজ হ'তে চায়, কিন্তু হ'তে পারবে না ব'লেই বিশ্বাস করে; তাই চায় শুভ্রব্রত একদিন মহারাজ হোক। সে কি হবে এই তুচ্ছ

মহারাজ? কীভাবে মহারাজ হ'তে হয়? ধ্বংস করতে হবে তুচ্ছ লোকটিকে? ঠিক আছে, শুভ্রব্রতের মনে হয়, সে ধ্বংস করবে এ-তুচ্ছ লোকটিকে; কিন্তু এর মতো মহারাজ হ'তে তার ইচ্ছে করে না।

মহারাজকক্ষ থেকে বেরিয়ে পিতার সাথে সে ঢোকে বিশ্রাম ও আলোচনাকক্ষে। এটা এক বিশাল, সুন্দর, সুখকর কক্ষ; যেখানে তাপ নেই, অতাপও নেই, এবং মনোরমভাবে বিন্যস্ত রয়েছে বৃত্তাকার সুকোমল আসনের পর আসন। মাঝখানে রয়েছে রুপোর চৌকি। আসনগুলোতে ব'সে আছে মহারাজ্যের ও মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা, রাজন্যরা; তাদের সাথে আলোচনারত একটি-দুটি অনিন্দ্য রূপসী। তার মা এ-রূপসীদের তুল্য নয়; এদের পাশে তার মাকে মনে হবে এক চাষীর মেয়ে। পিতার সাথে গিয়ে সে একটি আসনে বসতেই দুজন রূপসী এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। পিতার হাতে তারা চুম্বন করে, তার হাতেও চুম্বন করে। তারা দীর্ঘক্ষণ ধ'রে প্রশংসা করে তার রূপ ও গঠনের, বিভিন্ন রাজ্যের যুবরাজদের সাথে তুলনা করে সে-ই যে সবচেয়ে রূপবান, এমন চিবুক ও চোখ, চুল ও ওষ্ঠ, আঙুল ও ভ্রূরেখা যে নেই আর কোনো যুবরাজের তা তার পিতাকে জানায়, পিতা যারপরনাই সুখী বোধ করে। তার নিজেরও সুখ লাগে; তার রূপের প্রশংসা শুনে সে সব সময়ই বিরক্ত বোধ করে, কিন্তু এই প্রথম সে সুখ পায়, তার মনে হয় এ-রূপসীরা সত্য এমন আন্তরিকভাবে প্রকাশ করতে পারে যা আর কেউ পারে না। তারা পিতার সাথে রাজ্যের অর্থ, সেনা, শস্যসম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করে; শুভ্রব্রত বুঝতে পারে পিতা সেনা সম্পর্কে যতোটা জ্ঞানী অর্থ সম্পর্কে ততোটা নয়, আবার অর্থ সম্পর্কে যতোটা জ্ঞানী শস্য সম্পর্কে ততোটা নয়; রূপসীরা তার পিতাকে সব বিষয় মধুরভাবে জানাতে থাকে। এক নারী মুখে মুখে কয়েকটি পদও রচনা করে, পিতাকে অনুরোধ করে একটি পদ রচনা করার জন্যে পিতা পারে না; আরেক নারী এক মহাকবির কাব্য থেকে পদের পর পদ আবৃত্তি করতে থাকে, শুভ্রব্রতের মনে হয় ওই নারীর ওষ্ঠ থেকে লাল লাল পাখি আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। শুনেই কয়েকটি পদ মুখস্থ হয়ে যায় শুভ্রব্রতের, সে একবার দুটি পদ আবৃত্তি করে। সবাই তাতে মুগ্ধ হয়, ওই নারী তাকে জড়িয়ে ধরে; তার বাহুর ভেতরে শুভ্রব্রত আশ্চর্য সুখ পায়।

নারী তার পিতাকে বলে, 'আজ সন্ধ্যায় আপনার পুত্রকে আমার গৃহে পেলে অশেষ সুখী হবো।'

পিতা বলে, 'আমার জন্যে এটা অত্যন্ত সুখকর, আপনার মতোই কাউকে খুঁজছিলাম যে আমার পুত্রকে প্রস্তুত করতে পারে।'

নারী বলে, 'মহারাজ্যের শ্রেষ্ঠ যুবরাজকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব পেয়ে আমি ধন্য, আমি কৃতজ্ঞ।'

অন্য নারী বলে, 'যুবরাজকে পেয়ে সুগন্ধবতীর সন্ধ্যা আজ ধন্য হবে, আমি অতিশয় আনন্দিত; আমার সন্ধ্যাটি কি রাজন্যকে পেয়ে ধন্য হতে পারে?'

পিতা বলে, 'নারী, আপনি আমাকে ধন্য করেছেন; আমি ভেবেছিলাম আপনিও আমার পুত্রকেই কামনা করছেন।'

নারী বলে, 'আমি এখনো রাজন্যদেরই পছন্দ করি।'

সুগন্ধবতী মৃদু হেসে বলে, 'যুবরাজদের প্রস্তুত করার সুখ সখী স্বর্ণলতা কখনো পাবে না।'

স্বর্ণলতা বলে, 'রাজন্যদের কোনো তুলনা হয় না, সব ক্ষেত্রেই তারা রাজা, আমি রাজন্যদের দ্বারাই ধন্য হতে সুখ পাই।'

তার পিতা বলে, 'আমার পুনরায় যুবরাজ হওয়ার বাসনা হচ্ছিলো, কিন্তু স্বর্ণলতার বাক্যে সুখী হলাম। আপনাদের মতো নারীরা আছে ব'লেই আমাদের মহারাজ্য সুজলাসুফলাশস্যশ্যামলা এবং সুখশান্তিসৌন্দর্যময়।'

সন্ধ্যার আগে পিতা ও শুভ্রব্রত নিজেদের হর্ম্যে ফিরে আসে; এবং পিতা তাকে বিশ্রাম নিতে বলে। শুভ্রব্রত নিজের কক্ষে গিয়ে অবসর যাপন করার চেষ্টা করে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও স্থির হ'তে পারে না, পীড়াদায়ক এক অস্থিরতা তাকে অবিশ্রাম পীড়িত ক'রে রাখে। সন্ধ্যার অল্প পরেই তার কক্ষে ঢোকার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে পরিচারকেরা; অনুমতি দিতে তার ইচ্ছে করে না, কিন্তু সে অবিলম্বে অনুমতি দেয়। শুভ্রব্রতের জন্যে বিক্রমপল্লীতে রয়েছে পাঁচজন পরিচারক, এখানে দশজন, এবং এদের আচরণ ও রুচিও অনেক উন্নত। তারা জানায় পিতা তাদের নির্দেশ দিয়েছে তাকে প্রস্তুত ক'রে সুগন্ধবতীর গৃহে নিয়ে যেতে। পরিচারকেরা ঈষৎ উষ্ণ জলে ধীরেধীরে তার শরীর মোছে, সুকোমল হয়ে ওঠে তার শরীর, সে নিজেই তার শরীরের কোমলতা অনুভব করে; দুটি পরিচারক মর্দন করে তার পদ ও হস্ততল, সে কোমল সজীব হয়ে ওঠে; তারা মসৃণ করে তার প্রতিটি আঙুলের নখ; তাকে নগ্ন করা হয়, সে বাধা দেয় না, বিক্রমপল্লীতেও তাকে নিয়মিত নগ্ন করা হয়, তারা তার প্রত্যেক রোমকূপে মাখে সুগন্ধী তেল; এক পরিচারক তার শিশ্নাঞ্চলে মাখে সুগন্ধী, সে চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়, দৃঢ় হয়ে উঠতে চায়; পরিচারকটি মৃদু চিৎকার ক'রে বলে, যুবরাজ একরজনীতে শতনারী ভোগের উপযুক্ত হবে যৌবনে, শুভ্রব্রত সাথে সাথে দৃঢ় হয়ে ওঠে; এক পরিচারক তার কেশবিন্যাস করে দীর্ঘ সময় ধ'রে; এবং তাকে তারা যুবরাজের শ্রেষ্ঠ পোশাকটি পরায়। দর্পণে শুভ্রব্রত নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়।

বেরোনোর সময় পিতার সাথে তার দেখা হয় না। পরিচারকেরা তাকে শকটে নিয়ে আরোহণ করায়, তারা শকটের পেছনভাগে অবরোহণ করে, এবং শকট যাত্রা করে সুগন্ধবতীর গৃহের উদ্দেশে। সুগন্ধবতীর গৃহে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তৈরি হয়েছে তোরণ, যাতে তার নাম লিখিত সোনার বর্ণে, এবং তোরণে অপেক্ষা ক'রে আছে দশজন কিশোরী রূপসী। তারা তাকে অবরোহণ করায়, তাদের প্রত্যেকের হাত ও অঙ্গ কোমলতম পুষ্পের পাপড়িতে রচিত, তারা দশ দিক থেকে পুষ্প ও পাপড়ি বর্ষণ করতে থাকে, প্রত্যেকে তার হাতে চুমো খায়, শুভ্রব্রত শিউরে উঠতে গিয়ে নিজেকে স্থির রাখে। শুভ্রব্রত বুঝতে পারে না ওই সকল ওষ্ঠের ছোঁয়া বেশি কোমল, না বেশি কোমল ফুলের পাপড়ির স্পর্শ। ওই কিশোরী রূপসীরা সবাই লাস্যময়ী; তারা পা ফেলে যেনো তারা নাচছে, তারা তার দিকে তাকায় যেনো তারা নাচছে, তারা তার হাত স্পর্শ করে যেনো তারা নাচছে। তার জন্যে তখনও অপেক্ষা করছিলো পরম বিস্ময়, ও সৌন্দর্য। দোতলায় উঠে শুভ্রব্রত দেখতে পায় তার জন্যে অপেক্ষা করছে পরিপূর্ণ চাঁদ,

সুগন্ধবতী, যার আলো ওই কিশোরী রূপসীদের আলোর থেকে অনেক বেশি শুভ্র, অনেক বেশি স্নিগ্ধ, অনেক বেশি রহস্যময়। বাহুতে জড়িয়ে সুগন্ধবতী তাকে নিয়ে যায় অভ্যন্তরে, তাদের কেউ অনুসরণ করে না। অভ্যন্তর কক্ষে এখন শুধু শুভ্রব্রত আর সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা সুগন্ধবতী।

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আপনাকে পেয়ে আমার গৃহ ধন্য হয়েছে; আপনাকে এ-গৃহে সপ্তাহকাল বাসের আমন্ত্রণ জানাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তৃপ্তি পেলে আমন্ত্রণ রাখবো, নইলে আজ রাতেই হর্ম্যে ফিরে যেতে পারি।'

সুগন্ধবতী বলে, 'আপনি স্বতন্ত্র প্রকৃতির, যুবরাজ শুভ্রব্রত।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো আমাকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির মনে হচ্ছে আপনার?'

সুগন্ধবতী বলে, 'কোনো যুবরাজ কখনো, আমার মুখোমুখি ব'সে, ফিরে যাওয়ার কথা বলেন নি। আপনার স্পষ্টবাক্যে আমি মুগ্ধ; ভবিষ্যতে হয়তো আপনি এমন কোনো পরিচয় দেবেন, যা আপনাকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখবে।' সুগন্ধবতী শুভ্রব্রতের মুখের দিকে নিবিড়ভাবে থাকায়, এবং বলে, 'আমাকে কি আপনার সুখকর মনে হচ্ছে না?'

শুভ্রব্রত বলে, 'এমন রূপসী নারী আমি আগে দেখি নি।'

সুগন্ধবতী বলে, 'ধন্য বোধ করছি আপনার ভাষায়, যুবরাজ। আপনি এখনো কিশোর, তবে আপনার গঠন পরিপূর্ণ পুরুষের; পুরুষের মুখমণ্ডলে কিশোর দেখতে পাওয়া অনির্বচনীয় আনন্দের; আশা করি আপনাকে আমি সুখী করতে পারবো।'

সুগন্ধবতী উঠে দাঁড়ায়, এবং হাত ধ'রে শুভ্রব্রতকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে যায়, যেখানে কয়েকটি রূপসী কিশোরী বিন্যাস করছে খাদ্য ও পানীয়সামগ্রী।

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, সন্ধ্যা হয়েছে বেশ আগে, এটাই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের উপযুক্ত সময়। আসুন, আমরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া কোনো জ্ঞানই ভালোভাবে অর্জন সম্ভব নয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি প্রস্তুত।'

তারা খেতে শুরু করে। সুগন্ধবতী পানীয় এগিয়ে দিয়ে বলে, 'যুবরাজ, প্রথমে এ-পানীয়টুকু পান করুন, এটি ক্ষুধা বাড়িয়ে অন্নকে সুস্বাদু করবে।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'এ কী পানীয়?'

সুগন্ধবতী বলে, 'এটা দ্রাক্ষারস, দু-শতক ধ'রে মাটির নিচে সুপ্ত ছিলো।'

শুভ্রব্রত চুমুক দিয়ে অশেষ তৃপ্তি পায়; এবং বলে, 'এটা কি খুবই দুর্লভ?'

সুগন্ধবতী বলে, 'শুধু যুবরাজদের আমি এটি পরিবেশন করি, মহারাজ্যে আর কোথাও এটা পাওয়া যায় না।'

সুগন্ধবতী খুবই অল্প খাচ্ছে, শুভ্রব্রত প্রচুর খাচ্ছে, যা-ই মুখে দিচ্ছে, তা-ই তার সুস্বাদু লাগছে। কিন্তু সুগন্ধবতী খুবই পরিমিত খাদ্যের আয়োজন করেছে।

শুভ্রব্রত বলে, 'প্রতিটি খাদ্যই অপূর্ব সুস্বাদু।'

সুগন্ধবতী বলে, 'কিন্তু যুবরাজ, আপনি দেখছেন খাদ্য খুবই পরিমিত। অঢেল খাদ্য স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ও বুদ্ধির শত্রু।'

শুভ্রব্রত খেতে খেতে বলে, 'খেয়ে এতো তৃপ্তি কখনো পাইনি। মায়ের হাতে খেয়েও পাই নি, পরিচারিকাদের হাতেও পাই নি।'

সুগন্ধবতী বলে, 'আমি মাতা নই, যুবরাজ, আমি পরিচারিকা নই; আমি সুগন্ধবতী, রাজগৃহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নটী।'

খাওয়া শেষ হ'লে শুভ্রব্রতকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে যায় সুগন্ধবতী, এবং অল্পক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নিতে তাকে অনুরোধ করে। শুভ্রব্রতেরও বিশ্রাম নেয়ারই ইচ্ছে হচ্ছিলো, সে শয্যায় এলিয়ে প'ড়ে সুগন্ধবতীর দিকে তাকায়।

সুগন্ধবতী ঝুঁকে প'ড়ে আঙুল দিয়ে শুভ্রব্রতের অধর ছুঁয়ে বলে, 'আমার দিকে তাকালে বিশ্রাম হবে না, যুবরাজ, থাকতে হবে চোখ কান নাসিকা জিভ আর ত্বক নিষ্ক্রিয় ক'রে; তাহলেই বিশ্রাম।'

সুগন্ধবতী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়, শুভ্রব্রত ইন্দ্রিয়গুলোকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করতে থাকে; কিন্তু সে যেনো হঠাৎ বাইরে গর্জন শুনতে পায়, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, এই বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।' শুভ্রব্রত একটু এলিয়ে পড়েছিলো, কিন্তু গর্জন শুনে সে উঠে বসে; তার মনে হয় সে হয়তো আবার ওই গর্জন শুনতে পাবে, কিন্তু পায় না। গর্জনের প্রত্যাশায় সে নিজেকে সজাগ ক'রে রাখে, কোনো গর্জন শোনা যায় না; তার বদলে ঢোকে সুগন্ধবতী, যাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারে না শুভ্রব্রত। সুগন্ধবতী এবার কোনো বস্ত্র পরে নি, তার শরীরে এক টুকরোও কার্পাস বা রেশমের আবরণ নেই, তার অনিন্দ্য শরীরের বিভিন্ন অংশে শুধু জ্বলছে নানা অলঙ্কার। অলঙ্কৃত নগ্ন নারীদেহ দেখে মুগ্ধ হয় শুভ্রব্রত, সুগন্ধবতীর সমগ্র শরীরের ওপর সে চোখ স্থিরভাবে ফেলে রাখে, সে তার জীবনের বিস্ময়করতম ঘটনাটি দেখে। সুগন্ধবতী কক্ষে ঢুকে আর সামনের দিকে পা ফেলে না, মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো কথাও সে বলে না; কিন্তু তার সারা শরীর যেনো বলছে, 'যুবরাজ, আমাকে দেখুন; সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণরূপে দেখুন, জীবনের প্রথম বিস্ময়কে দেখুন।' শুভ্রব্রত চঞ্চলতা বোধ করে না, সে চাষীপুত্র নয় যে চঞ্চল হয়ে উঠবে অভাবিতকে দেখে, সে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে সুগন্ধবতীর দিকে। শুভ্রব্রতের মনে হয় এ নারী, তার থেকে বয়সে বড়ো, কিন্তু সে পুরুষ, সে যুবরাজ, তাই এ-নারী তার অধীন; এ-নারীর কাজ তাকে সুখী করা। সে নারীর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখতে পায় না, পায় না ব'লেই তার চোখ বেশি পরিতৃপ্ত হয়; কালো রেশমের মতো ছড়ানো চুলের আড়ালে তার অর্ধেক মুখমণ্ডল শুভ্রব্রতকে বিক্রমপল্লীর আকাশে গাছের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদকে মনে করিয়ে দেয়; নারীর যুগলবক্ষের ওপর স্থির হয়ে থাকে শুভ্রব্রতের চোখ, নারীশরীরের এ-পিণ্ড দুটি সব সময়ই তাকে মুগ্ধ করে, এখন সে মণিমুক্তোর আড়ালে এ-বিস্ময় দুটিকে দেখার চেষ্টা করে। সুগন্ধবতী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জীবন্ত সোনার প্রতিমার মতো সে; শুভ্রব্রতের মনে হ'তে থাকে সে আর সহ্য করতে পারছে না, তার ভেতরে জেগে উঠছে এক ভীষণ গর্জন, যা ওই প্রতিমাকে ভেঙেচুরে দিতে পারলে শান্তি পাবে।

শুভ্রব্রত শোয়া থেকে প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে উঠে, এবং ছুটে যায় সুগন্ধবতীর দিকে, তার যুগলবক্ষের অলঙ্কার-আবরণ টেনে ছিঁড়ে ফেলে চিৎকার করে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, এই বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।'

বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ে সুগন্ধবতী; সে দু-হাতে যুগলবক্ষ ঢেকে ব'সে প'ড়ে বলে, 'এ কী করছেন আপনি যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত চেতনা ফিরে পেয়ে বিব্রত হয়, এবং বলে, 'বুঝতে পারছি না এ কী করলাম।'

সুগন্ধবতী শুভ্রব্রতকে জড়িয়ে ধ'রে শয্যায় বসায়।

সুগন্ধবতী জিজ্ঞেস করে, 'যুবরাজ, এ-উপসর্গ কি আপনার মাঝেমাঝেই দেখা দেয়?'

শুভ্রব্রত বলে 'না, এই প্রথম।'

সুগন্ধবতী জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি রাজগৃহের নগ্ন আর অর্ধনগ্ন পাগলগুলোর মুখোমুখি হয়েছিলেন কখনো?'

শুভ্রব্রত বলে, 'মুখোমুখি হই নি, দূর থেকে আমি গর্জন শুনেছি। মেঘের মতো, বজ্রের মতো, নারীর স্তন আর উরুর থেকে ওই গর্জন অনেক আকর্ষণীয়।'

সুগন্ধবতী বলে, 'কিন্তু ওরা পাগলমাত্র, ওরা রাজ্য আর উপভোগ বোঝে না; ওরা রাজ্য আর নারী পায় নি ব'লেই অমন গর্জন করে।'

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'ওরা কি রাজ্য আর নারী চেয়েছিলো?'

সুগন্ধবতী বলে, 'রাজ্য আর নারী কে না চায়? এর থেকে সুখকর আর কী আছে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'পিতাকে দেখে আমার তাই মনে হতো, কিন্তু এখন মনে হয় অন্য আরো কিছু আছে, যা অনেক মূল্যবান রাজ্য আর নারীর থেকে।'

সুগন্ধবতী হেসে বলে, 'এটা আপনার ভুল, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত কোনো কথা বলে না, সুগন্ধবতী শুভ্রব্রতের পোশাক একটি একটি ক'রে খুলে নেয়।

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, নগ্ন আপনি অনেক বেশি সুন্দর। আপনার মুখমণ্ডল কিশোরের, শরীর পুরুষের; আপনার সমগ্র দেহ দেখা বিশেষ সুখের।' সুগন্ধবতী শুভ্রব্রতের শরীর জুড়ে আঙুল বুলোতে থাকে, এবং বলে, 'যুবরাজ, এই কি প্রথম আপনি নগ্ন নারীদেহ দেখলেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, এই প্রথম নয়।'

সুগন্ধবতী জিজ্ঞেস করে, 'কাদের দেহ আপনি দেখেছেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'পরিচারিকাদের।'

সুগন্ধবতী জানতে চায়, 'নিজের অভিলাষে, না পরিচারিকাদের অভিলাষে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি নিজেই দেখতে চেয়েছি।'

সুগন্ধবতী বলে, 'নারীদেহ কি সুখকর, না কি নারীদেহ ক্লান্ত করে আপনাকে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'যতোক্ষণ কামনা করি ততোক্ষণ সুখকর, তারপর ক্লান্তিকর।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যখন আপনি একলা থাকেন, যুবরাজ, আপনি কী ভাবতে ভালোবাসেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'একলা থাকলে আমি কার যেনো কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, কে যেনো আমার সাথে কথা বলে, আমাকে ডাকে।'

সুগন্ধবতী বলে, 'আপনি কি তার সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, আমি অস্পষ্ট ডাক শুনতে পাই, আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয় না; কিন্তু আমি কথা বলতে চাই।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আপনি কী পিতাকে এটা জানিয়েছেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, জানাই নি, কখনো জানানোর ইচ্ছে নেই।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আপনি অসুস্থ। আপনার চিকিৎসা দরকার।'

শুভ্রব্রত চিৎকার ক'রে উঠে, 'না, আমি অসুস্থ নই, নারী, আপনিই অসুস্থ; আমি অলৌকিকের স্বর শুনতে পাই।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, ক্রুদ্ধ হবেন না; আপনি সত্যিই অসুস্থ, অলৌকিক ব'লে কিছু নেই, সবই লৌকিক, আমার যুগলবক্ষের মতোই লৌকিক; আপনি যদি কিছু শোনেন, তা আপনার মস্তিষ্কের বিভ্রান্তি।'

শুভ্রব্রত চিৎকার করে ওঠে, 'নটী, আমার মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত নয়।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আপনার চিকিৎসা প্রয়োজন; নইলে আপনার বিভ্রান্ত মস্তিষ্ক আপনাকে ভ্রষ্ট করতে পারে, যা আপনার ও মানুষের জন্যে হবে খুবই বিপজ্জনক।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি বিক্রমপল্লীতে পিতার রাজসভা দেখি, রাজগৃহে এসে মহারাজের সভাও দেখেছি, আমার মনে হয় এসবই ধ্বংস ক'রে ফেলা দরকার।'

সুগন্ধবতী বলে, 'আপনি পীড়িত, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তাহলে আমি পীড়ার মধ্যেই থাকতে চাই; রাজাদের মতো সুস্থ হওয়ার থেকে নিজের মতো অসুস্থই থাকতে চাই।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আমার বক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি আমার স্তনযুগল ছিঁড়েফেড়ে ফেলেছেন, যেখানে ওষ্ঠ রাখলে ফুল ফুটতো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি দুঃখিত; কিন্তু সুগন্ধবতী, আপনার কি সত্যিই মনে হয় আমি পীড়িত?'

সুগন্ধবতী শুভ্রব্রতকে বুকে চেপে ধরে, এবং সপ্তাহকাল পর পরিপূর্ণ পুরুষ হয়ে শুভ্রব্রত সুগন্ধবতীর গৃহ থেকে বেরোয়।

শুভ্রব্রত রাজগৃহ থেকে বিক্রমপল্লীতে ফেরে ভিন্ন মানুষ হয়ে, পুরুষ হয়ে, এবং একটি গর্জন বুকে বয়ে। রাজগৃহকে ধ্বংস হ'তে হবে, রাজগৃহ মহাবেশ্যা। কে ধ্বংস করবে রাজগৃহকে? নগ্ন লোকগুলো? ওই নগ্নদের পক্ষে, শুভ্রব্রতের মনে হয়, কিছুই করা সম্ভব নয়; তারা শুধু মাঝেমাঝে গর্জন করতে আর বন্দী হ'তে পারে রক্ষীদের শেকলে; আর কিছু নয়। ওই নগ্নরা ভীরু, সাহস নেই ওদের, ওরা আসলেই পাগল। ওদের চিৎকার পাগলেরই চিৎকার; কিন্তু চিৎকারগুলো হয়তো ঠিক; তবে ওই ভীরু পাগলদের পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। শুভ্রব্রত এক সন্ধ্যায় একলাই বেরিয়ে পড়েছিলো মহানগর দেখতে; মহানগরের রূপ দেখা তার উদ্দেশ্য ছিলো না, কিন্তু কী দেখতে সে বেরিয়েছিলো? সে ঠিক জানে না; সে কি দেখতে বেরিয়েছিলো ওই নগ্নদের? মহানগরের প্রান্তে এক ভগ্ন প্রাচীরের পাশে সে দেখতে পায় তাদের। তারা গাঁজা

টানছিলো, এবং মাঝেমাঝে চিৎকার করছিলো, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।' শুভ্রব্রত শকট থামিয়ে তাদের দেখে, তার ঘেন্না হয়। সে বুঝতে পারে এদের মধ্যে একজন গুরু রয়েছে, যার নির্দেশে অন্যরা কাজ করে, আর মাঝেমাঝে গর্জন করে ওঠে। ওদের গর্জন শেখানো গর্জন? শুভ্রব্রত শকট থেকে নেমে অনেকক্ষণ ওদের দেখে; এবং এক সময় গুরুর নগ্ন পাছায় প্রচণ্ড লাথি মারে। লাথি খেয়ে গুরু ছিটকে পড়ে; অনুচররা শুভ্রব্রতকে ঘিরে দাঁড়ায়; কিন্তু শুভ্রব্রতের রাজকীয় পোশাক, পেছনে শকট দেখে তারা ভয় পায়, এবং মাথা নত করে দাঁড়ায়।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করতে চাও?'

তারা বলে, 'হ্যাঁ, প্রভু, আমরা চাই।'

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'কিন্তু কেনো চাও, রাজগৃহের কী অপরাধ?'

প্রধান নগ্নটি বলে, 'রাজগৃহ বেশ্যা, বিধাতার ডাক রাজগৃহ শুনতে পায় না।'

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'কিন্তু তোমরা কি তার ডাক শোনো?'

তারা বলে, 'আমরা শুনি, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা উলঙ্গ উন্মাদমাত্র, তোমরা বিধাতার কোনো কাজে আসবে না।'

তারা বলে, 'হ্যাঁ, আমরা উলঙ্গ উন্মাদ, আমাদের কোনো শক্তি নেই; আমরা একজনের জন্যে, ত্রাতার জন্যে, অপেক্ষা ক'রে আছি, যে প্রতিষ্ঠিত করবে বিধাতাকে।'

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'বিধাতা কে? আমি কখনো বিধাতার কথা শুনি নি।'

তারা বলে, 'বিধাতা সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞ; আকাশ, জল, মাটির স্রষ্টা, বিধাতা ছাড়া আর কোনো দেবতা বা দেবী নেই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা মিথ্যে কথা বলছো।'

তারা বলে, 'আমরা উলঙ্গ, কিন্তু আমরা মিথ্যাবাদী নই; আমরা তাঁর ডাক শুনি, তিনি সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞ, আকাশ, জল, মাটির স্রষ্টা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তিনি যদি সর্বজ্ঞ হন তোমাদের মতো নিকৃষ্ট পাগলদের তিনি ডাকতে পারেন না।'

তারা বলে, 'তা আমরা বুঝি, আমরা সত্যই নিকৃষ্ট, কিন্তু বিধাতাকে আমরা অনুভব করি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা একলা হবে কেনো? আমাদের গৃহে আমরা তিন দেবীর পুজো করি, দেবী তিনজন, বিধাতা একলা নন।'

তারা বলে, 'তিনি দেবী নন, তিনি বিধাতা, তিনি একক, তিনি সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞ; আকাশ, জল, মাটির স্রষ্টা।'

শুভ্রব্রত কোনো কথা বলে না।

তাদের গুরু বলে, 'আমার জীবন আজ ধন্য, যুবরাজ, তোমার কিশোর মুখমণ্ডলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মহান ত্রাতাকে, যে ধ্বংস করবে বেশ্যা রাজগৃহকে, ভেঙে ফেলবে সব মূর্তি, প্রতিষ্ঠিত করবে বিধাতাকে; আমাকে তোমার পায়ে চুমো খেতে দাও।'

তারা সবাই শুভ্রব্রতের পা চুম্বন করে; শুভ্রব্রত পা টেনে নেয় না। এর আগেও অনেকেই তার পায়ে চুমো খেয়েছে, সে পা টেনে নিতে চেয়েছে, কিন্তু এবার তার পা টেনে নিতে ইচ্ছে করে না; বরং তারা যখন চুমো খায় তার পায়ে তার এক অপূর্ব অনুভূতি হয়; মনে হয় সে-ই যেনো বিধাতা, আর এরা তার তুচ্ছ ভক্ত। চুম্বন শেষ হলে শুভ্রব্রত কোনো কথা না বলে শকটে ওঠে।

সে শুনতে পায় পেছনে নগ্নরা চিৎকার করছে, 'আমরা অপেক্ষা করে থাকবো যেদিন তুমি রাজগৃহ ধ্বংস করবে, প্রতিষ্ঠিত করবে বিধাতাকে, তুমি আমাদের রাজা হবে। তুমি জেনে রেখো আমরা তোমার ভক্ত, তুমি আমাদের ত্রাতা।'

শুভ্রব্রত দেখতে পায় নগ্নরা মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। চালক শকট চালানো শুরু করেছিলো, শুভ্রব্রত তাকে ধীরে শকট চালানোর জন্যে আদেশ দেয়। নগ্নরা উঠে দৌড়ে শুভ্রব্রতের শকটের দিকে আসতে থাকে, এবং শকট ঘিরে দাঁড়ায়।

তারা সমস্বরে বলতে থাকে, 'প্রভু, দেখো, আমরা নগ্ন, আমরা নিকৃষ্ট, কিন্তু আমরা ঠিক সময়ে বিক্রমপল্লীতে আসবো, তোমার বাণীতে বিশ্বাস রাখবো, তুমি আমাদের স্মরণে রেখো, আমাদের তুমি ত্যাগ কোরো না।'

অদ্ভুত অনুভূতি হয় শুভ্রব্রতের, তার প্রতিটি রোমকূপ শিউরে উঠতে থাকে; তার মনে পড়ে সুগন্ধবতী তাকে বলেছিলো সে অসুস্থ। কিন্তু না, সে অসুস্থ নয়, সে খুবই সুস্থ; নটী তাকে চিনতে পারে নি, তাকে চিনতে পেরেছে নগ্নরা। নটী তার শরীরকে প্রস্তুত করেছে, তার শরীরকে ভেঙেচুরে দিয়ে তাতে ফুল ফুটিয়েছে, আর এরা তার শরীরে অলৌকিক আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে এদের প্রভু, এদের ত্রাতা। প্রভু কাকে বলে, শুভ্রব্রত জানে; কিন্তু ত্রাতা কী? এটা কি বিশেষ্য না বিশেষণ? কোন ধাতুতে এটি গঠিত? এ-শব্দটি তো সে এখনো পায় নি; কিন্তু সে বুঝতে পারে সে মহান, যার পায়ে চুমো খাবে সবাই, যেমন চুমো খেয়েছে নগ্নরা। সে কি ধ্বংস করবে রাজগৃহ? কেনো ধ্বংস করবে? কীভাবে ধ্বংস করবে? তার পিতা তো তাকে রাজগৃহ ধ্বংস করতে বলে নি, বলেছে মহারাজ হ'তে; সে কি ধ্বংস করেই হবে রাজগৃহের মহারাজ?

বিক্রমপল্লীতে ফিরে শুভ্রব্রত সারাক্ষণ সুগন্ধবতীর শরীর দেখতে পায়। তার স্বর শোনে। সে অসুস্থ? না, সে অসুস্থ হতে পারে না। সে নগ্নদের প্রণাম দেখতে পায়, শুনতে পায় তাদের গর্জন, আর তাদের প্রার্থনা, 'আমার জীবন আজ ধন্য, যুবরাজ, তোমার কিশোর মুখমণ্ডলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মহান ত্রাতাকে, যে ধ্বংস করবে বেশ্যা রাজগৃহকে, ভেঙে ফেলবে সব মূর্তি, প্রতিষ্ঠিত করবে বিধাতাকে, আমাকে তোমার পায়ে চুমো খেতে দাও।' সে শুনতে পায়, 'প্রভু, দেখো, আমরা নগ্ন, আমরা নিকৃষ্ট, কিন্তু আমরা ঠিক সময়ে বিক্রমপল্লীতে আসবো, তোমার বাণীতে বিশ্বাস রাখবো, তুমি আমাদের স্মরণে রেখো, আমাদের তুমি ত্যাগ কোরো না।'

একলা থাকতে পছন্দ করতো সব সময় শুভ্রব্রত, আর রাজগৃহ থেকে ফিরে সে অনুভব করে আরো বেশি একলা থাকতে তার আরো বেশি ভালো লাগছে; এবং মাঝেমাঝে যেনো সে শুনছে কার কণ্ঠস্বর। সুগন্ধবতী যে-কথাটি বলেছিলো, তা কি

সত্য; এবং তার মস্তিষ্ক কি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছে? না, অসুস্থ নয় সে—তার মনে হয়; সে একদিন ত্রাতা হবে, যেমন বলেছে ওই নগ্নরা, সে হয়তো তাঁর স্বর শুনছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না, একদিন স্পষ্ট শুনতে পাবে। রাজগৃহভ্রমণের সমস্ত অভিজ্ঞতা সে চেপে রাখে নিজের ভেতরে, কাউকে বলে না; মা জানতে চেয়েছে, বিমাতারা চেয়েছে, পরিচারিকারাও চেয়েছে; কিন্তু কাউকে বলতে তার আগ্রহ হয় নি। তার বন্ধুদেরও সে বলে নি। বন্ধুদের মধ্যে আদিত্য তার সবচেয়ে অনুরাগী; তার থেকে দু-বছর বড়ো আদিত্য, বন্ধু হয়েও আদিত্য তার ভৃত্যের মতো থাকতে ভালোবাসে, সে কয়েকবারই বিনয়ের সাথে জানতে চেয়েছে, কিন্তু শুভ্রব্রত কিছুই বলে নি। সবচেয়ে ভালোবাসে এবং ঘৃণা করে যাকে শুভ্রব্রত, সেই অগ্নিকুমারও রাজগৃহের অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছে, সে কিছু বলে নি। সে যা-ই বলবে, তা-ই বিশ্বাস করবে আদিত্য; আর সে যা-ই বলবে, শুভ্রব্রতের ভয় হয়, তাতেই হয়তো হাসবে অগ্নিকুমার। অগ্নিকুমারকে সে ভালোবাসে, এবং ঘৃণা করে; তারা যে বন্ধু, তা ঠিকই, কিন্তু সে যে যুবরাজ, অগ্নিকুমারের তা মনে থাকে না, তার ইচ্ছে করে অগ্নিকুমারকে মনে করিয়ে দিতে। কিন্তু সে অগ্নিকুমারকে এটা মনে করিয়ে দেবে না; যুবরাজ সামান্য ব্যাপার, একদিন সে যখন ত্রাতা হবে, যেমন বলেছে নগ্নরা, তখন সে অগ্নিকুমারকে মনে করিয়ে দেবে যে সে ত্রাতা।

বন্ধুদের সে একটি গল্প বলে একদিন, সবাই ভক্তির সাথে শোনে তার গল্প, শুধু হেসে ওঠে অগ্নিকুমার। হাসিটা তার বুকে কাঁটার মতো গেঁথে থাকে, চিরকাল থাকবে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার জন্মের আগে মা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন।'

বন্ধুরা বলে, 'স্বপ্নটি কী আমাদের বলবে, যুবরাজ?'

অগ্নিকুমারও বলে, 'বলো, স্বপ্নটি শুনি, সুন্দর স্বপ্ন নিশ্চয়ই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'মা স্বপ্ন দেখেন সাতটি শ্বেতহস্তী ঘুরছে তার চারদিকে, আর তিনি প'রে আছেন সাতটি চাঁদের মালা।'

শুনে বন্ধুরা তার দিকে মাথা নত করে, শুধু মৃদু হাসে অগ্নিকুমার।

বন্ধুরা বলে; 'এই স্বপ্নের বড়ো অর্থ আছে, তুমি মহারাজ হবে, যুবরাজ।'

মিটিমিটি হাসতে থাকে অগ্নি

শুভ্রব্রত জানতে চায়, তুমি এভাবে হাসছো কেনো, অগ্নি?'

অগ্নিকুমার বলে, 'স্বপ্নের কথা শুনলে আমার হাসি পায়, শুভ্রব্রত।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'এ তোমার ঔদ্ধত্য, অগ্নি।'

অগ্নিকুমার বলে, পিতার কাছে শুনেছি স্বপ্নের অর্থ নেই

বন্ধুরা উত্তেজিত হয়ে, 'স্বপ্নের অর্থ অবশ্যই আছে।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আরেকটি কথা শুনেছি পিতার কাছে।'

সবাই জানতে চায়, 'কী শুনেছো, বলো।' অগ্নিকুমার বলে, 'পিতার কাছে শুনেছি রানীরা চিরকালই পুত্র জন্মের পর বলেন তারা শ্বেতহস্তী স্বপ্নে দেখেছেন, চাঁদের মালা পরেছেন।'

শুভ্রব্রত একটু রেগে ওঠে, এবং বলে,' আমার মা কি মিথ্যে কথা বলেছেন ব'লে তুমি মনে করো?

অগ্নিকুমার বলে, 'তা তো আমি জানি না।'

শুভ্রব্রত বুঝতে পারে অগ্নিকুমার তার মায়ের স্বপ্নকে বিশ্বাস করে না; আর সে যদি বিধাতার কথা বলে তাহলে সে তা হেসেই উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে অনুভব করে অগ্নিকুমারকে সে ভালোবাসে, এবং ঘৃণা করে; অগ্নিকুমারের মুখমণ্ডল দেখে তার চোখ সুখী বোধ করে, কণ্ঠস্বরে তার কর্ণকুহর সুখী হয়, অগ্নিকুমারকে না দেখলে বুকে একটা শূন্যতা জন্মে; এবং অগ্নিকুমার তাকে শেখায়—সে যা জানে না অগ্নি জানে; সে যা বুঝতে পারে না, অগ্নি বোঝে; সে যা এখনো পড়ে নি, তা অগ্নি পড়েছে। অগ্নি পদও রচনা করতে পারে সুন্দর; তাকে নিয়েও একটি সুন্দর পদ রচনা করেছিলো; কিন্তু সে অগ্নিকে ঘৃণা করে, কেননা সে যা জানে না, অগ্নি জানে; সে যা বুঝতে পারে না, অগ্নি বোঝে; সে যা এখনো পড়ে নি, তা অগ্নি পড়েছে। আরো একটি কারণ আছে, আছে ব'লেই তার মনে হয়, কারণটি হচ্ছে দীপান্বিতা, তার পিতারই এক অমাত্যের কন্যা, যে তার ডাকে সাড়া না দিয়ে সাড়া দেয় অগ্নির ডাকে।

রাজগৃহ থেকে ফেরার পর চার বছর কেটে গেছে, সুগন্ধবতী যে পুরুষের কথা বলেছিলো তাই হয়ে উঠেছে সে; তার শরীর তাকে সব সময় মনে করিয়া দেয় সে সুগন্ধবতীর পুরুষ। রাজগৃহে সুগন্ধবতী তাকে যে-কলা শিখিয়েছিলো, তা সে পাবে কোথায়; সুগন্ধবতীর মতো কোনো কলাবতী নেই বিক্রমপল্লীতে। প্রাসাদের পাশে নটীদের গৃহে তার যেতে ইচ্ছে করে; কিন্তু সেখানে যাওয়ার অধিকার নেই তার, আছে শুধু পিতার। লীলাবতীর কথা আজকাল তার বেশি মনে পড়ে, দীপান্বিতার থেকেও বেশি; সে যখন হঠাৎ কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, যে স্বর সে বুঝতে পারে না, তখনো লীলাবতীকে মনে পড়ে। লীলাবতী শুভ্রব্রতের প্রধান পরিচারিকা, যে অনেকটা সুগন্ধবতীর মতো। কিন্তু লীলাবতী নটী নয়, সে পরিচারিকা। তার সাথে লীলাবতী যে-আচরণ করে, তাতে লীলাবতীকে একটুও নটী মনে হয় না, অভিভাবিকা মনে হয়, অনেকটা ভয়ই পায় শুভ্রব্রত তাকে। অন্য পরিচারিকাগুলো কাঁপে তার সামনে, তাদের তুচ্ছ মনে হয়; তাদের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করে না; কিন্তু লীলাবতীর দিকে সে চোখ ভরে তাকিয়ে সুখ পায়। লীলাবতীর দিকে তাকালে সে পরিপূর্ণ পুরুষ হয়ে ওঠে। লীলাবতী তন্বী, আট বছরের বড়ো তার থেকে, কিন্তু শুভ্রব্রতের মনে হয় সে লীলাবতীকে নিজের মুঠোতে পুরে রাখতে পারে, মুখের ভেতরে ফেলে চুষতে পারে। লীলাবতীকে নগ্ন দেখতে তার ইচ্ছে হয়, অন্যদের ইচ্ছে করে না; অন্যরা তারই সমান, তাদের শরীর লীলাবতীর শরীরের মতো সোনার খনি মনে হয় না শুভ্রব্রতের; তাদের নগ্ন দেখে সে কোনো চাঞ্চল্য বোধ করবে না। লীলাবতী তাকে নগ্ন দেখছে বাল্যকাল থেকে, এখনো দেখে; স্নান করানোর সময় লীলাবতী তাকে নগ্ন দেখে, বস্ত্র পরানোর সময় দেখে; তার আজকাল নগ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে লীলাবতীকে। লীলাবতীকে নগ্ন দেখতে চাইলে ক্রুদ্ধ হবে লীলাবতী? তার কথা অমান্য করবে? কেউ তার কথা অমান্য করে না; লীলাবতীও করবে না। ঘুমানোর আগে লীলাবতী তার সব কিছু ঠিকঠাক করে দেয়—বাল্যকাল থেকেই; তাকে শুইয়ে দেয়, ঘুম পাড়ায়, আগে গানও গাইতো, এখন গায় না। লীলাবতী অনেক আঙুল বুলোয় তার মাথায়, আঙুল দিয়ে কপালে মিষ্টি করে

টোকা দেয়, এবং সে ঘুমিয়ে পড়ে। আজকাল তার সেভাবে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না; লীলাবতীর শরীরের ভাবনা তাকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে।

শুভ্রব্রতকে শুইয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো লীলাবতী, হয়তো ভেবেছিলো ঘুমিয়ে পড়েছে শুভ্রব্রত, কিন্তু শুভ্রব্রত ঘুমোয় নি।

শুভ্রব্রত ডাকে, 'লীলাবতী।'

লীলাবতী ফিরে তাকিয়ে বলে, 'বলুন, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও।'

একটু চমকে ওঠে লীলাবতী; এবং ধীরে ধীরে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

লীলাবতী বলে, 'আপনার কী প্রয়োজন, বলুন যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি আমার সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হও।'

আবার চমকে ওঠে লীলাবতী; চুপ করে থেকে বলে, 'এটা অন্যায়, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি সম্পূর্ণ নগ্ন হও।'

লীলাবতী বলে, 'এমন অভিলাষ আপনার কেনো হলো, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তা জানি না, কিন্তু তোমাকে আমি সম্পূর্ণ নগ্ন দেখতে চাই।'

লীলাবতী বলে, 'আপনি কি আমাকে সম্ভোগ করতে চান, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাকে আমি মনে মনে সব সময়ই সম্ভোগ করি।'

লীলাবতী বলে, 'আপনি অপবিত্র বাক্য বলছেন, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তোমাকে নগ্ন দেখতে চাই।'

লীলাবতী বলে, 'আমি আপনার দাসী, যুবরাজ।'

লীলাবতী ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়। শুভ্রব্রত তাকিয়ে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'লীলাবতী, তুমি কি আদিত্যের কথায় নগ্ন হ'তে?'

লীলাবতী বলে, 'না, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'লীলাবতী, তুমি কি অগ্নিকুমারের কথায় নগ্ন হ'তে?'

লীলাবতী বলে, 'না, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি কি পিতার অমাত্যের কথায় নগ্ন হ'তে?'

লীলাবতী বলে, 'না, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'আমার কথায় কেনো নগ্ন হলে?'

লীলাবতী বলে, 'আপনি আমার প্রভু, আপনি বিক্রমপল্লীর যুবরাজ, আপনার আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'লীলাবতী, আমি শুধু তোমার নয়, এ-মহারাজ্যের প্রভু হতে চাই।'

লীলাবতী বলে, 'আপনি অবশ্যই তা হবেন, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত দাঁড়িয়ে তার পা দুটি দেখিয়ে দেয় লীলাবতীকে। নগ্ন লীলাবতী মাটিতে প্রণত হয়ে চুম্বন করে শুভ্রব্রতের পদতল।

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি চিরকাল আমার আদেশ পালন করবে, লীলাবতী।'

লীলাবতী বলে, 'আপনার আদেশ কেউ অমান্য করবে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'যারা অমান্য করবে, তারা আলো দেখবে না, বায়ু গ্রহণ করবে না।'

লীলাবতী বলে, 'আমার নগ্ন দেহ দেখে কি আপনি তৃপ্ত হয়েছেন?'

শুভ্রব্রত লীলাবতীকে শয্যায় তুলে নেয়। সুগন্ধবতীর শেখানো কলা শুভ্রব্রত স্মরণ করতে চায়, তার মনে পড়ে না; কিন্তু লীলাবতীকে শয্যায় তোলার পর সম্পূর্ণ বিকট হয়ে ওঠে শুভ্রব্রত, লীলাবতীকে ভেঙে চুরে ধুলোবালিকাদায় পরিণত করার বাসনা জেগে ওঠে তার মধ্যে। লীলাবতীও বিস্মিত হয়; সে ভেবেছিলো শুভ্রব্রত বালক, তার থেকে অনেক কনিষ্ঠ, বালকের সংস্পর্শে তার শরীর হয়তো একটু কেঁপে উঠবে যেমন মৃদু বাতাসে কেঁপে ওঠে সরোবর, কিন্তু সে বোধ করে মত্ত হাতির পদতলে সে দলিত হচ্ছে গাঁদাফুলের মতো। শুভ্রব্রত তাকে সম্ভোগ করছে না, ভাঙছে; পান করছে না, খাচ্ছে; সে যেনো বিদেশি রাজ্য, যাকে দখল করছে শুভ্রব্রত।

লীলাবতী কেঁদে ওঠে, 'প্রভু, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রতের রক্ত শিউরে ওঠে; এবং বলে, 'লীলাবতী, তুমি আবার আমাকে প্রভু ব'লে ডাকো।'

লীলাবতী বলে, 'প্রভু, আপনি মত্তহস্তীর থেকেও বলশালী। আমি ভেবেছিলাম আপনি বালক, কিন্তু আপনি বন্য মত্তহস্তী।'

সুখী হয় শুভ্রব্রত; কিন্তু দীপান্বিতা তাকে বেদনার মধ্যে রেখেছে; দীপান্বিতা তার ডাকে সাড়া দেয় না, সাড়া দেয় অগ্নিকুমারের ডাকে। দীপান্বিতা কি বোঝে না তার ডাকে সাড়া দেয়া দীপান্বিতার কর্তব্য? দীপান্বিতা লীলাবতীর মতো তার পরিচারিকা নয়, তাই তার ডাকে সাড়া দেয়া তার কর্তব্য নয়? তার ডাকে সাড়া দেয়া সকলেরই কর্তব্য, শুভ্রব্রতের মনে হয় আজ না হলেও একদিন সাড়া দিতে হবে। দীপান্বিতাকেও দিতে হবে। পিতা চায় সে মহারাজ হবে, অবশ্যই সে হবে মহারাজ—মহারাজের থেকে বৃহৎ মহারাজ; এমন মহারাজ হবে, যার সমতুল্য কেউ নয়। রাজগৃহের নগ্নরা বলেছিলো সে ত্রাতা হবে, নগ্নরা তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে; সে অবশ্যই ত্রাতা হবে। ত্রাতা হ'লে কি সবাই সাড়া দেবে তার ডাকে? কীভাবে হবে? বিদ্যার সাহায্যে? না, বিদ্যা তাকে আর আকর্ষণ করে না, প্রভু তাকে পীড়া দেয়; বিদ্যা দিয়ে কেউ কখনো প্রভু হ'তে পারে না। অনেক বিদ্বানকে সে দেখে পিতার রাজসভায়, পিতার থেকে তারা অনেক বিদ্বান; কিন্তু তারা প্রভু নয়, তারা পিতার পদতল চুম্বন করে বেঁচে আছে। অগ্নিকুমার বিদ্বান হবে, সে বিদ্বান হ'তে চায় না। সে প্রভু হবে, ত্রাতা হবে। কিন্তু দীপান্বিতা তা বোঝে না। সে একদিন দীপান্বিতাকে রাজকীয় উদ্যানে আসতে বলেছিলো, দীপান্বিতা আসে নি; বরং দীপান্বিতা অগ্নির সাথে গিয়েছিলো সরোবরের তীরে, সে দূর থেকে দেখেছে। তার ইচ্ছে করছিলো দীপান্বিতাকে তুলে নিয়ে আসে অগ্নির পাশ থেকে, টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

শুভ্রব্রতের মূর্ছারোগটি আবার দেখা দিয়েছে। উদ্যানে বন্ধুদের সাথে সে আলাপ করছিলো, — অগ্নি, আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস ছিলো, এবং দীপান্বিতাও ছিলো, কথা বলছিলো দেবতা ও দেবীদের সম্পর্কে। কথা তুলেছিলো শুভ্রব্রতই, এ-সম্পর্কে ভাবতে আর কথা বলতেই তার ভালো লাগে। সে ঠিক বুঝতে পারে না দেবতা

কী, দেবী কী, তারা কতোজন; তবে রাজগৃহের নগ্নরা তাকে একজনের কথাই বলেছিলো, সেটাই তার মনে গেঁথে আছে; তার মনে হচ্ছে আছে একজনই।

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'তোমরা দেবতাদের সম্পর্কে কি ভাবো?'

বন্ধুরা বলে, 'হ্যাঁ, খুব ভাবি।'

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'কতো দেবতা আছে আকাশে?'

আদিত্য বলে, 'আকাশে কতো দেবতা আছে জানি না; তবে গৃহে চল্লিশ কোটি দেবতার পুজো করি।'

শুভ্রব্রত হেসে ওঠে, 'এতো দেবতা কি থাকতে পারে?'

আদিত্য বলে, 'আছে ব'লেই আমি বিশ্বাস করি।'

অংশুমান বলে, 'আমরা পুজো করি দশদেবতার, তাদের মূর্তি আছে আমাদের গৃহে।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা পুজো করি পঞ্চদেবতার, তাদের পুজো না করে আমি জলও পান করি না।'

বিভাস বলে, 'দেবতারা আছে ব'লেই তো আমরা আছি। তারাই সৃষ্টি করেছে সব কিছু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এতো দেবতা থাকতে পারে না, আছে শুধু একজন।'

হেসে ওঠে অগ্নিকুমার, 'তা কী করে তুমি জানলে, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বিব্রত হয়, কিন্তু বলে, 'আমি জানি।'

অগ্নি বলে, 'আসলে কোনো দেবতা নেই, কোটি কোটি নেই, একজনও নেই, এসব ভুল বিশ্বাস।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কোটি কোটি নেই, কিন্তু একজন আছে আমি জানি।'

অগ্নি বলে, 'আমাদের বলো তুমি কীভাবে জানো?'

শুভ্রব্রত বলে ওঠে, 'বিধাতা, বিধাতা', এবং বলতে বলতে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

বন্ধুরা ভয় পায়, অগ্নিকুমার তাকে জড়িয়ে ধরে। দীপান্বিতা ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসে, তার মুখে ছিটোয়, এবং অনেকক্ষণ পর শুভ্রব্রত জ্ঞান ফিরে পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'কে যেনো আমাকে গগনে নিয়ে গিয়েছিলো।'

সব বন্ধু বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকায়, শুধু অগ্নি বলে, 'না, যুবরাজ, কেউ তোমাকে গগনে নিয়ে যায় নি, তুমি এখানেই ছিলে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, আমি গগনে অপূর্ব আলোকের মধ্যে ছিলাম।'

অগ্নি বলে, তুমি আমার কোলে ছিলে, যেমন এখনো আছো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তোমার কোলে ছিলাম না, অপূর্ব আলোকে ছিলাম।'

শুভ্রব্রত অগ্নির কোল থেকে উঠে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে থাকে; তার বন্ধুরা বিস্মিত বিভ্রান্ত হয়ে তাকে অনুসরণ করে। শুভ্রব্রত যখন প্রাসাদে ঢুকবে আদিত্য তার সামনে গিয়ে মাটিতে প্রণত হয়ে তাকে প্রণাম করে, এবং বলে, 'আমি বিশ্বাস করি তুমি গগনে অপূর্ব আলোকে ছিলে।'

আদিত্য তার পদযুগলে চুমো খায়; তারপর অন্য বন্ধুরা তাকে প্রণাম করে, তার পদযুগল চুম্বন করে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে অগ্নিকুমার ও দীপান্বিতা; শুভ্রব্রত তাদের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করে।

সুপ্রীতি অনেক দিন ধ'রেই পুত্রকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে, নম্রব্রতও চাচ্ছে তাই; শুভ্রব্রত পনেরোতে পা দিতেই নম্রব্রত পুত্রের বিয়ের সব কিছু স্থির করে ফেলে। বিয়ে স্থির করে নম্রব্রত শুভ্রব্রতকে নিজের কক্ষে ডাকে।

নম্রব্রত বলে, 'শুভ্রব্রত, তুমি পুরুষ হয়ে উঠেছো, তাই আমি তোমার বিয়ে স্থির করেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আপনার আদেশ সব সময়ই আমি মান্য করি।'

নম্রব্রত বলে, 'আমি শুনেছি তুমি মত্তহস্তীর সমতুল্য।'

শুভ্রব্রত চমকে ওঠে, চমকে ওঠে সুপ্রীতিও।

নম্রব্রত বলে, 'যুবরাজদের মত্তহস্তীই হওয়া দরকার।' পুত্রের দিকে তাকিয়ে গৌরব বোধ করে নম্রব্রত, এবং বলে, 'একনারী রাজন্যদের জন্যে যথেষ্ট নয়। শুধু রাজন্য কেনো, কোনো পুরুষই একনারীতে তৃপ্ত হয় না।'

নম্রব্রতের কথায় সুপ্রীতি একটু বিব্রত বোধ করে; সে কিছু একটা বলতে চায়।

নম্রব্রত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'পিতা আমাকে প্রথম তিনকন্যার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, পরে আমি আরো আট নারীর পাণিগ্রহণ করেছিলাম।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আপনার আদেশ আমি পালন করবো, পিতা।'

নম্রব্রত বলে, 'তোমার বিয়ে স্থির করেছি পাঁচকন্যার সাথে। প্রধান অমাত্যের পাঁচটি কন্যা, তাদের মধ্যে প্রথমা তোমার থেকে জ্যেষ্ঠ, পূর্ণবিকশিত রূপসী নারী; দ্বিতীয়া তোমার সমবয়স্ক। এদের বিয়ে হয়ে যেতে পারতো অনেক আগে।' নম্রব্রত পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, এবং বলে, 'তোমার সাথে বিয়ে দেবো ব'লেই এদের বিয়ে দিতে দিই নি; তোমার জন্যে এদের পিতার গৃহে রেখে বিকশিত করেছি। তোমার মাতা তা জানেন।'

সুপ্রীতি বলে, 'এখন তারা বিকশিত।'

নম্রব্রত বলে, 'অন্যরা তোমার থেকে কনিষ্ঠ। প্রথম রজনীতেই যাতে তুমি চরিতার্থ হ'তে পারো, তাই আছে জ্যেষ্ঠা, আর যাতে পরেও চরিতার্থ হতে পারো সেজন্যে আছে কনিষ্ঠারা; এবং লীলাবতী ও পরিচারিকারাও রয়েছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আচার্যকন্যা দীপান্বিতার পাণিগ্রহণও আমি করতে চাই, পিতা।'

নম্রব্রত বলে, 'তা সম্ভব নয়; আচার্যের একটিই কন্যা, তার পাণিগ্রহণ করলে একটি নারী নিয়েই তোমাকে আপাতত সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

শুভ্রব্রত একটি নারী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না, দীপান্বিতা যতো উৎকৃষ্ট হোক সে একটি নারীমাত্র, পাঁচটি নয়; পাঁচটিও যথেষ্ট নয় তার জন্যে, নারীর কথা ভাবলে তার কল্পনায় কখনোই একটি নারী আসে না, শতো শতো নারী আসে। কোনো নারীর সাথেই সব সময়ের জন্যে জড়িয়ে থাকার কথাও সে ভাবতে পারে না; তার মনে হয়

নারীরা থাকবে তার জন্যে, সে কোনো নারীর জন্যে থাকবে না। প্রধান অমাত্যের কন্যাদের সে চেনে, প্রথমা পারমিতা রূপে অতুলনীয়া; অন্যরাও অপরূপ রূপসী। তারা তাকে তৃপ্ত করতে পারবে, কিন্তু সে শুধু তাদের নিয়েই তৃপ্তি পাবে না; দীপান্বিতার পাণিও গ্রহণ করতে হবে তাকে। কিন্তু তারই আগে যদি অগ্নিকুমার পাণিগ্রহণ করে দীপান্বিতার? যদি তাই হয়, সে জানে না কী হবে ভবিষ্যতে। আর সে কি চিরকাল নারী নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারবে? বা, পারবে সে বিক্রমপল্লীর ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে তৃপ্ত থাকতে? রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে বিয়ে হয়ে যায় শুভ্রব্রতের। পাঁচ বছর শুভ্রব্রত লিপ্ত থাকে কামে, পাঁচ নারীর সাথে অবিরাম কল্লোলিত হিল্লোলিত তীব্র প্রচণ্ড মধুর কোমল নির্মম কাতর রক্তাক্ত পুষ্পগন্ধময় আশ্চর্য কামের ভেতরে কাটে তার দিবারাত্রি, মাস, ও বর্ষগুলো। বন্ধুদের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসে; তাদের কথা শুভ্রব্রতের মনে পড়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুলে যায়—পারমিতা, প্রজ্ঞা, মেঘকুন্তলা, তরঙ্গিনী, বা রত্নবতীর বাহু বা ওষ্ঠ, জঘন বা গ্রীবা, নাভিমূল বা নিতম্বে জড়িয়ে পড়ে সে, এবং ভুলে যায় সব কিছু। কিন্তু শুভ্রব্রত বোধ করে ক্লান্ত হয়ে উঠছে সে, নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠছে কারা, সে বন্দী হয়ে পড়ছে, ক্লান্ত হচ্ছে। তাকে ক্লান্ত করছে আলিঙ্গন, চুম্বন, দন্তকর্ম, নখক্ষত, নখবিলেখন, সীৎকৃত, পাণিঘাত; ক্লান্ত করছে তাকে উচ্চরত, নিচরত, উৎফুল্লক, বিজৃম্ভিতক, ইন্দ্রানিক, বেণুদারিতক, পদ্মাসন, পরাবৃত্তক, চিত্রসংঘাটক, গোযূথিক। কোমলতার পীড়নে ভেঙে পড়ছে সে।

এক বিকেলে সে পত্নীদের নিয়ে প্রমোদকাননের উদ্দেশে বেরোচ্ছে, তোরণের বাইরে শকট বেরোতেই একদল নগ্ন প্রণত হয় তার শকটের সামনে। চালক তাদের ওপর দিয়েই শকট চালানোর উপক্রম করছিলো, প্রহরীরা নেমে নগ্নদের প্রহার করতে যাচ্ছিলো, তার পত্নীরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো, শুভ্রব্রত নিরস্ত করে সকলকে। একটা গর্জন সে শুনতে পায়।

শুভ্রব্রত শকট থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে, 'নগ্ন পুরুষেরা, তোমাদের পরিচয় আমি জানতে চাই।'

নগ্নরা উঠে দাঁড়ায়, এবং বলে, 'তোমার সামান্য ভক্ত আমরা, সুদূর রাজগৃহ থেকে তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমাদের ত্রাতা, কিন্তু প্রভু তুমি আজো কেনো আমাদের ত্রাণ করছো না?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, আমি কারো ত্রাতা নই, আমি যুবরাজ শুভ্রব্রত।'

নগ্নরা বলে, 'প্রভু, দশ বছর ধ'রে আমরা তোমার প্রতীক্ষায় আছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তা জানি না।'

নগ্নরা বলে, 'প্রভু, তুমি যখন বালক ছিলে, রাজগৃহে তোমার পদাঘাতে আমরা আশ্বাস পেয়েছিলাম তুমি আমাদের উদ্ধার করবে, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করবে। আমরা তোমার প্রতীক্ষায় আছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি কারো প্রভু নই, আমি কাউকে উদ্ধার করতে চাই না, আমি কাউকে ধ্বংস করতে চাই না। তোমরা বিভ্রান্ত।'

নগ্নরা বলে, 'আমরা সত্যই বিভ্রান্ত প্রভু, তুমি আমাদের উদ্ধার করছো না ব'লে, তুমি বিধাতার কথা বলছো না ব'লে, তুমি মহাবেশ্যাকে ধ্বংস করছো না ব'লে আমরা বিভ্রান্ত। প্রভু আমাদের উদ্ধার করো।'

নগ্নদের গুরু এগিয়ে এসে শুভ্রব্রতের পায়ে চুমো খায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'এই নারীরা আমার পত্নী, তাদের রূপের সীমা নেই; আমার নারী আছে, বিক্রমপল্লী আছে, তোমাদের নারী নেই, রাজ্য নেই, তাই তোমরা বিধাতার কথা বলো, আমি কোনো বিধাতার কথা জানি না।'

নগ্নরা বলে, 'প্রভু, সময় এসে গেছে, তাই আমরা তোমার কাছে এসেছি, এই নারীরা তোমার জন্যে তুচ্ছ, এই রাজ্য তোমার তুচ্ছ, তুমি হবে মহারাজের মহারাজ, আমাদের ত্রাতা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা চ'লে যাও।'

তারা বলে, 'তোমাকে নিয়েই আমরা রাজগৃহে ফিরবো, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের আচরণে আমি খুবই প্রীত, কিন্তু তোমাদের সাথে আমি যাবো না, আমি ত্রাতা নই।'

নগ্নদের গুরু বলে, 'সময় এসেছে, প্রভু, তাই আমরা এসেছি, নগরের বাইরে প্রধান পথের পাশে আমরা তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো, তুমি ডাকলেই আমরা আসবো প্রভু।'

নগ্নরা পথ ছেড়ে দেয়, শুভ্রব্রত পত্নীদের নিয়ে প্রমোদকাননের দিকে যাত্রা করে। তারা সবাই চুপ ক'রে থাকে, কারো মুখ থেকেই কোনো কথা বেরোয় না; প্রমোদকাননে পৌঁছেও তারা নিশ্চুপ থাকে, তাদের শরীর চঞ্চল হয় না। জলকেলির প্রবল আগ্রহ নিয়ে তারা বেরিয়েছিলো, সে-আগ্রহ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। শুভ্রব্রত কোনো ফুলের রূপে মুগ্ধ হয় না, কোনো ফুলের সুগন্ধ তাকে আকুল করে না। তার আদেশে পরিচারকেরা কুঞ্জেকুঞ্জে পুষ্পশয্যা পেতে রেখেছে, অন্য দিন হ'লে শয্যাগুলো দলিত হয়ে পুষ্পের রঙে তাদের দেহ রঙিন হয়ে উঠতো, সরোবরে গিয়ে ওই রঙ ধোয়ার জন্যে তারা মেতে উঠতো কেলিতে; কিন্তু তারা তাতে কোনো আগ্রহ বোধ করে না। শুভ্রব্রত কোনো কুঞ্জেই ঢোকে না, একটি বিশাল আমগাছের গোড়ায় ব'সে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আবার সেই গর্জন শুনতে পায়, দশ বছর আগের গভীর গর্জন, সে কেঁপে ওঠে। পত্নীদের মধ্যে পারমিতাই তাকে সুখী করে বেশি, পারমিতাই সাধারণত কথা বলে তার সাথে; অন্যদের সাথে তার যোগাযোগ দেহসংযোগের মাধ্যমে; পারমিতার সাথে দেহ ছাড়াও তার যোগাযোগ ঘটে—ভাষার সাহায্যে। পারমিতা তার সাথে কথা বলে, সেও কথা বলে পারমিতার সাথে; আর কারো সাথে তার কথার সম্পর্ক নেই।

পারমিতা এগিয়ে এসে দাঁড়ায় শুভ্রব্রতের পাশে।

শুভ্রব্রত বলে, 'পারমিতা, কামে-পুষ্পে-কেলিতে আমি ক্লান্ত।'

পারমিতা বলে, 'তোমাকে দেখেই তা বুঝতে পারছি। আমার মনে হয় আমাকে তোমার অনেক কথা বলার আছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'ওই নগ্নরা কারা তুমি জানো?'

পারমিতা বলে, 'আমি জানি না, তবে আমি বুঝতে পারি তারা তোমার ভক্ত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি যখন দশ বছরের বালক আমি রাজগৃহে গিয়েছিলাম, আমার দেখা হয়েছিলো নগ্নদের সাথে।'

পারমিতা জানতে চায়, 'তারা কেনো এসেছে বিক্রমপল্লীতে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'রাজগৃহে আমি তাদের গর্জন শুনেছিলাম, সেই গর্জন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো তাদের কাছে। তারা সবাই আমার পায়ে চুমো খেয়ে বলেছিলো, আমি তাদের উদ্ধার করবো, এক বিধাতার কথা বলবো, আমি তাদের ত্রাতা হবো, রাজগৃহ এক মহাবেশ্যা, আমি রাজগৃহ ধ্বংস করবো।'

পারমিতা বলে, 'নগ্নরা কি এখন তোমাকে নিতে এসেছে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তারা বলছে সময় এসে গেছে, বিধাতার কথা বলতে হবে, তাই তারা আমাকে নিতে এসেছে।'

পারমিতা বলে, 'আমরা কেউ আমাদের নিয়তি জানি না।'

শুভ্রব্রত হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পারমিতার কোলের ওপর ঢ'লে পড়ে। পারমিতা বিহ্বল হয়, কিন্তু বিচলিত হয় না। শুভ্রব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে।

শুভ্রব্রতের মুখটিকে তার অচেনা মনে হয়, অপূর্ব মুখ মনে হয়। সে একবার চুমো খায় শুভ্রব্রতের ঠোঁটে, তার মনে হয় সে কোনো দেবতাকে চুমো খাচ্ছে। সে তার কনিষ্ঠাদের ডাকে; তারা ছুটে এসে প্রথমে পরিহাস করে পারমিতাকে, পরে যখন বুঝতে পারে শুভ্রব্রত অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, তারা সবাই বিমূঢ় হয়ে পড়ে। পারমিতা তাদের ঝরনা থেকে অঞ্জলি ভ'রে জল এনে শুভ্রব্রতের চোখেমুখে ছিটোতে বলে, তারা কাঁপতে কাঁপতে জল আনতে আর ছিটোতে থাকে শুভ্রব্রতের মুখমণ্ডলে।

প্রজ্ঞা জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে পতির, তিনি কেনো এমন করছেন?'

পারমিতা বলে, 'তিনি এখন বাহ্যজ্ঞানহীন।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমাদের পতি কি অসুস্থ, প্রথমা?'

পারমিতা বলে, 'তা আমি জানি না, তবে তিনি এখন বাহ্যজ্ঞানহীন।'

প্রজ্ঞা বলে, 'প্রথমা, তুমি বলছো তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন, আমার মনে হয় তিনি মৃগীরোগী, তিনি অসুস্থ।'

মেঘকুন্তলা কেঁদে বলে, 'নবযৌবনেই পতি অসুস্থ হয়ে পড়লে কী হবে আমাদের?'

তরঙ্গিনী বলে, 'যা ভোগ করার সবই তো করেছেন প্রথমা, আমাদের ভাগ্যে দেবতারা কোনো ভোগ লেখে নি।'

রত্নবতী বলে, 'আমি সবচেয়ে অভাগিনী।'

পারমিতা বলে, 'তোমরা কি এখনো কামার্তা? পতিকে মূর্ছিত দেখেও?'

তরঙ্গিনী বলে, 'প্রমোদকাননে তবে আমরা কেনো এসেছি, ভগিনী? পতির চিকিৎসা করার জন্যে তো আসি নি।'

পারমিতা শুভ্রব্রতের চোখেমুখে স্নিগ্ধ আঙুল বুলোতে থাকে; তার বোনেরা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শুভ্রব্রত একবার কথা ব'লে ওঠে।

শুভ্রব্রত বলে, 'অপূর্ব আলোক ভূমণ্ডল জুড়ে।'

পারমিতা বলে, 'পতি, আপনি সংবিৎ ফিরে পাচ্ছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি কিসের সংবিতের কথা বলছো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'আপনার সংবিতের কথা বলছি, পতি আপনি সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম; আপনি সংবিৎ ফিরে পাওয়ায় আমরা প্রাণ ফিরে পেলাম।'

শুভ্রব্রত বলে, 'পারমিতা, তুমি ভুল বলছো।'

পারমিতা বলে, 'কী ভুল বলছি, পতি?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি সংবিৎ হারাই নি, ফিরেও পাই নি; অপূর্ব আলোকে গগনে গগনে আমি বিহার করছিলাম।'

পারমিতা বলে, 'আমার ভুল হয়েছে, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার কনিষ্ঠারা ভ্রান্ত, সম্প্রয়োগ ভিন্ন তারা অন্য কিছুতে অসমর্থ; কিন্তু তুমি তো অন্য প্রকৃতির।'

পারমিতা বলে, 'আমি আর কখনো বিভ্রান্ত হবো না, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার পতি সম্বোধনের থেকে প্রভু সম্বোধন আমাকে বেশি পরিতৃপ্ত করে।'

পারমিতা বলে, 'চিরকাল আপনাকে প্রভু ব'লেই সম্বোধন করবো, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নগ্নদের ডাকে আমাকে সাড়া দিতে হবে, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'যখন সাড়া দেবেন আমাকেও ডাকতে বিস্মৃত হবেন না, প্রভু।'

পারমিতা প্রণত হয়ে শুভ্রব্রতের পদতলে চুমো খায়; দীর্ঘ সময় ধ'রে সে শুভ্রব্রতের পায়ে তার ওষ্ঠের স্পর্শ নিশ্চল ক'রে রাখে, এবং অনেকটা ভুলে যায় যে তাকে ওষ্ঠ তুলতে হবে। শুভ্রব্রতের শরীর থেকে একটা অনির্বচনীয় তরঙ্গ তার শরীরে ঢুকছে, এমন অনুভূতি হয় পারমিতার, যা তার আগে কখনো হয় নি। কনিষ্ঠারা তাকে পতির পায়ে চুমো খেতে দেখে হেসে উঠতে গিয়ে থেমে যায়, থামতে গিয়ে আবার নিঃশব্দে তারা হেসে ওঠে। অগ্রজাকে তারা বাল্যকাল থেকেই একটু ভিন্ন প্রকৃতির দেখে আসছে; তারা যা দেখে খিলখিল করে হাসে পারমিতা তা দেখে কাতর হয়ে পড়ে; তাদের যেদিকে তাকাতেও আগ্রহ হয় না পারমিতা সেদিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে যায়। অগ্রজার এ-স্বভাবটি দিন দিন প্রবল হচ্ছে। শুভ্রব্রত পারমিতার মাথায় ডান হাত রেখে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে দূর আকাশের দিকে। প্রাসাদে ফেরার সময় তারা কোনো কথা বলে না। পারমিতা শুধু শুভ্রব্রতের মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে রাখে তার দুটি মুগ্ধ চোখ, আর কনিষ্ঠারা ব'সে থাকে মাথা নত ক'রে। প্রাসাদে ঢুকে শুভ্রব্রত নিজের কক্ষে যায়, কারো দিকে তাকায় না; এবং তার পত্নীরা নিজ নিজ কক্ষে না গিয়ে ঢোকে পারমিতার কক্ষে। অন্যান্য দিন প্রমোদকানন থেকে ফিরে তারা কেউ পারমিতার কক্ষে আসে না, আজ তাদের সবাইকে নিজের কক্ষে আসতে দেখে বিস্মিত হয় পারমিতা।

প্রজ্ঞা বলে, 'আমাদের পতি তো আসলে তোমারই পতি, তুমি দয়া ক'রে মাঝেমাঝে আমাদের একটু অংশ দিয়ে থাকো।'

পারমিতা বলে, 'নির্মম কথা বলছো কেনো, বোন? প্রভু আমাদের সকলের।'

প্রজ্ঞা বলে, 'তোমার মতো আমরা দেহকলাও পারি না, অমন দেহ নেই আমাদের; আবার পায়ে চুমো খাওয়ার মতো ছলাকলাও পারি না।'

মেঘকুন্তলা বলে, 'পতিকে আমরা প্রভু ব'লেও ডাকতে পারি না।'

পারমিতা বলে, 'আমাকে তোমরা এতোটা অপবাদ দিয়ো না। তাঁকে প্রভু ব'লে ডাকতে একদিন তোমরাও পারবে।'

তরঙ্গিনী বলে, 'পতিকে আমাদের কাছে থেকে সম্পূর্ণ কেড়ে নিয়ো না তুমি, প্রথমা; আমরা এখনো কিছুই ভোগ করি নি।'

রত্নবতী বলে, 'পতির পদধূলি আমরাও চাই, অগ্রজা।'

পারমিতা বলে, 'পতি আমাদের সকলের, পতিকে তোমরা পুরোপুরিই পাবে, তবে আমার কাছে তিনি আজ থেকে পতির থেকেও বড়ো।'

কনিষ্ঠারা ব'লে ওঠে, 'পতির থেকে আর বড়ো কী আছে, প্রথমা?'

পারমিতা বলে, 'তিনি আমার প্রভু, আমি তার ভক্ত।'

তারা বলে, 'আমরা অতো বুঝি না, আমরা পতিকে পতিরূপে চাই। পতিভোগ থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না, অগ্রজা।'

পারমিতা বলে, 'তোমরা তার দেহ চাও, আমিও তাই চাইতাম, আজ থেকে আমি তাঁর আত্মাটা কামনা করি, তোমাদের তার দেহ দিয়ে দিলাম।'

শুভ্রব্রত স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিয়েছে তার রাত্রিগুলো; পারমিতার জন্যে আছে দু-রাত, অন্যদের প্রত্যেকের জন্যে একরাত ক'রে; এবং একটি রাত তার নিজের, যে-রাতে সে ইচ্ছেমতো যায় কারো কক্ষে—যার কক্ষে যেতে তার সুখ লাগে। আজকের রাত্রিটি প্রজ্ঞার। প্রজ্ঞা মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে থাকে শুভ্রব্রতের জন্যে, কিন্তু শুভ্রব্রত আসে না দেখে কষ্ট পায়, পরে ঈর্ষা বোধ করতে থাকে; —তার মনে হয় শুভ্রব্রত গেছে পারমিতার কক্ষে, পারমিতার দেহকেই সে পছন্দ করে, পারমিতারই রয়েছে শ্রেষ্ঠ দেহ। তার ওষ্ঠ পারমিতার ওষ্ঠের মতো লালাভ মাংসল নয়, তার বাহু পারমিতার বাহুর মতো কোমল মসৃণ নয়, তার স্তনযুগল পারমিতার স্তনযুগলের মতো বিস্তৃত উচ্চ নয়, তার সাথে রমণ পারমিতার সাথে রমণের মতো তীব্র সুখকর নয়। প্রথমে সে অভিমান বোধ করে, বারবার শপথ করে যে শুভ্রব্রত যদি তার জন্যে বরাদ্দ আগামী রাত্রিটিতে আসে তার কক্ষে, সে ফিরিয়ে দেবে পতিকে, যেতে বলবে পারমিতার কক্ষে, অঙ্গের একটি তিলও ছুঁতে দেবে না; পরে ভেতরে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে ঈর্ষা। তার মনে হয় পারমিতাকে নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে শুভ্রব্রত, পারমিতার লোমকূপরাশি থেকে পান করছে স্বেদমধু, হারিয়ে যাচ্ছে পারমিতার নদী উপত্যকা অরণ্য পাহাড় মেঘমালা জ্যোৎস্না বৃষ্টিতে। প্রজ্ঞা মধ্যরাতে পাগলের মতো গিয়ে ঢোকে পারমিতার কক্ষে।

প্রজ্ঞা চিৎকার ক'রে বলে, 'অগ্রজা, তুমি কি আমার রাতেও নিজের শয্যায় বেঁধে রাখবে পতিকে?'

পারমিতা ঘুমোয় নি, সে একটি গ্রন্থ পড়ছিলো।

পারমিতা উঠে এসে বোনকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'এ কী বলছো তুমি, প্রজ্ঞা?'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমার রাত্রে আমার পতি কোথায়?'

পারমিতা বলে, 'আমি তো ভেবেছি প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।'

প্রজ্ঞা বলে, 'পতি কি তোমার কক্ষে আসেন নি তাহলে?'

পারমিতা বলে, 'আমার কক্ষে এলেও প্রভুকে তোমার কক্ষে পাঠিয়ে দিতাম, এ-রাত তোমার। কিন্তু প্রভু কি তোমার কক্ষে যান নি?'

প্রজ্ঞা বলে, 'না, পতির অপেক্ষা ক'রে ক'রে আমার পাকস্থলি ও দেহ জীর্ণ হয়ে গেছে, প্রথমা।'

পারমিতা খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়, বলে, 'প্রভু আজ তাহলে খাদ্যও গ্রহণ করেন নি?'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি এটুকু জানি তিনি আমার কক্ষে আসেন নি, আমি আর কিছু জানি না, অগ্রজা।'

পারমিতা বলে, 'প্রভু তাহলে কোথায় আছেন?'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি জানি না।'

ভয় পায় পারমিতা; নিজেকে সে প্রশ্ন করে, প্রভু নগ্নদের কাছে চ'লে যান নি তো?' একা নগ্নদের কাছে যাওয়া কি নিরাপদ হবে তাঁর জন্যে? নগ্নরা প্রভুর ভক্ত, বুঝতে পারে পারমিতা, কিন্তু তিনি যুবরাজ, তাঁর একলা কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক হ'তে পারে। অত্যন্ত বিচলিত হয় পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'চলো, প্রভু তাঁর কক্ষে আছেন কি না দেখে আসি।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি তাঁর কক্ষে কখনো যাই নি, সেখানে যেতে আমি ভয় পাবো।' পারমিতা বলে, 'আমার সাথে চলো, অনুজা। প্রভুর কক্ষে যাওয়ার ভয়ের থেকেও বড়ো ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।'

পারমিতা ও প্রজ্ঞা শুভ্রব্রতের কক্ষের দরোজায় এসে দাঁড়ায়। পারমিতা একবার কেঁপে ওঠে, দীর্ঘক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে সে দরোজা ঠেলে একলা অল্প ভেতরে ঢোকে, এবং মেঝের দূর প্রান্তে স্থির ব'সে থাকা শুভ্রব্রতকে দেখে অচল হয়ে যায়। মুহূর্ত পরে পারমিতা বোধ ফিরে পায়, এবং প্রজ্ঞাকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে ঢোকে। পারমিতা পা ফেলতে গিয়ে কেঁপে ওঠে, তার মনে হয় শুভ্রব্রতের মাথার চারদিকে স্থির হয়ে আছে জ্যোতিশ্চক্র, অপার্থিব জ্যোৎস্না, যা সে পৌষ ফাল্গুন আর বৈশাখের পূর্ণিমায় দেখে নি।

পারমিতা বলে, 'প্রভুর মাথার চারদিকে জ্যোতিশ্চক্র জ্বলছে।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, অগ্রজা। জ্যোতিশ্চক্রও কাকে বলে আমি জানি না।'

পারমিতা বলে, 'প্রভুর চারদিক পার্থিব জ্যোৎস্নায় আলোকিত হয়ে আছে।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমার ঘরের মতোই আলো দেখতে পাচ্ছি আমি, অগ্রজা। কোনো অপার্থিব জ্যোৎস্না আমার চোখে পড়ছে না।'

পারমিতা বলে, তুমি কেনো দেখতে পাচ্ছো না, প্রজ্ঞা?'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা-ই বলছি, অগ্রজা। আমার চোখ তোমার চোখের মতো নয়, যা আছে শুধু তাই দেখতে পাই আমি।'

পারমিতা বলে, 'যা নেই, তাও কখনো কখনো দেখতে হয় মানুষের।'

তারা ধীরেধীরে শুভ্রব্রতের দিকে এগোয়। পারমিতা শুভ্রব্রতের সামনে প্রণত হয়, প্রজ্ঞা দাঁড়িয়ে থাকে।

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনার জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।'

শুভ্রব্রত কথা বলে না।

প্রজ্ঞা বলে, 'পতি, আজ রজনী আমার, আমি কেনো বঞ্চিত হলাম? আমি তো কোনো অপরাধ করি নি।'

শুভ্রব্রত কোনো কথা বলে না।

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনি আজ রাত্রে কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন নি।'

প্রজ্ঞা বলে, 'অপেক্ষায় থেকে আমার পাকস্থলি জীর্ণ হয়ে গেছে, পতি।'

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনি আমাদের মতো তুচ্ছ নারীদের দেখতে পাচ্ছেন? আমরা আপনার জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।'

শুভ্রব্রত ধীরেধীরে বলে, 'গগনে গগনে অপূর্ব আলোক।'

প্রজ্ঞা পারমিতাকে জিজ্ঞেস করে, 'পতি কী বলছেন? অগ্রজা, তুমি কি বুঝতে পারছো?'

পারমিতা বলে, 'আমরা সাধারণ মানুষ, কনিষ্ঠা। প্রভুর বাণী বোঝা কি সম্ভব আমাদের পক্ষে?

প্রজ্ঞা বলে, 'পতি কি সুস্থ আছেন?'

পারমিতা বলে, 'তুমি খুবই ক্ষুদ্র নারী, প্রজ্ঞা।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি মূর্খ, প্রথমা, সব বুঝে উঠতে পারি না।'

পারমিতা শুভ্রব্রতকে জিজ্ঞেস করে, 'প্রভু, আপনি কি গগনে গগনে অপূর্ব আলোকে এখনো বিহার করছেন?'

শুভ্রব্রত ফিসফিস করে কী যেনো বলে, থেমে থেমে, কখনো অনবরত; তার কিছুই বুঝতে পারে না পারমিতা ও প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা ভয় পেয়ে দৌড়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় একবার, বেরিয়ে আরো ভয় পায়, এবং ফিরে এসে বসে পারমিতার গা ঘেঁষে। শুভ্রব্রত মৃদু স্বরে নিরর্থক শব্দমালা উচ্চারণ করতেই থাকে, এবং কাঁপতে থাকে তার সারা শরীর, মাথাটি দুলতে থাকে সামনে-পেছনে। পারমিতা শুভ্রব্রতকে জড়িয়ে ধ'রে ডাকে, 'প্রভু, প্রভু'; শুভ্রব্রত সাড়া দেয় না, ফিসফিস নিরর্থক শব্দ সে উচ্চারণ ক'রে যেতে থাকে স্বগতোক্তির মতো। শুভ্রব্রত হঠাৎ পারমিতাকে ঠেলে ফেলে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে, গান গাইতে থাকে নিরর্থক শব্দে, প্রজ্ঞা ভয় পেয়ে দু-হাতে চোখ চেপে মেঝেতে

পড়ে যায়, চোখ খুলতে তার সাহস হয় না। পারমিতা শুভ্রব্রতের নাচ দেখতে থাকে; শুভ্রব্রতের নাচের ছন্দে মুগ্ধ হয় পারমিতা; সে শুভ্রব্রতের গানের একটি শব্দও বুঝতে পারে না, কিন্তু ওই ধ্বনিরাশি তাকে সম্মোহিত করে। শুভ্রব্রত কক্ষের একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে থাকে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে; পারমিতার মনে হয় শুভ্রব্রত আর পারবে না, তার পা টলছে, মাথা খুব দুলছে। পারমিতা উঠে শুভ্রব্রতকে জড়িয়ে ধরে; এবং ধরতেই শুভ্রব্রত জ্ঞান হারিয়ে তার কোলে ঢ'লে পড়ে। পারমিতা শুভ্রব্রতকে টেনে নিয়ে শয্যায় শুইয়ে দেয়, তার চোখেমুখে জল ছিটোয়, এবং বাতাস করতে থাকে।

প্রজ্ঞা উঠে বলে, 'অগ্রজা, পতি কি উন্মাদ হয়ে গেছেন?'

পারমিতা বলে, 'প্রজ্ঞা, তুমি মূর্খ নারী।'

প্রজ্ঞা বলে, 'তাহলে পতি এমন করলেন কেনো?'

পারমিতা বলে, 'তা তুমি বুঝবে না। কিন্তু তুমি কি প্রভুর নাচের তাল দেখে মুগ্ধ হও নি?'

প্রজ্ঞা বলে, 'ভয়ে আমি দু-হাতে মুখ চেপে মেঝেতে প'ড়েছিলাম।'

পারমিতা বলে, 'তাই তুমি প্রভুর সৌন্দর্য দেখতে পাও নি।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমাদের এখন কী হবে, অগ্রজা?'

পারমিতা বলে, 'তুমি কি যৌবনের কথা ভাবছো, কনিষ্ঠা?'

প্রজ্ঞা বলে, 'যৌবন ছাড়া আর কী আছে আমাদের?'

পারমিতা বলে, 'তুমি অপরাধ করেছো, প্রজ্ঞা। প্রভুর পায়ে চুমো খেয়ে বলো যে তুমি ক্ষমা চাও, তুমি তাঁর ভক্ত।'

প্রজ্ঞা বলে, 'এসব আমি বলতে পারবো না, অগ্রজা। আমরা তাঁর পত্নী, তিনি আমাদের পতি, আমি এই জানি।'

প্রজ্ঞা তার নিজের কক্ষে চলে যায়, পারমিতা শুভ্রব্রতের পাশে সারারাত বসে থাকে। প্রজ্ঞা চলে যাওয়ার পর পারমিতার মনেও জাগে, পতি কি পাগল হয়ে গেছেন? পতি কি হয়ে যাচ্ছেন অপ্রকৃতিস্থ? ভাবনা আসার সাথে সাথে পারমিতা ভাবনাটিকে জোর করে পরিত্যাগ করে, বারবার মনে মনে বলতে থাকে, প্রভু অপ্রকৃতিস্থ হ'তে পারেন না, প্রভুকে সে অপ্রকৃতিস্থ হতে দেবে না। তার মনে প্রশ্ন জাগে শুভ্রব্রতের মুখের দিকে তাকালে সে কোনো অনির্বচনীয় উজ্জ্বলতা দেখতে পায়, যা দেখতে পায় না তার বোনেরা? সে কেনো শুভ্রব্রতের মাথা ঘিরে দেখেছে জ্যোতিশ্চক্র, এবং কেনো তা দেখতে পায় নি প্রজ্ঞা? সেও কি একটু একটু করে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে? না, সে উন্মাদ হ'তে পারে না, মনে মনে চিৎকার ক'রে ওঠে পারমিতা, সে উন্মাদ হ'তে পারে না, প্রভু উন্মাদ হ'তে পারেন না। তার মনে এক আলোর ঝিলিক ঢোকে—মনে হয় প্রভু অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তাই নগ্নরা তাকে অনেক আগেই মেনে নিয়েছে ত্রাতা হিসেবে, প্রভু একদিন বিধাতার কথা বলবেন, প্রভু মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করবেন।

কিন্তু বিধাতা কী, বিধাতা কে? পারমিতা পিতার গৃহে পূজা করতো পাঁচদেবীর, বিয়ের পর শুভ্রব্রতের গৃহে পুজো করছে তিনদেবীর। সে পুজো করছে রোদের দেবীর,

জলের দেবীর, মাটির দেবীর, আরো অনেক দেবী হয়তো আছে, তাদের সে পুজো করে না। বিধাতা কি কোনো নতুন দেবী? পারমিতা 'বিধাতা' শব্দের গঠন বোঝে, এবং বুঝতে পারে এটি কোনো দেবী নয়, এটি দেবতা। কোনো নতুন দেবতা কি দেখা দিয়েছে আকাশে, যার কথা বলতে হবে প্রভুকে? সে এতোদিন দেবীদের কথাই শুনে এসেছে, কোনো দেবতার কথা শোনে নি। এখন কি দেবতারা দেখা দিচ্ছেন? শুধু একজন দেবতা দেখা দিচ্ছেন? পারমিতার মনে হয় এমন হ'তে পারে, হয়তো দেবীরা হেরে যাচ্ছে; হয়তো কোনো শক্তিশালী দেবতা দেখা দিয়েছেন, যার মতো শক্তি নেই দেবীদের, যেমন পুরুষের মতো শক্তি নেই নারীদের। পারমিতার কাছে দেবীর থেকে দেবতাকেই বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়, কেনো তা সে বুঝতে পারে না, কিন্তু তার মনে হয় স্বর্গেমর্ত্যে পুরুষদেরই প্রধান হওয়ার কথা। হয়তো স্বর্গ জয় করেছেন বিধাতা, তিনি এখন সর্বশক্তিধর। তিনি কি বাণী পাঠাচ্ছেন প্রভুর কাছে? পারমিতার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়, সে নিজেকে সবলে সংযত রাখে।

ভোরবেলা কনিষ্ঠারা পারমিতার কক্ষে আসে দল বেঁধে; তাকে না পেয়ে শুভ্রব্রতের কক্ষের দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকে, কক্ষে ঢুকতে তাদের সাহস হয় না। পারমিতা বেরোতেই তারা ঘিরে ধরে তাকে। পারমিতা তাদের সবাইকে দরোজায় দেখতে পেয়ে বিব্রত হয়।

মেঘকুন্তলা বলে, 'পতির জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছি, অগ্রজা। তিনি কি সুস্থ আছেন?'

পারমিতা বলে, 'প্রভু কখনো অসুস্থ ছিলেন না, তোমরা প্রভুর সম্পর্কে ভুল ধারণা কোরো না।'

তরঙ্গিনী বলে, 'আমরা সবাই তোমার থেকে কম বুঝি, অগ্রজা; কিন্তু আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন। পতির কী হয়েছে, আমাদের বুঝিয়ে বলো তুমি।'

পারমিতা বলে, 'সময় এলে আমি তোমাদের অবশ্যই বলবো; তোমরা উদ্বিগ্ন হোয়ো না, বোনেরা।'

প্রজ্ঞা বলে, 'কাল রাতের ঘটনাটি কি পতির পিতাকে জানানো প্রয়োজন নয়, অগ্রজা?'

পারমিতা বলে, 'সময় এলে তাঁকেও অবশ্যই জানানো হবে; বোনেরা, তোমরা উদ্বিগ্ন হোয়ো না।'

পারমিতার কথায় বোনদের উদ্বিগ্নতা কেটে যায়; তারা ফিরে যায় নিজেদের কক্ষে, যেনো তাদের মনে এর আগে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় নি। পারমিতা কক্ষে ফিরে গিয়ে চুপ হয়ে ব'সে থাকে, শুভ্রব্রতের দিকে তাকায় যেনো সে শুভ্রব্রতকে দেখতে পাচ্ছে না; তার ভেতরে উদ্বিগ্নতা ঘন হয়ে জমে ওঠে। সত্যিই কি প্রভুর কিছু হয় নি? সে বোনদের যা বললো, তা কি সে নিজে বিশ্বাস করে যে প্রভুর কিছু হয় নি? সত্যিই কি তিনি অসুস্থ নন? সত্যিই তিনি অপ্রকৃতিস্থ হচ্ছেন না? প্রভুর আচরণে কি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না উন্মত্ততা ও মূর্ছারোগের? তবে তাঁর নাচ আর ফিসফিস নিরর্থক শব্দরাশি কেনো অলৌকিকের আভাস বয়ে আনে—তার চোখে? সত্যিই কি এর মাঝে কোনো

অলৌকিকের আভাস আছে, না কি সে ভুল দেখছে? নগ্নদের বিধাতা কি সত্যিই মনোনীত করেছে প্রভুকে? কে ওই বিধাতা? সে তো কোনো বিধাতার কথা জানে না। তিনি দেখা দিচ্ছেন, না কি এটা শুধু নগ্নদের মূর্খ বিশ্বাস? পারমিতা শুভ্রব্রতের পাশে সারাদিন ব'সে থাকে, এবং ভারী হয়ে ওঠে অসংখ্য প্রশ্নে ও উত্তরে।

শুভ্রব্রত, বিকেলে, জেগে পারমিতাকে দেখে মধুরভাবে হাসে। তার হাসিতে পারমিতার বুক আলোতে ভরে ওঠে।

শুভ্রব্রত বলে, 'বান্ধবদের সাথে অরণ্যে এক বছর কাটালাম।'

শুভ্রব্রতের কথা শুনে পারমিতা ভয় পায়, খুব গভীরভাবে তাকায় শুভ্রব্রতের চোখ ও মুখের দিকে; সেখানে সে একরাশ ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের দাগ খোঁজে; তবু স্নিগ্ধভাবে বলে, 'প্রভু, বান্ধবদের সাথে এক বছর কাটালেন, আমার কথা কি একবারও মনে পড়লো না?'

শুভ্রব্রত বলে, 'পারমিতা, তুমি তো সাথেই ছিলে। কী করে ভুলে গেলে?'

পারমিতা বিব্রত হয়, আবার সে দেখতে চেষ্টা করে শুভ্রব্রতের চোখের কোণে দুঃস্বপ্নের কোনো দাগ আছে কি না; এবং কাতর কণ্ঠে বলে, 'আমাকে ক্ষমা করুন, প্রভু, আজকাল আমার বড়োবেশি ভুল হয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি ছিলে, আর আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস ছিলো; অগ্নিকে কিছুতেই সাথে নিতে পারলাম না, দীপান্বিতাও গেলো না। ওরা গেলে সুখী হতাম।'

পারমিতা বলে, 'অগ্নি আর দীপান্বিতার জন্যে আপনি বড়ো বেশি ভেবেছেন, প্রভু; তাদের আপনি বেশি গুরুত্ব দেন।

শুভ্রব্রত বলে, 'তাদের আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'তারা যায় নি বলে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি, প্রভু। আমরা তো ভালোই ছিলাম।'

শুভ্রব্রত বলে, 'ভালো ছিলাম, তবে কষ্টেও ছিলাম; অরণ্যে বাস তো সহজ কাজ নয়;

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনি ক্ষুধার্ত, অরণ্যে ভালো খাদ্য দুর্লভ ব'লে আপনাকে ভালো খাবার দিতে পারি নি; এখন গৃহে খাদ্যের কোনো অভাব নেই; আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন, আমি খাবার দিই।'

শুভ্রব্রত খেতে শুরু করে, পারমিতা একটি একটি ক'রে খাবার এগিয়ে দেয়। শুভ্রব্রত খুবই ক্ষুধার্ত, যেনো সত্যিই সে একবছর ধ'রে বনে ছিলো, ভালো খাবার খেতে পায় নি, এখন খাচ্ছে প্রাণভরে।

খাওয়া শেষ হ'লে শুভ্রব্রত শয্যায় বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসে।

পারমিতা পাশে ব'সে বলে, 'প্রভু, এবার আপনার অরণ্যবাসের আরো কাহিনী বলুন।'

শুভ্রব্রত পারমিতার কথা বুঝতে পারে না, বলে, 'অরণ্যবাস? কখন? কার?'

পারমিতা অত্যন্ত বিব্রত হয়, তার মনে হয় সে বিপজ্জনক দুর্ঘটনায় পড়েছে; কিন্তু তাকে সব দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদে উদ্ধার পেতে হবে। সে শুভ্রব্রতের চোখে আবার দুঃস্বপ্নের দাগ খোঁজে।

পারমিতা বলে, 'না, না, প্রভু, আমি কী বলতে কী ব'লে ফেলেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এলোমেলো কথা আমি পছন্দ করি না, পারমিতা, উন্মাদরাই শুধু বিশৃঙ্খল কথা বলে।'

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার প্রভু ডাক শুনলে আমার বুক ভ'রে যায়, সে-মুহূর্তেই আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রে দিই।'

পারমিতা বলে, 'একটি অনুরোধ করতে চাই, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কী অনুরোধ?'

পারমিতা বলে, 'কনিষ্ঠারা আপনার সঙ্গ পায় নি, তারা আপনার সাথে মিলনের জন্যে কাতর হয়ে আছে, প্রভু। তাদের এখানে আমন্ত্রণ করি? আপনি তাদের সাথে বিলাস করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কনিষ্ঠারা কোনো কলা আজো শিখতে পারলো না।'

পারমিতা বলে, 'তারা বালিকা, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তারা আশুক্লান্ত, তোমার মতো অক্লান্ত কলা তারা অর্জন করতে পারলো না।'

পারমিতা বলে, 'আপনি তাদের শেখাতে পারেন, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাকে তো আমি শেখাই নি, তুমিই আমাকে শিখিয়েছো।'

পারমিতা বলে, 'তবু তারা আপনার দেহসঙ্গ চায়, প্রভু। আপনার দেহসঙ্গে তারা সুস্থ হয়।'

পারমিতা কনিষ্ঠাদের ডেকে আনে, এবং তারা উল্লাসে অধিকার করে শুভ্রব্রতের শয্যা। সহস্র বছরের ক্ষুধা যেনো জ'মে আছে তাদের মাংসে, পারমিতা দূরে ব'সে দেখে, সুখ পায়, এবং একটুকু তীক্ষ্ণ কষ্টও তাকে পীড়ন করে। বোনেরা প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিব্রত লজ্জায় ছিলো, কিন্তু শুভ্রব্রত যখন তাদের উন্মোচন করতে শুরু করে, তারা দ্রুত উন্মোচিত হয়ে যায়, শুভ্রব্রতের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাগ নেয়ার জন্যে প্রতিযোগিতামত্ত হয়ে ওঠে। শুভ্রব্রত তার সাথে কখনো বর্বরতা করে না; শুভ্রব্রতকে সে দেহের যে—অংশ দেয়; তা নিয়েই অনেকক্ষণ অদ্ভুত বালকের মতো খেলে শুভ্রব্রত, তারপর সে শুভ্রব্রতকে দেয় তার দেহের আরেক খণ্ড, শুভ্রব্রত তা নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ে, এবং এক সময় শুভ্রব্রত রক্তজবার মতো রঙিন ক'রে তোলে তার সমগ্র শরীরটিকে। বোনদের সাথে ভিন্ন সম্পর্ক শুভ্রব্রতের; শয্যাকে আর্তনাদপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে ফেলছে সে। কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে ফেলছে কনিষ্ঠাদের ওষ্ঠ, তাদের স্তন গেঁথে রাখছে দাঁতে, তারা চিৎকার করছে, কিন্তু ছাড়ছে না শুভ্রব্রত; এবং সে প্রচণ্ডভাবে প্রবেশ ক'রে তাদের ভেঙেচুরে ফেলছে, ছিঁড়ে ফেলছে, শুভ্রব্রত তাদের মুক্তি দিচ্ছে না। কতোটা ক্লান্ত হ'তে পারে শুভ্রব্রত, তা জানে পারমিতা, কিন্তু কনিষ্ঠাদের সাথে সে ক্লান্ত হচ্ছে না; ভেঙেচুরে এদিক-সেদিক প'ড়ে থাকছে কনিষ্ঠারা, শুভ্রব্রত তাদের ঠেলে সরিয়ে

দিচ্ছে, আবার টেনে আনছে কাউকে। কনিষ্ঠাদেরও মনে হচ্ছে না ক্লান্ত, বিক্ষত মনে হচ্ছে তাদের, আহতদের মতো তারা পড়ে আছে; শুভ্রব্রত আবার তাদের টেনে নিচ্ছে, দংশন করছে, পিশছে, চেপে কুঁকড়ে ফেলছে, প্রচণ্ড সুখ পাচ্ছে। তার দিকে হাত বাড়াচ্ছে না শুভ্রব্রত, সে যে আছে তাও বুঝতে পারছে না; এজন্যে সে কৃতজ্ঞ, — কনিষ্ঠাদের সামনে সে নগ্ন হ'তে পারবে না, লড়াইও করতে পারবে না। শুভ্রব্রত, মনে হচ্ছে, সুখ পাচ্ছে লড়াই ক'রে, কনিষ্ঠাদের ভেঙেচুরে ফেলে তৃপ্তি পাচ্ছে; না কি সুখ আর তৃপ্তির অভাবই প্রকাশ পাচ্ছে তার ক্রীড়ায়? তাকে তো পীড়ন ক'রে না শুভ্রব্রত, বরং তার একেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বিস্ময়কর বালকের মতো খেলে, খেলে খেলে তাকে নদী বানায়, তার শরীরকে ঢেউয়ে পরিণত করে; কিন্তু কনিষ্ঠাদের সাথে তার এ কী সম্পর্ক? ক্লান্ত না হ'লে কেউ সুখী হয় না, সুখী না হ'লে কেউ ক্লান্ত হয় না; সে দেখতে পাচ্ছে বোনেরা ক্লান্ত নয়, আহত; আর শুভ্রব্রত ক্লান্ত নয়, পরিশ্রান্ত।

শুভ্রব্রতকে চোখে চোখে রাখছে পারমিতা; তার মনে হচ্ছে অসাধারণ কিছু ঘটে যেতে পারে যে-কোনো সময়, বা ঘটতে পারে কোনো ভয়ংকর দুর্ঘটনা, তাই চোখে চোখে রাখা দরকার শুভ্রব্রতকে। একটি ঘটনা নিয়মিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখন—প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রাসাদের প্রধান তোরণের বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে শুভ্রব্রত, আর নগ্নরা মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করছে তাকে। শুভ্রব্রত একাই যাচ্ছে, পারমিতা তার সাথে যেতে চাইলেও শুভ্রব্রত তাকে নিচ্ছে না; পারমিতা দূর থেকে চোখ রাখছে, প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছে কী ঘটছে। সে অবশ্য তাদের কথা শুনতে পায় না, দেখতেও পায় না স্পষ্ট ক'রে, কিন্তু বুঝতে পারে নগ্নরা প্রতিদিনই একই ভঙ্গিতে আবেদন জানাচ্ছে, শুভ্রব্রত একই ভঙ্গিতে সাড়া দিচ্ছে; পারমিতা শুভ্রব্রতের দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছে শুভ্রব্রত সাড়া দিচ্ছে না তাদের ডাকে, কিন্তু অত্যন্ত ভেতরে সে সাড়া দিচ্ছে। এতে পারমিতা ভয় পায়, সুখও পায়; কিন্তু কেনো সে জানে না। শুভ্রব্রত যদি সাড়া দেয় নগ্নদের ডাকে, কী হবে তখন? আর যদি সাড়া না দেয়, কী হবে না তখন? এক অদ্ভুত ভয় আর সুখে সে শিউরে ওঠে বারবার।

নগ্নদের গুরু বলে, 'প্রভু, তুমি আজো আমাদের ত্রাণ করলে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তোমাদের ত্রাতা নই, আমি যুবরাজ।'

নগ্নদের গুরু বলে, 'তুমি যুবরাজ নও, তুমি মহারাজ; তুমি ধ্বংস করবে মহাবেশ্যা রাজগৃহকে, ধ্বংস করবে সব মূর্তি, তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর বিধাতার মনোনীত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তোমাদের বিধাতাকে চিনি না।'

নগ্নদের গুরু বলে, 'বিধাতা তোমাকে চেনে, বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছে। তুমি আমাদের ত্রাতা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি বিক্রমপল্লীর যুবরাজ, আমরা পুজো করি তিনদেবীর, কোনো বিধাতার কথা আমি জানি না।'

নগ্নদের গুরু বলে, 'জগতে কোনো দেবী নেই, প্রভু, ওগুলো মেয়েমানুষ, ওগুলো বেশ্যা, ওগুলো প্রতিমা, জগতে আছে শুধু এক বিধাতা, তুমি তার মনোনীত।'

কেঁপে ওঠে শুভ্রব্রত, হাত আর পায়ের তালুতে সে বিজলির ঝিলিক অনুভব করে। নগ্নদের তার ভালো লাগে না, কিন্তু ভালো লাগার থেকে বেশি ভালো লাগে; তাদের দেখলেই শুভ্রব্রত শুনতে পায় সে-গর্জন, যা সে শুনেছিলো রাজগৃহে। বিধাতা নামটি তাকে কাঁপাচ্ছে আজকাল, মনে হচ্ছে নামটিতে অগ্নি আছে, নামটি অগ্নিতে তৈরি, নামটির প্রতিটি বর্ণে ও ধ্বনিতে দাউদাউ ক'রে আগুন জ্বলছে; এবং চোখ বুজলেই সে দেখতে পাচ্ছে এক মহাজাগতিক পুরুষকে, কিন্তু পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। ওই বিধাতা তাকে মনোনীত করেছে? সহ্য করতে পারে না শুভ্রব্রত, সে দূর থেকে চলে যেতে চায় নগ্নদের থেকে। সে আর দাঁড়ায় না নগ্নদের সামনে, ফিরে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ছাদ থেকে পারমিতা দেখে শুভ্র আলো মাথার চারদিকে নিয়ে অনুপ্রাণিত পদক্ষেপে হেঁটে ফিরছে শুভ্রব্রত, কেঁপে উঠছে দু-একবার, এখনই প'ড়ে যাবে হয়তো; কিন্তু শুভ্রব্রত পড়ে যায় না, বরং দৃঢ় হয়ে ওঠে। পারমিতার ভালো লাগে ওই দৃঢ়তা, তার মনে হয় মহারাজ হয়ে উঠেছে শুভ্রব্রত, তার মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকছে। নগ্নদের মতো তারও প্রণাম করতে ইচ্ছে করে শুভ্রব্রতকে; সে দ্রুত নেমে শুভ্রব্রতের কক্ষের দরোজার পাশে দাঁড়ায়, শুভ্রব্রত মহারাজের মতো পা ফেলে তার কক্ষে ঢোকে, তাকে দেখতে পায় না। পারমিতা শুভ্রব্রতের কক্ষে ঢোকে না, দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ, শেষে উঁকি দিয়ে দেখে শুভ্রব্রত কক্ষের কোণে ধ্যাননিমগ্ন হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর ফিসফিস ক'রে কথা বলতে শুরু করে শুভ্রব্রত; তার এ-নিরর্থক কথা বলা শুনতেই শুধু ভয় লাগে পারমিতার। কিন্তু দিনের পর দিন শুনে শুনে সে ভয়টাও কাটিয়ে উঠছে, তার ভালো লাগতে শুরু করছে, নিরর্থক ধ্বনিপুঞ্জ; সে ভাবতে চেষ্টা করছে শুভ্রব্রতের ধ্বনিরাশি নিরর্থক নয়, তার অর্থ আছে, —কোনো গভীর অর্থ আছে, শুধু সে-ই বুঝতে পারছে না।

পারমিতা এগিয়ে গিয়ে শুভ্রব্রতকে স্পর্শ করে। শুভ্রব্রত এলিয়ে পড়ে তার বাহুর ওপর, ঘন ঘন নিশ্বাস নেয়, এবং চোখ মেলে তাকায়। আজ চোখ মেলতে বেশি সময় নেয় নি শুভ্রব্রত, পারমিতা তাতে পরম শান্তি পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'পাহাড়ের গুহায় আজ সোনার বৃষ্টি হচ্ছিলো, পারমিতা।'

পারমিতা ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে, এবং বলে, 'আজই কি প্রথম আপনি গুহায় গিয়েছিলেন, প্রভু?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজকাল প্রতিদিনই আমি সেখানে যাই।'

পারমিতা বলে, 'আমাকে নিলে আমি ধন্য হতাম, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'ওই গুহায় নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'আপনি নিলেই নারীদের প্রবেশ সিদ্ধ হবে, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, না, পারমিতা, আমার অতো শক্তি নেই।'

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আমাকে একদিন গুহায় নিয়ে গেলে সুখী হবো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি কোন গুহার কথা বলছো, পারমিতা?'

পারমিতা নিজেও এবার বাস্তবে ফিরে আসে।

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আজ আপনার রত্নবতীর কক্ষে থাকার রাত। আসুন, আপনাকে প্রস্তুত ক'রে দিই।'

শুভ্রব্রত একদিন কাউকে না জানিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যায়। অনেক দিন পর তার বন্ধুদের দেখতে ইচ্ছে হয়, বন্ধুদের মুখগুলো দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার মন; সে একের পর এক বন্ধুর বাড়ি যেতে থাকে। অগ্নিকুমারকে মনে পড়ে সবার আগে, এবং দীপান্বিতাকে; অগ্নিকুমারের বাড়ির দিকেই সে প্রথম তার শকট চালায়, অনেকটা পথ যাওয়ার পর আদিত্যকে মনে পড়ে, এবং আদিত্যের বাড়িতে গিয়েই সে ওঠে প্রথম। আদিত্য বাড়ির আঙ্গিনায় উদ্যান পরিচর্যা দেখছিলো, শুভ্রব্রত শকট চালিয়ে তার বাড়িতে এসেছে দেখে আদিত্য দৌড়ে গিয়ে তার শকটের সামনে প্রণত হয়। শুভ্রব্রত শকট থেকে নেমে এসে আদিত্যের মাথা স্পর্শ করে। আদিত্য শুভ্রব্রতের পা থেকে ধুলো নিয়ে নিজের ললাটে মাখে।

আদিত্য বলে, 'প্রভু, আমাকে স্মরণ করেছেন ব'লে আমি ধন্য। আমাকে সংবাদ দিলে আমিই প্রণাম করতে যেতাম, প্রভু, আপনার কষ্ট হতো না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের দেখার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

আদিত্য বলে, 'আমি সব সময়ই মনে মনে আপনাকে প্রণাম করি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি জানি তুমি আমার একনিষ্ঠতম ভক্ত, আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'এটাই আমার বড়ো গৌরব, প্রভু।'

শুভ্রব্রত আদিত্যকে নিয়ে সুগুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের বাড়িতে যায়; তারা সবাই প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে, এবং সে এক এক ক'রে সবাইকে তার শকটে তুলে নেয়, অবশেষে যাত্রা করে অগ্নিকুমারের বাড়ির দিকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'অগ্নি ও দীপান্বিতা খুব সুখে আছে, তাই নয় বন্ধুরা?'

সবাই বলে, 'হ্যাঁ, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অগ্নি কি আর কোনো নারী গ্রহণ করে নি?'

সবাই বলে, 'না, প্রভু। আমরাই শুধু একাধিক নারীর পাণিগ্রহণ করেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অগ্নিকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।'

সবাই বলে, 'আমাদের তাই মনে হয়, প্রভু।'

আদিত্য বলে, 'এমনকি আপনাকে প্রভু সম্বোধনও করে না, প্রণাম করে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সবাই একদিন তার নিজের প্রাপ্য পুরস্কার পায়, আদিত্য।'

শুভ্রব্রতের শকট গিয়ে অগ্নির গৃহের দরোজায় থামে। তারা সবাই নেমে অগ্নির নাম ধরে ডাকতে থাকে, কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এক সময় দীপান্বিতা বেরিয়ে এসে সবাইকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

দীপান্বিতা মাথা নত ক'রে তাদের অভ্যর্থনা জানায়।

আনন্দমুখর কণ্ঠে দীপান্বিতা বলে, 'স্বপ্নেও ভাবি নি যুবরাজ আসবেন, সাথে আসবেন বন্ধুরা। কতো দিন বন্ধুদের দেখি না, আজ আমাদের সবচেয়ে সুখের দিন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম, দীপান্বিতা। সুখী হলাম।'

দীপান্বিতা বলে, 'শুনে আমিও সুখী হলাম, যুবরাজ। পতি পাঠাগারে আছেন, সেখানে চলুন যুবরাজ, চলুন বন্ধুরা।'

গ্রন্থ লিখছিলো অগ্নিকুমার, শুভ্রব্রত ও বন্ধুদের দেখে লেখা থেকে সে লাফিয়ে ওঠে, এবং জড়িয়ে ধরে সবাইকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাকে এবং দীপান্বিতাকে দেখতে আমার বড়ো সাধ হলো।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমরা ধন্য বোধ করছি, যুবরাজ।'

আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে দীপান্বিতা।

শুভ্রব্রত বলে, 'আচার্য অগ্নিকুমারের গৃহে কি এখনো একটিই নারী?'

শুভ্রব্রতের কথা শুনে দীপান্বিতা বিব্রত হয়, অগ্নিকুমার উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

অগ্নিকুমার বলে, 'একটিই নারী—সহস্রাধিকের সমান, যুবরাজ।'

দীপান্বিতা বলে, 'নারী একটিই, যুবরাজ, কিন্তু তাকে নিতে হয় সহস্ররূপ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সব নারী তা পারে না, যা তুমি পারো।'

দীপান্বিতা বলে, 'নারী পারে যখন সঙ্গী প্রতিভাবান পুরুষ, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'জানি অগ্নিকুমার আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। অগ্নিকুমারের নাম যাতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয় রাজা হ'লে তার ব্যবস্থা আমি করবো, দীপান্বিতা, যদি আমি রাজা হই।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমি স্বর্ণাক্ষরের প্রার্থী নই, যুবরাজ।'

আদিত্য বলে, 'তোমার প্রতিভা আমরা সবাই স্বীকার করি, অগ্নি। কিন্তু তুমি যে প্রভুকে প্রণাম করো না, এটা আমাদের বড়ো অসুখী করে।'

অগ্নিকুমার বলে, 'প্রণাম নিরর্থক, প্রণাম অমানবিক, আদিত্য; কিন্তু যুবরাজকে আমি ভালোবাসি।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা তো প্রণাম করি, শ্রদ্ধা করি যুবরাজকে।'

অগ্নিকুমার বলে, 'বন্ধুরা, তোমরা প্রণাম করো, আমি তাতে কখনো বাধা দিই নি, কিন্তু আমাকে তোমরা বাধ্য কোরো না।'

শুভ্রব্রত তাদের থামিয়ে দেয়ার জন্যে বলে, 'অগ্নি, বলো, তুমি কী লিখছো?'

অগ্নি বলে, 'না, না, তেমন কিছু নয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'গ্রন্থ আমি প'ড়ে উঠতে পারি না, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠা পত্নী গ্রন্থের অত্যন্ত অনুরাগী; অগ্নি, বলো তুমি কী লিখছো।'

অগ্নিকুমার বলে, 'দেবদেবীদের নিয়ে আমি একটি গ্রন্থ লিখছি, যুবরাজ।'

আদিত্য বলে, 'তুমি দেবদেবীদের অসম্মান করছো না তো, অগ্নি? দেবদেবীদের অসম্মান আমরা একেবারে সহ্য করতে পারি না।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'অগ্নিকুমারের সবই আমাদের প্রিয়, শুধু দেবদেবী সম্পর্কে তার মতামত আমাদের অপ্রিয়।'

বিভাস বলে, 'একজন দেববিদ্বেষীর সঙ্গে দীপান্বিতা কীভাবে সহবাস করে, আমি ভেবে পাই না। দীপান্বিতা তোমার কি ঘেন্না লাগে না?'

দীপান্বিতা বলে, 'আপনারা কঠোর বাক্য বলছেন, বন্ধুরা। আমার পতি দেবদেবী সম্পর্কে যা বলেন, তা তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ, আমি তা মান্য করি।'

অগ্নিকুমার খুবই বিব্রত বোধ করে, মাথা নিচু ক'রে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'দেবদেবীতে আমিও বিশেষ ভক্তি করি না, বন্ধুরা। তবে অগ্নি কী বলে, আমি তা শুনতে চাই।' শুভ্রব্রত অগ্নির দিকে তাকায়, এবং বলে, 'বলো, অগ্নি, তুমি কী লিখছো।'

অগ্নিকুমার বলে, 'না, না, আমি যা লিখছি, তা এমন কিছু শোনার মতো নয়, আমি তা কাউকে শোনাতেও চাই না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি শুনতে চাই, অগ্নি; কেননা এসব নিয়ে আমি অনেক বছর ভাবছি। আমি শুনতে চাই, অগ্নি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমার কথা শুনলে বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হতে পারে, বন্ধুদের আমি ব্যথিত করতে চাই না, যুবরাজ।'

আদিত্য বলে, 'প্রভু শুনতে চাচ্ছেন, তুমি বলো, আমরা রুষ্ট হবো না, অগ্নি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমার মূলকথা দেবদেবী ব'লে কিছু নেই, এগুলো মানুষের ভুল কল্পনা। মানুষের অবস্থা ব্যাখ্যা ক'রে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে মানুষ বিশ্বকে ঠিক মতো বুঝতে আর ব্যাখ্যা করতে পারে নি বলে কল্পনা করেছে দেবদেবী। ওসব কিছু নেই।'

আদিত্য বলে, 'এসব লিখতে তোমার ভয় করে না, অগ্নি?'

অগ্নিকুমার বলে, 'না তো; জ্ঞান কোনো ভয় জানে না। অজ্ঞানতা থেকেই ভয়ের উৎপত্তি, আর ভয় থেকেই উৎপত্তি দেবদেবীর।'

অংশুমান বলে, 'তোমার কথা শুনেই আমি ভয় পাচ্ছি, অথচ তুমি এসব লিখতে ভয় পাচ্ছো না, অগ্নি? দীপান্বিতা শীঘ্রই বিধবা হবে ব'লে মনে হচ্ছে।'

দীপান্বিতা শিউরে ওঠে।

অগ্নিকুমার বলে, 'দীপান্বিতা বিধবা হতে পারে, একদিন হবেই; তবে দেবতাদের ক্রোধে নয়, অন্য কারো ক্রোধে, বন্ধুরা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'দেবদেবী না থাকতে পারে, আমারও তাই মনে হয়; তোমার কী মনে হয় আদিত্য?'

আদিত্য বলে, 'প্রভু, আপনি যা মনে করেন, আমিও তাই মনে করি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অগ্নি, আমারও মনে হয় দেবদেবী প্রতিমামাত্র, ওগুলো নেই, কিন্তু একজন স্রষ্টা কি নেই?'

অগ্নিকুমার বলে, 'না, যুবরাজ, কোনো স্রষ্টা নেই; বিশ্বলোকের কোনো স্রষ্টার দরকার নেই।'

শুভ্রব্রত একটি মৃদু গর্জন শুনতে পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি তাই মনে করো, অগ্নি? তুমি তাই মনে করো?'

শুভ্রব্রত এবার প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পায়, সে কেঁপে কেঁপে ওঠে, গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করে; অগ্নিকুমার দৌড়ে এসে শুভ্রব্রতকে জড়িয়ে ধরে। দীপান্বিতা বাতাস করতে থাকে, শুভ্রব্রতের চোখেমুখে জলের ছিটোতে থাকে। আদিত্য ও অন্যরা শুভ্রব্রতের পায়ে চুমো খায়।

আদিত্য বলে, 'জয় হোক প্রভুর, জয় হোক যুবরাজের।'

অন্যরাও ব'লে ওঠে, 'জয় হোক প্রভুর, জয় হোক যুবরাজের।'

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজের মূর্ছারোগটি এখনো সারে নি।'

আদিত্য বলে, 'প্রভুর এটা মূর্ছারোগ নয়, অগ্নিকুমার।'

বিভাস বলে, 'প্রভুকে মূর্ছারোগীর অপবাদ দিয়ে অপরাধ করছো, অগ্নি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমার তো তাই মনে হয়।'

তারা সবাই বলে, 'তোমার ভুল মনে হয়।'

অগ্নি ও দীপান্বিতা কোনো কথা বলে না। কিছুক্ষণ পর শুভ্রব্রত জ্ঞান ফিরে পেয়ে দাঁড়ায়; আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস তার পায়ে প্রণাম করে।

অগ্নি জিজ্ঞেস করে, 'যুবরাজ আপনি সুস্থ বোধ করছেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি কখনো অসুস্থ ছিলাম না।'

শুভ্রব্রত ধীরেধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শকটে ওঠে, অগ্নির মনে হয় শুভ্রব্রত সম্পূর্ণ বাস্তবে ফেরে নি। তার পেছনে পেছনে শকটে গিয়ে ওঠে অগ্নিকুমার, দীপান্বিতা, আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। শুভ্রব্রত শকট চালাতে থাকে, যেনো তার কিছুই হয় নি। শুভ্রব্রত প্রত্যেককে তার নিজের গৃহের দরোজায় পৌঁছে দেয়, তারা শুভ্রব্রতের পদতলে চুমো খেয়ে শকট থেকে নামে, নামার সময় বারবার বলে, প্রভু, দরকার হ'লেই আমাকে ডাকবেন।' শুভ্রব্রত খেয়াল করে নি যে অগ্নি ও দীপান্বিতা শকটে রয়েছে; তাদের দেখে সে সুখী বোধ করে, আবার অসুখী বোধ করে। তাদেরও সে গৃহে পৌঁছে দিতে চায়।

অগ্নি বলে, 'যুবরাজ, আপনার সঙ্গে আমরা প্রাসাদ পর্যন্ত যেতে চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা ভাবছো আমি অসুস্থ।'

অগ্নি বলে, 'যুবরাজ, আপনি সত্যিই সুস্থ নন; রাজচিকিৎসকের সাথে আপনার পরামর্শ করা অত্যন্ত দরকার।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা আমাকে অসুস্থ দেখতে চাও।'

অগ্নি ও দীপান্বিতা চমকে ওঠে।

প্রাসাদের তোরণে এসে শকট থামলে নেমে যায় অগ্নি ও দীপান্বিতা, শুভ্রব্রত শকট চালিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। আমি কি অসুস্থ, তার মনে প্রশ্ন জাগে, অগ্নি ও দীপান্বিতা কি আসলেই দেখতে চায় আমি অসুস্থ? আমি কি অসুস্থ নই? সুস্থ? প্রশ্ন করতে করতে শুভ্রব্রত প্রাসাদের ভেতরে ঢোকে, কোনো দিকে তাকায় না। পারমিতাই শুধু জানতো শুভ্রব্রত প্রাসাদে নেই; কিন্তু সে কাউকে জানায় নি, জানালে বিক্রমপল্লীতে ভীতিকর সাড়া প'ড়ে যেতে পারতো, পারমিতা তা চায় নি, তাই সংবাদ দেয় নি কাউকে; তার বদলে সে ছাদে উঠে তোরণের দিকে তাকিয়ে থেকেছে সারাবেলা। শুভ্রব্রতকে ঢুকতে দেখে সে স্বস্তি পায়, কিন্তু একটা ভয় তাকে ভারী ক'রে রাখে। সে এসে শুভ্রব্রতের কক্ষের দরোজায় পাশে দাঁড়ায়, শুভ্রব্রত তাকে না দেখে কক্ষের ভেতরে ঢোকে। ভেতরে ঢুকে শুভ্রব্রত হাঁটতে থাকে, একটি বড়ো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে; নিজেকে সে চিনতে পারে না।

শুভ্রব্রত প্রতিবিম্বকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?'

প্রতিবিম্ব কোনো উত্তর দেয় না।

শুভ্রব্রত আবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?'

প্রতিবিম্ব কোনো উত্তর দেয় না।

শুভ্রব্রত আয়নায় নগ্নদের দেখতে পায়। নগ্নরা দলবেঁধে প্রণত হয়ে আছে, সে দেখতে পায়; এবং তাদের কণ্ঠ শুনতে পায়।

নগ্নদের আবেদন প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে : 'প্রভু, তুমি বিধাতার কথা বলো, আমাদের উদ্ধার করো।'

শুভ্রব্রত হো হো ক'রে হাসে।

আবার প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে; 'প্রভু, সর্বশক্তিধর বিধাতার কথা বলো; ধ্বংস করো মহাবেশ্যা রাজগৃহকে।'

শুভ্রব্রত চিৎকার করে, 'আমি তোমাদের বিধাতাকে চিনি না।

শুভ্রব্রত ঘরের চারদিকে নগ্নদের দেখতে পায়, তারা তাকে ঘিরে ধরেছে; আবার দেখে তারা নেই। আয়নায় একবার তাদের দেখে, তারপর আর দেখতে পায় না; তার বদলে দেখতে পায় নিজেকে, এবং চিনতে পেরে ভয় পায় শুভ্রব্রত, শিউরে ওঠে, তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চায়। শুভ্রব্রত ব'সে পড়ে; এবং অস্ফুট স্বরে চিৎকার করতে থাকে: আমি কি অসুস্থ? আমি বিক্রমপল্লীর যুবরাজ? শুভ্রব্রত? শুভ্রব্রত, তুমি কি অসুস্থ? তুমি কি মূর্ছিত হও? না, আমি মূর্ছিত হই না, আমি গগনে গগনে অপূর্ব আলোকে বিহার করি। শুভ্রব্রত, তুমি কেনো অস্ফুট স্বরে কথা বলো? কার সাথে কথা বলো? কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাও? কে কথা বলে তোমার সাথে? তুমি কি সত্যিই শুনতে পাও কারো কণ্ঠস্বর? নগ্নরা তোমাকে কার কথা বলে? তুমি কি তাকে চেনো? কে সে, কে বিধাতা? আমি কোনো বিধাতা চিনি না। আমি যুবরাজ? আমি কে? আমি মহারাজা হবো? আমি রাজগৃহ ধ্বংস করবো? কেনো ধ্বংস করবো? গুহা, ঢুকছি, সোনা, বৃষ্টি। আমি শুভ্রব্রত, আমি কী বলছি? আমি সুস্থ নই? আমি সুস্থ থাকতে চাই। আমি অসুস্থ হ'তে চাই না। আমি বিক্রমপল্লীর যুবরাজ, রাজা হবো বিক্রমপল্লীর। আমি আর কিছু হ'তে চাই না। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

শুভ্রব্রত জোরে চিৎকার ক'রে ওঠে, 'পারমিতা, পারমিতা।'

পারমিতা দৌড়ে গিয়ে শুভ্রব্রতকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'প্রভু, এই আমি।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'পারমিতা, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

পারমিতা শুভ্রব্রতের চোখেমুখে দুঃস্বপ্নের কালো দাগ দেখতে পায়। সে আর্তচিৎকার করে উঠতে চায়, কিন্তু বলে, 'না, প্রভু, আপনি পাগল হচ্ছেন না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'পারমিতা, তুমি কি দেবদেবীর পুজো করো?'

পারমিতা বলে, 'করি, প্রভু।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো করো?'

পারমিতা বলে, 'তা আমি জানি না, প্রভু।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'দেবদেবীরা কি আছে, না কি নেই?'

পারমিতা বলে, 'তা, আমি আপনার কাছেই শিখতে চাই, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অগ্নিকুমার বলে দেবদেবী নেই, সবই মানুষের ভুল কল্পনা।'

পারমিতা বলে, 'আপনার কী মনে হয়, প্রভু?'

শুভ্রব্রত অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁটাহাঁটি করে কক্ষ জুড়ে, শেষে বলে, 'আমারও তাই মনে হয়।'

পারমিতা বলে 'আপনি যা মনে করেন, তাই সত্য; তাই আমি বিশ্বাস করি।'

শুভ্রব্রত ফিসফিস ক'রে কী যেনো বলে, পায়চারি করে; পারমিতা তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'দেবদেবী নেই, সত্য, পারমিতা; কিন্তু কেউ কি নেই?'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, 'কার কথা বলেছেন, প্রভু?'

শুভ্রব্রত বলে, 'কোনো স্রষ্টা নেই?'

পারমিতা বুঝে উঠতে পারে না শুভ্রব্রতকে। সে বলে, 'আমি জানি না, প্রভু, আপনি যা বলবেন তাই আমি বিশ্বাস করবো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি কিছু জানি না, জানে অগ্নিকুমার।'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, 'অগ্নিকুমার কী জানেন, প্রভু?'

শুভ্রব্রত বলে, 'অগ্নি বলে, কোনো স্রষ্টা নেই, বিশ্বের স্রষ্টার দরকার নেই।'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কী মনে করেন, প্রভু?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না।'

যুবরাজের বার্ষিক মৃগয়াযাত্রার দিন এসেছে; শুভ্রব্রত মৃগয়ায় চলছে। পুরস্ত্রীদের নেয়ার রীতি নেই মৃগয়ায়; পারমিতা, প্রজ্ঞা, মেঘকুন্তলা, তরঙ্গিনী, রত্নবতী কেউ যাচ্ছে না, তারা কখনো মৃগয়ায় যায় নি, যাওয়ার কথাই ওঠে না; তারা কখনো যেতে চায় না, শুভ্রব্রতেরও কখনো নেয়ার কথা মনে পড়ে না। শুধু উদ্বেগে থাকে পারমিতা। শুভ্রব্রত মৃগয়ায় যায় পঞ্চাশজন শিকারী সৈনিক ও বন্ধুদের নিয়ে; সঙ্গে থাকে নগরীর একদল বারাঙ্গনাও। শুভ্রব্রত শিকারে নিপুণ, তার মতো তীরন্দাজ নম্রব্রতের সেনাবাহিনীতেও নেই। শুভ্রব্রত ঠিক করেছে মৃগয়ায় যাবে অরুণারাজ্যের পার্শ্ববর্তী অরণ্যে; ছেলেবেলা থেকেই যে-রাজ্যের কথা সে শুনে আসছে, অথচ কখনো যায় নি; এবং কখনো যায় নি ওই মৃগপূর্ণ সুন্দরীঅরণ্যে। শুভ্রব্রত বন্ধুদের নিয়ে একই শকটে উঠেছে। বন্ধুরা সবাই- আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস চলছে তার সাথে, শুধু অগ্নিকুমার যাচ্ছে না; আগে সে যেতো, কিন্তু পশুহত্যা থেকে সে দু-বছর ধ'রে বিরত রাখছে নিজেকে, আর কখনো সে আনন্দের জন্যে পশুহত্যা করবে না। শিকারে সে শুভ্রব্রতের মতোই দক্ষ, অগ্নিকুমারের লক্ষ্যভেদ দেখে শুভ্রব্রতের, অনেক সময়, মনে হয়েছে অগ্নির বৃদ্ধাঙ্গুল ছিন্ন ক'রে দিই। শিকারে যেতেই কয়েক দিন লেগে যাচ্ছে, শুভ্রব্রতের শকটে এসে সঙ্গীত ও নাচ পরিবেশন করছে বারাঙ্গনারা। দুটি বারাঙ্গনাকে বিশেষভাবেই নিজের জন্যে মনোনীত করেছে শুভ্রব্রত, তাদের কেউ ছুঁচ্ছে না; কিন্তু শুভ্রব্রত দেখতে পেয়েছে আদিত্যের রুচি তারই মতো উৎকৃষ্ট, তার প্রিয়তম বারাঙ্গনা ললিতার দিকে সে কাতরভাবে তাকাচ্ছে। মনে মনে সে কৌতুক বোধ করছে; ইচ্ছে করলেই সে আদিত্যের কামনা পূরণ করতে পারে, কিন্তু করবে না; সে আদিত্যের মধুর যন্ত্রণাটি

দেখতে চায়। ললিতা রূপসী, তবে শুভ্রব্রতের মনে হয়, সে বারাঙ্গনামাত্র; তার জন্যে সে কোনো কাতরতা বোধ করে না, সে একে আদিত্যকে দিতে পারে, কিন্তু দেবে না। আদিত্যের চোখ একটু জ্ব'লে উঠেছে। আদিত্যের জন্যে মায়া হয় শুভ্রব্রতের। আদিত্য তার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

মৃগয়ায় উল্লাসে দু-সপ্তাহ কাটে শুভ্রব্রত, ও সঙ্গীদের। প্রতিদিন তারা শিকার করে দশ দশটি ক'রে মৃগ, বন্য বৃষ, বরাহ; একটি বাঘও শিকার করে একদিন। ফেরার দু-দিন আগে শুভ্রব্রত ও আদিত্য শিকার করতে করতে অরণ্যের একপাশে ফুল ও পাতায় ঘেরা এক কুটিরপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়। খুব তৃষ্ণা পেয়েছে শুভ্রব্রতের, তার জল পান খুব দরকার।

শুভ্রব্রত কুটিরের দরোজায় এসে ডাকে, 'কে আছো, জল দাও।'

একটি তরুণী বেরিয়ে এসে প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে। শুভ্রব্রত তরুণীর মুখ দেখে মুগ্ধ হয়, তার ভেতরে দুধের মতো আলো জ্ব'লে ওঠে; আদিত্য বারবার কেঁপে ওঠে, তার রক্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুভ্রব্রত একবার আদিত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে; তার হাসি দেখে আদিত্য ভয় পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমরা পিপাসার্ত।'

তরুণী একটি ছোটো কুম্ভ ভ'রে জল নিয়ে আসে, শুভ্রব্রত অঞ্জলি পাতে। তরুণী কুম্ভ থেকে জল ঢেলে দেয় শুভ্রব্রতের অঞ্জলিতে।

শুভ্রব্রত এক অঞ্জলি পান ক'রে আবার অঞ্জলি বাড়িয়ে দেয় তরুণীর দিকে, এবং বলে, 'বড়োই সুমিষ্ট জল।'

তরুণী কয়েকবার জল ঢেলে দেয় শুভ্রব্রতের অঞ্জলিতে। শুভ্রব্রতের পিপাসা মেটে ব'লে মনে হয়; সে আর অঞ্জলি বাড়ায় না, তাকায় তরুণীর মুখের দিকে। তরুণী কুম্ভটি একপাশে রেখে মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। আদিত্যেরও তৃষ্ণা পেয়েছে; সে কামনা করছিলো তরুণী তারও অঞ্জলিতে জল ঢেলে দেবে; একবার সে অঞ্জলি পাতার উপক্রমও করেছিলো; তরুণী কুম্ভটি মাটিতে রেখে দেয়ায় সে দ্রুত অঞ্জলি সরিয়ে নেয়। আদিত্য তরুণীর কাছে জল চাইতে সাহস করে না। আদিত্যের বুক জ্বলছে তৃষ্ণায়, তবু সে ঠিক করে জল সে খাবে না; কিন্তু তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে এসেছে তার। কুম্ভ থেকে জল ঢেলে পান করে আদিত্য।

শুভ্রব্রত আদিত্যকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার তৃষ্ণা মিটেছে, আদিত্য?'

আদিত্য বলে, 'না, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এমন সুমিষ্ট জলেও তোমার তৃষ্ণা মিটলো না?'

আদিত্য বলে, 'আমার সুমিষ্ট বোধ হলো না, প্রভু।

শুভ্রব্রত বলে, 'একজনের কাছে যা অমৃত অনেক সময় অন্যজনের কাছে তা গরলও মনে হ'তে পারে।'

তরুণী শুভ্রব্রতকে বলে, 'প্রভু, আপনি ক্লান্ত; ঘরে ঢুকে বিশ্রাম করুন।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তোমার পিতা কি গৃহে আছেন?'

তরুণী বলে, 'পিতা পরলোকগত। আমার কনিষ্ঠ ভাই জ্যোতির্ময়, মা, আর আমি এখানে থাকি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার নাম জানতে বড়ো ইচ্ছে করছে।'

তরুণী বলে, 'আমার নাম গীতাঞ্জলি, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার নাম জানতে তোমার ইচ্ছে করে না?'

তরুণী বলে, 'শুনেছি বিক্রমপল্লীর যুবরাজ মৃগয়ায় এসেছেন সুন্দরীঅরণ্যে। আমি যুবরাজের নাম জানি। আমার বিশ্বাস প্রভু, আপনিই যুবরাজ শুভ্রব্রত।'

গীতাঞ্জলি প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি শুধু রূপময়ী নও, গীতাঞ্জলি, তুমি প্রজ্ঞাময়ীও।'

গীতাঞ্জলি আবার প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে।

গীতাঞ্জলি বলে, 'প্রভু, ঘরে ঢুকে বিশ্রাম গ্রহণ করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিশ্রামের সময় হ'লে আসবো গীতাঞ্জলি, অবশ্যই বিশ্রাম গ্রহণ করবো।'

শুভ্রব্রত গীতাঞ্জলির মাথা একবার ছুঁয়ে হাঁটতে শুরু করে।

গীতাঞ্জলি বলে, 'প্রভু, তুমি আবার এসো, ধন্য কোরো গীতাঞ্জলিকে।'

এক জ্বালাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় আদিত্য; তার মনে হয় সে জ্বলছে, তার রক্তে ক্ষুধা দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে তার রক্তকে ছাইয়ে পরিণত করছে। নিজেকে দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে; মনে মনে বলতে থাকে—গৃহে আমার রূপসী স্ত্রীরা রয়েছে, তাদের দেহের স্বাদ আমি পাই রাতের পর রাত, এমনকি দিবসেও দেহ তাদের কোমল মসৃণ, তাদের ত্বক এখনো কর্কশ হয় নি, তাদের মুখমণ্ডলও বিকৃত নয়, তবু কেনো এ-তরুণী আমাকে নাড়া দিলো? কেনো জ্ব'লে উঠলাম আমি? কেনো লুব্ধ হলো আমার মাংস? প্রভুর ভালো লেগেছে তরুণীকে, প্রভুর নারীর জন্যে আমার লোভ অপরাধ; তবু কেনো আমি বিচলিত? তরুণী আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে আমাকে এক অঞ্জলি জল ঢেলে দেয়নি। যে-হাতে প্রভুর জন্যে জল ঢেলেছে, সে-হাতে কি একবারও আমার অঞ্জলিতে জল ঢালতে পারতো না? জল আমার বিষাক্ত লেগেছে, সে একা অঞ্জলি জল ঢেলে দিলে আমার কাছেও সুমিষ্ট লাগতো ওই জল।

শুভ্রব্রত আদিত্যকে জিজ্ঞেস করে, 'আদিত্য, তোমার মন কি অশান্ত?'

আদিত্য শিউরে উঠে বলে, 'না, প্রভু, আমার চিত্ত শান্ত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার মুখে আমি যন্ত্রণার দাগ দেখতে পাচ্ছি।'

আদিত্য বলে, 'যন্ত্রণাই চিরকাল ক্ষুদ্রদের সঙ্গী, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বারাঙ্গনা ললিতাকে তুমি কামনা করো?'

আদিত্য চমকে ওঠে, এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'ললিতাকে তোমাকে দিলাম।'

আদিত্য শুভ্রব্রতের পা জড়িয়ে ধ'রে বলে, প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার অপরাধের শেষ নেই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি জানি তুমি আমার প্রধান ভক্ত, আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'চিরকাল পায়ে রাখবেন, প্রভু। চিরকাল আমি আপনার পায়ে থাকতে চাই।'

সন্ধ্যায় যখন প্রমোদশিবিরে উৎসব চলছে শুভ্রব্রত একটি ঘোষণা দেয়; হঠাৎই তার মনে আসে ঘোষণাটি, এবং সে জানিয়ে দেয় যে মৃগয়ার কাল শেষ হয়েছে, আগামী ভোরে সুন্দরীঅরণ্য ছেড়ে যাবে, যাত্রা করবে বিক্রমপল্লী। সঙ্গীরা বিস্মিত হয়। আরো এক সপ্তাহ মৃগয়াযাপনের কথা ছিলো, অনেক শিকারের স্বপ্নে তাদের রক্ত বিভোর হয়ে আছে; তারা ভুলে গেছে নগরের কথা, নগরে না ফিরলেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে কেনো যুবরাজ হঠাৎ উদগ্রীব হয়ে উঠলেন নগরে ফেরার জন্যে? শুভ্রব্রত ঘোষণা করেছে, ফিরে যেতেই হবে; ফেরার কথায় তারা উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে।

অংশুমান বলে, 'বনে বাস ক'রে বন্যপ্রাণী হয়ে যাচ্ছিলাম, প্রভু।'

বিভাস বলে, 'আমাদের মনের বাসনা আমাদের অজ্ঞাতেই জানতে পেরেছেন, প্রভু।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'পত্নীদের মুখ দেখার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠছিলো, প্রভু।' শিগগিরই তাদের চাঁদমুখ দেখতে পাবো ভেবে সুখ পাচ্ছি।'

শুভ্রব্রত উৎসব ছেড়ে নিজের শিবিরে গিয়ে ঢোকে। শুভ্রব্রতের মনে প্রশ্ন জাগে : সত্যিই আমি আগামী কাল বিক্রমপল্লীতে ফিরতে চাই? তার মনে হয় সে ফিরতে চায় না। আমি ফেরার কথা কেনো ঘোষণা করলাম, নিজের সাথে কথা বলে শুভ্রব্রত, আমার ভেতরে কি কোনো অস্বস্তি জন্মেছে? স্ত্রীদের মনে পড়েছে আমার? না, মনে পড়ে নি; পারমিতাকেও মনে পড়ে নি; নারীর অভাব আমি বোধ করি নি। তাহলে কেনো আমি ফেরার কথা ঘোষণা করলাম? আমি কি অরণ্যের আকাশছোঁয়া গাছ দেখে সুখ পাচ্ছি না? আমি কি সুখী হচ্ছি না সবুজের ছায়ায়? আর ওই সুস্বাদু মাংসের পশুগুলো? তাদের শিকারের উত্তেজনা কি আমাকে আনন্দ দিচ্ছে না? শুভ্রব্রত শয্যায় ব'সে বিশ্রাম নিতে চায়।

এমন সময় আদিত্য ঢুকে শুভ্রব্রতের পায়ে প্রণত হয়।

আদিত্য তার পায়ে মাথা রেখে বলে, 'প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি কোনো অপরাধ করো নি, আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'যাওয়ার আগে একবার গীতাঞ্জলিকে দেখে যাবেন না, প্রভু?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তাহলে কি সুখী হবে?'

আদিত্য বলে, 'ক্ষুদ্রদের জন্যে জগতে কোনো সুখ নেই, প্রভু।'

শুভ্রব্রত আদিত্যকে নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ে। একটি কিশোর শিবিরের দিকে আসছিলো; সে এসে শুভ্রব্রতের পায়ে প্রণত হয়।

কিশোরটি বলে, 'প্রভু, আমি জ্যোতির্ময়; গীতাঞ্জলির অনুজ।

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার মুখ দেখে মুগ্ধ হলাম।'

জ্যোতির্ময় বলে, 'আপনাকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমরা তোমাদের কুটিরে যাচ্ছি, জ্যোতির্ময়।'

জ্যোতির্ময় বলে, 'আমাদের সৌভাগ্য, প্রভু।'

কুটিরপ্রাঙ্গণে এসে শুভ্রব্রত দেখে একটি বিশাল চাঁদের নিচে গীতাঞ্জলি দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের কথা এতোক্ষণ মনে পড়ে নি শুভ্রব্রতের, গীতাঞ্জলিকে দেখেই সে আকাশে চাঁদ ও অরণ্যে জ্যোৎস্না দেখতে পায়।

শুভ্রব্রতকে প্রণাম ক'রে গীতাঞ্জলি বলে, 'আমার এতো সৌভাগ্য হবে কখনো আশা করি নি, প্রভু।'

শুভ্রব্রত গীতাঞ্জলির সাথে কুটিরে প্রবেশ করে, সাথে প্রবেশ করে আদিত্যও। গীতাঞ্জলির মা এসে প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে।

গীতাঞ্জলির মা বলে, 'যুবরাজ, আমাদের সৌভাগ্যের শেষ নেই, কোনো দিন ভাবি নি যুবরাজের পা পড়বে আমাদের কুটিরে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এ-কুটিরে এসে আমি যে সুখ পাই, তা কোথাও পাই না।'

গীতাঞ্জলি শুভ্রব্রতকে কুটিরের ভেতরের কক্ষে নিয়ে যায়, অরণ্যের নিবিড়তম খণ্ডের মতো মনোরম ওই কক্ষ; এবং কারুকার্যখচিত একটি আসন পেতে আবার প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে। শুভ্রব্রত তার দুটি হাত রাখে গীতাঞ্জলির মাথায়। গীতাঞ্জলি অরণ্যের ঝ'রে পড়া নামহীন ফুলের মতো প'ড়ে থাকে শুভ্রব্রতের পদতলে। পাশের কক্ষ থেকে আদিত্য দেখে গীতাঞ্জলি আসন পাতছে, প্রণাম করছে শুভ্রব্রতকে, শুভ্রব্রত তার দুটি হাত দিয়ে ছুঁচ্ছে গীতাঞ্জলির মাথা, প্রণাম থেকে উঠে গীতাঞ্জলি তাকাচ্ছে শুভ্রব্রতের দিকে যেনো উৎসর্গ করে দিচ্ছে নিজেকে। আদিত্য কেঁপে ওঠে, তার রক্তের ভেতরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়, তবু সে অটল থেকে ওই দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন সুন্দর দৃশ্য সে আগে দেখে নি, এমন বিষাক্ত দৃশ্য সে আগে দেখে নি।

গীতাঞ্জলির মা রুপোর পাত্রে সুগন্ধী তেল নিয়ে আসে।

সে বলে, 'যুবরাজ, আপনাকে বরণ করার মতো কিছু নেই আমাদের।'

শুভ্রব্রত বলে, 'যেভাবে বৃত হয়েছি, তার থেকে পরিতৃপ্তকর আর কিছু নেই।'

গীতাঞ্জলির মা বলে, 'সুগন্ধী তেল মেখে রাজাকে বরণ করতে হয়, যুবরাজ।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'প্রভু, করতলে সুগন্ধী তেল মেখে বরণ করতে চাই।'

গীতাঞ্জলি শুভ্রব্রতের করতলে সুগন্ধী তেল মাখে; কোমল মসৃণ রেশমি তার ছোঁয়া, শুভ্রব্রত সুগন্ধী তেল আর গীতাঞ্জলির ছোঁয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। বিস্মিত হয় শুভ্রব্রত, সে কাম বোধ করছে না, যদিও নারীমাত্রই তার ভেতরে কাম জাগায়; তার এক অপূর্ব অনুভূতি হচ্ছে, যা সে বুঝতে পারছে না। আদিত্য দূর থেকে দেখে, তার পায়ের নিচের মাটি স'রে যেতে চায়, মুখমণ্ডল শক্ত হয়ে ওঠে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গীতাঞ্জলি নিবিড় কোমল আঙুলের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে তেল মাখে শুভ্রব্রতের করতলে, যেনো গীতাঞ্জলি অনুভব করছে তার করতলের প্রতিটি রেখা, খাদ, শিখর। করতলে তেল মাখা হয়ে গেলে গীতাঞ্জলি তেল মাখে শুভ্রব্রতের পদতলে, তার পদতলের প্রতিটি রেখা অনুভব করে গীতাঞ্জলি; শুভ্রব্রত তেল আর স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

গীতাঞ্জলি বলে, 'প্রভু, আমি ধন্য হলাম।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি সুখী হলাম।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'আমার সব দুঃখ কাটলো, প্রভু।

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'তোমার কিসের দুঃখ?'

গীতাঞ্জলি বলে, 'জানি না, প্রভু।'

আদিত্য দূর থেকে দেখে শুভ্রব্রত হাত রাখছে গীতাঞ্জলির মাথায়; সে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকে, ছাইয়ের ভেতর থেকে আবার দেখা দিতে থাকে, আবার ছাই হয়ে যেতে থাকে।

গীতাঞ্জলি বলে, 'অন্ন গ্রহণ ক'রে আমাদের ধন্য করুন, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি সন্ধ্যার ভোজ সম্পন্ন করেছি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'অন্তত একপাত্র দুগ্ধ গ্রহণ করুন, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'দাও।'

গীতাঞ্জলি ভেতরে গিয়ে ঘন সরে ঢাকা একপাত্র দুধ নিয়ে আসে।

গীতাঞ্জলি বলে, 'জ্যোতির্ময়ের গাভীর দুধ অত্যন্ত মধুর, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'জ্যোতির্ময়ের সব কিছুই মধুর, আমি তার মুখ দেখেই অনুভব করেছি।'

গীতাঞ্জলি শুভ্রব্রতের মুখে তুলে ধরে দুধের পাত্র।

গীতাঞ্জলি বলে, 'জ্যোতির্ময়ের প্রিয় মুখ ছাড়া মা ও আমার আর কিছু নেই, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি আছি।'

গীতাঞ্জলি নত হয়ে চুমো খায় শুভ্রব্রতের পায়ে।

আদিত্য দেখতে পায় গীতাঞ্জলি চুমো খাচ্ছে শুভ্রব্রতের পদতলে; তার গ্রীবা থেকে কাপড় স'রে গেছে, জ্যোৎস্নায় বনের মতো ঝলমল করছে তার গ্রীবা আর গ্রীবার নিম্নভাগ। আদিত্য শুকনো পাতার মতো পুড়তে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার যাওয়ার সময় হলো।'

শুভ্রব্রত উঠে দাঁড়ায়। শুভ্রব্রত পা বাড়িয়ে হঠাৎ থেমে যায়, সে ফিসফিস শব্দে কী যেনো বলতে থাকে, গীতাঞ্জলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়; শুভ্রব্রত এলিয়ে পড়ে। গীতাঞ্জলি তাকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট স্বরে ডাকতে থাকে, 'প্রভু, প্রভু।' শুভ্রব্রত সাড়া দেয় না। গীতাঞ্জলির মনে হয় শুভ্রব্রতের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে; সে ঘষতে থাকে শুভ্রব্রতের করতল, আর পদতল; কোলে শুভ্রব্রতের মুখ দেখে তার মনে হয় সে কোনো চিরঘুমন্ত দেবতাকে কোলে নিয়ে বসে আছে, দেবতা সাড়া দিচ্ছে না। গীতাঞ্জলি শুভ্রব্রতের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমো খায়, নিজের সম্পূর্ণ নিশ্বাস প্রবাহিত করে দেয় শুভ্রব্রতের ভেতরে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজেকে গীতাঞ্জলির কোলে দেখে উঠে বসে শুভ্রব্রত; গীতাঞ্জলি মাথা নিচু ক'রে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'শুভ্র আলোকে গগনে গগনে বিহার করছিলাম।'

গীতাঞ্জলি চমকে উঠে স্থিরভাবে তাকায় শুভ্রব্রতের দিকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'যাই, গীতাঞ্জলি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'আমি অপেক্ষা ক'রে থাকবো, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বেরিয়ে যায়, আদিত্যের কথা তার মনে পড়ে না, শিবিরের দিকে হাঁটতে থাকে। এককোণে দাঁড়িয়ে ছিলো আদিত্য, শুভ্রব্রতের সাথে সেও বেরোতে চেয়েছিলো, পারে নি; বারবার সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে পা থেমে গেছে, জড়িয়ে গেছে মাটির সাথে। গীতাঞ্জলিও খেয়াল করে নি তাকে। সে শুভ্রব্রতের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে, যেনো বনের গাছপালার ভেতর দিয়ে শুভ্রব্রতের হেঁটে যাওয়া দেখতে পাচ্ছে, এবং দেখতে পাচ্ছে না আর কিছু। সে দেখতে পাচ্ছে না কিছুই, চোখ বন্ধ ক'রে একরাশ জ্যোৎস্না দেখছে, জ্যোৎস্নায় দেখছে শুভ্রব্রতকে, এবং শুভ্রব্রত তার চোখে জ্যোৎস্না হয়ে যাচ্ছে। আদিত্য পা বাড়াতে চাচ্ছে, বেরোতে চাচ্ছে, কিন্তু দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে গীতাঞ্জলি; আদিত্যের মনে হচ্ছে গীতাঞ্জলি সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে দরোজায়, এবং সে বেরোতে পারবে না। সে সুখ পাচ্ছে, সে দেখতে পাচ্ছে গীতাঞ্জলিকে; গীতাঞ্জলি বাহুর ওপর জ্যোৎস্না পড়েছে, সে-বাহু দেখছে আদিত্য, গ্রীবা দেখছে, গ্রীবার নিচের জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি দেখছে। কিন্তু তার মনে হয় এতো সৌন্দর্য সে সহ্য করতে পারবে না, তাকে বেরোতে হবে।

আদিত্য দরোজার কাছে এসে ডাকে, 'গীতাঞ্জলি।'

গীতাঞ্জলি চমকে ওঠে, 'আপনি? আপনি কে?'

আদিত্য বলে, 'আমি প্রভু যুবরাজের ভক্ত—আদিত্য।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'আপনি কী করছেন এখানে?'

আদিত্য বলে, 'প্রভুর সাথে তোমাদের গৃহে এসেছিলাম।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'প্রভু চ'লে গেছেন, আপনি কেনো যান নি?'

আদিত্য বলে, 'একই সাথে অমৃত ও গরল পান ক'রে আমি বিমূঢ়, তাই প্রভুর সাথে যেতে পারি নি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'অপরাধ করেছেন আপনি।'

আদিত্য বলে, 'ক্ষুদ্ররা সব সময়ই অপরাধী, গীতাঞ্জলি, আমি ক্ষুদ্র।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'ক্ষুদ্র হ'লেই কেউ অপরাধী হয় না, অপরাধীরাই ক্ষুদ্র হয়। আপনি চ'লে যান, প্রভুর ভক্ত হ'লে আপনি অবিলম্বে যান।'

আদিত্য বলে, 'আমি আজ যে-রূপ দেখেছি, তা দেখার বাসনা থেকে আমি মুক্তি পাই নি। তাই প্রভুর সাথে যেতে পারি নি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'প্রভুর জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।'

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, গীতাঞ্জলি?'

গীতাঞ্জলি বলে, 'না, না, আপনি যান।'

আদিত্য গীতাঞ্জলির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একবার এ-মুখ চোখ ভ'রে দেখে নিই।

গীতাঞ্জলি আঁচলে মুখ ঢেকে পথ ছেড়ে দেয়।

আদিত্য বেরিয়ে যায়; একবার ফিরে তাকিয়ে কিছু দেখতে পায় না। আমি কি ভোরেই সৌন্দর্যের পরিপার্শ্ব থেকে, আদিত্য ভাবতে থাকে, বেরিয়ে যাবো? আর দেখতে পাবো না এ-সৌন্দর্য? না, আমি যাবো না; আমার মন যেতে চায় না। পর

মুহূর্তেই মনে হয় তাকে যেতেই হবে, প্রভুর সে অনুগত, প্রভুর পদতলে ছাড়া সে বাঁচবে না; গীতাঞ্জলির সৌন্দর্য যতোই তাকে বিমূঢ় করুক, তাকে যেতে হবে। সে পথ হারিয়ে ফেলে, শিবির কোন দিকে বুঝতে পারে না; বেশ দূর যাওয়ার পর বুঝতে পারে সে শিবির থেকে দূরে চ'লে এসেছে। নিজেকে ক্লান্ত মনে হয় আদিত্যের, সে আর হাঁটতে পারবে না; সে বুঝতে পারছে না শিবির কোন দিকে। একরাশ সবুজ ঘাসের ওপর ব'সে পড়ে আদিত্য। অনেকক্ষণ ব'সে থাকে।

হঠাৎ আদিত্য কেঁদে ওঠে, 'আমি অপরাধী, আমি অপরাধী।'

আদিত্যের মনে হয় শিবিরে সে আর ফিরে যেতে পারবে না, দাঁড়াতে পারবে না শুভ্রব্রতের সামনে। চারপাশের জ্যোৎস্না তার চোখে অন্ধকার হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে সে একটি মুখ দেখতে পায়, গ্রীবা দেখতে পায়, গ্রীবার নিচে অরণ্য দেখতে পায়; এবং দেখতে পায় ওই মুখ ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করছে শুভ্রব্রতের ওষ্ঠ। সে শক্ত হয়ে ওঠে।

সে শুনতে পায় কারা যেনো ডাকছে, 'আদিত্য, আদিত্য।'

বনের গাছপালার ভেতর দিয়ে তার নাম বাজের মতো উড়ে আসছে। নিজের নাম শুনতে তার ঘেন্না লাগে, সে উঠে দাঁড়ায়; এবং বুঝতে পারে বন্ধুরা খুঁজছে তাকে, ডাকছে তার নাম ধ'রে।

আদিত্য চিৎকার ক'রে বলে, 'আমি এখানে।'

বন্ধুরা তার উত্তর শুনতে পায় না।

সে শিবিরের দিকে হাঁটতে থাকে; শিবিরে গিয়েই দেখে শুভ্রব্রত দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য শুভ্রব্রতের পায়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে, কোনো কথা বলে না।

মৃগয়া থেকে ফেরার পথে শুভ্রব্রত একা ওঠে তার শকটে, সবাইকে নিষেধ করে তার শকটে উঠতে। শকটে সে একা থাকতে চায়। তার বন্ধুরা কোনো কথা বলতে সাহস করে না, আদিত্য ভয় পেয়ে যায়, তারা প্রণাম করে অন্য শকটে গিয়ে ওঠে; শুধু ললিতা উঠতে চায় তার শকটে, শুভ্রব্রত তাকেও নিষেধ করে; তাকে বলে আদিত্যের শকটে উঠতে, আদিত্যকে বিনোদিত করতে। ললিতা দুঃখ পায়, এবং যে-শকটে আদিত্য নেই, সেটিতে গিয়ে ওঠে। ললিতা সঙ্গিনীদের জানায় যে প্রভুই যেহেতু প্রমোদে আগ্রহী নয়, তাদেরও বিরত থাকা উচিত প্রমোদ থেকে। তার কথা শুনে সঙ্গিনীরা মুখর হয়ে ওঠে পরিহাসে।

মাধুরীলতা বলে, 'যে শুধু যুবরাজের সংযোগ চায়, সে যুবরাজ নিয়েই থাকুক; আমি যুবরাজ বুঝি না, পুরুষ বুঝি।'

খিলখিল ক'রে হাসে মাধুরীলতা; তার সাথে অন্যরাও যোগ দেয়।

কদম্বপালী বলে, পুরুষই আমার কাছে রাজা, ভিখিরি হ'লেও তার দেহ আমি ভক্তি করি, যদি কোষে মুদ্রা থাকে।'

খিলখিল ক'রে ওঠে সবাই।

তিলোত্তমা বলে,' যুবরাজের জন্যে ললিতা না আবার পাগল হয়ে যায়, ওকে সবাই ধ'রে রাখিস।'

খিলখিল করে তারা হাসে।

শুভ্রব্রত শকটে একলা। একলা তার ভালো লাগে। সে চোখ বুজে প'ড়ে থাকে, তার চোখের ওপর ধবধবে শুভ্র আলো জমাট বেঁধে আছে ব'লে তার মনে হয়, এবং কখনো দেখতে পায় গীতাঞ্জলির মুখ কখনো পারমিতার কখনো নগ্নদের, নগ্নদেরই সে বেশি দেখতে পায়। সে দেখে নগ্নরা তোরণ জুড়ে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে আছে। নগ্নদের দেখার সময় সে কেঁপে কেঁপে ওঠে, স্ফুট স্বরে কথা বলতে থাকে।

নগ্নরা বলে, 'প্রভু, তুমি আমাদের উদ্ধার করো, আমরা কতোকাল অপেক্ষা ক'রে থাকবো?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি উদ্ধার করতে জানি না।'

নগ্নরা বলে, 'বিধাতা তোমাকে ডাকছে।'

শুভ্রব্রত বলে,'না, কেউ আমাকে ডাকে নি; আমি কোনো ডাক শুনি নি।'

নগ্নরা বলে, 'প্রভু বিধাতা তোমাকে ডাকছে, তুমি শোনো, তুমি মন দাও; তুমি শুধু প্রমোদে মগ্ন থেকো না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তাঁর ডাক শুনতে চাই, তাঁর ডাক শুনতে চাই।'

নগ্নরা বলে, 'তুমি বিধাতার মনোনীত, তুমি তাঁর নাম বলো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তাঁর নাম জানি না।'

নগ্নরা বলে, 'বিধাতা তিনি, তাঁর অসংখ্য নাম; তিনি সর্বশক্তিধর, তুমি তাঁর নাম বলো।'

নগ্নরা সরে যায়, শুভ্রব্রত শূন্যতা দেখতে পায়। শূন্যতার মধ্যে, শুভ্রব্রতের মনে হয়, কে যেনো তাকে বলে, আমার নাম বলো।'

শকট এগোতে থাকে; তার আগের ও পেছনের শকট থেকে নাচ আর গানের শব্দ ছড়িয়ে পড়তে থাকে পথের দু-পাশে, শুভ্রব্রত ওই শব্দ শুনতে পায় না, তার শকটে মহাস্তব্ধতা নেমেছে, শুভ্রব্রতের মনে হচ্ছে এতো স্তব্ধতা সে আগে কখনো অনুভব করে নি।

তার মনে সে শুনতে পাচ্ছে কে যেনো বলছে, 'আমার নাম বলো।'

আবার তার মনে হয় সে কিছু শুনতে পায় নি। সে হো হো করে হেসে ওঠে; এবং গম্ভীরভাবে চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ।

আবার মনে হয় যেনো সে শুনছে, 'আমার নাম বলো।'

শুভ্রব্রত হো হো করে হাসে, বলে 'শুভ্রব্রত, তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছো।'

সে তার করতলের দিকে তাকিয়ে কী যেনো খুঁজতে থাকে।

শুভ্রব্রত চিৎকার করে ওঠে, না, না, আমি পাগল হবো না।'

শুভ্রব্রত উঠে দাঁড়ায়, আবার বসে, তাকাতে থাকে চারদিকে, আবার উঠে শিথিল পায়ে হাঁটে শকটের ভেতরে; শেষে হাহাকার করতে থাকে, কে তুমি কথা বলছো? সত্যিই কি কেউ কথা বলছো? সত্যিই আমি কারো কথা শুনছি? এতো স্তব্ধতার ভার কেনো? কে তুমি স্তব্ধতা দিয়ে পীড়ন করছো? পীড়ন করছো শব্দ দিয়ে? তোমাকে চিনি না, যুবরাজ আমি, শুভ্রব্রত, মৃগয়া থেকে বিক্রমপল্লী নগরে ফিরছি আমার গৃহে, আমার

পিতা আছেন মাতা, পত্নীরা, পারমিতা। গীতাঞ্জলি অরণ্যে, কে তুমি কথা বলছো? আমি কি সত্যিই কারো কথা শুনছি, না কি এ আমার বিভ্রান্তি? তোমার কথা কেনো আমি বুঝতে পারি না? আমি রাজা হবো, আমি পিতার প্রিয় পুত্র, যুবরাজ, কারো নাম বলতে চাই না, কে তুমি নাম বলতে বলো?' শুভ্রব্রত মূর্ছিত হয়ে পড়ে, কিন্তু ফিসফিস ক'রে কথা বলতে থাকে, তার কথা বোঝা যায় না। শকট এগিয়ে চলছে, সামনের ও পেছনের শকটে চলছে মত্ত নাচগান; এ-শকটের শূন্যতার মধ্যে প্রলাপ ব'কে চলছে শুভ্রব্রত।

ললিতা তার শকট থেকে নেমে এসে ওঠে শুভ্রব্রতের শকটে, কেউ তাকে দেখতে পায় না। তার শকটের সবাই মাতাল মদে ও নৃত্যগীতে।

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, আমি চ'লে এলাম।

ফিসফিস ক'রে কথা বলছে শুভ্রব্রত, শুনে ললিতা ভয় পায়। শুভ্রব্রতের আলিঙ্গন ও ওষ্ঠের সাথে সে পরিচিত, কখনো সে ভাবতে পারে নি যুবরাজ এমন উন্মাদের মতো কথা ব'লে চলতে পারে। সে শিউরে ওঠে।

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, আমি ললিতা, আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন?'

শুভ্রব্রত তার কথার কোনো উত্তর দেয় না; তখন ঘোরের মধ্যে শুভ্রব্রতের দেখা হয়েছে নগ্নদের সাথে; সে বলে, 'বিধাতাকে আমি চিনি না, তোমরা যাও।'

আবার ভয় পায় ললিতা, সে কোনো কথা বলতে পারে না; থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। তার ইচ্ছে হয় লাফিয়ে প'ড়ে নিজের শকটে ফিরে যেতে, কিন্তু সে ফিরতে পারে না; শুভ্রব্রতের দিকে চেয়ে থাকে।

ঘোরের মধ্যে নগ্নরা শুভ্রব্রতকে বলে, 'প্রভু, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করো, বিধাতার নাম বলো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, হ্যাঁ, আমি তাকে ধ্বংস করবো, শুধু ওই নগর নয়, নগরের পর নগর ধ্বংস করবো, সব কিছু ধ্বংস করবো।'

ললিতা ভয় পায়, বলে, 'আমিও বেশ্যা, প্রভু।'

শুভ্রব্রত স্ফুট শব্দ ক'রে চলে। ললিতার মনে হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে শুভ্রব্রত; চিৎকার ক'রে শকট থামিয়ে সকলকে সে ডাকতে চায়, কিন্তু সে শকট থামানোর কোনো উদ্যোগ নেয় না। সে শুভ্রব্রতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, শুভ্রব্রতের স্ফুট শব্দগুলো বোঝার চেষ্টা করে; কিছুই বুঝতে পারে না। শুভ্রব্রতকে সে বাতাস করতে থাকে, তার মুখে জল ছড়িয়ে দিতে থাকে। শুভ্রব্রত অনেকক্ষণ পর চোখ মেলে তাকায়।

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, এখন ভালো আছেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'সব সময়ই আমি ভালো ছিলাম।'

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, আপনি স্ফুট স্বরে কথা বলছিলেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, আমি স্ফুট কথা বলছিলাম না।'

ললিতা বলে, 'আপনি সব কিছু ধ্বংস করার কথা বলছিলেন। মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করার কথা বলছিলেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি উন্মাদ, বেশ্যা।'

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, আমি সামান্য বেশ্যা, আমি উন্মাদ নই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি রাজগৃহের সহোদরা, তোমাকে ধ্বংস করবো।'

ললিতা শুভ্রব্রতের পায়ে পড়ে আবেদন করে, 'আমাকে ধ্বংস করবেন না, প্রভু; আমি ক্ষমা চাই।'

শুভ্রব্রত দু-হাতে শক্তভাবে ললিতার গলা চেপে ধরে; ললিতা চিৎকার করতে চায়, কোনো শব্দ হয় না।

শুভ্রব্রত বলে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, তাকে আমি ধ্বংস করবো।'

শুভ্রব্রতের মুঠো শিথিল হয়ে আসে। তার হাত থেকে খ'সে পড়ে ললিতা—মৃত।

মৃগয়া থেকে ফেরার পর শুভ্রব্রতের নিজেরই সন্দেহ দেখা দিতে থাকে তার নিজের সম্পর্কে; মনে হ'তে থাকে সে অসুস্থ, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে; সে বড়োবেশি কথা বলছে একা একা; মাঝেমাঝেই নিজের দু-হাতের মুঠোর ভেতর দেখতে পাচ্ছে ললিতার ঝুলে-পড়া মুখ; আর একলা থাকলেই শুনছে কার স্বর, যাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, যার স্বর সে বুঝতে পারছে না। সে কি সত্যিই কারো স্বর শুনছে, না কি এটা তার বিভ্রান্তি? শুভ্রব্রতের মনে হয় সে আসলে কারো কথা শুনছে না, ওই স্বর উঠে আসছে তারই ভেতর থেকে; আবার মনে হয় সে সত্যিই শুনছে। একা থাকতে সে ভয় পায়, কিন্তু একা থাকতেই তার ইচ্ছে করে। পারমিতা, প্রজ্ঞা, মেঘকুন্তলা, তরঙ্গিনী, বা রত্নবতীর সাথে সে বেশি সময় কাটিয়ে সুখ পায় না; তাদের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়েও সে ওই অদ্ভুত স্বর শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, চুম্বন ও সংযোগের মাঝখানে সে অনেকবার থেমে গেছে, উঠে চ'লে গেছে নিজের কক্ষে, পেছনে ফিরে তাকায় নি, যেনো কোনো অদৃশ্য সত্তা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এটা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে, আর পেরে উঠছে না। সে ঘুমোতে পারছে না; রাতের পর রাত জেগে থাকছে; একা একা কথা বলছে আর শুনছে যেনো কার কথা, যাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। শুভ্রব্রতের আত্মহত্যার কথা মনে জাগে। সে কি আত্মহত্যা করবে, আত্মহত্যা ক'রে মুক্তি পাবে পীড়ন থেকে?'

শুভ্রব্রত আর সহ্য করতে পারে না। একরাতে শুভ্রব্রত দৌড়ে গিয়ে ঢোকে পারমিতার কক্ষে। পারমিতা পড়ছিলো শয্যায় ব'সে, দরোজায় শব্দ শুনেই চমকে ওঠে; দেখতে পায় পাগলের মতো ছুটে আসছে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত পারমিতাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'পারমিতা, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

পারমিতা শুভ্রব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে আগের মতোই ভয় পায়। তার মুখ ভ'রে পারমিতা দুঃস্বপ্নের দাগ দেখতে পায়। পতি কি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছেন? তারও তা-ই মনে হচ্ছে; সেও ভাবছে এ-সম্পর্কে, কিন্তু পতিকে রক্ষা করতেই হবে, প্রভুকে পাগল হ'তে দেয়া যাবে না।

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনি পাগল হচ্ছেন না।'

শুভ্রব্রত পারমিতাকে বিশ্বাস করে; পারমিতা তার থেকে অনেক বেশি জানে ও বোঝে এটা বিশ্বাস করে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি ওই সব কী শুনি, আর কেনো একলা হ'লেই একা একা কথা বলি?'

পারমিতা স্থির করে সুস্থ ক'রে তুলতে হবে শুভ্রব্রতকে। অনেক দিন ধ'রেই সে ভাবছে কী ক'রে শুভ্রব্রতকে সুস্থ ক'রে তোলা যায়, কিন্তু কোনো উপায় সে বের করতে পারে নি; আজ রাতে পারমিতার মাথার ভেতরে একটা ঝিলিক জ্ব'লে ওঠে, তার মনে হয় সে উপায় পেয়ে গেছে।

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতার কথা শুনতে পান, প্রভু।'

পারমিতার কথা শুনে শুভ্রব্রতের মুখ জুড়ে শান্তি নামে, অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে শুভ্রব্রত; এবং জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি তা-ই মনে হয়?'

পারমিতা বলে, 'আপনি মাঝেমাঝে একজন বিধাতার কথা আমাকে বলেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, বলি, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'আপনাকে ডাকছেন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিধর বিধাতা।'

পারমিতা উঠে প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কেনো এখন আমাকে প্রণাম করলে, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা আপনাকে মনোনীত করেছেন। আপনি তাঁর মনোনীত পুরুষ। আমি আপনার প্রথম অনুসারী, প্রভু।'

শুভ্রব্রত খুব বিব্রত হয়, খুব সুখী হয়।

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু আমি তাঁর কথা বুঝি না।'

পারমিতা বলে, 'তাঁর কথা আপনি শিগগিরই বুঝবেন, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তিনি আমাকে পাগল করছেন কেনো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'তিনি আপনাকে পরীক্ষা করছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আর কতো দিন তিনি আমাকে পরীক্ষা করবেন?'

পারমিতা বলে, 'আপনি যখন তাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করবেন, তখন আর তিনি আপনাকে পরীক্ষা করবেন না; স্পষ্ট কথা বলবেন।'

শুভ্রব্রতের মুখে শান্তির ছাপ গাঢ়ভাবে পড়তে দেখে পারমিতা শান্তি পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তাঁকে গভীরভাবে বিশ্বাস করবো।'

পারমিতা বলে, 'আপনি ধ্যান করবেন, প্রভু, তাহলে বিধাতা দেখা দেবেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি ধ্যান করবো।'

পারমিতা বলে, 'আপনি নতুন ধর্ম প্রচার করবেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি বিধাতার ধর্ম প্রচার করবো; বিধাতা এক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর।'

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতার মনোনীত পুরুষ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি আমার প্রথম অনুসারী।'

পারমিতা প্রণাম করে, ধ্যানস্থ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে শুভ্রব্রত। তার চোখমুখ থেকে, প্রণাম থেকে উঠে দেখতে পায় পারমিতা, দুঃস্বপ্নের দাগগুলো মুছে গেছে, শান্ত অমল হয়ে উঠেছে শুভ্রব্রতের মুখমণ্ডল। শুভ্রব্রত ঘুমে ভেঙে পড়ছে, পারমিতা ঠিক মতো শুইয়ে দেয় তাকে, ঘুমিয়ে পড়ে শুভ্রব্রত। পরদিন থেকে খুব প্রশান্ত গম্ভীর দেখাতে থাকে শুভ্রব্রতকে, কিছুই তাকে আর চঞ্চল করছে না, সব কিছু করছে সে অচঞ্চলভাবে। একা থাকতে পছন্দ করছে শুভ্রব্রত, কখনো উদ্যানে, কখনো নিজের কক্ষে, পারমিতা উঁকি দিয়ে দেখছে ধ্যানস্থ হয়ে আছে শুভ্রব্রত, ফিসফিস শব্দ করছে না, তার ঠোঁট একটুও নড়ছে না, শরীর মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে; যেনো কোনো গভীর অতলে ডুব দিয়েছে, যেখান থেকে কোনো রত্ন নিয়ে উঠে আসবে। তবে একটা অদ্ভুত বদল ঘটেছে তার। পারমিতা সব সময়ই তার পাশে রেখে আসছে খাদ্য; ধ্যান থেকে উঠেই সে খাদ্য গ্রহণ করছে; কাউকে ডাকছে না; খাবার শেষ হলেই উঠে ধীরভাবে গিয়ে ঢুকছে পারমিতা বা অন্য কোনো পত্নী ঘরে। গিয়ে পত্নীকে মৃদুস্বরে ডাকছে, নগ্ন করছে, দীর্ঘ সময় ধ'রে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবং দীর্ঘতর সময় ধ'রে ধীরশান্তভাবে সঙ্গম করছে। সঙ্গমে একটা গুণগত বদল ঘটেছে শুভ্রব্রতের। পারমিতা খেয়াল করছে তাকে সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত ক'রেই শুধু সমাপ্ত হচ্ছে শুভ্রব্রত। কিন্তু সে নিজে ক্লান্ত হচ্ছে না। শুধু ক্লান্ত নয়, অধিকাংশ সময়ই পারমিতা জেগে থাকতে পারছে না, ঘুমিয়ে পড়ছে; যখন ঘুম ভাঙছে, তখন সম্পূর্ণ মনে করতে পারছে না ঘুমের আগে কী করেছিলো। সব কিছু দূর স্মৃতির মতো মনে হয়। বোনদেরও একই অবস্থা হচ্ছে, তারা বেশ বিচলিত হয়ে পড়ছে। প্রজ্ঞা, মেঘকুন্তলা, তরঙ্গিনী ও রত্নবতী খুবই ভয় পাচ্ছে; তারা পারমিতাকে জানিয়ে যাচ্ছে পতি ও নিজেদের অবস্থা; তারা বলছে পতির মিলনরীতি বদলে গেছে, আগের থেকে সুখ পাচ্ছে অনেক বেশি, এবং ভয়ও পাচ্ছে, কেননা পতি ঘরে ঢুকে মৃদুস্বরে ডাকার পর আর কোনো কথা বলছেন না, নিঃশব্দে দীর্ঘ সময় ধরে সম্পন্ন করছেন, তারপর কখন উঠে চলে যাচ্ছেন তারা কেউ বুঝতে পারছে না, তারপর তাদের পক্ষে জেগে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাদের অনেক সময় মনে হচ্ছে যিনি তাদের সাথে সঙ্গম করছেন, তিনি পতি নন; অন্য কেউ। তাদের বর্ণনার সাথে অবিকল মিলে যাচ্ছে পারমিতার অভিজ্ঞতা, কিন্তু পারমিতা তাদের মতো ভয় পাচ্ছে না, আলো দেখতে পাচ্ছে। পারমিতার মনে হচ্ছে প্রভু সব কিছুকেই ধ্যানে পরিণত করেছেন, সঙ্গমও তাঁর কাছে ধ্যান, যেখানে বাচাল ভাষা আর চঞ্চলতা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে; তাই তিনি ধ্যানস্থ সঙ্গম করছেন।

শুভ্রব্রত, সংযোগ আর ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে, সব সময় ভাবছে বিধাতাকে, যদিও সে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না সে ঠিক কাকে ভাবছে, তাঁর রূপ কী, আর কী তাঁর আচরণ, মাঝেমাঝে ধ্যানের সময় তার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠছে একেক বোধ- মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই কেউ সৃষ্টি করেছেন পশুপাখি জলমেঘ নদী আকাশ পর্বত সূর্য চাঁদ তারা মানুষ, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি বিধাতা, তিনি একলা, তার কোনো সঙ্গী নেই,

দেবদেবী ব'লে কেউ নেই, তারা সব মিথ্যা, সত্য শুধু বিধাতা, যিনি একলা, যিনি সব জানেন, যিনি সব শক্তির আধার। শুভ্রব্রতের মনে হচ্ছে বিধাতার প্রার্থনা করতে হবে, বিধাতা প্রার্থনা চান, ভেঙে ফেলতে হবে দেবদেবীর মূর্তি, কেননা বিধাতা ঘেন্না করেন ওই সব মূর্তি, যারা দখল ক'রে আছে তাঁর স্থান। তাঁর বিধাতা কি কোমল না কি প্রচণ্ড? শুভ্রব্রতের মনে হয় বিধাতা হবেন প্রচণ্ড; তিনি কারো প্রেম চান না, তিনি যেহেতু স্রষ্টা, তাই তিনি চান শর্তহীন ভক্তি, আত্মসমর্পণ; মানুষ তাঁর দাস। কখনো তার মনে হচ্ছে, সে ঘরে নেই, প্রাসাদে নেই, কে যেনো তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন মহাকাশে, কিন্তু তিনি দেখা দিচ্ছেন না, কথা বলছেন না; আবার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। মুহূর্তে সে যেনো সাত আকাশ ঘুরে আসছে। পারমিতাকে সে কখনো কখনো বলে তার অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা, তার কথা শুনে পারমিতা তাকে প্রণাম করে, কিন্তু শুভ্রব্রত অন্য স্ত্রীদের তার অভিজ্ঞতার কথা বলে না, মনে হয় ওই নারীরা অত্যন্ত লঘু, তারা উপলব্ধি করতে পারবে না তাকে। ওই নারীদের ভয়ই লাগে তার, শুধু পারমিতাকে ভয় লাগে না। শুভ্রব্রত বিকেল হ'লেই একবার তোরণের বাইরে যায়, গিয়ে দেখে দাঁড়িয়ে আছে নগ্নরা, তাদের দেখে সে শান্তি পায়। তারা প্রণাম করে তাকে, বিধাতার কথা বলতে বলে; কিন্তু শুভ্রব্রত কিছু বলে না, তাদের প্রণামের পর সে স্মিত হেসে যাচ্ছে উদ্যানের পশ্চিম কোণে, যেখানে রয়েছে বিশাল এক বট, যার ডালপালায় চারদিক ঢেকে আছে, যার মূলে বসলে কিছু দেখা যায় না, শুধু দূরের এক চিলতে আকাশ ছাড়া, এবং কেউ তাকে দেখতে পায় না, সেখানে বসলে তার ধ্যান প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। শুভ্রব্রত সমস্ত সকাল সেখানে কাটাচ্ছে, নগ্নদের প্রণাম নেয়ার পর দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছে সেখানে, তার মনে হচ্ছে সে যেনো বিধাতার মুখ দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। পারমিতা শুভ্রব্রতের আচরণ দেখে শান্তি পাচ্ছে, তার মনে হচ্ছে প্রভু অসামান্য হয়ে উঠেছে দিন দিন, একদিন পুরোপুরি অসামান্য হয়ে উঠবেন। তার বোনদের ভয় বেড়েই চলছে, তারা ভেতরে ভেতরে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছে; পারমিতাকে জানাচ্ছেও, পারমিতা নিষেধ করছে উদ্বিগ্ন হ'তে, বিশ্বাস আনতে বলছে পতির ওপর। পারমিতা বোঝাচ্ছে যিনি সংযোগ করতে পারেন, পারেন ধ্যানস্থ সংযোগ করতে, তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া অনুচিত। পারমিতা তাদের আর কিছু বলছে না, কেননা সংযোগ ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারবে না তারা; তাই সে বোনদের কোনো অলৌকিক কথা বলছে না, বলছে শুধুই লৌকিক কথা।

শুভ্রব্রত বিশ্বাস করছে বিধাতা মনোনীত করেছেন তাকে। তিনি এখনো পুরোপুরি দেখা দেন নি, কিন্তু নগ্নরা আর পারমিতা বলছে, তার মনেও ধীরেধীরে বিশ্বাসটি প্রবল হচ্ছে, তিনি দেখা দেবেন; সে বিধাতার ধর্ম প্রচার করবে, প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার রাজ্য। মাটি পাপে ভ'রে গেছে, পাপে ভ'রে গেছে মানুষ, তাদের উদ্ধার করতে হবে, দেখাতে হবে সত্য ও বিধাতার পথ। তার কথা কি মানবে মানুষ? মানুষ সম্পর্কে গভীর সন্দেহ শুভ্রব্রতের; তবে মানুষকে মেনে নিতেই হবে। যদি না মানে? বিধাতা তাকে তলোয়ার দেবেন, সে তলোয়ার দিয়ে সবাইকে দেখাবে বিধাতার পথ। বিধাতার পথ

পরিচ্ছন্ন করার জন্যে রক্তপাত করতে হবে? হ্যাঁ, সে রক্তপাত করবে, বিধাতার পথে কোনো বাধা সে সহ্য করবে না। সে প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার রাজ্য। পারমিতার সাথে সে আলোচনা করছে, সে নিজে বেশি কথা বলছে না, জিজ্ঞেস করছে, আর শুনছে। পারমিতা অনেক গ্রন্থ পড়েছে, সে নিজে গ্রন্থ পড়তে পারে নি, পড়তে তার ভালো লাগে না; পারমিতার কাছে সে জানতে চাচ্ছে আগে যারা ধর্ম প্রচার করে গেছেন, তাঁরা কী বলেছেন, কী করেছেন, কীভাবে চলেছেন? পারমিতা তাকে বলছে অনেক ধর্ম এসেছে, অনেক ধর্ম তলিয়ে গেছে, এবং সেগুলোর কোনোটিই সত্য নয়, সত্য ধর্ম আসতে বাকি আছে। পারমিতা বলছে সত্য ধর্ম হবে বিধাতার ধর্ম, আগের ধর্মগুলোকে বাতিল করে দেখা দেবে, তবে আগের ধর্মগুলো থেকে নিতে হবে অনেক, নইলে মানুষ সহজে মানবে না। শুভ্রব্রত ভেবে দেখছে মানুষ লোভী আর ভীত। বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে জানেন; তিনি মানুষকে ভয় দেখাবেন, ভয় দেখালে মানুষের আত্মা কেঁপে উঠবে, আর তিনি লোভ দেখাবেন, লোভে মানুষ তার দিকে ছুটে চলবে। তার অনেক অনুসারী লাগবে, প্রথম অনুসারী হবে পারমিতা; কিন্তু পারমিতা নারী, নারী দিয়ে কিছুই হবে না। পুরুষের কাম তৃপ্ত করা ছাড়া নারী কিছু পারে না। পারমিতা গ্রন্থ পড়ে, তাকে অনেক জ্ঞানের কথা বলে; তবে তার কোনো মূল্য নেই, তার পুরুষের দরকার হবে। আদিত্য আছে, আদিত্য ভক্ত, আদিত্যকে নিতে হবে, আদিত্য হবে প্রধান ভক্ত; নিতে হবে অগ্নিকুমার, জংগুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে। অগ্নিকুমার কি শুনবে তার কথা? অগ্নিকুমার যদি ভক্ত হতো আদিত্যের মতো! তার কথা শুনে অগ্নিকুমার আর দীপান্বিতা হয়তো হাসবে। যদি হাসে তার মূল্য তারা পাবে। শুভ্রব্রত ভাবছে বিধাতা তাকে মনোনীত করেছেন, এখনো স্পষ্ট ভাষায় ডাকেন নি, ডাকবেন। সে প্রচার করবে বিধাতার ধর্ম, স্থাপন করবে বিধাতার রাজ্য। মাটির ওপর বিধাতার রাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য থাকবে না, বিধাতার ধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্ম থাকবে না।

সন্ধ্যার পর শুভ্রব্রত উদ্যানের কোণের বটের নিচে ব'সে ধ্যান করছে, অমন সময় শুনতে পায়, 'আমি তোমার বিধাতা বলছি, আমার কথা শোনো।'

শুভ্রব্রত প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না, সে ভয় পায়।

বিধাতা আবার বলে, 'আমি তোমার বিধাতা বলছি, আমার কথা শোনো।'

শুভ্রব্রত একবার প্রণাম করে মুখ তোলে, এবং বলে, 'প্রভু, আমি আপনার বাণী বুঝতে পারছি না।'

শুভ্রব্রত গাছের শাখায় অলৌকিক আলো দেখতে পায়।

বিধাতা বলে, 'এখন থেকে তুমি আমার বাণী বুঝতে পারবে। আমি বিধাতা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আপনার বাণীর জন্যে আমি প্রতীক্ষায় রয়েছি, প্রভু।'

চারপাশ একবার শুভ্র আলোতে আলোকিত হয়ে ওঠে।

বিধাতা বলে, 'আমি তোমার বিধাতা, তোমার পূর্বপুরুষের বিধাতা, সমগ্র সৃষ্টির বিধাতা।'

শুভ্রব্রত শিউরে ওঠে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার পূর্বপুরুষেরা দেবদেবীর পুজো করতো, প্রভু।'

বিধাতা বলে, 'আমাকে ভুলে তারা বিপথে চ'লে গিয়েছিলো, তাই আমি তোমাকে মনোনীত করেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'প্রভু, আমি আপনার অনুগত ভক্ত।'

শুভ্রব্রত আকাশ জুড়ে শুভ্র আলোর খেলা দেখতে পায়; এপাশ থেকে ওপাশে বিদ্যুৎ স্থির হয়ে থাকে।

বিধাতা বলে, 'আমি বিধাতা, আকাশ আর মাটির স্রষ্টা, আমি সর্বজ্ঞ, আমি সর্বশক্তিধর, আমার সহস্র নাম।'

শুভ্রব্রত দেখতে পায় গাছে গাছে আলোর ফুল ফুটেছে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আপনি বিধাতা, আকাশ আর মাটির স্রষ্টা, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি সর্বশক্তিধর, আপনার সহস্র নাম।'

আকাশে ভয়ংকর গর্জন ওঠে, কেঁপে কেঁপে মাটি ফাটতে থাকে।

বিধাতা বলে, 'আমি সৃষ্টি করেছি স্বর্গ আর নরক।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আপনি সৃষ্টি করেছেন স্বর্গ আর নরক।'

বিধাতা বলে, 'আমি যাকে বাঁচিয়ে রাখি সে বেঁচে থাকে, আমি যাকে বাঁচিয়ে রাখি না সে বাঁচে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'প্রভু, আমাকে নির্দেশ দিন।'

বিধাতা বলে, 'আমি বিধাতা, আমি সর্বজ্ঞ, আমি সর্বশক্তিধর, আমার সহস্র নাম, আমি স্রষ্টা, আমি ধ্বংসকারী।'

শুভ্রব্রতের চারদিকে গভীর অন্ধকার নামে, আবার প্রখর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে জগৎ, মনে হয় জগৎ আর আগের মতো নেই।

শুভ্রব্রত বলে, 'আপনি বিধাতা, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি সর্বশক্তিধর, আপনার সহস্র নাম, আপনি স্রষ্টা, আপনি ধ্বংসকারী।'

বিধাতা বলে, 'তুমি আমার মনোনীত, তোমাকে আমি মনোনীত করেছি।'

শিউরে ওঠে শুভ্রব্রত; তার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বিদ্যুৎ বয়ে যায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি আপনার সামান্য ভক্ত।'

শুভ্রব্রতের মনে হয় সে চাঁদ সূর্য নক্ষত্রের ভেতর দিয়ে ঘুরে এলো।

বিধাতা বলে, 'তুমি আমার মনোনীতজন।'

চারদিকে কালো মেঘের মধ্যে প্রচণ্ড সুন্দর তীব্র আলো জ্বলে ওঠে, শুভ্রব্রত মূর্ছিত হয়; আর কিছু শুনতে পায় না।

মূর্ছা কেটে গেলে ভয় পায় শুভ্রব্রত, সে দৌড়ে উদ্যান পেরিয়ে প্রাসাদে পারমিতার কক্ষে গিয়ে ঢোকে, এবং মূর্ছিত হয়। পারমিতা জানে কীভাবে পতিকে সেবা করলে দ্রুত মূর্ছা কাটে। পারমিতার সেবায় মূর্ছা থেকে জেগে ওঠে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার ভেতরে আগুন বইছে, আমি জ্ব'লে যাচ্ছি, পারমিতা।'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, প্রভু?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা দেখা দিয়েছেন, আমাকে আদেশ দিয়েছেন।'

পারমিতা প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি আর আমাকে প্রণাম করবে না, প্রণাম করবে বিধাতাকে; বিধাতা ছাড়া কেউ প্রণম্য নেই, বিধাতা অনন্য।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি প্রভু নই, বিধাতাই একমাত্র প্রভু, আমি তাঁর মনোনীতজন। বিধাতা অনন্য।'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা একমাত্র প্রভু, আপনি তাঁর মনোনীতজন; বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিধর, তাঁর সহস্র নাম, তিনি স্রষ্টা, তিনি ধ্বংসকারী।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, পারমিতা?

পারমিতা বলে, 'আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, হে মনোনীতজন। আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার অন্য পত্নীরাও কি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

পারমিতা বলে, 'আমার তো তাই মনে হয়।'

কিন্তু শুভ্রব্রতের সন্দেহ হয়; সে দেখেছে তার অন্য পত্নীরা ভিন্ন রকম।

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার পর তারাই হোক আমার অনুসারী।'

পারমিতা বলে, 'তা তাদের পরম সৌভাগ্য, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তাদের ডাকো।'

পারমিতা বলে, 'তাদের এখানে ডাকা কি ঠিক হবে, হে মনোনীতজন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছো, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'আপনার কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম করুন, হে মনোনীতজন, আমি তাদের নিয়ে আপনার কক্ষে আসছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'পারমিতা, তুমি বিশ্বাসী ও জ্ঞানী।'

শুভ্রব্রত নিজের কক্ষে চলে যায়। পারমিতা সংবাদ দেয় বোনদের, তারা এসে জড়ো হয় পারমিতার কক্ষে। তারা ভয় পেয়ে গেছে। এভাবে তাদের সবাইকে কখনো একসাথে আসতে বলা হয় নি। তারা খুবই উদ্বিগ্ন, পতির কি কিছু ঘটেছে?

তরঙ্গিনী বলে, 'প্রথমা, আমার শরীর কাঁপছে, শিগগির বলো, কী হয়েছে প্রাণেশ্বরের?

প্রজ্ঞা বলে, প্রাণেশ্বর কি সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন, অগ্রজা?

পারমিতা বলে, 'পতি সম্পর্কে এমন কথা বলা তোমার ঠিক হয় নি, প্রজ্ঞা।'

মেঘকুন্তলা বলে, 'তাহলে কী হয়েছে অগ্রজা? কেনো সবাইকে ডেকেছো?

রত্নবতী বলে, 'আজ রাতটি আমার, প্রাণেশ্বর কি আমার ঘরে আসবেন না? আমার রাত কি নষ্ট হয়ে যাবে? রাত নষ্ট হলে আমার ঘুম হয় না।'

পারমিতা বলে, পতি আমাদের সকলকে ডেকেছেন।

তারা বলে, 'এতেই তো ভয় হচ্ছে। তিনি কি আরো নারীর পাণিগ্রহণ করবেন? আমরা কি প্রাণেশ্বরকে পরিতৃপ্ত করতে পারছি না?'

পারমিতা বলে, 'তিনি উন্মাদ হন নি, তিনি আরো নারীর পাণিও গ্রহণ করবেন না; তিনি আজ থেকে মনোনীতজন।'

বোনেরা সবাই চিৎকার করে ওঠে, সে আবার কী, অগ্রজা?

পারমিতা বলে, চলো, তিনিই তোমাদের বলবেন।'

তারা শুভ্রব্রতের কক্ষে গিয়ে দেখে শুভ্রব্রত ধ্যান করছে। পারমিতা সবাইকে নিষেধ করে শব্দ করতে, তারা নিশ্চুপ নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে থাকে; অনেকক্ষণ পর শুভ্রব্রত ধ্যান ভেঙে তাদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসে। শুভ্রব্রত প্রথম স্থির করতে পারে না কীভাবে শুরু করবে, বিশেষ করে কনিষ্ঠা রত্নবতীকে সে একটু ভয় পাচ্ছে আজকাল, ওই নির্বোধ নারী তাকে যা কিছু বলতে দ্বিধা করছে না।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার প্রাণেশ্বরীরা, তোমরা আজ থেকে আর আগের মতো সামান্য নারী থাকবে না।'

রত্নবতী বলে, 'আজ থেকে কি আমরা রানী হবো, প্রাণেশ্বর?'

শুভ্রব্রতের রাগ হয়, কিন্তু গম্ভীর স্বরে বলে 'রানীর থেকেও বড়ো।'

প্রজ্ঞা জিজ্ঞেস করে, সে আবার কী আমী?

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা হবে আমার অনুসারী।'

মেঘকুন্তলা বলে, 'আমরা তো সব সময়ই আপনার অনুসারী পতি।

শুভ্রব্রত বলে, 'না, ওই অনুসারী নয়, তোমাদের বিশ্বাস আনতে হবে বিধাতায়।'

পারমিতা ছাড়া সবাই বলে, 'আমাদের কী করতে হবে, প্রাণেশ্বর?'

শুভ্রব্রত বলে, বলো—বিধাতা অনন্য।

পারমিতা আবৃত্তি করে কথাটি, অন্যরা তাকিয়ে থাকে শুভ্রব্রতের দিকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'সবাই বলো—বিধাতা অনন্য।'

পারমিতা ছাড়া সবাই বলে, 'আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি না, পতি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রভু।'

পারমিতা ছাড়া আর কেউ শুভ্রব্রতের কথা আবৃত্তি করে না। রত্নবতী হেসে ওঠে একবার; তার হাসি ও সকলের নিঃশব্দতায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত গর্জন করে, 'পারমিতা ছাড়া তোমরা সবাই অভিশপ্ত, নরক উপযুক্ত স্থান তোমাদের।'

কেঁদে ওঠে পারমিতা, 'ওদের অভিশাপ দেবেন না, হে মনোনীতজন, ওরা নির্বোধ, ওরা আপনাকে বুঝতে পারছে না'।

শুভ্রব্রতের পত্নীরা সবাই বলে, 'আমরা বুঝতে পারছি না আপনি কী করছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা স্থির মেঘের ভেতর স্থির বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছো না?'

পারমিতা বলে, 'পাচ্ছি, হে মনোনীতজন।'

অন্যরা বলে, 'কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, প্রাণেশ্বর।'

শুভ্রব্রত বিচলিত হয়; সে আকাশ জুড়ে স্থির মেঘের ভেতর স্থির বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছে, কেনো দেখতে পাচ্ছে না নির্বোধ নারীরা?

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা এক, আমি তাঁর মনোনীতজন।

প্রজ্ঞা বলে, 'কখনো বিধাতার কথা শুনি নি, পতি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'না শুনে থাকলে শোনো, নির্বোধ কামিনী নারীরা।'

তরঙ্গিনী বলে, 'বিধাতা কী আমরা জানি না, হে পতি, আমরা জানি না মনোনীতজন কী?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের জানতে হবে, আমাকে তোমরা অনুসরণ করো।'

রত্নবতী খিলখিল করে হেসে ওঠে; শুভ্রব্রত বলে তাকে ধমক দেয়, তবু সে খিলখিল ক'রে হাসতে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'নির্বোধ নারী, তুমি হাসছো কেনো?

'রত্নবতী বলে, 'প্রাণেশ্বর, আপনার কি মনে নেই আজ রজনী আমার? আমি আপনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। এসব রেখে আপনি চলুন আমার কক্ষে, আপনাকে আমি সুখী করবো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'থামো, নির্বোধ কামিনী।'

প্রজ্ঞা, মেঘকুন্তলা, আর তরঙ্গিনী বলে, 'পতি, আমাদের তিরস্কার করবেন না, আমরা ভয় পাচ্ছি। আমরা আপনার মঙ্গল চাই।'

শুভ্রব্রত প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে ওঠে, 'আমার মঙ্গল চাওয়ার অধিকার নেই তোমাদের, আমিই চাইবো তোমাদের মঙ্গল।'

শুভ্রব্রতের গর্জনে নারীরা ভয় পায়, তাদের মনে হয় তাদের পতি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রত্নবতীর খিলখিল করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি বিধাতার মনোনীতজন।

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

অন্যরা মাথা নত ক'রে থাকে, আর গর্জন করে শুভ্রব্রত, 'আমি বিধাতার মনোনীতজন।'

অন্যরা বলে, 'আমরা এসব বুঝি না, প্রাণেশ্বর।'

শুভ্রব্রত চুপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ, এবং জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কার পুজো করো?

তারা বলে, আমরা দেবদেবীর পুজো করি, স্বামী।

শুভ্রব্রত বলে, 'কোনো দেবতা নেই, দেবী নেই; ওগুলো মূর্তি, মূর্তিপুজোরীরা নরকে জ্বলবে। বিধাতা অনন্য।'

তারা বলে, 'ওই দেবদেবীর পুজো করতেই আমরা শিখেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'ওইসব মিথ্যা। বিধাতা অনন্য।'

তারা বলে, 'তাহলে কী সত্য প্রাণেশ্বর?

শুভ্রব্রত বলে, 'সত্য হচ্ছে একমাত্রা বিধাতা। বলো—বিধাতা অনন্য।'

পারমিতা বলে, 'বলো বোনেরা, —বিধাতা অনন্য'।

তারা সবাই নিম্নকণ্ঠে বলে, 'বিধাতা অনন্য।

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো—আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

একবার ফিক ক'রে হেসে ওঠে রত্নবতী।

পারমিতা বলে, 'বলো—আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

তারা বলে, 'আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত গর্জন ক'রে বলে, 'যাও, তোমরা এখন যাও।'

শুভ্রব্রতের মনে হয় এ নির্বোধ নারীদের না ডাকলেই ভালো হতো। এগুলো সত্য বোঝে না। শুধু পারমিতাই বোঝে তাকে, এবং বিধাতাকে। ওই নির্বোধ নারীরা শুভ্রব্রতের কক্ষ থেকে বেরিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঢোকে পারমিতার কক্ষে।

পারমিতা বলে, তোমাদের এভাবে হাসাহাসি অন্যায়, বোনেরা। প্রাণেশ্বর সত্য লাভ করেছেন, তোমরা তা বুঝতে পারছো না।;'

তারা বলে, 'আমরা সত্য বুঝি না, অগ্রজা। কিন্তু পতির আচরণে আমাদের ভয়ও লাগছে, আবার হাসিও পাচ্ছে। আমরা কী করবো, বলো অগ্রজা।'

পারমিতা বলে, 'তোমরা বিশ্বাস করো পতিকে।'

প্রজ্ঞা বলে, 'কী বিশ্বাস করবো, প্রথমাত্রা'

পারমিতা বলে, 'পতি বিধাতার মনোনীতজন।'

তারা সবাই হেসে ওঠে।

মেঘকুন্তলা বলে, 'এতো দিনে বুঝলাম পতিকে কোন রোগে ধরেছে।'

তরঙ্গিনী বলে, 'পতি কি আর আমাদের ঘরে আসবেন না?'

রত্নবতী বলে, 'আমার রজনীটাই আজ বৃথা যাবে, অগ্রজার কোনো রজনী তো বৃথা যায় না।'

নারীরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর শুভ্রব্রত চুপ ক'রে ব'সে থাকে, বিমর্ষ বোধ করে, এবং তার মনে প্রশ্ন জাগে—সন্ধ্যায় সে কী দেখেছে, কী শুনেছে? সে কী সত্যিই কিছু দেখেছে, এবং সত্যিই কিছু শুনেছে? তার মনে সন্দেহ জাগে। আবার মনে হয় আকাশ জুড়ে সে দেখেছে স্থির বিদ্যুৎ আর শুভ্র আলো; শুনেছে কথা, এমন কণ্ঠস্বর, যা আর কখনো শোনে নি। সত্যিই বিধাতা কথা বলছেন, না কি অন্য কিছু ওই কণ্ঠস্বর? সে কি সত্যিই বিধাতার মনোনীতজন? কাকে বলে মনোনীতজন? তাকে কী করতে হবে? বিধাতা কি একবারই দেখা দেবেন তার সাথে, না দেখা দেবেন যখন তাঁর ইচ্ছে হবে না, কি যখন সে ডাকবে? নিজেকে খুব অসহায় লাগতে থাকে শুভ্রব্রতের। পারমিতা ছাড়া তাকে কেউ বিশ্বাস করছে না। কেনো বিশ্বাস করছে না? তারা কি মনে করে বিধাতা নেই? মৃদু হাসে শুভ্রব্রত—ওই নারীরা নির্বোধ, দেহ ছাড়া ওদের আর কিছু নেই, ওদের প্রতি লোমকূপে আর্দ্রতা, কাম ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সে ক্ষমা করে দিচ্ছে তাদের; তারা একদিন বুঝতে পারবে সত্য। কিন্তু সে কী দেখেছে, সে কী

শুনেছে? তার গভীর সন্দেহ লাগে, মনে হয় কিছু শোনে নি, কিছু দেখে নি সে; তখন সে শুনতে পায়—শুভ্রব্রত তুমি কি সন্দেহ করছো? তুমি সন্দেহ কোরো না। আমি তোমার বিধাতা, আমি জল স্থল পাহাড় পর্বত, পশু মানুষ সৃষ্টি করেছি, প্রতিটি পতঙ্গকে আমি নিশ্বাস দিয়েছি, আমি সৃষ্টি করেছি স্বর্গ ও নরক, তুমি কোনো সন্দেহ কোরো না। আমি বিধাতা, তুমি আমার মনোনীতজন। যে সন্দেহ করে, সে আগুনে ছাই হয়। শিউরে ওঠে শুভ্রব্রত, তার শরীরে ঘাম দেখা দেয়। সে মেঝেতে ব'সে পড়ে, মনে হয় সে শুভ্র আলো দেখতে পাচ্ছে, যে আলোর তাপ নেই, আছে শুধু জ্যোৎস্না; তার মনে হয় সে মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে চলছে, তাকে ঘিরে আছে অজস্র আলোর মূর্তি; মূর্তিরা তাকে প্রণাম করছে, তার নাম ধ'রে গান গাইছে, সে তাদের ছুঁতে চেষ্টা করছে, কিন্তু ছুঁতে পারছে না, তার স্পর্শ আলোর ভেতর দিয়ে অন্য আলোতে প্রবেশ করছে, সে শুনতে পাচ্ছে, সন্দেহ কোরো না, তুমি আমার মনোনীতজন, আমি সৃষ্টি করেছি পাহাড় পর্বত চাঁদ সূর্য নক্ষত্র জল স্থল অরণ্য মানুষ প্রাণী, সব আমি মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, আবার মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করবো, আমি বিধাতা, আমি একা, আমার কোনো সঙ্গী নেই, তুমি আমার মনোনীতজন, সন্দেহ কোরো না; যে সন্দেহ করে, তাকে আমি ভস্মে পরিণত করি।

শুভ্রব্রতের চোখের সব আলো নিভে যায় এক সময়। গভীরতম অন্ধকারে পড়ে শুভ্রব্রত, সে অতল কালো জলের গভীরে ডুবে গেছে, তার মনে হয়, সে নিশ্বাস নিতে পারছে না, সে চিৎকার করছে, হাত পা দিয়ে জল ঠেলে ওপরে উঠতে চাচ্ছে, উঠতে পারছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে। কতো শাদা আর রঙিন মাছ তার পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, সে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে সেগুলোকে, ধরতে পারছে না, আরো অতল নিঃশব্দ জলে ডুবে যাচ্ছে, প'ড়ে গেছে সে জলজন্তুর ভেতর, জল তাকে নিয়ে পাক খাচ্ছে, গভীর থেকে আরো গভীরে ঢুকছে, তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিশাল তিমি ছুটে আসছে তার দিকে, সে শিথিল হয়ে পড়ছে, তিমি তাকে গিলে ছুটছে সমুদ্র থেকে সমুদ্রে, সে তিমির পেটের ভেতরে তিমিরতম অন্ধকারে খুঁজছে নিজেকে, নিজেকেই পাচ্ছে না, তিমি এক সময় তাকে উগরে দেয় তুষার জলের ভেতরে, সে তুষার হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ এক উষ্ণ প্রবাহ আসে, তার শরীর তুষার থেকে আবার মাংস পরিণত হয়, সে খড়কুটোর মতো গভীর অতল কালো জলের ভেতরে ভেসে যেতে থাকে, তার আর নিশ্বাস নেয়ার দরকার পড়ে না, সে শ্যাওলা হয়ে গেছে, ভেসে চলছে প্রচণ্ড স্রোতের টানে, তার মনে হ'তে থাকে সে কখনো ছিলো না, কখনো থাকবে না, তার নিজের মুখ তার মনে পড়ে না, পৃথিবীর আলো আর রোদ, মেঘ আর বৃষ্টি, গাছ আর নারী, মাটি ও পাথর মনে পড়ে না, চিৎকার ক'রে উঠে শুভ্রব্রত দেখে সে গড়াচ্ছে মেঝেতে।

পৃথিবী ও মানুষ সম্পর্কে চেতনা ফিরে আসে না শুভ্রব্রতের; শুধু তার দম বন্ধ হওয়ার আর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতিটা স'রে গেছে, সে প'ড়ে আছে এক ঘোলাটে আলোর মধ্যে, অজস্র মুখ সে স্মরণ করছে, আবার মুখগুলো অচেনা হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে খুব হাল্কা লাগছে। নিজের মুখে হাত বুলোয় শুভ্রব্রত, চোখ বন্ধ ক'রে

থাকে, নিজের মুখটি মনে করার চেষ্টা করে, তার মনে হয় যে-মুখ সে অজস্র বছর ধ'রে দেখতে পাচ্ছে না। তখন অগ্নিকুমারের মুখটি সে দেখতে পায়; প্রথম সে অগ্নির মুখকে নিজের মুখ মনে করে, অল্প পরেই বুঝতে পারে এটা তার মুখ নয়, অগ্নির মুখ, তার বন্ধু। তার মনে হয় অগ্নি আর তার বন্ধু থাকবে না, দীপান্বিতাও তার বন্ধু থাকবে না। পারমিতাকে সে দেখতে পায়, তবে তা পারমিতার মুখ নয়, পারমিতার দেহ; তার দেহ দেখতে ভালো লাগে শুভ্রব্রতের। সে পারমিতার দেহটি কাছে টেনে নেয়, আদর করে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়; পারমিতা যেনো তাকে বাধা দেয়। ঘোলাটে অন্ধকারেই শুভ্রব্রত স্মরণ করতে পারে যে পারমিতা কখনো তাকে কোনো বাধা দেয় না, পারমিতা তার জন্যে সব রাস্তা তৈরি করে, যে-রাস্তা সে আগে চিনতো না, সে-রাস্তা দেখিয়ে দেয় পারমিতা, আর যেখানে কোনো রাস্তা ছিলো না, সেখানে পারমিতা তার জন্যে তৈরি করে রাস্তা। শুভ্রব্রত উঠে বসতে চায়, একটা ভার তাকে মেঝের সাথে আটকে রাখে; ভারটা তার ভালোই লাগে, সে শুয়ে থাকে। শুভ্রব্রত শুনতে পায় বিধাতা তাকে বলছে—সন্দেহ কোর না, কোনো সন্দেহ রেখো না; আমি বিধাতা, তুমি আমার মনোনীতজন। শুভ্রব্রত নিঃশব্দে বলতে থাকে—আমি কোনো সন্দেহ করি না; আপনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, আপনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছু, আমি আপনার মনোনীতজন। কখনো, আমার কখনো সন্দেহ হবে না, প্রভু যদি কখনো সন্দেহ দেখা দেয় আপনি দূর ক'রে দেবেন আমার সন্দেহ; আপনি সর্বশক্তিধর, আপনি সর্বজ্ঞ।

শুভ্রব্রত বসে, উঠে দাঁড়ায়, ধীরেধীরে গিয়ে পারমিতার কক্ষে প্রবেশ করে।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'এখন আমি কি করবো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতার কথা বলবেন।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা বলবো আমি?'

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতার ধর্মের কথা বলবেন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু আমি কী বলবো? কাদের বলবো?'

পারমিতা বলে, 'আপনি কী বলবেন, বিধাতাই আপনাকে ব'লে দেবেন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'সত্যিই বিধাতা ব'লে দেবেন?'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা তাঁর মনোনীতজনকে ত্যাগ করতে পারেন না। আপনি কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'আমি কাদের বলবো?'

পারমিতা বলে, 'প্রথমে আপনি বিক্রমপল্লীর মানুষদের বলবেন, হে মনোনীতজন, তারাই হবে আপনার প্রথম অনুসারীদল।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? বিক্রমপল্লী বড়োই অবিশ্বাসী, বিক্রমপল্লীর মানুষদের সত্যের প্রতি কোনো অনুরাগ নেই, তারা অন্ধকারে থাকতে ভালোবাসে।'

পারমিতা বলে, 'যারা বিধাতার মনোনীতজনকে বিশ্বাস করবে না, তারা হবে অভিশপ্ত, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, আমি বিধাতার কথা বলবো, যারা আমাকে বিশ্বাস করবে না তারা অভিশপ্ত, তারা নরকে পুড়বে।'

পারমিতা বলে, 'আপনি সব কিছু বদলে দেবেন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, আমি অন্ধকার যুগের অবসান ঘটাবো, যদি তারা বিশ্বাস না করে আমি তরবারি তুলে নেবো; বিধাতা এক, বিধাতা ছাড়া আর কোনো প্রণম্য নেই।'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনার বান্ধবদের আপনি ডাকবেন, তাদের প্রথম দীক্ষিত করবেন, হে মনোনীত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তাদের কথা ভাবছি। অগ্নিকুমার, আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে আগামী কালই ডাকবো।'

পারমিতা বলে, 'তাঁরা আর আপনার বন্ধু থাকেন না, তাঁরা হবেন আপনার ভক্ত, আপনার অনুসারী, হে মনোনীতজন। বিধাতা যাকে মনোনীত করেন, তাঁর কোনো বন্ধু থাকতে পারে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি ঠিক বলেছো, পারমিতা। তারা হবে আমার অনুসারী। কিন্তু অগ্নিকুমার আর দীপান্বিতাকে নিয়ে সন্দেহ হয়।'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী সন্দেহ হয় আপনার?'

শুভ্রব্রত বলে, 'অগ্নিকুমার আমাকে বিশ্বাস করবে না।'

পারমিতা বলে, 'তিনি জ্ঞানী, জ্ঞানীরা চিরকালই অবিশ্বাসী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু আমি মানুষের কোনো জ্ঞান, কোনো অবিশ্বাস সহ্য করবো না; বিধাতা সর্বজ্ঞ, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

পারমিতা বলে, 'আপনি কী করবেন, হে মনোনীতজন, বিধাতাই আপনাকে ব'লে দেবেন।'

মধ্যরাত পেরিয়ে যাওয়ার পরও শুভ্রব্রত ঘুমোতে পারে না; একেকবার তার ইচ্ছে হয় রত্নবতীর ঘরে যেতে, কিন্তু রত্নবতীকে তার ভয় লাগে; এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে, এবং পর দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় শুভ্রব্রতের; পারমিতা তার কক্ষে ঢুকে দেখে শুভ্রব্রত ঘুমোচ্ছে, কুঁকড়ে আছে ছোট শিশুর মতো, তাকে আদর করতে ইচ্ছে করে পারমিতার, কিন্তু সে শুভ্রব্রতের ঘুম ভাঙায় না। খাবার সাজিয়ে রেখে নিজের ঘরে ফিরে আসে পারমিতা। পারমিতা একটি পোশাক তৈরি করছে, অনেক দিন ধ'রেই করছে, শেলাই হয়ে গেছে; ঘরে ফিরে এসে সে পোশাকটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তাতে আরো দু-একটি শেলাইয়ের কাজ করে। পোশাকটি তার নিজেরই অদ্ভুত মনে হয়; শুরু করার সময় কোনো ধারণাই ছিলো না সে কী পোশাক তৈরি করতে যাচ্ছে, কিন্তু এখন দেখছে একটি অপূর্ব পোশাক হয়েছে, যা মানাবে শুভ্রব্রতকে। এ-পোশাকে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখাবে, অন্যদের থেকে মহৎ দেখাবে, এবং দেখাবে সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তখন দরোজা ঠেলে ঢোকে শুভ্রব্রত, পারমিতা দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হাতে এটা কী, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'আপনার জন্যে একটি বস্ত্র, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বস্ত্র? বস্ত্র কেনো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'বিধাতার মনোনীতজনতে মানায় না যুবরাজের বস্ত্রে, হে মনোনীত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কী বস্ত্র, দেখি?'

পারমিতা পোশাকটি মেলে ধরে শুভ্রব্রতের বুকের কাছে; এবং বলে, 'আপনার কি পছন্দ হয়েছে, হে মনোনীত?'

শুভ্রব্রত বলে, 'অপূর্ব এ-বস্ত্রে। এ-বস্ত্রে তুমি আমাকে নতুন জন্ম দিচ্ছো'

পারমিতা বলে, 'আমি আপনাকে নতুন জন্ম দিতে পারি না, হে মনোনীত, আপনাকে নতুন জন্ম দিয়েছেন বিধাতা, আমি আপনার ভাগ্যবতী বস্ত্রপ্রস্তুতকারিণী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার কল্যাণ হোক, পারমিতা; আজ থেকে এটাই হবে আমার বস্ত্র।'

পারমিতা বস্ত্রটি পরিয়ে দেয় শুভ্রব্রতকে। কার্পাস সুতোর সহজ সরল বস্ত্র, কাঁধ থেকে সরলভাবে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেছে; কোনো রাজকীয়তা নেই, কোনো মুক্তো নেই, মাণিক্য নেই; শুধু বুকের বাঁ পাশে আছে একটি লাল সূর্যের প্রতীক। পোশাকটি প'রে খুব স্বস্তি পায় শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি কী ক'রে এমন অপূর্ব বস্ত্রের কথা ভাবতে পারলে?'

পারমিতা বলে, 'আমি এ-বস্ত্র স্বপ্নে পেয়েছি, হে মনোনীতজন।'

পারমিতা শুভ্রব্রতের পা থেকে সোনার কারুকাজ করা পাদুকা খুলে নেয়; এবং একজোড়া সরল শক্ত পাদুকা বের করে।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'আমার পাদুকা খুলে নিচ্ছো কেনো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'যুবরাজের পাদুকায় তো মনোনীতজনের চলবে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, আমার সব কিছু বদলে ফেলতে হবে।'

পারমিতা তার তৈরি পাদুকা দুটি শুভ্রব্রতের পায়ে পরিয়ে দিয়ে বলে, 'আজ থেকে এ-দুটোই হবে মনোনীতজনের পাদুকা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এ-পাদুকা বড়োই কঠিন, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'আপনি আর যুবরাজ নন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত একবার কেঁপে উঠে তাকায় পারমিতার দিকে।

পারমিতা বলে, 'এখন থেকে আপনি আর মখমলের ওপর বিচরণ করবেন না। আপনাকে হাঁটতে হবে কঠিন মাটির ওপর, পাথরের ওপর, মানুষের কঠিনতম মনের ওপর। তাই কঠিন পাদুকাই আপনার দরকার।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার ভয় হচ্ছে, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'যিনি বিধাতার মনোনীত, তাঁর কোনো ভয় থাকতে পারে না; বিধাতা যাকে মনোনীত করেন, তাঁর জন্যে কুসুমাস্তীর্ণ পথ থাকতে পারে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে আমার কোনো শকট নেই?'

পারমিতা বলে, 'না, মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে আমার কোনো সারথি নেই?'

পারমিতা বলে, 'আজ থেকে আপনিই সকলের সারথি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে আমার কোনো প্রহরী নেই?'

পারমিতা বলে, 'বিধাতাই আপনার প্রহরী, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে প্রাসাদের আমি কেউ নই?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে পারমিতা, এবং বলে, 'না, মনোনীতজন, আপনি আর তুচ্ছ প্রাসাদের নন, বিধাতা আপনার জন্যে সোনার প্রাসাদ তৈরি করেছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি আর যুবরাজ নই?'

পারমিতা বলে, 'না, মনোনীতজন, আপনি মহারাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন।'

শুভ্রব্রত বেরিয়ে যায় পারমিতার কক্ষ থেকে; ধীর পায়ে হেঁটে বেরোয় প্রাসাদ থেকে, উদ্যান পেরিয়ে তোরণের বাইরে এসে দেখে নগ্নরা দাঁড়িয়ে আছে। তারা শুভ্রব্রতকে প্রণাম করতে উদ্যত হয়।

শুভ্রব্রত গম্ভীর স্বরে বলে, 'থামো।'

তারা বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়, এবং শুভ্রব্রতের মুখ দেখে শান্তি পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা অনন্য; বিধাতা সর্বজ্ঞ, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

নগ্নরা সমবেত কণ্ঠে বলে, 'বিধাতা অনন্য; বিধাতা সর্বজ্ঞ, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

নগ্নরা বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো—আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

নগ্নরা বলে, 'আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

নগ্নরা মুগ্ধ চোখে তাকায় শুভ্রব্রতের মুখের দিকে; এবং বলে, 'আমরা প্রতীক্ষা ক'রে ছিলাম আপনি উদ্ধার করবেন আমাদের। আমাদের প্রতীক্ষা সার্থক হলো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি বিধাতার বাণী পেয়েছি, আমি আজ সব কিছু ছেড়ে এসেছি। বিধাতা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

নগ্নরা বলে, 'বিধাতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করুন, হে বিধাতার মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি আর যুবরাজ নই, পেছনের প্রাসাদ আর আমার বাসস্থান নয়। বিধাতা আমার জন্যে সোনার প্রাসাদ তৈরি করেছেন। আমি তুচ্ছ মুকুট ছেড়েছি, রত্নখচিত বস্ত্র আর পাদুকা ছেড়েছি, দুধের ফেনার মতো কোমল শুভ্র শয্যা ছেড়েছি।'

নগ্নরা বলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়। মহাবেশ্যা রাজগৃহ ধ্বংস হোক।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি কঠিন পাদুকা পরেছি। কঠিন আমার পথ, তোমাদের পথও কঠিন। আমার রয়েছেন শুধু বিধাতা। বিধাতা আমাকে যা নির্দেশ দেবেন, আমি তাই পালন করবো। তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করছো বিধাতায়,—বিধাতা অনন্য,—এবং আমার ওপর।'

নগ্নরা বলে, 'আমরা আপনার চিরঅনুচর, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়, তোমরা বিধাতার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছো সবার আগে। অবশ্য প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেছে আমার প্রথমা পত্নী পারমিতা, তারপর আমার অন্য পত্নীরা।'

নগ্নদের গুরু বলে, 'এতোদিন পর আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হলো, হে বিধাতার মনোনীতজন। আমরা আপনার চিরবিশ্বস্ত অনুসারী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি বস্ত্র বদল করেছি, তোমরাও বস্ত্র বদল করো।'

নগ্নরা বলে, 'আমরা কোথায় বস্ত্র পাবো, হে মনোনীতজন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'অনুসরণ করো, হে অনুসারীগণ। বিধাতায় বিশ্বাসীদের কোনো অভাব থাকে না।'

শুভ্রব্রত এগোয়, রাজপ্রাসাদ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে ছায়ার মতো; এবং সাড়া প'ড়ে যায় রাজপ্রাসাদতোরণের প্রহরীদের মধ্যে। যুবরাজের এ-পোশাক তারা কখনো দেখে নি; যুবরাজ যে হেঁটে কোথাও যেতে পারে, তারা কখনো কল্পনাও করে নি; এ-পোশাকে যুবরাজকে হেঁটে যেতে দেখে তারা ভয় পায়, যুবরাজের নিরাপত্তার কথা ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তারা এগোতে থাকে শুভ্রব্রতের শোভাযাত্রার পাশে পাশে। পথচারীরাও বিস্মিত হয়, এবং শকট দিয়ে যাতায়াত করছিলো যে-সমাজপতিরা, তারা শকট থেকে নেমে যুবরাজের শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। শুভ্রব্রত সামনের দিকে এগোয়, মাঝেমাঝে উচ্চকণ্ঠে বলে, 'বিধাতা অনন্য', নগ্নরা সমবেত কণ্ঠে বলে, বিধাতা অনন্য।' তাদের কণ্ঠস্বর রাস্তার দু-পাশের ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে নারীপুরুষশিশুরা; যারা শুভ্রব্রতকে চেনে তারা দূর থেকে প্রণাম করে, আর যারা চেনে না, তারা অন্যদের কাছে ব্যাকুলভাবে জানতে চায় ওই একপাল নগ্নদের আগে রাজপুত্রের মতো পুরুষটি কে, আর কেনোই বা সে নগ্নদের নিয়ে পথপরিক্রমা করছে। যখন তারা শোনে যে রাজপুত্রের মতো পুরুষটি যুবরাজ শুভ্রব্রত, যে-একদিন রাজা হবে, তারা তাকে দেখার জন্যে তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। রাজপ্রাসাদের প্রহরীরা তাদের কাছে আসতে দেয় না শুভ্রব্রতের। শুভ্রব্রত এগোতে থাকে, শহরের মধ্যস্থলের প্রধান বিপণিকেন্দ্রের সামনের বিশাল বটগাছের ছায়ায় দাঁড়ায়, এবং ফিরে দেখে দাঁড়িয়ে আছে আবালবৃদ্ধবনিতার এক বিশাল জনতা।

শুভ্রব্রতের প্রথম চোখ পড়ে রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের ওপর, তারা দাঁড়িয়ে ছিলো শুভ্রব্রতের খুবই কাছে, অনেকটা তাকে ঘিরে।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'রাজপ্রহরীরা, তোমরা কাকে পাহারা দিচ্ছো? এখানে কোনো রাজপুরুষ নেই।'

প্রহরীরা বলে, 'যুবরাজ, আপনি একা নগ্নদের নিয়ে বেরিয়েছেন, এরা ভয়ঙ্কর দস্যু, তাই আপনার নিরাপত্তার জন্যে আমরা সাথে এসেছি। আমরা সব সময়ই আপনার প্রহরী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'প্রহরী আমার অপ্রয়োজনীয়, আমার প্রহরী বিধাতা। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। তোমরা ফিরে যাও।'

তারা বলে, 'যুবরাজ, আপনাকে একা রেখে গেলে আমাদের মৃত্যুদণ্ড হবে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি আর যুবরাজ নই।'

তারা বলে, 'এমন কথা বলবেন না, যুবরাজ। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার এখন সঙ্গী শুধু বিধাতা ও বিশ্বাসীরা।'

শুভ্রব্রতের কথা শুনে আবালবৃদ্ধবনিতা তার দিকে এমনভাবে তাকায় যেনো তারা কিছুই বুঝতে পারছে না; তারপর পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে, নিঃশব্দে একে অন্যকে প্রশ্ন করতে থাকে, কিন্তু তারা কোনো উত্তর পায় না। বিধাতা কী, কাকে বলে বিশ্বাসী, তারা বুঝতে পারে না; কিন্তু শুভ্রব্রতের কাছে এ-সম্পর্কে প্রশ্ন করার সাহসও তাদের হয় না।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিক্রমপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা, আজ অন্ধকার কাল শেষ হলো, আলোর কাল শুরু হলো।

শুভ্রব্রতের কথা তারা বুঝতে পারে না। তারা চারদিকে তাকিয়ে আলো দেখতে পায়, যেমন দেখে আসছে প্রত্যেক দিন; যেমন আলো সম্পর্কে তাদের মনে কখনো সন্দেহ জাগে নি, আজো জাগে না। আলো-অন্ধকার তাদের কাছে ধ্রুব সত্য। আলোর পরই তো আসে অন্ধকার, আর অন্ধকারের পর আলো, এই তারা জানে; তবে কি আজকের পর আর রাত্রি আসবে না? তারা বুঝতে পারে না।

রঞ্জন নামের এক যুবক সাহস ক'রে বলে, 'যুবরাজ, আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা। বিধাতা কী, বিশ্বাসী কী, অন্ধকার কাল আর আলোর কালই বা কী? আমরা আপনার কথা বুঝতে চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিক্রমপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা, বলো—বিধাতা অনন্য, শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন।'

শুধু নগ্নরা আবৃত্তি করে শুভ্রব্রতের কথা, অন্যরা সাড়া দেয় না। তাদের কাছে এটা বলার মতো কোনো কথা ব'লে মনে হয় না, একথার মধ্যে তারা কোনো আলো দেখতে পায় না। শুভ্রব্রত তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে কষ্ট পায়; মানুষ সত্যকে সহজে বুঝতে পারে না ভেবে তার বুক ভারী হয়ে ওঠে।

শুভ্রব্রত বলে, 'এখানে কে আছে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে? বিধাতা তাকে সাহায্য করবেন।'

রঞ্জন জিজ্ঞেস করে, 'কী সাহায্য, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত নগ্নদের দেখিয়ে বলে, 'এরা আমার প্রথম বিশ্বাসী, এদের বস্ত্র নেই। কে আছে যে বস্ত্রের দান করতে পারে?'

উপস্থিত সমাজপতিদের মনে শিহরণ বয়ে যায়। তাদের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত; তাদের মনে হয় যুবরাজকে আজ সাহায্য করার সুযোগ পাওয়া গেলে যখন তিনি রাজা হবেন তখন পাওয়া যাবে বহু সম্পদ আর উপাধি। তারা সবাই নিজেদের দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসবদ্ধ নাম চিৎকার ক'রে ঘোষণা করতে থাকে, তাদের নামের শব্দে চারদিক কোলাহলপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সমাজপতিরা কাতরভাবে আবেদন জানাতে থাকে, 'মহান যুবরাজ, আমি আপনাকে সাহায্য করার দুর্লভ সুযোগ লাভের প্রার্থনা জানাই; আপনাকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে ধন্য বোধ করবে আমার পিতা-পিতামহক্রমে চতুর্দশপুরুষ; মহান যুবরাজ, প্রার্থনা করি আমাকে সুযোগ দানের; যুবরাজ, আমার নামটি শুধু স্মরণে রাখবেন; একদিন আপনি রাজা হবেন, সেদিন আমার নামটি শুধু স্মরণে রাখবেন, যুবরাজ, এই আমার বিনীত আবেদন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি কখনো রাজা হবো না।'

তারা বলে, 'না, আপনি অবশ্যই রাজা হবেন, আমাদের রাজা হবেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তোমাদের জানাচ্ছি আমি কখনো রাজা হবো না। তবু তোমাদের কে আমাকে বস্ত্র দিতে পারো?'

কেউ কথা বলে না; অনুপ্রাণিত সমাজপতিরা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শুভ্রব্রত চারদিকে তাকাতে থাকে; কেউ হাত তোলে না, কারো কণ্ঠে কোনো শব্দ হয় না। বিব্রতভাবে শুভ্রব্রত সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রঞ্জন হাত তুলে বলে, 'আমি পারি, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার প্রশংসা করি। তুমি তোমার নাম বললে না, তরুণ?'

রঞ্জন বলে, 'আমি বিক্রমপল্লীর এক সামান্য তরুণ, আমার নাম অতিশয় তুচ্ছ, যুবরাজ। আমি সন্ধ্যার আগেই আপনার কাছে বস্ত্র পৌঁছে দেবো।'

রঞ্জন শুভ্রব্রতের বস্ত্রটি ভালো করে দেখে যেনো বস্ত্র সংগ্রহের জন্যেই তাড়াতাড়ি চ'লে যায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিক্রমপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা, তোমরা বলো—বিধাতা অনন্য, শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন।

শুভ্রব্রত কোনো সাড়া শুনতে পায় না। আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড় ধীরেধীরে কমতে থাকে; তারা কোলাহল ক'রে কেউ কেউ, নিঃশব্দে কেউ কেউ স্থান ছেড়ে যেতে থাকে; তাদের চ'লে যাওয়া দেখে শুভ্রব্রতের দুঃখ হয়, ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়; সে মনে মনে নিজেকে বলে যে সত্য মানুষ কখনোই সহজে গ্রহণ করে না; মানুষ পাথরের থেকেও নির্বোধ। কিন্তু বিধাতার বাণী তাকে পৌঁছে দিতেই হবে, সবাইকে দীক্ষিত করতে হবে বিধাতার ধর্মে; একদিন এদের মনের অন্ধকার যুগও কেটে যাবে, সেখানে সূচনা হবে আলোর যুগের। বিধাতা নিশ্চয়ই দয়ালু; কিন্তু শুভ্রব্রতের মনে হয়, বিধাতা নির্মমও, অসত্যকে বিধাতা নির্মমভাবে দমন করবেন।

শুভ্রব্রত সবাইকে সম্বোধন ক'রে বলে, 'নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা, আমার কথা শোনো; তোমরা চ'লে যেয়ো না, তোমরা বিধাতার কাছে ফিরে এসো।'

কিছু লোক চিৎকার ক'রে বলে, 'যুবরাজ, আপনি সুস্থ নন, মনে হচ্ছে আপনি পাগল হয়ে গেছেন, পাগলের কথা শোনার মতো সময় আমাদের নেই। আমাদের অনেক কাজ প'ড়ে আছে, আমরা যাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা বিভ্রান্ত, তাই তোমরা সত্য বুঝতে পারছো না। সত্যবাদীকে প্রথম পাগল মনে করা মানুষের স্বভাব, প্রিয় নগরবাসীরা।'

তারা বলে, 'আমরা সামান্য মানুষ, সত্য বোঝার শক্তি আমাদের নেই; কিন্তু আমরা জানি না আপনার কী হয়েছে। জানি না রাজপরিবারে কলহ দেখা দিয়েছে কি না, জানি না, আপনি কোনো ষড়যন্ত্র করছেন কি না। আপনি আমাদের বিপদে ফেলবেন না, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের সব সন্দেহ অমূলক, আবালবৃদ্ধবনিতা। আমি বিধাতার বাণী পেয়েছি, বিধাতার বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।'

তারা বলে, 'আমরা এভাবেই ভালো আছি, আপনি আমাদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেন না, যুবরাজ। আমাদের কোনো বিধাতার দরকার নেই, কোনো বাণীর দরকার নেই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিপদে তোমাদের আমি ফেলতে চাই না, আমি তোমাদের উদ্ধার করতে চাই বিপদ থেকে, নিশ্চয়ই বিধাতা তোমাদের উদ্ধার করবেন।'

তারা বলে, 'আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত খুবই বিমর্ষ বোধ করে। সে কোনো কথা বলে না, চুপ ক'রে ব'সে থাকে; সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পারমিতাকে তার মনে পড়ে; পারমিতা থাকলে সে এতোটা বিব্রত হতো না, পারমিতা তাকে বলে দিতে পারতো তার কী করতে হবে, কী বলতে হবে; কীভাবে দূর করতে হবে এই অবিশ্বাসীদের মনের অন্ধকার। পারমিতাকে তার প্রয়োজন, পারমিতাকে ছাড়া সে পারবে না। এই জনতা তার অন্য পত্নীদের মতো, মূর্খ নির্বোধ মাংসময়, তাদের ভেতরে সত্য সহজে ঢুকবে না। একবার শুভ্রব্রতের মনে হয় পারমিতা তার পাশে আছে, আরেকবার মনে হয় পারমিতা কোথাও নেই, — সে খুব শূন্যতা বোধ করে, হাহাকার করতে তার ইচ্ছে হয়। হঠাৎ তার মনে হয় পারমিতা তাকে বলছে, চিন্তা কোরো না, ধৈর্য্য ধরো। হ্যাঁ, সে ধৈর্য্য ধরবে। শুভ্রব্রতের মনে পড়ে বন্ধুদের, তাদের সংবাদ দেয়া দরকার; দেখা দরকার তারা বিশ্বাস স্থাপন করে কি না বিধাতায়। তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস স্থাপন করবে, শুধু অগ্নিকে নিয়েই তার চিন্তা; অগ্নি যদি বিশ্বাস স্থাপন করতো, কোনো চিন্তা থাকতো না। অগ্নি না থাক, সে চিন্তা করবে না; সে বিধাতার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। শুভ্রব্রতের মনে হয় সে যুবরাজ ছিলো, সে রাজা হতো বিক্রমপল্লীর; কিন্তু সে শুধু বিক্রমপল্লীর রাজা হবে না, ক্ষুদ্র বিক্রমপল্লীর রাজা হয়ে সে সুখ পাবে না; সে হবে মহারাজ, বিধাতার মহারাজ্যের মহারাজ, নিশ্চয়ই বিধাতা তাকে সাহায্য করবেন। তাকে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে; এক পর্বত থেকে আরেক পর্বত, এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র, এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত সে প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার মহারাজ্য; সে পর্বত আর সমুদ্র পেরিয়ে যাবে, সহস্র অযুত লক্ষ অনুসারী দরকার হবে তার, নিশ্চয়ই বিধাতা তাকে অনুসারী দেবেন, তারা হবে বিধাতার সৈনিক, সে প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার মহারাজ্য। বিধাতা এক, বিধাতা অদ্বিতীয়; তার মহারাজ্যে কোনো দেবতা থাকবে না, দেবী থাকবে না, কোনো মূর্তি থাকবে না; থাকবেন শুধু বিধাতা। ভেঙে ফেলতে হবে সব মূর্তি, চুরমার ক'রে ফেলতে হবে মন্দির, সেখানে উঠবে বিধাতার উচ্চতম গৃহ। বিধাতা এক, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

শুভ্রব্রত গৃহত্যাগ করেছে, সে বিধাতা নামের এক অদ্ভুত দেবতার কথা বলছে, এ-সংবাদ নম্রব্রতের রাজসভায় পৌঁছোতে বেশি দেরি হয় না, এবং দেরি হয় না শুভ্রব্রতের বন্ধুদের কাছে পৌঁছোতে। নম্রব্রত রাজসভায় ছিলো, যখন দূত তার কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে শুভ্রব্রত প্রাসাদ ছেড়ে হেঁটে একপাল ভয়ঙ্কর নগ্নদের সাথে বেরিয়ে গেছে, এবং নগরের মধ্যস্থলের বিপণিকেন্দ্রের সামনের পুরোনো বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিধাতা নামের এক অদ্ভুত দেবতার কথা বলছে, যে ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই ব'লে ঘোষণা করছে; এবং দাবি করছে যে যুবরাজ তার মনোনীতজন। শুনে সভাসদরা ছি ছি ক'রে ওঠে, আবার রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পায়; সভাসদ এক কবি শুভ্রব্রতের দেবতার নামে একটি ছড়াও রচনা ক'রে ফেলে; এবং নম্রব্রত খুব উত্তেজিত বোধ করে, কিন্তু সে স্থির থাকার চেষ্টা করে, কিছুতেই সে বিচলিত হবে না ব'লে পণ করে। শৈশব থেকেই সে দেখে আসছে শুভ্রব্রত অস্বাভাবিক; তার প্রিয় পুত্রের আচরণ তার মনে যেমন বিস্ময় জাগিয়েছে, তেমনি চিন্তিত করেছে তাকে; তার মনে হয়েছে শুভ্রব্রত সামান্য রাজা হবে না, হয়তো মহারাজ হবে, বা হয়তো কিছুই হবে না, তার রাজ্য হয়তো অন্য কেউ অধিকার ক'রে নেবে। নম্রব্রত কষ্ট বোধ করে, কিন্তু বিচলিত হয় না। সে বিচলিত হবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছে। কিন্তু ভেতরে সে হাহাকার করতে থাকে, প্রিয় পুত্র শুভ্রব্রত তাকে ছেড়ে গেলো? সে যা শুনেছিলো, তা কি সত্য হ'তে যাচ্ছে; অর্থাৎ শুভ্রব্রত কি শেষে সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেলো? না কি অন্য কিছু? তার মতো অস্বাভাবিক যুবকের পক্ষে সবই সম্ভব। নম্রব্রত সভার কাজ শেষ করে নিজের কক্ষে ফিরে এসে একলা ব'সে থাকে। সে নিজে তিন দেবীর পুজো করে, যদিও দেবীতে খুব বিশ্বাস নেই, কিন্তু দেবীদের সে অস্বীকার করে না; তার প্রজারা বিভিন্ন দেবীর পুজো করে, সে কখনো তাদের পুজোর ওপর হাত দেয় না; তার কাজ রাজত্ব করা, ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করা নয়; কিন্তু পুত্র শুভ্রব্রত কী করতে যাচ্ছে? অনেক বাসনা ছিলো তার শুভ্রব্রতকে নিয়ে; শুভ্রব্রতের অস্বাভাবিকতাটাই তার ভালো লাগতো বেশি, কিন্তু শুভ্রব্রত এতো অস্বাভাবিক হবে, সে ভাবতে পারে নি।

নম্রব্রত শুভ্রব্রতের জননী সুপ্রীতি আর শুভ্রব্রতের প্রথমা পত্নী পারমিতাকে তার কক্ষে ডেকে পাঠায়।

নম্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'শুভ্রব্রতজননী, তুমি কি জানো এখন আমাদের প্রিয় পুত্র যুবরাজ শুভ্রব্রত কোথায়?'

সুপ্রীতি চমকে ওঠে; বিপদের আশঙ্কায় সে কেঁপে ওঠে।

রাজাকে সে জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, কী হয়েছে আমার বুকের ধন যুবরাজ শুভ্রব্রতের? আমি তো জানি না সে এখন কোথায়।'

নম্রব্রত পারমিতাকে জিজ্ঞেস করে, 'প্রিয় পুত্রবধূ, তুমি কি জানো তোমার পতি এখন কোথায়?'

পারমিতা বলে, 'এখন প্রাণেশ্বর কোথায় তা আমি জানি না, তবে নগ্নদের নিয়ে হেঁটে প্রাসাদ ছেড়ে তিনি চ'লে গেছেন, তা আমি জানি।'

নম্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি তাকে যেতে দেখেছো?'

পারমিতা বলে, 'আমি তাঁকে যেতে দেখেছি, হে সম্মানিত রাজা।'

নম্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তাকে কেনো বাধা দিলে না?'

পারমিতা বলে, 'তাঁকে বাধা দেয়া নিরর্থক, হে সম্মানিত রাজা।'

নম্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো নিরর্থক, প্রিয় পুত্রবধূ?'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা যাঁকে ডেকেছেন, তাঁকে ফেরানো যায় না; তাই তাঁকে বাধা দেয়া নিরর্থক।

চমকে ওঠে নম্রব্রত, এবং ক্ষুব্ধও হয়; সে বলে, 'বিধাতা? সেটা আবার কী?'

পারমিতা বলে, 'প্রাণেশ্বরই তা ভালো জানেন।'

নম্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু তুমি কি কিছুই জানো না, প্রিয় পুত্রবধূ?'

পারমিতা বলে, 'সম্মানিত রাজা, আমি সামান্যই জানি।'

নম্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কী জানো, প্রিয় পুত্রবধূ?'

পারমিতা বলে, 'তিনি বিধাতার বাণী পেয়েছেন, বিধাতা তাঁকে মনোনীত করেছেন। নম্রব্রত হা হা করে হেসে ওঠে।

নম্রব্রত বলে, 'বিধাতাটি কে? আর সে কীভাবে বাণী পাঠায়? কাকে মনোনীত করে? কেনো মনোনীত করে?

পারমিতা বলে, 'তা আমি জানি না, হে সম্মানিত রাজা।'

সুপ্রীতি কেঁদে ওঠে, নম্রব্রতের পায়ে পড়ে আবেদন করতে থাকে, 'প্রভু, শিগগির ফিরিয়ে আনুন প্রিয় পুত্র যুবরাজ শুভ্রব্রতকে। তার মুখ না দেখলে আমি বাঁচবো না।

নম্রব্রত বলে, ' আমি প্রধান অমাত্যকে পাঠাচ্ছি। তুমি তো জানো আমাদের পুত্র শৈশব থেকেই অস্বাভাবিক, আমি জানি না সে ফিরবে কি না।'

সুপ্রীতি কান্নায় ভেঙে পড়ে, পারমিতা স্থিরভাবে ব'সে থাকে।

শুভ্রব্রতের বন্ধু—অগ্নিকুমার, আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে যুবরাজ শুভ্রব্রত প্রাসাদ ছেড়ে এসেছেন; তিনি নগরীর মধ্যস্থলের প্রধান বিপণিকেন্দ্রের সামনের বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিধাতা নামের এক অর্বাচীন দেবতার কথা বলছেন, তিনি বলছেন তিনি যুবরাজ নন, তিনি রাজা হবেন না, এবং তাঁর সাথে রয়েছে একপাল নগ্ন। আদিত্যের কাছে যখন সংবাদ পৌঁছে, সে পাগল হয়ে ওঠে অনেকটা, স্থির থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে তার পক্ষে; গৃহ থেকে সে ছুটে বেরোয় নগরীমধ্যস্থ বিপণিকেন্দ্রের উদ্দেশে, এবং অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস সংবাদ শুনে বিচলিত হয়, একে একে তারা বিপণিকেন্দ্রের দিকে যাত্রা করে। খুব বেশি চিন্তিত হয় অগ্নিকুমার; সে তার গ্রন্থরচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিষণ্ন মনে ডাকে দীপান্বিতাকে।

অগ্নিকুমার বলে, 'আজ থেকে সম্ভবত বিক্রমপল্লীর বিপর্যয়ের সূচনা হলো দীপান্বিতা।'

দীপান্বিতা জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, কী হয়েছে, প্রিয়তম?'

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ শুভ্রব্রত গৃহত্যাগ করেছেন, শুনলাম তিনি এক অর্বাচীন দেবতার কথা বলছেন।'

দীপান্বিতা জানতে চায়, 'কিন্তু তাতে বিপর্যয়ের সূচনা হবে কেনো?'

অগ্নিকুমার বলে, 'তিনি একদেবতার কথা বলছেন, এক রাজা যেমন স্বৈরাচারী, তেমনি একদেবতাও হবে স্বৈরাচারী।'

দীপান্বিতা জিজ্ঞেস করে, 'যুবরাজ এখন কোথায়?'

অগ্নিকুমার বলে, 'তিনি নগরীমধ্যস্থ বিপণিকেন্দ্রের বটগাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন।'

দীপান্বিতা বলে, 'তুমি তাঁকে দেখতে যাবে না, প্রিয়তম?'

অগ্নিকুমার বলে, 'অবশ্যই যাবো, তুমিও যাবে আমার সাথে। যুবরাজের জন্যে খাদ্য নিয়ে যেতে চাই আমি।'

দীপান্বিতা বলে, 'আমি এখনই খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করছি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'একজনের নয়, শতাধিক লোকের খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে। যুবরাজের সাথে একদল নগ্ন সন্ন্যাসী রয়েছে।'

নম্রব্রতের আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে প্রধান অমাত্য কয়েক দল সৈনিক ও প্রহরী নিয়ে বিপণিকেন্দ্রের বটগাছের নিচে এসে উপস্থিত হয়, এবং দেখে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নাগরিকদের উদ্দেশে কথা বলছে শুভ্রব্রত। সে প্রথমে শুভ্রব্রতকে চিনতেই পারে না; শুভ্রব্রত যে-পোশাকটি পরেছে তাতে সে কখনো দেখে নি এবং দেখার কল্পনা করে নি শুভ্রব্রতকে, যখন চিনতে পারে সে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ায় শুভ্রব্রতের সামনে।

প্রধান অমাত্য বলে, 'যুবরাজ, মহান পরাক্রান্ত বিক্রমপল্লীর রাজা নম্রব্রতের আদেশ শিরোধার্য করে আমি আপনার কাছে এসেছি, যুবরাজকে তিনি প্রাসাদে ফিরে যেতে আদেশ করেছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য।'

প্রধান অমাত্য বলে, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিধর।'

প্রধান অমাত্য বলে, 'যুবরাজ, মহান পরাক্রান্ত বিক্রমপল্লীর রাজা নম্রব্রত আপনাকে প্রাসাদে ফিরে যেতে আদেশ করেছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা ছাড়া আমার আর কোনো মহান পরাক্রান্ত রাজা নেই, মহান পরাক্রান্ত বিধাতা ছাড়া আর কোনো রাজার আদেশ মানার কালের অবসান হয়েছে। আমি মানি শুধু বিধাতাকে।'

প্রধান অমাত্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তবু স্থির থাকে।

সে বলে, 'যুবরাজ, আপনার কথা রাজদ্রোহিতামূলক।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতাই আমার একমাত্র রাজা, ভূমণ্ডলে আর কোনো রাজা নেই।'

প্রধান অমাত্য বলে, 'আপনি কি প্রাসাদে ফিরে যাবেন না, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতাই আমার জন্যে সোনার প্রাসাদ তৈরি করেছেন, আমি ওই ইটের প্রাসাদে কেনো ফিরবো, বলো?'

প্রধান অমাত্য বলে, 'মহান পরাক্রান্ত বিক্রমপল্লীর রাজা নম্রব্রতের কাছে আমি আপনার বাণী পৌঁছোতে যাচ্ছি, যুবরাজ, মহান রাজা আদেশ দিলে আমি আবার আসবো।'

প্রধান অমাত্য তার সৈন্য আর প্রহরী নিয়ে ফিরে যায়।

শুভ্রব্রতের কাছে আসতে থাকে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস এবং আসে অগ্নিকুমার ও দীপান্বিতা। আদিত্য দৌড়ে এসেই পায়ে পড়ে শুভ্রব্রতের, শুভ্রব্রত তাকে ধ'রে দাঁড় করায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য; শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন।'

আদিত্য বলে, 'বিধাতা অনন্য; শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।

আদিত্য বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার কিছু বলার আছে, আদিত্য?'

আদিত্য বলে, 'আমি আপনার প্রধান ভক্ত হ'তে চাই, হে মনোনীতজন।

শুভ্রব্রত বলে, 'তাই হবে, আদিত্য, তুমি আমার প্রধান ভক্ত। তুমি সব সময় আমার পাশে থাকবে, তুমি হবে আমার ছায়া।'

আদিত্য বলে, 'এ-গৌরব আমি সব সময় বহন করবো, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত তার নগ্ন অনুসারীদের ও সামনের সকলকে সম্বোধন করে বলে, 'তোমরা সবাই দেখো, তোমরা সবাই স্মরণে রাখো, আদিত্য আমার প্রধান ভক্ত, সে সব সময় আমার পাশে থাকবে, সে হবে আমার ছায়া।'

নগ্নরা সবাই বলে, 'হে মনোনীতজন আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার প্রধান ভক্তকে, আমরা স্মরণে রাখবো আপনার প্রধান ভক্তকে।

শুভ্রব্রত চুমো খায় আদিত্যের দু-গালে।

আদিত্য বলে, 'মনোনীতজন যেমন ত্যাগ করেছেন রাজপ্রাসাদ, আমিও তেমনি ত্যাগ করলাম আমার গৃহ। আমার ওই রঙিন গৃহ আর আমার গৃহ নয়, মনোনীতজনের পদতলই আমার গৃহ।'

নগ্নরা সমবেত কণ্ঠে বলে, 'বিধাতা মহান, বিধাতা অনন্য। তিনি ধ্বংস করবেন মহাবেশ্যা রাজগৃহকে।'

আসে অংশুমান, বিভাস ও জিতেন্দ্রিয়; তারা প্রণাম করে শুভ্রব্রতকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি আর প্রণম্য নই, একমাত্র বিধাতাই প্রণম্য। তোমরা আজ থেকে প্রণাম করবে বিধাতাকে।'

তারা কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে শুভ্রব্রতের মুখের দিকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য; শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন।'

তারা বলে, 'বিধাতা অনন্য; শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

তারা বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের কিছু বলার আছে, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়?'

তারা বলে, 'চিরকাল আমরা আপনার পদতল, হে মনোনীতজন, চিরকাল আপনার পদতলে থাকতে চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা আমার প্রিয় ভক্ত, সব সময় আমার পেছনে থাকবে, আমার পাশে থাকবে, পদতলে থাকবে।'

তারা বলে, 'আপনার পদতলে আমরা চিরআশ্রয় চাই, হে মনোনীতজন।'

আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয় ও বিভাসকে দীক্ষিত ক'রে সুখী হয় শুভ্রব্রত; তার মনে হয় বিধাতার প্রতিষ্ঠার যে-সূচনা হলো, তা শেষ হবে শুধু বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু অগ্নিকুমারকে তার মনে পড়ে; অগ্নি কি আসবে না? অগ্নি কি দীক্ষা নেবে বিধাতার ধর্মে? যদি সে দীক্ষা না নেয়, তাহলে সে যেনো না আসে। এমন সময় সে দেখতে পায় অগ্নিকুমার ও দীপান্বিতা আসছে। অগ্নিকুমারকে দেখে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয় শুভ্রব্রত, এবং একটু পরেই বিব্রত বোধ করে, এবং আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

অগ্নিকুমার বলে, 'আমাদের আসতে দেরি হলো, যুবরাজ, এজন্যে ক্ষমা চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি যুবরাজ নই, অগ্নি। আমি বিধাতার মনোনীতজন।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমাদের বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য।'

অগ্নিকুমার জিজ্ঞেস করে, 'এটা কিসের শ্লোক, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার ধর্মের, বিধাতা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ধর্ম।'

অগ্নিকুমার ও দীপান্বিতা চেয়ে থাকে শুভ্রব্রতের মুখের দিকে।

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ, এ সম্পর্কে পরে আপনার কথা শুনবো। আপনি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। আমরা খাদ্য নিয়ে এসেছি, যুবরাজ। আপনারা খাদ্য গ্রহণ করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি ক্লান্ত নই, খাদ্য আমার দরকার নেই।'

নগ্নরা বলে, 'আমরা ক্ষুধার্ত, হে মনোনীতজন।'

নগ্ন বিশ্বাসীদের কথা শুনে চমকে ওঠে শুভ্রব্রত। সে ক্লান্তি বোধ করছে না, ক্ষুধাও লাগে নি তার, সব কিছু ভরি-ভ'রে আছে বিধাতায়; খাদ্যের কোনো দরকার তার নেই। কিন্তু সবাই তার মতো নয়? এদের ক্ষুধা লেগেছে? বিধাতায় বিশ্বাস আনার পরও এদের ক্ষুধা লাগে? ভয় পায় শুভ্রব্রত।

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি ক্লান্ত, আপনি ক্ষুধার্ত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এটা তোমার ভুল, অগ্নি।'

নগ্নরা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা ক্লান্ত, আমরা ক্ষুধার্ত। আপনি যদি খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহলেই শুধু আমরা আমাদের ক্ষুধা দূর করতে পারি।'

দীপান্বিতা বলে, 'খাদ্য গ্রহণ করতে আপনাকে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করি, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নারীদের প্রকাশ্য লোকসমাজে আসা অন্যায়, দীপান্বিতা।'

দীপান্বিতা বলে, 'আপনি খাদ্য গ্রহণ করুন, যুবরাজ।'

দীপান্বিতা সবুজ পাতায় খাদ্য পরিবেশন করতে শুরু করে। প্রথমেই সে খাদ্য তুলে দেয় শুভ্রব্রতের হাতে, তার হাত থেকে খাবার নিতে শুভ্রব্রতের হাত কেঁপে ওঠে। নগ্নরা দীপান্বিতার হাত থেকে খাদ্য নিতে থাকে, তাদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খাদ্যের রূপে ও সুগন্ধে, ও দীপান্বিতার মুখের দিকে তাকিয়ে। দীপান্বিতা তাদের চোখেমুখে প্রবল ক্ষুধা দেখতে পায়। আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের সামনে দীপান্বিতা নিজ হাতে খাদ্য এনে রাখে, খেতে অনুরোধ করে; তারা মুগ্ধ চোখে তাকায় তার দিকে, তারপর খাবারের দিকে। দীপান্বিতা আর অগ্নিও খেতে বসে। খেতে ব'সে সবুজ পাতায় সাধারণ অন্ন ও ব্যঞ্জন দেখে কেঁপে ওঠে শুভ্রব্রত; এবং পরমুহূর্তেই তার মনে হয় সে বেরিয়েছে বিধাতার পথে, বিধাতা তাকে পথে পথে যে-খাদ্য দেবেন, তাই তাকে বিধাতার আশীর্বাদ, অপার করুণা ব'লে গ্রহণ করতে হবে। একথা ভাবতেই সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে; —সে তো খাবারের কথা ভাবেই নি, কোনো দিন তার ক্ষুধা পাবে তার মনেই হয় নি, কিন্তু বিধাতা তার অন্নের কথা ভুলে যাননি, অগ্নি ও দীপান্বিতার মাধ্যমে তিনি পাঠিয়েছেন অন্ন। তার মনে হয় এ-অন্ন বিধাতার অন্ন, বিধাতা তাকে ভোলেন নি, তার অন্নের কথাও তিনি মনে রেখেছেন। তিনি মনে না রাখলে কেনো মনে পড়বে অগ্নি ও দীপান্বিতার? আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের মনে পড়ে নি, বিধাতা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন নি বলে; বিধাতা শুধু তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার কাছে ছুটে আসতে, তাদের অন্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেন নি। বিধাতা অগ্নি ও দীপান্বিতাকে ছুটে আসার কথা মনে করিয়ে দেন নি, মনে করিয়ে দিয়েছেন অন্ন নিয়ে আসতে; এ-অন্ন বিধাতার, তাই এর সুস্বাদের শেষ নেই। শুভ্রব্রত প্রতিটি অন্নকণা বিধাতার নিজের হাতে রান্না করা ভেবে পাতা থেকে কুড়িয়ে খেতে থাকে; যে কয়েকটি অন্নকণা নিচে প'ড়ে গিয়েছিলো সেগুলো সে বিধাতার নামের প্রশংসা করতে করতে মাটি থেকে তুলে নিয়ে মুখে দেয়, সবুজ কলাপাতা চেটে চেটে খেতে থাকে এবং স্তব করতে থাকে সর্বজ্ঞ বিধাতার। খাওয়া শেষ হ'লে শুভ্রব্রতকে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত দেখায়। দীপান্বিতা তার দিকে তাকিয়ে শান্তি পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'সমস্ত স্তব বিধাতার জন্যে, যিনি ধান্যকে অন্নে পরিণত করেন, যিনি বিশ্বাসীদের জন্যে সুস্বাদু অন্ন প্রস্তুত ক'রে পাঠান।'

আদিত্য বলে, 'সমস্ত স্তব বিধাতার জন্যে, যিনি ধান্যকে অন্নে পরিণত করেন, যিনি বিশ্বাসীদের জন্যে সুস্বাদু অন্ন প্রস্তুত ক'রে পাঠান।'

নগ্নরাও একই কথা ব'লে স্তব করে বিধাতার। অগ্নি ও দীপান্বিতা বিস্মিত চোখে তাকায় তাদের দিকে তাদের পরিতৃপ্তি দেখে তারা সুখী বোধ করে।

দীপান্বিতা হেসে বলে, 'খাবার রান্না করেছি আমি, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে; যিনি অন্ন প্রস্তুত করিয়েছেন তোমাকে দিয়ে; তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিধর।'

অগ্নিকুমার জিজ্ঞেস করে, 'প্রাসাদে কখন ফিরবেন, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা আমার জন্যে সোনার প্রাসাদ তৈরি করেছেন, আমি সেই প্রাসাদে যাবো, অন্য কোনো প্রাসাদে আমি যাবো না, অগ্নিকুমার।'

অগ্নি জিজ্ঞেস করে, 'এই বটের নিচে আপনি কীভাবে বাস করবেন, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত উত্তেজিত হয়, কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলে, বিধাতা সর্বজ্ঞ ও মহান।'

আদিত্য শুনতে পায় তাদের কথা; সে উত্তেজিত হয়ে বলে, 'বিধাতার মনোনীতজন কেনো এই বটের নিচে বাস করবেন? নগরীতে আমার পাঁচখানি গৃহ রয়েছে, মনোনীতজন বাস করবেন আমার গৃহেই।'

শুভ্রব্রত বিরক্ত হয় আদিত্যের কথায়; তবু সে স্নিগ্ধ স্বরে বলে, 'যে-গৃহ মূর্তিতে অপবিত্র, সেখানে আমি যাবো না আদিত্য।'

আদিত্য বিচলিত হয়ে বলে, 'আমাকে ক্ষমা করুন, হে মনোনীতজন।

শুভ্রব্রত বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে। তিনি এই বটের নিচেই আমাদের নীড় তৈরি ক'রে দেবেন।'

আদিত্য বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রতের অনুমতি নিয়ে আদিত্য বেরিয়ে যায়। তার মুখে শুভ্রব্রত উত্তেজনা দেখতে পায়, এবং একটু বিস্মিত হয়। অল্প পরেই আদিত্য পঞ্চাশজন সুতোর ও বিপুল পরিমাণ গৃহনির্মাণসামগ্রিসহ দিকে দিকে সাড়া জাগিয়ে ফিরে আসে। সে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে-বিধাতা অনন্য; শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন। শুভ্রব্রত প্রথম বুঝতে পারে না কী হচ্ছে; যখন বুঝতে পারে তার চিত্ত সুখে ভ'রে ওঠে, তার এক অলৌকিক অনুভূতি হয়। বটের নিচে একটি গৃহ উঠতে থাকে, শুভ্রব্রত বিধাতার স্তব আবৃত্তি করতে করতে স্থাপন করে গৃহের প্রথম স্তম্ভটি। শুভ্রব্রত আগে কখনো গৃহ উঠতে দেখে নি, সে প্রাসাদে বাস করছে, এখন গৃহ উঠতে দেখে মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্মিত হতে থাকে। তার সাথে নগ্নরা উচ্চকণ্ঠে বিধাতার স্তব ক'রে চারদিকে মুখর ক'রে তোলে। শুভ্রব্রতের মনে হয় বিধাতাই এ-গৃহের নির্মাতা, এ-গৃহ বিধাতার গৃহ, তিনি আদিত্যকে দিয়ে এ-গৃহ নির্মাণ করাচ্ছেন। এ-গৃহ কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এ-গৃহ পাথরের গৃহের থেকে দৃঢ়, আর সোনার গৃহের থেকে মূল্যবান। সে বিধাতার স্তব করতে থাকে। নগ্নরা প্রবলতম উৎসাহে সাহায্য করতে থাকে সুতোরদের, বিশাল জায়গা জুড়ে থামের পর থাম স্থাপন করতে থাকে তারা; আদিত্যের আদেশে নিরলস পরিশ্রম করে সুতোররা; এবং সন্ধ্যার আগেই একটি বিশাল গৃহের কাঠামো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুভ্রব্রত গৃহের প্রতিটি স্তম্ভে বিধাতার আশীর্বাদ দেখতে পায়, প্রতিটি কাঠের টুকরোয় লেখা দেখতে পায় বিধাতার মহান নাম। সে প্রতিটি স্তম্ভ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিধাতার নাম উচ্চারণ করতে থাকে; প্রতিটি স্তম্ভকে সে সোনার স্তম্ভ ব'লে মনে করতে থাকে। সে গৃহের নাম দেয় বিধাতাগৃহ। ভুল প্রমাণিত হলো অগ্নিকুমারের ধারণা, তার ধারণা সব সময়ই ভুল–মনে হয় শুভ্রব্রতের; অগ্নি মনে করেছিলো বিধাতার মনোনীতজনকে বাস করতে হবে উন্মুক্ত গগনের তলে, বটগাছের নিচে, কিন্তু বিধাতা মহান ও সর্বজ্ঞ, তিনি গৃহ নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন শুভ্রব্রতকে; তিনি তাঁর মনোনীতজনকে ভুলে যেতে পারেন না।

সন্ধ্যার আগে একটি গোযান ভ'রে বস্ত্র নিয়ে আসে রঞ্জন।

রঞ্জন বলে, 'যুবরাজ, আপনার বস্ত্রের আদলে তৈরি করিয়েছি বস্ত্রগুলো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে; বিধাতা নিশ্চয়ই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।'

রঞ্জন বলে, এগুলো আপনার নিজের বস্ত্রটির মতো উত্তম হয় নি। রাজকীয় বস্ত্রকারের কাছে যাওয়ার অধিকার আমার নেই, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এটি রাজকীয় বস্ত্রকারের তৈরি নয়, তরুণ।'

রঞ্জন জানতে চায়, 'আমি কি জানতে পারি কে এটি তৈরি করেছেন, 'যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা এটি তৈরি ক'রে পাঠিয়েছেন, তরুণ।'

শুভ্রব্রত ডাকে নগ্নদের, তারা এসে দাঁড়ায় শুভ্রব্রতের চারদিকে; বস্ত্র দেখে তারা অস্বস্তি বোধ করে, আবার সুখীও বোধ করে। অনেক বছর তারা বস্ত্র পরে নি; শুধু নিম্নাঙ্গে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় বেঁধে রেখেছে, এখন তাদের সম্পূর্ণ বস্ত্র পরতে হবে, রোদবৃষ্টিতে তাদের যে-শরীর অনাবৃত থেকেছে, তা আবৃত হবে বস্ত্রে। শুভ্রব্রত একটি-একটি করে বস্ত্র তুলে দেয় তাদের হাতে। তারা বস্ত্র পরতে থাকে, এবং চিৎকার ক'রে বলতে থাকে, 'বিধাতা সর্বশক্তিধর, সব স্তব বিধাতার জন্যে, নিশ্চয়ই তিনি ধ্বংস করবেন মহাবেশ্যা রাজগৃহকে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বস্ত্র মানুষকে সুন্দর করে, বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন বস্ত্র। বস্ত্রহীনেরা পশুর সমান।

নগ্নরা বলে, 'আমাদের নগ্ন দেহের কথা ভেবে আমরা লজ্জা পাচ্ছি, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ, তিনি নিশ্চয়ই করুণাময়।

রঞ্জন বলে, 'যুবরাজ, আমি তাহলে যাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি বলো—বিধাতা অনন্য; শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন।'

রঞ্জন বলে, 'আমি পঞ্চদেবীর সেবক, যুবরাজ; আমি দেবীদের ত্যাগ করতে পারবো ব'লে মনে হয় না, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বিব্রত হয়। একবার তরুণের গালে তার একটি চড় মারার ইচ্ছে হয়, আরেকবার মনে হয় বস্ত্রগুলো ফিরিয়ে দিই; কিন্তু শুভ্রব্রত চুপ ক'রে থাকে। তার মনে হয় কে যেনো তাকে বলছে, এটা ক্রোধের কাল নয়, অভিমানের সময়ও নয়; অনেক ক্রোধ আর অভিমান তাকে জয় করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের জন্যে। আবার মনে হয় সে শুনতে পাচ্ছে বিধাতাই বস্ত্র পাঠিয়েছেন; তিনি কার হাতে কী পাঠাবেন, তা কেউ বলতে পারে না। শুভ্রব্রত বিধাতার অপার মহিমা অনুভব করে। সে কি একই দিনে বিধাতার তিনটি আশীর্বাদ লাভ করে নি? বিধাতা কি তার জন্যে অবিশ্বাসীর হাত দিয়ে অন্ন পাঠান নি, পাঠান নি বস্ত্র, এবং বিশ্বাসীকে দিয়ে গ'ড়ে তোলেন নি শাশ্বত পবিত্র গৃহ? শুভ্রব্রতের মনে হয় বিধাতা তার দিকে সব সময়ই তাকিয়ে আছেন, তাকে আশীর্বাদ করছেন।

শুভ্রব্রত নতুন বস্ত্র পরা অনুসারীদের উদ্দেশে বলে, 'এতোকাল নগ্ন ছিলে, আজ থেকে তোমরা আর বস্ত্র ত্যাগ করবে না।'

তারা বলে, 'আপনার নির্দেশ আমরা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মেনে চলবো, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা তিরিশ জন প্রথম সংঘবদ্ধভাবে বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছো, তাই বিধাতার তোমরা বিশেষ প্রিয়। বিধাতা তোমাদের নাম নিজের হাতে লিখে রেখেছেন।'

তারা বলে, 'বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার ধর্মে তোমরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী, বিধাতা তোমাদের দিচ্ছেন এক গৌরবজনক উপাধি।'

তারা বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে, বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের উপাধি হচ্ছে—বিধাতার তিরিশ সৈনিক।'

তারা সমবেত কণ্ঠে বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আদিত্য আমার প্রধান ভক্ত, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস আমার প্রিয় ভক্ত; আর তোমরা বিধাতার তিরিশ সৈনিক, তোমরা বিশেষ সম্মানিত।'

তারা বলে, 'বিধাতা অনন্য; বিধাতা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিধর; আমরা বিধাতার তিরিশ সৈনিক।'

তাদের বস্ত্র দেয়ার পর বহু বস্ত্র উদ্বৃত্ত থেকে যায়; শুভ্রব্রত রঞ্জনকে একবার দেখার জন্যে চারদিকে তাকায়, কিন্তু দেখতে পায় না। শুভ্রব্রত বস্ত্রগুলোকে ভালোভাবে রাখার নির্দেশ দেয়। এমন সময় একটি রাজকীয় শকট এসে থামে গৃহের সামনে। শকট থেকে নেমে আসে পারমিতা; এবং তাকে নামতে দেখে শুভ্রব্রতের অনুসারীরা দূরে স'রে যায়।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমি চ'লে এলাম। আপনার থেকে আমি দূরে থাকতে পারি না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি চ'লে আসোনি, বিধাতাই তোমাকে পাঠিয়েছেন; সব স্তব বিধাতার জন্যে।'

পারমিতা বলে, 'আপনার পাশে থেকে আমি বিধাতার স্তব করতে চাই; যখন দরকার হবে তখন যুদ্ধও করতে চাই।'

চমকে ওঠে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা কি আমাকে দিয়ে যুদ্ধও করাবেন, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'আমার তো তাই ধারণা, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো এমন ধারণা করছো তুমি?'

পারমিতা বলে, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না, হে মনোনীতজন, বিধাতা আগের দেবদেবীদের হটিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন নিজেকে? আগের দেবদেবীরা তো সহজে হটবে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কেনো হটবে না? তারা তো মিথ্যে।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, মিথ্যে সর্বশক্তিধর না হলেও মিথ্যে প্রচণ্ড শক্তিমান। মিথ্যেকে পরাজিত করা অত্যন্ত কঠিন।'

শুভ্রব্রত বিচলিত হয়, এবং জিজ্ঞেস করে, 'তার জন্যে কি যুদ্ধের দরকার হবে?'

পারমিতা বলে, 'দরকার হবে, হে মনোনীতজন। আগের দেবদেবীরা যুদ্ধ ছাড়া পরাজয় স্বীকার করবে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তবে তাই হবে, যুদ্ধকে আমি ভয় করি না। বিধাতার জন্যে যদি রক্তের নদী বহাতে হয় আমি তাই বহাবো, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'তখনও আমি আপনার সঙ্গী থাকবো, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'মানুষ কেনো পরম সত্যকে সহজে বিশ্বাস করে না?'

পারমিতা বলে, 'মানুষ বুঝতে পারে না, হে মনোনীতজন, কোনটি পরম সত্য আর কোনটি চরম মিথ্যে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি রক্তাক্ত ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি; বিধাতা অনন্য।'

পারমিতা বলে, 'আপনাকে তার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে, হে মনোনীতজন; সব স্তব বিধাতার জন্যে।'

শুভ্রব্রত কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে, কঠিন তাকে হ'তেই হবে, এবং অনুভব করে সে কঠিন হয়ে উঠছে। চোখ বন্ধ করলেই সে রক্তের দৃশ্য দেখতে পায়, তার খারাপ লাগে না। তিন দিন সে বিশেষ কোনো কথা বলে না; শুধু বিধাতার গৃহের নির্মাণ দেখে, গৃহ নির্মাণের সময় একটি-দুটি নির্দেশ দেয়, এবং গৃহের মধ্যস্থলে ব'সে চোখ বন্ধ ক'রে ধ্যান করতে করতে রক্তের নদী দেখে। রক্ত দেখতে তার খারাপ লাগে না; কেননা এ-রক্ত বিধাতার জন্যে। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে-দিন বিধাতার মহারাজ্য স্থাপিত হবে, এ গৃহই হবে কেন্দ্র, এখান থেকেই বিধাতা পরিচালনা করবেন মহারাজ্য। বটের নিচে একটি বিশাল পাথরখণ্ড প'ড়ে ছিলো; শুভ্রব্রত আদিত্যের কাছে জানতে চায় পাথরটি কী? আদিত্য জানায় পাথরটি বহু কাল আগে পড়েছে মহাকাশ থেকে, এটিকে পুজো করে বিক্রমপল্লীর মানুষেরা, এটা পবিত্র প্রস্তর। শুভ্রব্রত পাথরটিকে চুমো খায়, বলে বিধাতা এটি বহুকাল আগে পাঠিয়েছেন স্বর্গ থেকে, তিনি আগেই জানতেন তাঁর মনোনীতজন একদিন এখানে তাঁর জন্যে গৃহ নির্মাণ করবেন, সেই গৃহ পবিত্র হবে এ পাথরের উপস্থিতিতে। শুভ্রব্রত পাথরটিকে গৃহের মধ্যস্থলে স্থাপন করতে নির্দেশ দেয়, সবাই গোলাকার পাথরটি গড়িয়ে এনে বিধাতাগৃহের মধ্যস্থলে স্থাপন করে। চতুর্থ দিন শুভ্রব্রত বিধাতাগৃহের মধ্যকক্ষে ব'সে কথা বলছিলো অনুসারীদের সঙ্গে, হঠাৎ সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে, এবং চারদিকে কোলাহল শুরু হয়। পারমিতা সবাইকে ডেকে বলে কোলাহল করার কোনো দরকার নেই; এ-মূর্ছা ভয়ের নয়, এ মূর্ছা আনন্দের, বিধাতা যখন মনোনীতজনের কাছে কোনো বাণী পৌঁছে দেন, তাঁর মনোনীতজন যেহেতু মানুষ, তাই তাঁর পক্ষে অনেক সময় বিধাতার বাণীর অপার অগ্নি সহ্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এ-মূর্ছা বিধাতার সঙ্গে সম্পর্কের মূর্ছা, বাণীলাভের মূর্ছা, এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। পারমিতা অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে বলে কক্ষের

সমস্ত দরোজাজানালা বন্ধ ক'রে দিতে, আদিত্যকে কক্ষ পাহারা দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করে; এবং অন্যদের গৃহনির্মাণ শেষ করার জন্যে আদেশ দেয়। সে একা থাকে কক্ষের ভেতরে শুভ্রব্রতকে নিয়ে। পারমিতা জানে কীভাবে পরিচর্যা করলে শুভ্রব্রত জ্ঞান ফিরে পায়। তার পরিচর্যায় শুভ্রব্রতের জ্ঞান ফিরতে বেশি দেরি হয় না।

পারমিতা বলে, 'বিধাতার সাথে আপনার সম্পর্ক দেখে সবাই আনন্দিত।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম?'

পারমিতা বলে, 'না, হে মনোনীতজন। বিধাতা আপনাকে বাণী দেবেন ব'লে আপনি গগনে গগনে বিহার করছিলেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, তাইতো, আমি গগনে গগনে অপূর্ব আলোকে বিহার করছিলাম। বিধাতার বাণী লাভ করছিলাম। সব স্তব বিধাতার জন্যে।'

পারমিতা সবাইকে ডাকে; এবং শুনতে বলে বিধাতা কি বাণী দিয়েছেন তাঁর মনোনীতজনকে। সবাই চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি কি প্রকাশ করবেন কী বাণী আপনাকে দান করেছেন বিধাতা; তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর?'

শুভ্রব্রত বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

সবাই বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, বিধাতা বলেন, বিক্রমপল্লীর মানুষ, বিশ্বাস করো, বিশ্বাসের থেকে মূল্যবান কিছু নেই। যারা বিশ্বাস করে না, তারা ধ্বংস হয়। বিধাতা অনন্য বিধাতা সর্বশক্তিধর। যারা বিধাতায় বিশ্বাস করে, তারা সত্যের পথে আছে, যারা বিশ্বাস করে না, তারা মিথ্যার সন্তান। অবশ্যই আমি পরাজিত করবো সব মিথ্যাকে, আমি সর্বশক্তিধর।'

পারমিতা বলে, 'বলুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'মিথ্যাকে আর গ্রহণ কোরো না, গ্রহণ করো সত্যকে, আমি সত্য। দেবদেবীরা মূর্তিমাত্র; তাদের কোনো শক্তি নেই। সব মিথ্যা ধ্বংস হবে, মূর্তির একটি টুকরোও থাকবে না। অবিশ্বাসীরা হাহাকার গগন পূর্ণ করবে, তখন সময় থাকবে না।'

পারমিতা বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে।'

সবাই বলে, সব স্তব বিধাতার জন্যে; বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিশ্বাসীরা, পাহাড় উঠবে তোমাদের সামনে, অগ্নি উদগীরণ শুরু করবে অগ্নিগিরি তোমাদের জন্য পাহাড়কে সমতল ভূমিতে পরিণত করবো; লাভাস্রোতকে পরিণত করবো ঝরনাধারায়। বিশ্বাসীরা, তোমাদের সামনে মরুভূমি প্রসারিত হবে, আমি মরুভূমিকে পরিণত করবো শস্যশামল ধান্যক্ষেত্রে; তোমাদের পথের প্রতিটি কণ্টককে পরিণত করবো সুগন্ধী কুসুমে।'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অবিশ্বাসীদের পথকে করবো দুর্গম দুরূহ। তাদের পথের ফুলকে পরিণত করবো বিষাক্ত কণ্টকে, সমতল ভূমিকে পরিণত করবো দুর্গম পাহাড়ে, তাদের

পিপাসার্ত অঞ্জলি অগ্রসর হলে ঝরনা নিঃশেষিত হবে, নদী জলহীন হবে। নিশ্চয়ই আমি যা বলি, তা সম্পূর্ণ সত্য।'

সবাই বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'রক্তের প্লাবন দেখা দেবে তোমাদের সামনে; রক্তের প্লাবন দেখেও তোমরা ভয় পাবে না; বিশ্বাসীদের ওপর আমি করবো আশীর্বাদ, যা তোমরা কেউ কল্পনাও করতে পারো না।'

সবাই বলে, 'হে বিধাতা, পরম বিধাতা।

শুভ্রব্রত বলে, 'এই গৃহ বিধাতাগৃহ, এর প্রতিটি ধুলোকণা পবিত্র।'

সবাই বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তিনি দেখতে চান সপ্তম দিবসের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বিধাতার গৃহের নির্মাণ।'

অনুসারীরা বলে, 'বিধাতার আশীর্বাদে অবশ্যই সম্পন্ন হবে, হে মনোনীতজন।'

রাজা নম্রব্রত কয়েকবার প্রধান অমাত্যকে পাঠিয়েছে শুভ্রব্রতকে ফিরিয়ে নিতে; শুভ্রব্রত জানিয়ে দিয়েছে সে আর প্রাসাদে ফিরবে না, সে আর যুবরাজ নয়, প্রাসাদ তার জন্যে নয়, তার জন্যে বিধাতা সোনার প্রাসাদ তৈরি করেছে। রাজ্যের কথাও বলেছে প্রধান অমাত্য; শুভ্রব্রত জানিয়েছে রাজ্য তার কাছে তুচ্ছ, সে কোনো মানুষের কাছে থেকে তুচ্ছ রাজ্য পেতে চায় না; সে মহারাজ্য পাবে বিধাতার কাছ থেকে, সে প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার মহারাজ্য। বিক্রমপল্লীর অধিবাসীরা পরস্পরের সাথে দেখা হলেই একই কথা বারবার বলছে যে, যুবরাজ শুভ্রব্রত রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এসেছেন, তিনি রাজা হবেন না; এতে তারা বিশেষ উত্তেজিত বোধ করবে না; কিন্তু তারা উত্তেজিত বোধ করেছে যে যুবরাজ এক নতুন অদ্ভুত দেবতার কথা বলছেন, যার থেকে শক্তিমান না কি আর কেউ নেই। গৃহস্থদের অনেকেই ভয় পেতে শুরু করেছে, নিজেদের দেবদেবীর মুখের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকছে, শক্তির প্রকাশ খুঁজছে তাদের চোখেমুখে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না; আবার কেউ কেউ উৎসাহী হয়ে উঠেছে নতুন শক্তি দেবতার কথা ভেবে। বৃদ্ধরা বলছে নতুন দেবতা দেখা দেয়া খুবই অশুভ, তাতে স্বর্গে অশান্তি আর রাজ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়, তাতে রাজ্যের পর রাজ্য অনেক সময় ধ্বংস হয়ে যায়; তারা খুব আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। তারা আরো শুনছে যুবরাজের দেবতা যুবরাজের সাথে সরাসরি কথা বলে, যুবরাজ তখন মূর্ছিত হয়ে পড়েন; তারা ভয় পাচ্ছে, কেননা তাদের দেবতা আর দেবীরা তাদের সাথে কখনো কথা বলে না। তারা দেবদেবীদের পুজো করে, নিজেদের প্রার্থনা জানায় তাদের কাছে; দেবদেবীরা কখনো সাড়া দেয় না, তারাও সাড়া চায় না; তারা শুধু তাদের প্রার্থনা গিয়ে দেবদেবীর কাছে পৌঁছুক। তাদের প্রার্থনা পৌঁছোলে দেবদেবীরা বিবেচনা মতো কল্যাণ করবে তাদের, তারা কখনো চায় না তাদের দেবদেবীরা তাদের সাথে কথা বলুক। শুধু তারা কেনো, তাদের দেবদেবীরা পুরোহিতদের সাথেও কখনো কথা বলে না। তাদের অনেকেই পুরোহিতদের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছে তাদের দেবদেবীরা কখনো পুরোহিতদের সাথে কথা বলতো কি না। পুরোহিতরা তাদের বলেছে দেবদেবীরা কখনো মর্ত্যের সামান্য মানুষের সাথে কথা

বলে নি, কখনো বলে না। তাহলে যুবরাজের দেবতাটি কী? স্বর্গে কি কোনো নতুন দেবতার উৎপত্তি হয়েছে, যে আগের রীতিনীতি অস্বীকার ক'রে প্রত্যক্ষ কথা বলছে মানুষের সাথে? তারা খুব ভয় পায়। তারা অনেক দেবদেবীর পুজো করে, তাদের দেবদেবীরা একে অন্যের সাথে কলহ করে না; কিন্তু তারা শুনেছে যুবরাজের দেবতা বলছে এই দেবদেবীরা মিথ্যে, এদের ধ্বংস করতে হবে। তারা শুনেছে যুবরাজের দেবতা ভেঙে ফেলতে চায় দেবদেবীর মূর্তি, একটি টুকরোও রাখতে চায় না। তারা অত্যন্ত ভয় পায়। তারা শুনেছে তাদের দেবতারা অজস্র কাল আগে যুদ্ধবিগ্রহ করতো, তবে এখন আর করে না, তারা একে অন্যকে হটাতে চায় না। তাদের দেবতারা মূর্তির মতোই নীরব নিশ্চল নিরুপদ্রব।

বিক্রমপল্লীর পুরোহিতেরা ভয় পায় সবচেয়ে বেশি। অধিকাংশ পুরোহিত যুবরাজের অদ্ভুত দেবতাকে হেসেই উড়িয়ে দেয় প্রথমে, তারা বলে আর কোনো নতুন দেবতা নেই, নতুন দেবতা আসতে পারে না, স্বর্গে আর কোনো দেবতার জন্ম হচ্ছে না, যারা আছে তারাই শেষ দেবতা ওটা যুবরাজের পাগলামো; কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি প্রাসাদে ফিরে যাবেন, কামিনীদের ছেড়ে বটগাছের নিচে থাকতে ভালো লাগবে না। বিক্রমপল্লীর প্রধান পুরোহিত, প্রভুযজ্ঞ, যুবরাজের হিংস্র অদ্ভুত নতুন দেবতার কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে যায়। প্রভুযজ্ঞ প্রবীণ তার সব কিছুই শুভ্র, তার চুল, ত্বক, আর হাসি সবই শুভ্র, তার গাম্ভীর্য আর বাক্যালাপও শুভ্র। তাকে যারা সংবাদটি দেয়, তারা প্রধান পুরোহিতের নিশ্চুপতা দেখে ভয় পায়; তারা বহু বছর ধরে প্রধান পুরোহিতের হাসি আর নিশ্চুপতা দেখে আসছে, কিন্তু এমন ভীতিকর নিশ্চুপতা দেখে নি; তাই তারা তার সামনে থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। প্রধান পুরোহিত কারো সাথে এ বিষয়ে আর কথা বলে না; সে এক সহকারীকে পাঠায় নগরমধ্যস্থ বিপণিকেন্দ্রের বটগাছের নিচে কী ঘটছে দেখে আসার জন্যে; এবং তিন দিন ধরে ওই সহকারী সব কিছু দেখে এসে যে-বিবরণ দেয়, তাতে প্রধান পুরোহিত আরো নিশ্চুপ হয়ে যায়। সে কারো সাথে কোনো কথা বলে না। সে বিক্রমপল্লীর পাঁচজন জ্যেষ্ঠ পুরোহিতকে তার সাথে সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করার জন্যে অনুরোধ জানায়। তাদের মধ্যে চারজন প্রবীণ, একজন—আনন্দযজ্ঞ—তরুণ। পুরোহিতেরা ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়।

প্রভুযজ্ঞ জিজ্ঞেস করে, 'সম্প্রতি আপনাদের মনে কি কোনো ভয় জেগেছে?'

চারজন প্রবীণ পুরোহিতই নির্বোধের মতো হেসে ওঠে। প্রভুযজ্ঞ তাদের হাসি শুনে আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে।

তারা বলে, না ভয়ের কোনো কারণ ঘটে নি; আমাদের মনে কোনো ভয় নেই। আপনি কেনো ভয়ের কথা বলছেন, প্রভুযজ্ঞ?'

তারা নির্বোধ শিশুর মতো হাসে; হেসে সুখী বোধ করে। আনন্দযজ্ঞ বুড়োদের নির্বুদ্ধিতায় করুণা বোধ করে।

আনন্দযজ্ঞ গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি উদ্বিগ্ন, হে সম্মানিত শ্রদ্ধেয় পুরোহিত।

তার কণ্ঠস্বর শুনে চার প্রবীণ ভয় পেয়ে হাসি বন্ধ করে।

প্রভুযজ্ঞ জিজ্ঞেস করে, 'তুমি উদ্বিগ্ন কেনো, আনন্দযজ্ঞ?'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'যুবরাজের কার্যকলাপ আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে।'

প্রবীণরা আবার হেসে ওঠে; এবং বলে, 'ওই সব অর্বাচীন পাগলের কাজ, রাজপুত্রের অচিরস্থায়ী উন্মত্ততা।'

প্রভুযজ্ঞ বলে, 'কিন্তু আমিও আনন্দযজ্ঞের মতো উদ্বিগ্ন, বন্ধুগণ।'

প্রবীণ পুরোহিতেরা ভয় পেয়ে একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে; কেনো আপনি উদ্বিগ্ন, প্রভুযজ্ঞ?'

প্রভুযজ্ঞ বলে, 'আনন্দযজ্ঞ তরুণ, তবে প্রবীণদের থেকেও জ্ঞানী; সে-ই বলুক কেনো সে উদ্বিগ্ন; এবং সে আনন্দযজ্ঞকে সম্বোধন করে বলে, 'আনন্দ, তুমি বলো তোমার উদ্বেগের কী কারণ?'

প্রবীণ পুরোহিতেরা শ্রদ্ধাভরে তাকায় আনন্দযজ্ঞের দিকে; তারা আশা করে আনন্দ এমন কিছু বলবে, যাতে তাদের উদ্বেগ কেটে যাবে; কিন্তু তারা ভয় পায় যে আনন্দ তাদের আরো উদ্বিগ্ন ক'রে তুলবে।

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'যুবরাজ মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করবেন বলে আমার সন্দেহ হয়।'

প্রবীণরা আর্তনাদ করে, 'কেনো? কেনো বিপর্যয় সৃষ্টি করবেন?'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'যুবরাজ যে-দেবতার কথা বলছেন, তা আমার পাগলামো ব'ল মনে হয় না। তিনি এক হিংস্র দেবতার কথা বলেছেন, তার হিংস্রতায় রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।'

প্রবীণ পুরোহিতেরা বলে, 'আমাদের বুঝিয়ে বলো, আনন্দ। আমরা অত্যন্ত ভয় পাচ্ছি।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'প্রপিতামহক্রমে আমরা বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো করি, আমাদের দেবদেবীরা অনাদিকালের; সহস্রবর্ষে আমরা কোনো দেবদেবীর কথা শুনি নি। যুবরাজই প্রথম এক নতুন দেবতার কথা বলছেন।'

প্রভুযজ্ঞ বলে, 'নতুন আর কোনো দেবদেবীর আবির্ভাবের কথা আমরা কোনো গ্রন্থে পাই নি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, যুবরাজ এক অদ্ভুত অর্বাচীন দেবতার কথা বলছেন; তিনি বলছেন তার দেবতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর তিনি ওই দেবতার মনোনীতজন; তিনি বলেছেন তার দেবতা ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই। আমরা কখনো দেবতাদের মনোনীতজনের কথা শুনি নি। আমি বুঝেছি যে যুবরাজের দেবতা হিংস্র, সে আর কোনো দেবদেবীকে সহ্য করবে না।'

প্রবীণ পুরোহিতেরা আর্তনাদ করে ওঠে, তার দেবতা কি ধ্বংস ক'রে দেবে। আমাদের দেবদেবীদের?'

প্রভুজ্ঞ বলে, 'যুবরাজের দেবতা ধ্বংসের দেবতা, তার দেবতা আর কোনো দেবতা সহ্য করে না।'

প্রবীণরা বলে, 'দেবতার এমন আচরণ তো দেবসুলভ নয়।

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আমরা জানি না আমাদের দেবতারা কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা পুরুষানুক্রমে তাঁদের পুজো ক'রে আসছি। তাঁরা কখনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন না। আমাদের দেবদেবীরা তাঁদের মূর্তির মতোই নম্র। কিন্তু যুবরাজের দেবতা হিংস্র, তাঁর দেবতা একটি, তাঁর দেবতা অন্য কোনো দেবদেবী স্বীকার করে না। যুবরাজ আমাদের সব দেবদেবীকে ধ্বংস ক'রে দেবেন, বিক্রমপল্লীতে যুবরাজের দেবতা ছাড়া আর কোনো দেবদেবী থাকবে না।'

প্রবীণ পুরোহিতেরা হাহাকার করে ওঠে, 'তাহলে আমাদের জীবিকা কী হবে, আমাদের ধর্ম কী হবে? আমাদের সন্তানদের জীবিকা কী হবে, আমাদের সন্তানদের ধর্ম কী হবে?'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'যুবরাজ আমাদের বাধ্য করবেন তার ধর্ম গ্রহণ করতে। আমাদের সন্তানরাও বাধ্য হবে যুবরাজের ধর্ম গ্রহণ করতে।'

প্রবীণেরা চিৎকার ক'রে দাঁড়িয়ে যায়, 'না, তা কখনো হয় না; প্রপিতামহক্রমে প্রাপ্ত অনাদি ধর্ম আমরা ত্যাগ করতে পারি না। আমরা পুরোহিত, আমরাই যদি অনাদি ধর্ম ছেড়ে দিই তাহলে সাধারণ মানুষেরা কী করবে?'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'যুবরাজ সাধারণ মানুষদেরই আগে দীক্ষিত করবেন নিজের ধর্মে; এবং সাধারণ মানুষেরা আমাদের বাধ্য করবে যুবরাজের ধর্ম গ্রহণ করতে। আমাদের ধর্ম বিপন্ন; দেবদেবীরা বিপন্ন।'

প্রবীণেরা চিৎকার করে ওঠে, 'না, না, না, তা হয় না; প্রাণ থাকতে তা হয় না।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আমি এজন্যেই উদ্বিগ্ন।'

প্রভুযজ্ঞ বলে, 'আমিও উদ্বিগ্ন এজন্যেই।'

প্রবীণেরা বলে, 'আমরা এখন শুধু উদ্বিগ্ন নই, আমরা ভীত।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আমার একটি কথা আছে।'

প্রভুযজ্ঞ বলে, 'আনন্দ, তোমার কথা বলো।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'যুবরাজের ধর্মকে প্রতিরোধ করতে হবে, নইলে আমাদের ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

প্রভুযজ্ঞ বলে, 'প্রতিরোধ করতে গেলে বিপর্যয় দেখা দেবে, আর প্রতিরোধ না করলে মহাবিপর্যয়।'

প্রবীণেরা বলে, 'কিন্তু বিপর্যয়কে ভয় পেলে চলবে না; আমাদের ধর্মই যদি না থাকে তাহলে বেঁচে থেকে কী প্রয়োজন?'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আমরা যে দেবদেবীদের পুজো করি তারা হিংস্র নন, তাঁরা অন্য দেবদেবীদের ধ্বংস করতে বলেন না, তাই আমাদের ধর্মের লোকেরাও হিংস্র নয়। যুবরাজের ধর্মের ভক্তরা হিংস্র হবে, কেননা তাঁর দেবতা বলে বিধাতা অনন্য, আর কোনো দেবতা নেই।'

প্রভুযজ্ঞ বলে, 'হিংস্রতাই চিরকাল জয়লাভ করে।'

প্রবীণেরা বলে, 'আজ থেকে আমাদের আর নিদ্রা আসবে না। আমরা বৃদ্ধ, আমরা কিছু করতে পারবো না, আনন্দ, তুমি দেবদেবীদের রক্ষা করো।'

বিধাতাগৃহ নির্মাণ শেষ হ'লে গৃহের দিকে তাকিয়ে শুভ্রব্রতের প্রাণ ভ'রে যায়; তার মনে হয় বিধাতার আশীর্বাদ ছাড়া এ-গৃহ নির্মিত হতো না; বিধাতাই তাকে নিজ হাতে নির্মাণ করে দিয়েছেন এ-গৃহ। সে বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর তীব্র আবেগ বোধ করে; এবং অষ্টম দিনে আয়োজন করে বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠান। তার মনে হয় বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় বিধাতার নামে পশু উৎসর্গ করা। শুধু তার মনে হয় না, সে অনেকটা শুনতে পায় বিধাতা তাকে পশু উৎসর্গ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। শুভ্রব্রত আদিত্যকে নির্দেশ দেয় তিন শ্রেণীর পশু—বৃষ, ছাগ, ও মেষ—বিধাতার নামে উৎসর্গ করতে; শুভ্রব্রতের মনে হয় বিধাতার শস্যের থেকে মাংস বেশি পছন্দ, এবং কৃষকের থেকে বেশি প্রিয় শিকারী। আদিত্য পশুসংগ্রহ করে, শুভ্রব্রত সেগুলো উৎসর্গ করে বিধাতার নামে; এবং দুপুরে একটি ভোজ আয়োজিত হয়। ভোজের পর শুরু হয় বিধাতাকে ধন্যবাদ দান ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ভোজে শুভ্রব্রতের নির্দেশে আদিত্য নিমন্ত্রণ জানায় বিক্রমপল্লীবাসীদের, তাদের অধিকাংশ দূরে থাকে ভোজ থেকে, কিন্তু শতাধিক দরিদ্র ভোজে উপস্থিত হয়। এমন ভোজ কখনো বিক্রমপল্লীতে হয় নি; বিশেষ ক'রে দরিদ্ররা কখনো বিচিত্র পশুর মাংস খায় নি; এই প্রথম তারা বৃষ, ছাগ ও মেষের মাংস খাওয়ার স্বাদ পায়, এবং কৃতজ্ঞতা জানায় শুভ্রব্রতকে। শুভ্রব্রত তাদের বলে কোনো কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসাই তার প্রাপ্য নয়, সব কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রাপ্য বিধাতার, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, যিনি নির্মাণ করেছেন পবিত্র গৃহ। ভোজের পর বিধাতাগৃহের ভেতরে ধন্যবাদ দানের অনুষ্ঠান শুরু হয়; তাতে অংশ নেয় শুভ্রব্রত, তার প্রধান ভক্ত আদিত্য, তার প্রিয় ভক্ত অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, তার অনুসারী বিধাতার তিরিশ সৈনিক, এবং বিক্রমপল্লীর শতাধিক দরিদ্র। পারমিতাকে সবার সামনে দেখা দেয়ার অনুমতি দেয় না শুভ্রব্রত, কেননা বিধাতা তা পছন্দ করেন না; শুভ্রব্রত বিধাতাগৃহে তার জন্যে একটি কক্ষ তৈরি করিয়েছে, পারমিতা সে কক্ষে থেকে অংশ নেয়, বিধাতার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনে। প্রথমে শুভ্রব্রত দরিদ্রদের দীক্ষিত করে বিধাতার ধর্মে; দরিদ্ররা আনন্দের সাথে গ্রহণ করে বিধাতার ধর্ম; তারা বলে তারা সারাজীবন দেবদেবীর পুজো করে এসেছে, কিন্তু কোনো দেবদেবী তাদের মুখে এক টুকরো মাংস তুলে দেয় নি, এমনকি অধিকাংশ দিন অন্নও দেয় নি। তারা ঘোষণা করে তাদের দেবদেবী মিথ্যে; তারা উচ্চকণ্ঠে বলে ওই দেবদেবীদের তারা ঘেন্না করে। তাদের দীক্ষিত করার পর শুভ্রব্রত তাদের বস্ত্র দান করে, বস্ত্রের সুগন্ধে তাদের আত্মা ভ'রে যায়; নতুন বস্ত্র প'রে তারা বিধাতার স্তবে মুখর হয়ে ওঠে। শুভ্রব্রত তাদের উপাধি দেয় 'বিধাতার অটল দাস।' তারা শপথ করে তারা এ-উপাধির সমস্ত মর্যাদা রক্ষা করবে; এতো দিন তারা অনেকটা নামপরিচয়হীন পশুরূপেই জীবনধারণ করছিলো, এই প্রথম তারা মানুষের মর্যাদা পেলো; এবং বিধাতার দাসরূপে কর্তব্যপালনে তাদের অটলতা কখনো বিচলিত হবে না।

শুভ্রব্রত বিধাতার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে; তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে শ্লোকের পর শ্লোক। তার শ্লোকগুলো স্তব ও ঘৃণার, আশীর্বাদ ও অভিশাপের, উল্লাস ও ত্রাসের। সে অভিশাপ বর্ষণ করে দেবদেবীপুজোরীদের ওপর, ঘৃণা করতে থাকে দেবদেবীদের। সে বারবার বলে বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর, বিধাতা ছাড়া আর কারো স্তব প্রাপ্য নয়; যে-সব দেবদেবীকে পুজো করে বিক্রমপল্লীবাসীরা তারা মিথ্যে, তারা মূর্তিমাত্র, বিধাতার ক্রোধে তারা টুকরো টুকরো হয়ে ছাইয়ে পরিণত হবে, তাদের পুজোরীরা ব্যবহৃত হবে নরকের খড়রূপে। বিধাতার অটল দাসেরা শুভ্রব্রতের কথা শুনে প্রথমে ভীত, এবং পরে উল্লাস বোধ করে। তাদের মধ্যে দুজন, পঙ্কজ ও হীনযান, দৌড়ে বেরিয়ে যায়, বাড়ি গিয়ে কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে আসে, বিধাতাগৃহের সামনে সেগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। সবাই ওই আগুনের দিকে তাকিয়ে বিধাতার লেলিহান ক্রোধ দেখে শান্তি পায়; শুভ্রব্রত পঙ্কজ ও হীনযানকে উপাধি দেয় 'বিশ্বাসের অগ্নি।' শুভ্রব্রত বলে, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দেরি নেই, হাতের পাঁচ আঙুলের খুবই সামনে বিধাতার মহারাজ্য; কেননা তাদের মধ্যে আছে আদিত্যের মতো বীর, বিধাতার তিরিশ সৈনিকের মতো যোদ্ধা, আর পঙ্কজ ও হীনযানের মতো অটল বিশ্বাসের অগ্নি। শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা বিশ্বাসীদের দেবেন অপরিমেয় মণিমাণিক্য, আনিতম্বলম্বিত কেশ, গৌর গণ্ড, ও কদলিতরুতুল্য উরু আর পীনোন্নত স্তনসম্পন্ন চিরযৌবনা চিরকুমারী নারী, এবং সোনার প্রাসাদ। বিধাতার সম্পদের কোনো শেষ নেই, বিধাতা ভক্তদের দান করেন অকৃপণভাবে। শুভ্রব্রতের নারীবিষয়ক কথায় সবাই উত্তেজিত বোধ করে, তারা অনেক দিন নারী সম্ভোগ করে নি। আদিত্য চঞ্চল হয়ে ওঠে; পত্নীদের ছেড়ে সাত দিন ধ'রে সে দূরে আছে; বিধাতার তিরিশ সৈনিকেরা নগ্ন হওয়ার পর কখনো নারী সম্ভোগ করে নি; আর বিধাতার অটল দাসেরা নারী সম্ভোগ ক'রে কখনো তৃপ্তি পায় নি, তাদের নারীদের শুকনো হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। শুভ্রব্রত বলে সে রক্ত দেখতে পাচ্ছে, রক্ত ছাড়া বিধাতার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে না; সবাইকে তৈরি হতে হবে রক্তের জন্যে।

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের পর অনুসারীদের নিয়ে নগর প্রদক্ষিণে বেরোয় শুভ্রব্রত; এর নাম দেয় 'জয়যাত্রা'। সে বলে তারা জয় করতে বেরোচ্ছে বিক্রমপল্লী ও সমগ্র জগৎ, এবং তারা যেহেতু বেরোচ্ছে, তাই তাদের জয় অনিবার্য, কেননা বিধাতা রয়েছেন তাদের সঙ্গে। তারা সবাই উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে বিধাতার নাম; বলতে থাকে বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তিনি ধ্বংস করবেন সমস্ত মূর্তি; এবং বিপণিকেন্দ্রের চৌরাস্তায় এসে শুভ্রব্রত সকলকে উদ্দেশ ক'রে ভাষণ দেয়। তার ভাষণ শোনার জন্য জনতা জড়ো হয়; যুবরাজকে একবার দেখার ইচ্ছে যাদের অনেক দিন ধরেই ছিলো; কিন্তু সুযোগ হয় নি, তারাই ভিড় করে বেশি। শুভ্রব্রত বলে, অন্ধকার যুগ শেষ হয়ে গেছে, আলোর যুগ এসেছে, আলোর যুগে বিধাতাই একমাত্র বিধাতা। সে বলে, বিক্রমপল্লীবাসীরা তোমরা আমার দিকে কান ফেরাও, তোমরা বধির হয়ে থেকো না, আমার দিকে তোমরা চোখ ফেরাও, তোমরা অন্ধ হয়ে থেকো না, তোমরা মিথ্যে

দেবদেবীর দিকে নত কোরো না তোমাদের মাথা, তাদের উদ্দেশে উৎসর্গ কোরো না অন্ন ও মাংস; তোমাদের দেবদেবীরা বিধাতার ক্রোধে ছাই হয়ে যাবে, তোমরাও পরিণত হবে ভস্মে; স্বীকার করো যে বিধাতা অনন্য, শুভ্রব্রত মনোনীতজন। বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বিধাতা আমাকে মনোনীত করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ কোরো না, বিধাতা নিশ্চিহ্ন করবেন সন্দেহকারীকে; তোমরা সবাই তোমাদের গৃহের মূর্তির শেষ টুকরোটিকে বালুকণায় পরিণত করো, এবং গৃহ তৈরি করো বিধাতার ছায়ায়। বিধাতা এক, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি সৃষ্টি করেছেন জলস্থলঅন্তরীক্ষ; তিনি প্রাণীর বুকে দিয়েছেন নিশ্বাস, রস প্রবাহিত করেছেন উদ্ভিদের শেকড়ে; তিনি পুষ্পকে রঙিন আর পাতাকে সবুজ করেছেন। তিনি সুস্বাদু করেছেন অন্নকে, মানুষকে দিয়েছেন আত্মা তিনি বিষাক্ত করেছেন গরলকে আর মধুর করেছেন আম্রফলকে। বিধাতা সবাইকে আশ্রয় দেবেন, এবং কখনো ক্ষমা করবেন না অবিশ্বাসীকে; তোমরা বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করো, স্বর্গের পথ খুঁজে নাও; কেননা স্বর্গই চিরস্থায়ী।

জনতা মুগ্ধ হয়ে তার কথা শোনে। তারা এমন কথা কখনো শোনে নি এবং প্রথমে বুঝতে পারে না কী শুনছে; যখন বুঝতে পারে তখন ভয় পায়। কেউ কেউ দৌড়ে স্থান ত্যাগ করে, ক্রুদ্ধ হয় অনেকে, কেউ কেউ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। যুবরাজের বিরুদ্ধে কিছু কি বলা যায়? যুবরাজ একদিন রাজা হবেন, তাঁরই কাজ তাদের ধর্ম রক্ষা করা, তবে যুবরাজ কেনো তাদের দেবদেবীকে ঘৃণা করছেন, এক নতুন দেবতার স্তব করছেন? তাদের কেনো তিনি নতুন ধর্মে দীক্ষিত হ'তে বলছেন? তারা এখন কী করবে? আসলেই কি সত্য নয় তাদের দেবদেবীরা? সত্যই কি ছাইয়ে পরিণত হবে তাদের দেবদেবীরা? ভয়, বিচলন, ক্রোধে সমগ্র জনতা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

এক তরুণ, সত্যজিৎ, অনেকক্ষণ ধ'রেই উত্তেজিত বোধ করছিলো, তার বুকে এসে জড়ো হচ্ছিলো নানা প্রশ্ন, কিন্তু বলতে গিয়ে আটকে যাচ্ছিলো।

সে হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে, 'যুবরাজ, আপনি নাস্তিক; বলুন আপনি নাস্তিক কি না?'

শুভ্রব্রত থমকে যায়, এবং বিচলিত বোধ করে কিন্তু অল্প পরেই স্থিরতা ফিরে পায়।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কী নাম, যুবক?'

সত্যজিৎ বলে, 'সত্যজিৎ।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কী জানতে চাচ্ছো বলো।'

সত্যজিৎ বলে, 'আমার মনে হয় আপনি নাস্তিক, আমি জানতে চাই আপনি নাস্তিক কি না?'

শুভ্রব্রত বলে, 'নাস্তিক? আমি নাস্তিক নই, আমি বিধাতায় বিশ্বাস করি।'

সত্যজিৎ বলে, 'কিন্তু আপনি আপনার পিতার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তাই আপনি ধর্মত্যাগী, ও নাস্তিক।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার পিতার ধর্ম মিথ্যে, ওই দেবদেবীরা মিথ্যে।'

সত্যজিৎ বলে, 'আপনার বিধাতা যে সত্য তা আমরা বুঝবো কী ক'রে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা বলেছেন তিনি সত্য, তাই তিনি সত্য।'

সত্যজিৎ হেসে ওঠে, তা দেখে শুভ্রব্রত বিব্রত হয়।

সত্যজিৎ বলে, 'যুবরাজ, আপনি বিধাতার কথা দিয়ে বিধাতাকে প্রমাণ করতে পারেন না। আপনার যুক্তি অত্যন্ত অযৌক্তিক। আমাদের দেবদেবীরাও বলেছেন আমরা সত্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা তোমার মাথা বজ্রপাতে ধ্বংস করবেন; নিশ্চয়ই বিধাতা অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করেন না।'

সত্যজিৎ আবার হেসে ওঠে; এবং বলে, 'আমার অধ্যাপক অগ্নিকুমার আমাকে শিখিয়েছেন আমাদের দেবদেবী আর আপনার বিধাতা একই জিনিশ, একই রকম মিথ্যে। আমাদের দেবদেবীরা বজ্রপাত করতে পারেন না, আপনার বিধাতাও বজ্রপাত করে আমার মাথা ধ্বংস করতে পারেন না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি ধ্বংস হও, এবং ধ্বংস হোক তোমার অধ্যাপক।'

ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ চিৎকার ক'রে ওঠে, 'যুবরাজ আপনি অভিশাপ না দিয়ে উত্তর দিন; আপনি উত্তর দিতে পারছেন না ব'লেই অভিশাপ দিচ্ছেন।

শুভ্রব্রত বিব্রত হয়; এমন সময় তিনচারজন লোক এগিয়ে এসে চুমো খায় শুভ্রব্রতের পায়ে।

শুভ্রব্রত তাদের ধ'রে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি মানুষ, আমার পায়ে কখনো তোমরা চুমো খাবে না; চুমো খাবে বিধাতার পায়ে।'

তারা বলে, 'আমরা বিক্রমপল্লীর দরিদ্র জেলে, আমাদের যন্ত্রণার শেষ নেই; আমরা বিশ্বাস আনতে চাই বিধাতার ওপর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য।'

তারা বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রতের অনুসারীরা মুখর হয়ে ওঠে বিধাতার স্তবে; তারা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে বিধাতার নাম।

শুভ্রব্রত বলে, 'এই বিশ্বাসীদের আমি উপাধি দিলাম 'বিশ্বাসের চন্দ্র; এদের জ্যোতিতে আলোকিত হবে বিক্রমপল্লী।'

শুভ্রব্রত তাদের বস্ত্র দেয়, তারা নতুন বস্ত্র পরে ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে।

শুভ্রব্রত ভাষণ শেষ ক'রে অনুসারীদের নিয়ে যাত্রা করে বিধাতাগৃহের দিকে। তারা উচ্চকণ্ঠে বলে বিধাতার জয়যাত্রা শুরু হলো, জয় বিধাতার জয়, কেউ আর তা রোধ করতে পারবে না; কোনো শক্তি নেই, যা প্রতিরোধ করতে পারে বিধাতার বিজয়কে। শুভ্রব্রতকে খুব উত্তেজিত ও উল্লসিত, মাঝেমাঝে শান্ত ও ক্রুদ্ধ দেখায়; সে সকলের সামনে, তাকে অনুসরণ ক'রে এগোতে থাকে বিশ্বাসীরা। পথে এক দেবমন্দিরে একটি দেবীমূর্তি দেখে শুভ্রব্রত ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখে; তবে তার অনুসারীরা উত্তেজিত হয় তীব্রভাবে, তারা নিজেদের সংযত রাখতে পারে না। তারা মন্দিরে ঢুকে

বিধাতার নাম উচ্চস্বরে ঘোষণা ক'রে মূর্তিটিকে বারবার লাথি মেরে ভেঙে চুরমার ক'রে ফেলে। মন্দিরে কোনো লোক ছিল না, শুধু একটি কিশোর দেবীর পায়ে ফুল দিচ্ছিলো, সে চিৎকার করতে থাকে। উত্তেজিত বিশ্বাসীরা সফলভাবে মূর্তি ভাঙার পর শুভ্রব্রতের পেছনে এসে যোগ দেয়; এবং তারা পথের দু-পাশ কাঁপিয়ে বিধাতাগৃহে পৌঁছে।

সন্ধ্যার পর শুভ্রব্রত যখন অনুসারীদের নিয়ে বিধাতাগৃহের কেন্দ্রকক্ষে বিধাতার নাম কীর্তন করছে, সেখানে আসে অগ্নিকুমার ও কয়েকজন নাগরিক। অগ্নিকে দেখে রাগান্বিত হয় শুভ্রব্রত, যদিও সে মনে মনে অগ্নিকে প্রত্যাশ্যা করেছিলো; আরো বেশি রাগান্বিত হয় অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস; এবং সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হয় আদিত্য। তারা তাকে বিধাতাগৃহের ভেতরে ঢুকতে দেয় না, বলে কোনো অবিশ্বাসীর বিধাতাগৃহে ঢোকা নিষিদ্ধ, কেননা, অবিশ্বাসীর পায়ের ছোঁয়ায় পবিত্র বিধাতাগৃহে অপবিত্র হবে। শুভ্রব্রত বুঝতে পারে না সে অগ্নিকুমারকে বিধাতাগৃহের ভেতরে ঢুকতে দেবে কি না, না সে নিজে গিয়ে বাইরে কথা বলবে অগ্নিকুমারের সাথে, না কি অগ্নিকুমারকে সে সাক্ষাৎই দেবে না? তার মনে হয় অগ্নিকে সাক্ষাৎ না দেয়াই ভালো, তবে সে এখনো অগ্নিকুমারকে পরিত্যাগ করে নি, এবং অগ্নিকে সাক্ষাৎ না দিলে অগ্নি হয়তো বিপজ্জনক কিছু করতে পারে, বিশেষ ক'রে আজকের দুটি ঘটনা তাকে পীড়িত করছে। না, সে উঠে গিয়ে দেখা করতে পারে না অগ্নিকুমারের সাথে, সে বিধাতার মনোনীতজন বিধাতা তাকে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন, আর সে উঠে দেখা করলে বিশ্বাসীরা অগ্নিকে তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে।

শুভ্রব্রত বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলে, নিশ্চয়ই বিধাতার গৃহে প্রবেশ অবিশ্বাসীর জন্যে নিষিদ্ধ, কেননা অবিশ্বাসীরা বিধাতার অভিশপ্ত।'

বিশ্বাসীরা বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তবে যদি মনোনীতজনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে কোনো অবিশ্বাসী, মনোনীতজন নিশ্চয়ই তাকে অনুমতি দিতে পারেন ভেতরে প্রবেশের, যা মনোনীতজন ছাড়া আর কেউ পারে না।'

বিশ্বাসীরা বলে, 'অবশ্যই মনোনীতজন পারেন অনুমতি দিতে।'

শুভ্রব্রত আদিত্যকে নির্দেশ দেয় অগ্নিকুমারকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

আদিত্য ফিরে এসে বলে, 'অগ্নিকুমারের সাথে কয়েকজন নাগরিক আছে।'

শুভ্রব্রত তাদেরও নিয়ে আসতে বলে। অগ্নিকুমার ও আরো কয়েকজন নাগরিক এসে শুভ্রব্রতকে অভিবাদন জানায়। শুভ্রব্রত তাদের বসার আদেশ দেয়।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রত ভেবেছিলো অগ্নি হয়তো তার সাথে উচ্চারণ করবে পবিত্র শ্লোকটি, কিন্তু সে শ্লোকটি উচ্চারণ করছে না দেখে বিব্রত হয় শুভ্রব্রত।

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ, সত্যজিৎ আপনার সাথে যে-অভিনয় দেখিয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা তার মস্তক ধ্বংস করবেন।

অগ্নিকুমার বলে, 'সত্যজিৎ তরুণ, তাকে এমন অভিশাপ দেবেন না, যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি যুবরাজ নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমার কাছে আপনি যুবরাজই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি অবিশ্বাসী, বিধাতা তোমারও ব্যবস্থা নেবেন।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমি সত্যিই অবিশ্বাসী, কিন্তু আমি অন্যের বিশ্বাসের ওপর হাত দিই না; যুবরাজ, আপনার বিশ্বাসীরা আজ অন্যের বিশ্বাসের ওপর হাত দিয়েছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তারা কী করেছে, বলো?'

অগ্নিকুমার বলে, 'তারা মন্দিরে ঢুকে মন্দির অপবিত্র করেছে, দেবীমূর্তি ধ্বংস করেছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সর্বশক্তিধর বিধাতাই তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা বিধাতার কাজ করেছে; মিথ্যে মূর্তি ধ্বংস করার জন্যে তারা বিধাতার বিশেষ প্রিয়।'

অগ্নিকুমার বলে, 'কিন্তু এভাবে কাজ করলে বিক্রমপল্লীর শান্তি নষ্ট হবে, আমরা মহাবিপর্যয়ে পড়বো যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিপর্যয় থেকে সৃষ্টি হবে নতুন জগৎ, বিধাতা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইলে তা কেউ এড়াতে পারে না।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আপনি আপনার নতুন অদ্ভুত দেবতার হাত থেকে বিক্রমপল্লীকে রক্ষা করুন, যুবরাজ। আগের দেবদেবীরা যেমন মিথ্যে আপনার বিধাতাও তেমনি মিথ্যে। আপনি মনের ভুলেই একে সত্য ভাবছেন।

শুভ্রব্রত রেগে ওঠে, এবং বলে, 'তুমি ধ্বংস হবে, অগ্নিকুমার।'

শুভ্রব্রতের অগ্নিসারীরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, তারা অগ্নিকুমারকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। শুভ্রব্রত তাদের নিরস্ত করে।

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ, পৃথিবী দেবদেবীতে এভাবেই পরিপূর্ণ, আপনি আরেকটি দেবতা সৃষ্টি করে মানুষকে বিপন্ন করে তুলবেন।'

শুভ্রব্রত বলে, আমি দেবতা সৃষ্টি করিনি, আমি বিধাতার মনোনীতজন, সে বিধাতা—সর্বশক্তিমান, যিনি সৃষ্টি করেছেন জলস্থলঅন্তরীক্ষ।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আপনার বিধাতাও একজন দেবতাই, বিক্রমপল্লীর দেবদেবীদের মতো সেও আপনার মনগড়া, এবং আপনার দেবতা হিংস্র, সে শুধু নিজেরই কথা বলে, সে আর কোনো দেবদেবী সহ্য করে না; সে অন্য দেবদেবীদের ধ্বংস করতে চায়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি ধ্বংস হবে, অগ্নিকুমার।'

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ, আপনি স্বাভাবিক নন, আপনার ভেতরে এক গভীর অসুস্থতা রয়েছে, তাই আপনি এক অদ্ভুত দেবতার কথা বলছেন, তাই আপনি অবিরাম অভিশাপ দিচ্ছেন।'

শুভ্রব্রত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে; সে চিৎকার করে বলে, বেরিয়ে যাও অবিশ্বাসী বিধাতার পবিত্র গৃহ থেকে, তোমাকে আমি আর দেখতে চাই না; এর পর যখন তোমাকে আমি দেখবো, তখন তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'

প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বিধাতাগৃহে, শুভ্রব্রতের অনুসারীরা উচ্চকণ্ঠে বিধাতার নাম আবৃত্তি করতে করতে অগ্নিকুমারকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, এ অবিশ্বাসীকে আমরা এখনই ধ্বংস করতে চাই, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা যখন নির্দেশ দেবেন তখন আর তোমাদের অনুমতি চাইতে হবে না, বিধাতা নিশ্চয়ই যথাসময়ে নির্দেশ দেবেন।'

অগ্নিকুমার ও তার সঙ্গীরা বেরিয়ে যায়।

পরদিন থেকে শুভ্রব্রত অনুসারীদের নিয়ে অতি উত্তেজিতভাবে বিধাতার জয়যাত্রায় বেরোতে থাকে। বিধাতার গৃহে একা থাকে শুধু পারমিতা, আর তার প্রহরার জন্যে থাকে দুটি বিশ্বাসী, যাদের শুভ্রব্রত উপাধি দিয়েছে 'স্বর্গের পবিত্রতম জ্যোৎস্নার পুত্র', পারমিতা হচ্ছে স্বর্গের পবিত্রতম জ্যোৎস্না। শুভ্রব্রতের জয়যাত্রার পদধ্বনি ও কণ্ঠধ্বনিতে বিক্রমপল্লী শিহরিত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শুভ্রব্রত মাঝেমাঝে চৌরাস্তায় থেমে ভাষণ দেয়, অবিশ্বাসীদের আহ্বান জানায় বিধাতার পথে আসতে। শুভ্রব্রত তার অনুসারীদের নিষেধ করেছে দেবমন্দির ধ্বংস করতে; সে তাদের বলেছে দেবমন্দির দেখলে বিশ্বাসীদের রক্তে অবশ্যই ক্রোধ জন্ম নেবে, বিধাতাই জন্ম দেন ওই ক্রোধ, কিন্তু বিধাতা এখনো তাঁকে দেবমন্দির ধ্বংসের বার্তা পাঠান নি, নিশ্চয়ই বিধাতা জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, যিনি সব কিছু দেখছেন। শুভ্রব্রতের ভাষণ ক্রমশ কাব্যময় হয়ে উঠতে থাকে, তাতে প্রলোভন আর শাস্তির ভয় দেখানো হয় অবিরাম; শ্রোতারা তাতে প্রলুব্ধ ও ভীত হয়। প্রতিদিনই একটি দুটি ক'রে নতুন বিশ্বাসী তার অনুসারী হ'তে থাকে, এবং শুভ্রব্রত স্বপ্ন দেখতে থাকে যখন দলে দলে বিক্রমপল্লীবাসীরা গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম, প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার সাম্রাজ্য। শুভ্রব্রত বলে, বিক্রমপল্লীবাসী, তোমরা অন্ধ ব'লে স্বর্গ দেখতে পাচ্ছো না, নরক দেখতে পাচ্ছো না, বিধাতা তোমাদের জন্যে সুখকর স্বর্গ তৈরি ক'রে রেখেছেন, যেখানে রয়েছে মধুর ঝরনাধারা, সুমিষ্ট আঙুরের গুচ্ছ, সুগন্ধী ধান্যের অনু, চিরকুমারী চিরযৌবনা নারী, যাদের তুলনায় পৃথিবীর নারীরা ছাইকুড়োনির থেকেও নিকৃষ্ট, নিশ্চয়ই ওই স্বর্গ বিশ্বাসীদের জন্যে, আর বিধাতা তৈরি ক'রে রেখেছেন নরক, যার আগুনের লেলিহান শিখা পৃথিবীর আগুনের থেকে দশকোটি গুণ তীব্র, যেখানে অন্ধকার পৃথিবীর অন্ধকারের থেকে পঞ্চদশ কোটি গুণ কালো, যেখানে হাহাকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, যেখানে মানুষ গিলে খায় নিজেরই শরীর; নিশ্চয়ই ওই নরক অবিশ্বাসীদের জন্যে।

এক যুবক একদিন শুভ্রব্রতের ভাষণের শেষে উচ্চকণ্ঠে বলে, 'যুবরাজ, আপনি কি একটি সংবাদ রাখেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'কী সংবাদের কথা তুমি বলছো?'

যুবক বলে, 'বিক্রমপল্লীর কবিরা আপনার নামে ছড়া কাটছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নিশ্চয়ই তারা বিধাতার প্রশংসা করছে?'

যুবক বলে, 'না, যুবরাজ, তারা আপনাকে ব্যঙ্গ ক'রে ছড়া কাটছে।

শুভ্রব্রত বিব্রত হয়, তার মুখ ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে।

যুবক বলে, 'এক বুড়ো কবি ছড়া বানিয়েছেন : যুবরাজ পাগল হলো/তোমরা এবার বিধাতা বলো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নিশ্চয়ই কবিরা অভিশপ্ত। যারা কবিদের কথা শোনে তারা নরকবাসী হবে।'

যুবক বলে, 'কিন্তু মহাকবি সুরদাসের কবিতা আমরা ভালোবাসি। তিনিও কি নরকবাসী হবেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'নরক ছাড়া কবিদের আর কোনো গৃহ নেই।'

যুবক বলে, 'যুবরাজ আপনার ভাষণে মহাকবি সুরদাসের দুটি চরণ স্থান পেয়েছে, তাহলেও আপনিও কি নরকবাসী হবেন?'

শুভ্রব্রত ক্রোধে নির্বাক হয়ে যায়; বাক ফিরে পেলে সে বলে, তুমি নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে যুবক।

যুবক বলে, 'যুবরাজ, আপনি ভাষণে শুধু লোভ আর ভয় দেখান, স্বর্গ নরক আর নারীর কথা বলেন, এবং অভিশাপ দেন। আমাদের অধ্যাপক অগ্নিকুমার বলেন এগুলো মনোবিকারের লক্ষণ।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী বললে? কী বিকার?'

যুবক বলে, 'মনোবিকার।'

শুভ্রব্রত বলে, 'মনোবিকার! মনোবিকার! সে আবার কী?'

যুবক হেসে উঠে বলে, 'যুবরাজ মনোবিকার; অর্থাৎ পাগলামোর লক্ষণ।'

শুভ্রব্রত আবার অভিশাপ দিতে গিয়ে থেমে যায়; তার অনুসারীরা তার মুখ দেখে ভয় পায়, উচ্চকণ্ঠে তারা জপ করতে থাকে বিধাতার নাম। শুভ্রব্রতের মগজের ভেতরে একবার ঘোলাটে অন্ধকার নামে, তারপর আলো দেখা দিতে থাকে ঝিলিক দিয়ে; মনে পড়ে পারমিতা তাকে বলেছে ক্রুদ্ধ না হ'তে, বরফের মতো শীতল ঘনীভূত থাকতে, কাউকে না খেপাতে, এখনো সে শক্তি অর্জন করে নি বিধাতা তাকে মনোনীত করলেও তাকে পরীক্ষা করছেন, দেখছেন শুভ্রব্রত বিধাতার দেয়া বিধাতা তাকে মনোনীত করলে তাকে পরীক্ষা করছেন, প্রত্যাহার করতে পারেন? হ্যাঁ, তিনি পারেন, তিনি সর্বশক্তিধর; কিন্তু তিনি কি এতো দয়াহীন হবেন তার প্রতি? না, না, বিধাতা পরম দয়ালু, সে তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, দেখিয়ে দিতে পারে বিধাতার জন্যে সে করতে পারে সব কিছু। পারমিতা তাকে বলেছে, যখন প্রচণ্ড ক্রোধে কারো রক্ত খেতে ইচ্ছে হবে তখনও তাকে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেতে হবে, কেউ তার দিকে পাথর ছুড়ে মারলেও তাকে বন্ধু ব'লে ডাকতে হবে। এখন কারো সাথে লড়াইয়ের সময় নয়, যখন সময় হবে, যখন বিধাতা নির্দেশ দেবেন, তখন অবিশ্বাসীর কলজে ছিঁড়ে ফেলতে হবে, চোখ উপড়ে ফেলতে হবে, ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে অবিশ্বাসীকে। তখন বিধাতা অবিশ্বাসীকে সহ্য করবেন না; সেও করবে না। অগ্নিকুমার কি তাকে পাগল মনে করে? অগ্নি কি তার সম্পর্কে একথাই প্রচার করছে? পাগলামো? একে বলে মনোবিকার? আমার কি মনোবিকার ঘটেছে, আমি কি পাগলের মতো কাজ করি, কথা বলি? বিধাতার

অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে অগ্নিকে। শুভ্রব্রত অনেকক্ষণ যুবকের কথার কোনো উত্তর দেয় না, তার ইচ্ছে হয় চ'লে যেতে, কিন্তু যেতে পারে না।

শুভ্রব্রত যুবককে বলে, 'তোমার কথা শুনে আমি সুখী হলাম, যুবক।'

যুবকটি বিস্মিত হয়, এবং বলে, 'কেনো সুখী হলেন, যুবরাজ? আমি তো সুখী হওয়ার মতো কথা বলি নি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'যদি আমি অগ্নিকুমারের মতো মানুষদের নিন্দাই না পাই, তাহলে কীভাবে বিধাতার আদেশ পালন করবো?'

সবাই শুভ্রব্রতের কথা শুনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়, ওই যুবকই মুগ্ধ চোখে তাকায় শুভ্রব্রতের দিকে। শুভ্রব্রত শান্তি পায়; কিন্তু বুকে একটা জ্বালা বোধ করে; নিশ্চয়ই বিধাতা একদিন তার জ্বালা জুড়োবেন, তার মনের আগুন নিভিয়ে দেবেন। শুভ্রব্রত চ'লে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, উঠতে গিয়ে তার মগজে ঘোলাটে অন্ধকারটা আবার দেখা দেয়, একবার সম্পূর্ণ অন্ধকার নামে, সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। আদিত্য চমকে ওঠে, এবং জড়িয়ে ধ'রে শুইয়ে দেয় শুভ্রব্রতকে। আদিত্যের মনে পড়ে পারমিতার কথা; পারমিতা তাকে প্রথম জয়যাত্রার দিনেই ব'লে দিয়েছে বিধাতা হঠাৎ কখনো বাণী পাঠাতে পারেন শুভ্রব্রতের কাছে, শুভ্রব্রত বিধাতার পবিত্র নিরুত্তাপ আগুন সহ্য করতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়তে পারে; তখন তাকে শুইয়ে দিতে হবে, বাতাস করতে হবে, মধুর স্বরে তার চারদিকে বিধাতার নাম জপ করতে হবে; সকলকে বলতে হবে যে বিধাতা মনোনীতজনের কাছে বাণী পাঠিয়েছেন, মনোনীতজন বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হয়ে গ্রহণ করেছেন বিধাতার বাণী, তাই সবাইকে চুপ থাকতে হবে, শুধু জপ করতে হবে বিধাতার নাম। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পায় শুভ্রব্রত, তার অনুসারীরা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে, 'বিধাতা অনন্য, তিনি জলস্থলঅন্তরীক্ষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি আখের ভেতরে প্রবাহিত করেছেন চিনি, পাথরকে করেছেন কঠোর', এবং শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা মুখস্থ করো, তোমরা কণ্ঠস্থ করো, কেননা বিধাতা যা বলেছেন তা পবিত্র, 'তোমরা তার একটি আ-কার ই-কার, উ-কার একটি অনুস্বার, এটি বিসর্গও বর্জনযোগ্য নয়, নিশ্চয়ই বিধাতার বাণী শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়; নিশ্চয়ই বিধাতার বাণী আবৃত্তি করে সমুদ্রের মাছ আর বনের শ্বাপদ। কিন্তু বিধাতা যাদের সৃষ্টি করেছেন মানুষরূপে, তাদের মধ্যে যারা বিধাতায় অবিশ্বাস পোষণ করে, যারা বিধাতার নাম আবৃত্তি করতে ঘৃণা করে, প্রণাম করে না বিধাতাকে, যারা কুৎসা রটনা করে বিধাতার মনোনীতজনের নামে, উপহাস করে বিধাতার মনোনীতজনকে, নিশ্চয়ই মনোনীতজন বিধাতার সর্বাধিক প্রিয়, তারা নরকের প্রজ্বলিত আগুনে চিরকাল দগ্ধ হবে। তোমরা কোনো শ্লোক রচনা কোরো না, এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের মিল দিয়ো না, নিশ্চয়ই বিধাতা শ্লোকরচয়িতাদের নরকে নিক্ষেপ করবেন; প্রতিটি শ্লোক আগুন হয়ে দগ্ধ করবে তাদের জিহ্বা। পাথরকে পাথর আর মাটিকে মাটি থাকতে দিয়ো, পাথর আর মাটি ছেনে তোমরা মুখমণ্ডল হাত, আর পা গঠন কোরো না, নিশ্চয়ই বিধাতা তোমাদের সর্বদা দেখছেন। বিধাতা তোমাদের বিশ্বাস দিয়েছেন, পাকস্থলি দিয়েছেন, দিয়েছেন এমন গাছ যার রস থেকে তোমরা প্রস্তুত করো আনন্দদায়ক মদ্য। কৃতজ্ঞ হও বিধাতার প্রতি;

তার নাম স্মরণ করো; বিধাতার নামে তোমরা পশু বলি দিয়ো, বিধাতা শিকারী পছন্দ করেন–উৎসর্গ কোরো দুটি বৃষ, বা দুটি মহিষ, বা দুটি ছাগ, বা দুটি গাভী, বা দুটি বন্য পশু, তার মাংস তোমরা নিজেরা ভোজন কোরো, স্বজনদের মধ্যে বিতরণ কোরো, এবং দান কোরো দরিদ্রদের মধ্যে, যারা মাংসের সুস্বাদ কখনো পায় নি।'

যুবক জানতে চায়, 'যুবরাজ, আপনি যা বললেন, তা কি আপনার বিধাতা আপনাকে বলেছে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, তুমি দেখেছো কিছুক্ষণ আগে বিধাতা আমার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালেন।'

যুবক বলে, 'আমরা দেখেছি আপনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন, বাণী পাঠাতে দেখি নি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতাকে কেউ দেখতে পায় না, শুধু আমি দেখতে পাই।'

যুবক বলে, 'আপনার বিধাতা আপনাকে যে-বাণী পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তো মহৎ কিছু নেই। মহাকবি সুরদাস এর থেকে মহৎ শ্লোক রচনা ক'রে গেছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কবিদের গৃহ হচ্ছে নরক।'

যুবক বলে, 'কিন্তু শুনেছি কবিরাই আমাদের সত্য দেখিয়ে থাকেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তারা নরকের পথ দেখায়, তাদের পথে পথে আগুন জ্বলে।'

শুভ্রব্রত সভা ছেড়ে যাত্রা শুরু করে। অনুসারীরা তার বাণী মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। তারা আবৃত্তি করতে থাকে : তোমরা মুখস্থ করো, তোমরা কণ্ঠস্থ করো, কেননা বিধাতা যা বলেছেন তা পবিত্র, তার একটি আ-কার, ই-কার, উ-কার, একটি অনুস্বার, একটি বিসর্গও বর্জনযোগ্য নয়, নিশ্চয়ই বিধাতার বাণী শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়; নিশ্চয়ই বিধাতার বাণী আবৃত্তি করে সমুদ্রের মাছ আর বনের শ্বাপদ। কিন্তু বিধাতা যাদের সৃষ্টি করেছেন মানুষরূপে, তাদের মধ্যে যারা বিধাতায় অবিশ্বাস পোষণ করে, যারা বিধাতার নাম আবৃত্তি করতে ঘৃণা করে, প্রণাম করে না বিধাতাকে, যারা কুৎসা রটনা করে বিধাতার মনোনীতজনের নামে, উপহাস করে বিধাতার মনোনীতজনকে, নিশ্চয়ই মনোনীতজন বিধাতার সর্বাধিক প্রিয়, তারা নরকের প্রজ্বলিত আগুনে চিরকাল দগ্ধ হবে। তোমরা কোনো শ্লোক রচনা কোরো না, এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের মিল দিয়ো না, নিশ্চয়ই বিধাতা শ্লোকরচয়িতাদের নরকে নিক্ষেপ করবেন; প্রতিটি শ্লোক আগুন হয়ে দগ্ধ করবে তাদের জিহ্বা।

প্রবীণ পুরোহিতেরা অনুরোধ করেছে আর প্রধান পুরোহিত প্রভুযজ্ঞ আদেশ দিয়েছে আনন্দযজ্ঞকে যুবরাজের অর্বাচীন হিংস্র দেবতার ক্রোধ থেকে দেবদেবীদের বাঁচাতে, বিক্রমপল্লীর ধর্ম রক্ষা করতে, কিন্তু আনন্দযজ্ঞ কোনো উপায় খুঁজে পায় না। সে জানে তার দেবদেবীরা সাড়া দেবে না, কোনো দিন সাড়া দেয় নি; সে যদি দিনরাতও ডাকে, পুজো আর প্রার্থনা করে, মূর্তির গলা থেকে পা পর্যন্ত অর্ঘ্যে ঢেকে দেয়, তাহলেও দেবদেবীরা নিজেদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। দেবদেবীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার নিজেরই সন্দেহ দেখা দেয়; —পিতামহ আর পিতাকে সে পুজো করতে দেখেছে নিজেও পুজো করছে অনেক দিন, সে বিশ্বাস করে দেবদেবীদের,

তাদের মূর্তির সাথে তাঁর একটি হৃদয়ের সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে; কিন্তু দেবদেবীরা যে আছে, তার কোনো প্রমাণ সে পায় নি। তার নিজেরই মনে হ'তে থাকে তার দেবদেবীরা মিথ্যে, শূন্য কল্পনা, যেমন মিথ্যে যুবরাজের দেবতা; কিন্তু যুবরাজের দেবতা হিংস্র, তার বাক্যে বাক্যে ক্রোধ আর প্রতিহিংসা। আনন্দযজ্ঞের মনে হয় যে-হিংস্র, ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ তার হাত থেকে নিরীহদের কখনো বাঁচানো যায় না। বাঘের সামনে মেষ বেঁচে থাকতে পারে না। নিরীহরা প্রতিরোধ করতে জানে না, তারা পারে আত্মসমর্পণ করতে। সে নিজেও কি প্রতিরোধ করতে জানে? না, সে জানে না। কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করতে হবে, উপায় বের করতে হবে প্রতিরোধের। এটা ভাবতে গেলেই আনন্দযজ্ঞ শুধু রক্ত দেখতে পায়; তার মনে হয় অনেক রক্ত ঝরবে, অনেক গৃহ ছাই হয়ে যাবে, অনেক নারী বিধবা হবে; বিক্রমপল্লী আগের মতো থাকবে না, রক্ত আর ছাইয়ের ভেতর থেকে জেগে উঠবে নতুন কদর্য বিক্রমপল্লী। অধ্যাপক কবি অগ্নিকুমার কি সাহায্য করতে পারেন? তারই সমান বয়স অগ্নির, তবে আনন্দযজ্ঞ জানে অগ্নিকুমারের মতো জ্ঞানী আর নেই বিক্রমপল্লীতে; কিন্তু তিনি তো নাস্তিক, তিনি তো দেবদেবী মানেন না, মানেন না ব'লে সে নিজেই অনেকবার নিন্দা করেছে অগ্নিকুমারের; তিনি তো বলেন দেবদেবী হচ্ছে নির্বোধ অসহায় লোভী মানুষের কল্পনা। তিনি তো যুবরাজের বন্ধু, তিনি কি মেনে নিয়েছেন যুবরাজের দেবতাকে? অগ্নিকুমারের সাথে একবার দেখা করতে ইচ্ছে হয় আনন্দের; আনন্দ অগ্নিকুমারের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।

অগ্নিকুমার আনন্দযজ্ঞকে দেখে বিস্মিত হয়; কিন্তু হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

অগ্নিকুমার বলে, 'নাস্তিকের গৃহে আস্তিকের পদার্পণ! নিশ্চয়ই ভয়াবহ দুর্যোগ দেখা দিয়েছে ভূভারতে।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'সেই দুর্যোগের সংবাদ আমার থেকে আপনিই বেশি ভালো করে জানেন, অধ্যাপক অগ্নিকুমার।'

অগ্নিকুমার বলে, 'হ্যাঁ, আরেকটি দেবতা দেখা দিয়েছে; এটা তো আপনার জন্যে সুসংবাদ, আপনি পুজো করার জন্যে আরেকটি দেবতা পাচ্ছেন।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আপনার পরিহাস উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা নেই আমার, অধ্যাপক অগ্নিকুমার। আমি আরেকটি দেবতা পাচ্ছি না, আমি হারাতে যাচ্ছি আমার দেবদেবীদের, আমার যন্ত্রণার শেষ নেই।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আপনি জানেন আমি দেবদেবীতে বিশ্বাস করি না, যুবরাজের নতুন দেবতায়ও বিশ্বাস করি না।'

আনন্দযজ্ঞ জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু আপনি কি উদ্বেগ বোধ করছেন না?'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমি উদ্বেগ বোধ করছি বিক্রমপল্লীর জন্যে, বিক্রমপল্লীর মানুষের জন্যে। আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অশুভ।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আমিও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ব'লে আপনার কাছে এসেছি।'

অগ্নিকুমার জিজ্ঞেস করে, 'পুরোহিত আনন্দযজ্ঞ, আপনি অনেক দিন ধ'রে পুজো করছেন, কিন্তু আপনি কি সত্যিই আপনার দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন? আপনি কি মনে করেন আকাশে এরা কোথাও সত্যিই আছে?'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আমি ঠিক জানি না; তবে আমি তো বিশ্বাসই করি। তাঁদের জন্যে আমার মায়া হয়, তাঁদের মূর্তিগুলো সুন্দর।'

অগ্নিকুমার বলে, 'তাহলে এ-সময়ে আপনার দেবদেবীদের কি আপনাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসা উচিত নয়?'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'তাঁরা তো কখনো সাড়া দেন না।'

অগ্নিকুমার বলে, 'দেবতারা কখনো কোনো ভূমিকা নেয় না; দেবদেবীরা কখনো আমাদের উপকার করে না, অপকারও করে না; কখনো হানা দেয় না, কারণ তারা নেই। হানা দেয় মানুষ, যেমন এখন হানা দিচ্ছেন যুবরাজ ও তাঁর অনুসারীরা।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আমরা কী করতে পারি অধ্যাপক অগ্নিকুমার?'

অগ্নিকুমার বলে, 'আপনি যে-দেবদেবীদের পুজো করেন, তারা উৎখাত হয়ে গেলেও আমার কোনো দুঃখ নেই।'

শুনে ভয় পায় আনন্দযজ্ঞ, চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করে তার।

অগ্নিকুমার বলে, 'কিন্তু বিপর্যয় ছাড়া তারা উৎখাত হবে না।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আমরা প্রতিরোধ করবো যুবরাজকে, তাঁর হিংস্র দেবতাকে; আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।'

অগ্নিকুমার বলে, 'প্রতিরোধ তো করা উচিত যারা রাজ্য চালান, তাঁদেরই; যুবরাজ শুধু ধর্ম প্রচার করবেন না, তিনি রাজ্যকেই বদলে দেবেন, সমাজ বদলে দেবেন।'

আনন্দযজ্ঞ জিজ্ঞেস করে, 'তাঁর সমাজ কি বসবাসযোগ্য হবে?'

অগ্নিকুমার বলে, 'ওই সমাজে আপনি আর আমি বেঁচে থাকবো না; যারা বেঁচে থাকবে, তারা আগের বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে না।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'যুবরাজের দেবতা এতোই নিষ্ঠুর?'

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ একদেবতার কথা বলেছেন, একদেবতার রাজ্য হবে অত্যন্ত কঠোর। পুরোহিত আনন্দযজ্ঞ, আপনি বিশ্বাসী, আপনি জানেন না যখন আপনার দেবতারা এসেছিলো, তারাও নিষ্ঠুরভাবেই এসেছিলো। যুবরাজ এক নতুন ধরনের দেবতা আনছেন; তিনি অনেক দেবতা মানছেন না, একদেবতার কথা বলেছেন, দেবতা না ব'লে তাকে বিধাতা বলছেন; এই দেবতা অবশ্যই হবে হিংস্র।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'আপনার কোনো ভয় নেই, যুবরাজ আপনার বন্ধু।'

অগ্নিকুমার বলে, 'হ্যাঁ, আমার ভয় নেই; তবে আমিই হবো প্রথম শিকার।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'কীভাবে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি যুবরাজের দেবতাকে?'

অগ্নিকুমার বলে, 'প্রতিরোধ নয়; আমার মনে হয় প্রথম রাজারই দায়িত্ব যুবরাজকে দমন করা।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'কিন্তু তিনি তো যুবরাজ, রাজা কি তাকে দমন করবেন?'

অগ্নিকুমার বলে, 'রাজারই দায়িত্ব প্রজাদের রক্ষা করা, প্রজাদের ধর্ম রক্ষা করা। তিনি যদি না পারেন, তাহলে প্রজারাই-দায়িত্ব পালনের ভার নেবে; আর তারা না পারলে দেশে নতুন দেবতা দেখা দেবে, নতুন সমাজ আসবে।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'তাহলে আমরা আগে রাজার সাথেই সাক্ষাৎ করি, তাঁর কাছেই আবেদন জানাই আমাদের রক্ষা করতে।'

অগ্নিকুমার বলে, 'এটাই হবে প্রথম ভালো পদক্ষেপ।'

আনন্দযজ্ঞ মন্দিরে ফিরে এসে গভীর বিষাদে একলা চুপ ক'রে ব'সে থাকে। সে মহাজাগতিক শূন্যতা বোধ করে; এতো দিন দেবতায় তার আকাশ ভরা ছিলো, আজ মনে হয় তারা নেই। বারবার সে তার দেবদেবীর মূর্তির দিকে তাকাতে থাকে, তাদের মুখ দেখে তার খুব কষ্ট হয়, মায়া হয়, প্রতিটি মূর্তিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে ইচ্ছে করে; মনে হয় তারই মতো করুণ অসহায় ওই মূর্তিগুলো, যেনো মূর্তিগুলোই তার কাছে আবেদন জানাচ্ছে তাদের বাঁচানোর জন্যে। সে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে; সে ভাবতে পারে না একদিন এ-মূর্তিগুলো থাকবে না, দেবদেবীরা থাকবে না; থাকবে একটি অর্বাচীন নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী দেবতা। যুবরাজের দেবতাটিকে সে ঘেন্না করতে থাকে, ঘেন্নায় ওটিকে সে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে চায়। সে মনে মনে বলতে থাকে, আমার প্রিয় দেবদেবীরা, তোমরা যদি দেবদেবী হও, যদি তোমরা বাস ক'রে থাকো স্বর্গে, যদি তোমরা মঙ্গলের আধার হও, তোমরা কি বাঁচাতে পারো না নিজেদের, কেনো বাঁচাতে পারো না, তোমরা কি নেই? তোমরা কেনো নিরীহ, কেনো হিংস্র নও যুবরাজের দেবতার মতো; কেনো প্রতিহিংসা নিয়ে দেখা দিচ্ছো না তোমরা? যুবরাজের দেবতা অন্য কোনো দেবতা সহ্য করে না, তোমরা কেনো সহ্য করো? অধ্যাপক অগ্নিকুমার তোমাদের বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেন তোমরা নির্বোধের অলীক কল্পনা, তোমরা নেই। অধ্যাপক অগ্নিকুমারের কথাই কি সত্য? তোমরা নিজেদের বাঁচাতে পারো না, আমরা বাঁচাবো কীভাবে? মূর্তিগুলোর মুখ দেখে কষ্টে কাতর হয়ে ওঠে আনন্দযজ্ঞ; সে তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে দেখতে পায়। নিঃশব্দে বলতে থাকে, তোমাদের আমি বিশ্বাস করেছি, ভালোবেসেছি, তোমাদের মূর্তিকে ছুঁয়েও আমি সুখী হয়েছি; তোমরা আমাকে অন্ন দিয়েছো, তোমরা অন্ন না দিলে আমি বেঁচে থাকতাম না, আমি বেঁচে থাকবো ততোদিন, যতোদিন তোমরা আছো।

নগরের একটি বড়ো মাঠের পাশে ছায়াঘন একটি গাছের নিচে অনুসারীদের নিয়ে বসে আছে শুভ্রব্রত। তার কয়েকজন অনুসারী বেরিয়েছে এলাকাবাসীদের সংবাদ দিতে যে মনোনীতজন আজ মাঠের পাশে গাছের নিচে আছেন, কিছুক্ষণ পর তিনি বিধাতার পুণ্যকথা বলবেন, বিশ্বাস যারা আনতে চায়, বিশ্বাস আনা উচিত সকলেরই, তাদের তিনি বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত করবেন, অনন্ত স্বর্গের ব্যবস্থা করবেন তাদের জন্যে। লোকজন জড়ো হচ্ছে ধীরেধীরে, দেখে সুখী হচ্ছে শুভ্রব্রত; তার মনে হচ্ছে বিধাতার মহারাজ্যের আর দেরি নেই। শুভ্রব্রত বাণী দিতে শুরু করবে, সে প্রস্তুতি নিচ্ছে; এমন সময় আদিত্য দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করে। আদিত্য না দাঁড়িয়ে পারে না, কী যেনো

তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেয়; সেটা স্বপ্ন না বাস্তব সে বুঝতে পারে না। একবার মনে হয় স্বপ্ন, আরেকবার মনে হয় বাস্তব, মনে হয় সত্য। বিস্মিত হয় শুভ্রব্রত। এর আগে আদিত্য কখনো দাঁড়ায় নি, কোনো কথাও বলে নি; শুধু সে-ই বলেছে, আজ আদিত্যকে দাঁড়াতে দেখে সে বিস্মিত আর বিচলিত হয়; কিন্তু তাকে সে কথা বলা থেকে বিরত করে না।

আদিত্য বলে, 'বিধাতা অনন্য; বিধাতা ও মনোনীতজনের পবিত্র নাম নিয়ে শুরু করি, বিশ্বাসীদের সামনে আমি কয়েকটি মহান সংবাদ উপস্থিত করতে চাই।'

আদিত্যের কথা শুনে বিচলিত হয় শুভ্রব্রত; তাকিয়ে থাকে আদিত্যের দিকে।

আদিত্য স্বপ্নচালিতের মতো বলে, 'বিধাতার সবচেয়ে প্রিয়, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, স্বর্গের সম্রাট, বিধাতার মনোনীতজন; তিনি আগে আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাঁকে যেদিন মনোনীত করেন, সেদিন থেকে তিনি আর আমাদের মতো মানুষ নন, তিনি দেবদূতদের থেকেও শ্রেষ্ঠ।'

আদিত্যের কথা শুনে চমকে ওঠে শুভ্রব্রত।

আদিত্য বলে, 'স্বর্গেমর্ত্যে বিধাতার পরেই স্থান মনোনীতজনের। গতরাতে বিধাতা মনোনীতজনকে দিয়েছেন নিজের শক্তির এক অংশ, দিয়েছেন অলৌকিক শক্তি, যা তিনি আর কাউকে দেন নি, কাউকে দেবেন না।'

শুভ্রব্রত আরো চমকে ওঠে, এমন কোনো শক্তি তো সে পায় নি বিধাতার কাছে থেকে। না কি সে পেয়েছে, যা সে জানে না?

আদিত্য বলে, 'গতরাতে বিধাতা তাঁকে এ-অলৌকিক শক্তি উপহার দেন। বিধাতা তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে নেন বিধাতার সংস্পর্শে। বিধাতা একমাত্র তাঁকেই শুধু দিয়েছেন বিধাতাকে দেখার সৌভাগ্য। বিধাতার আদেশে চন্দ্রসূর্য আর দেবদূতেরা প্রণাম করে মনোনীতজনকে।'

কেঁপে কেঁপে ওঠে শুভ্রব্রত।

আদিত্য বলে, 'ফিরে এসে গতরাতে মনোনীতজন এক কুষ্ঠরোগীর গায়ে হাত রাখেন, সেই রোগী এখন সুস্থ যুবক; পাহাড়ের অপর পাশে তার বাড়ি।'

আবার কেঁপে ওঠে শুভ্রব্রত।

আদিত্য বলে, 'গতরাতে মনোনীতজন এক অন্ধের চোখে আঙুল ছোঁয়ান, সেই অন্ধ এখন দৃষ্টিশক্তিমান; প্রাণভরে সে এখন তার পুত্রকন্যাস্ত্রীকে দেখছে।'

আবার কেঁপে ওঠে শুভ্রব্রত।

আদিত্য বলে, 'মনোনীতজনকে বিধাতা উপহার দিয়েছেন অলৌকিক শক্তি; এই সংবাদটি আপনাদের কাছে পেশ করতে পেরে আমি ধন্য।'

শুভ্রব্রত আদিত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায় বোধ করে। তার ইচ্ছে করে আদিত্যকে ভর্ৎসনা করার, কিন্তু পারে না; আদিত্য তার পায়ে যখন চুমো খায়, তার মনে হতে থাকে আদিত্য যা বলেছে, তা সত্য। সে আদিত্যের ললাটে চুমো খায়; তার মনে হয় সত্যিই গতরাতে সে অলৌকিক শক্তি উপহার পেয়েছে, সে সত্যিই উপস্থিত

হয়েছিলো বিধাতার উজ্জ্বল অবয়বের সামনে, তাঁর জ্যোতিতে সে ঝলসে গিয়েছিলো, চন্দ্রসূর্যদেবদূতেরা তাকে প্রণাম করেছিলো বিধাতার আদেশে; আর এখনি সে যদি কোনো কুষ্ঠরোগী বা অন্ধকে ছোঁয়, তারা যুবক হয়ে উঠবে, তারা সবুজ গাছ আর রঙিন ফুল দেখতে পাবে। বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যে সে কোনো পার্থক্য করতে পারে না; তার মনে হয় কোনো পার্থক্য নেই বাস্তব ও অবাস্তবের, তার চারপাশ ও স্বপ্নের।

শুভ্রব্রত স্বপ্নচালিতের মতো কথা বলতে শুরু করে; তার মনে থাকে না সে মানুষের সামনে কথা বলছে, না নদী পাখি ঝরনাধারার সামনে কথা বলছে। সে বলে, বিধাতার উপস্থিতির সামনে শুধু আমিই উপস্থিত হওয়ার অধিকার পেয়েছি, চন্দ্রসূর্যদেবদূতেরা আমাকে প্রণাম করেছে, কুষ্ঠরোগী আর অন্ধ রোগমুক্ত হয়েছে আমার স্পর্শে, এর সবই বিধাতার আশীর্বাদ, তার প্রেম; যিনি সব ব্যবধান দূর করেন বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে। তিনি যখন ইচ্ছে আমাকে অলৌকিক শক্তি দিতে পারেন, যখন ইচ্ছে তা প্রত্যাহার করতে পারেন; তিনি সর্বশক্তিধর, তাঁর ইচ্ছে কোনো কার্য ও কারণ, ভালো ও মন্দের বোধ দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। বিক্রমপল্লীবাসী শোনো, বিধাতা বলেছেন, নিশ্চয়ই মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার, কোনো দেব আর দেবী নেই, তোমরা পিতামহদের ভুলেই দেবদেবীদের পুজো করো; দেবদেবী মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বিধাতা রাত্রি ও দিনের যেমন পার্থক্য করেছেন, তেমনি পার্থক্য করেছেন সত্য ও মিথ্যের। তোমরা মিথ্যে থেকে দূরে থেকো। তোমরা স্ত্রী গ্রহণ করবে তিনটি, চারটি, পাঁচটি, বেশি নয়; মনোনীতজন এর বাইরে, বিধাতা নির্দেশ দিলে তিনি স্ত্রী গ্রহণ করবেন, তোমরা কোনো প্রশ্ন কোরো না। নারীদের সব সময় গৃহের ভেতরে রেখো, গৃহের বাইরে যে-নারী, সে দানবী, গৃহের বাইরে যে-নারী, সে পতিতা; দানবীদের থেকে আর পতিতাদের থেকে তোমরা মুক্ত থেকো। তোমরা ভুল থেকে আত্মরক্ষা কোরো।'

এক বৃদ্ধ বলে, 'আমার একটি মেয়ে অন্ধ, সে আমার হৃদয়ের ধন, তার দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়, হে মনোনীতজন, তাকে ছুঁয়ে আপনি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন; আমরা বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবো।'

এক যুবক বলে, 'আমার বড়ো ভাই কুষ্ঠরোগী, তার যন্ত্রণায় আমার মন কাঁদে, হে মনোনীতজন; তাকে ছুঁয়ে আপনি তাকে রোগমুক্ত করুন; পরিবারের সবাই আমরা বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবো।'

শুভ্রব্রত বিব্রত ও অসহায় বোধ করতে থাকে, এবং আদিত্যের দিকে তাকায়।

আদিত্য বলে, 'বিধাতা কোনো শর্ত পছন্দ করেন না, যারা শর্ত দেয় তারা বিধাতার অভিশপ্ত। বিধাতার মনোনীতজন নিজের থেকেই তোমাদের অন্ধ কন্যাকে, কুষ্ঠরোগী ভাইকে নিরাময় করতেন, তিনি তাদের দেখতে পাচ্ছিলেন. তাদের নিরাময় করার জন্যে তিনি বিধাতার কাছে কাঁদবেন ব'লে ভাবছিলেন, কিন্তু মনোনীতজন তোমাদের শর্তের কথা শুনে বেদনা বোধ করছেন। তোমরা বিধাতার কাছে ক্ষমা চাও, নইলে বিধাতার অভিশাপ নেমে আসবে তোমাদের ওপর, তোমরা ক্ষমা চাও।'

তারা হাহাকার করে কেঁদে ওঠে।

গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে যুবরাজ শুভ্রব্রত, যিনি নিজেকে দাবি করছেন বিধাতার মনোনীতজন ব'লে, তিনি ছুঁয়ে অন্ধকে সারাতে পারেন, নিরাময় করতে পারেন কুষ্ঠরোগীকে; তিনি মুহূর্তে চাঁদে বেড়িয়ে আসতে পারেন, নক্ষত্ররা তাঁকে প্রণাম করে, তিনি আদেশ দিলে সূর্য উঠতে বিলম্ব করে, ডুবতে দেরি করে, আকাশে রাজপথ তৈরি হয়। বিক্রমপল্লীর লোকেরা বলাবলি করতে থাকে এসব কথা; কেউ কেউ বিশ্বাস করে, অনেকেই অবিশ্বাস করে, এবং হাসাহাসি করে অনেকেই। অগ্নিকুমারের কাছেও পৌঁছে গুজব, শুনে সে মৃদু হাসে। তরুণেরাই বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে; তারা অগ্নিকুমারের কাছে এসে জানতে চায় এসব সম্ভব কি না?

যুবকেরা জিজ্ঞেস করে, 'অধ্যাপক, ছুঁয়েই কি কেউ রোগ সারাতে পারেন? যুবরাজ কি সত্যিই অন্ধকে ভালো করেছেন, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করেছেন?'

অগ্নিকুমার হো হো ক'রে হাসে; এবং বলে, 'বিক্রমপল্লীর কেউ কেউ পাগল হলেও তোমরা তো এখনো পাগল হও নি।'

তারা বলে, 'না, আমরা পাগল হই নি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'জগত কিছু প্রাকৃতিক নিয়মে চলে, জগতে অপ্রাকৃতিক কিছুই সম্ভব নয়। ইচ্ছে করলেই আমি বাতাসের বা জলের ওপর হাঁটতে পারি না, কেননা এটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী।'

এক যুবক জানতে চায়, 'কিন্তু যুবরাজ যে বলেছেন তিনি স্পর্শ ক'রে অন্ধকে সারিয়েছেন, কুষ্ঠরোগীকে ভালো করেছেন?'

অগ্নিকুমার বলে, 'এটা সত্য কথা নয়, যুবরাজের মহিমা বাড়ানোর জন্যে এসব বানানো হচ্ছে, যাতে সরল মানুষেরা মুগ্ধ হয়ে তার ধর্ম গ্রহণ করে; তোমরা কি সেই অন্ধটিকে, সেই কুষ্ঠরোগীটিকে দেখেছো?'

তারা বলে, 'না, আমরা দেখি নি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আসলে কেউ তাদের দেখে নি, কেউ তাদের কখনো দেখবে না; কেননা এটা সম্ভব নয়।'

এক যুবক জানতে চায়, 'কেনো সম্ভব নয়, অধ্যাপক?'

অগ্নিকুমার বলে, 'মানুষ কেনো অন্ধ হয়, কেনো কুষ্ঠরোগ হয়, আমরা জানি না। তবে বুঝি অন্ধকে বা কুষ্ঠরোগীকে ছুঁয়েই সারানো সম্ভব নয়, কেননা ছুঁলেই কারো রোগ সারতে পারে না। আমরা প্রকৃতিজগতের কিছুই জানি না, আমরা প্রকৃতির সত্য বের করতে চেষ্টা করি নি। কিন্তু মানুষ একদিন প্রকৃতির সত্য বের করবে।'

যুবক জিজ্ঞেস করে, 'কখন, বের করবে, মাননীয় অধ্যাপক?'

অগ্নিকুমার বলে, 'হয়তো একশো, হয়তো দুশো, হয়তো হাজার বছর পর। অন্ধত্ব আর কুষ্ঠরোগী কী, আমরা জানি না। এগুলো দেবদেবীর অভিশাপ নয়, চোখের গঠনে ত্রুটি হলে হয়তো মানুষ অন্ধ হয়, শরীরে বিশেষ ত্রুটি ঘটলে হয়তো মানুষের কুষ্ঠ হয়।

এগুলো সারানোর জন্যে একদিন মানুষ পদ্ধতি বের করবে, কিন্তু কেউ ছুঁয়েই তাদের সারাতে পারবে না। জগতে অলৌকিক কিছু নেই?'

এক যুবক জিজ্ঞেস করে, 'আমরা বহু দেবদেবীর পুজো করি, কিন্তু যুবরাজ একটি দেবতার কথা বলেছেন। একদেবতা কি বহুদেবতার থেকে ভালো?'

অগ্নিকুমার বলে, 'কোনোটিই ভালো নয়। বহুদেবতা মানুষের অলীক কল্পনা, যেমন অলীক কল্পনা একদেবতা। যখন মানুষ খুব অসহায় ছিলো, প্রকৃতির শক্তিগুলোকে বুঝতো না, সব কিছুতেই তারা দেবতা বা দেবী মনে করতো। তারা আগুন, বাতাস, জল, শস্য, মাটি, ভাগ্য, দুর্ভাগ্য সব কিছুরই দেবদেবী কল্পনা করেছে। তাদের কল্পিত বহু দেবদেবী হারিয়ে গেছে, আবার তারা নতুন দেবদেবী কল্পনা করেছে। বিক্রমপল্লীতে আদিম মানুষের দেবদেবীরাই আজো টিকে আছে। এগুলোর সবই মিথ্যে। এখন যুবরাজ কল্পনা করেছেন একদেবতা; তিনি সব দেবদেবীকে সরিয়ে দিয়ে একটি দেবতা প্রতিষ্ঠা করতে চান। বহুদেবতা মিথ্যে, একদেবতাও মিথ্যে; তবে বহুদেবতা পরস্পরকে সহ্য ক'রে বলে তারা হিংস্র হয় না; একদেবতা হয় অত্যন্ত হিংস্র, সে আর কাউকে সহ্য করে না; সমাজেও সে নানা মত সহ্য করে না, একদেবতার সমাজে মানুষ থাকে নিয়ন্ত্রিত; তাদের কোনো স্বাধীনতা থাকে না। যেমন একদেবতার রাজ্যে আমার এ-কথাগুলো বলতে পারবো না, আমাকে হত্যা করা হবে।'

এক যুবক জানতে চান, 'যুবরাজ কেনো একদেবতা চান?'

অগ্নিকুমার বলে, 'তা আমি জানি না। যুবরাজ একদেবতা চান, তার নানা কারণ থাকতে পারে। হয়তো বাল্যকাল থেকে বহুদেবদেবী দেখে তাঁর মনে ঘেন্না ধ'রে গেছে; যেমন আমি কোনো দেবদেবীই মানি না। হয়তো কেউ তাঁকে দিয়ে একদেবতার কথা বলাচ্ছে। হয়তো তিনি অমর হতে চান, তাই তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রচার করছেন; বা হয়তো তিনি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।'

এক যুবক জানতে চায়, 'যুবরাজের দেবতা কি জিতবে? হেরে যাবে আমাদের দেবদেবীরা?'

অগ্নিকুমার বলে, 'কেউ বিদ্রোহ করলে তার জয়ের সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সে নিজে বেঁচে থেকে জয় দেখে যেতে পারে, আবার নাও বাঁচতে পারে, কিন্তু তার যদি অনুসারী থাকে, তবে তারা একদিন জয়ী হয়। যুবরাজকে আমি চিনি, তিনি আমার বন্ধু ছিলেন, তাঁর জয়েরই সম্ভাবনা।'

এক যুবক বলে, 'আমরা দেবদেবীতে বিশ্বাস করি না; তবু যুবরাজের দেবতাকেও মানতে পারি না। আমাদের কিছু একটা করা দরকার, নইলে আমরা মনের স্বাধীনতা হারাবো।'

যুবকেরা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'যুবরাজ আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করতে চান, আমরা তা মেনে নিতে পারি না।'

প্রভুযজ্ঞের নেতৃত্বে বিক্রমপল্লীর পুরোহিত ও সমাজপতিরা সাক্ষাৎ করে রাজা নম্রব্রতের সাথে; তারা নিবেদন করে যে যুবরাজ শুভ্রব্রত নষ্ট করছেন বিক্রমপল্লীর

শান্তি, আর বিক্রমপল্লীর ধর্ম; তিনি সমাজে নিয়ে আসছেন বিপ্লব ও বিপর্যয়, যা অত্যন্ত অশুভ। প্রভুযজ্ঞ বৃদ্ধ, সব কিছু গুছিয়ে বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে; সে আনন্দযজ্ঞকে আদেশ করে রাজার কাছে আবেদন উপস্থিত করতে। আনন্দযজ্ঞ বলে, হে মহিমামণ্ডিত ষিষিবংশের গৌরব, যার রাজত্বে ষিষিবংশের খ্যাতি মর্ত্য থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত, হে রৌদ্র, বারি, আর ভূমিদেবীর একনিষ্ঠ পুজোরী, যাঁকে প্রিয় গণ্য করেন দেবদেবীগণ, হে বিক্রমপল্লীর সমাজ ও ধর্মরক্ষক, আজ আমাদের ধর্ম বিপন্ন, সমাজ বিপন্ন। আপনার কাছে আমরা বিনীত আবেদন জানাতে এসেছি, কেননা একমাত্র আপনিই রক্ষা করতে পারেন আমাদের ধর্ম ও সমাজ। আমরা বিনীতভাবে আপনার গোচরে আনতে চাই যে যুবরাজ শুভ্রব্রত এক অর্বাচীন উদ্ভট হিংস্র দেবতার ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন, তিনি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন আমাদের প্রিয় দেবদেবীদের বিরুদ্ধে, তিনি প্রচার করছেন যে তাঁর দেবতা ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই, আর সব দেবদেবী মিথ্যে। তিনি চরম নাস্তিকতা প্রচার করছেন। বিক্রমপল্লী বহুদেবতাবাদী, বিক্রমপল্লী বহু বিশ্বাস স্বীকার করে; কিন্তু যুবরাজ শুভ্রব্রত এসবের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি সুখশান্তিপূর্ণ সুজলাসুফলাশস্যশ্যামলা বিক্রমপল্লীতে অশান্তি ও বিপর্যয় আসন্ন। যুবরাজ একটি ভক্তবাহিনী গড়ে তুলছেন, তারা নগর ভরে দেবদেবীবিদ্বেষ প্রচার করছে, এমনকি মন্দিরে হানা দিয়ে দেবতাদের পবিত্র মূর্তিও ভেঙে চুরমার করছে। বিক্রমপল্লীর ধর্মের বিরুদ্ধে অর্বাচীন ধর্মপ্রচার মূলত রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; এবং আমরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত যে এতে বিপর্যয় নেমে আসবে বিক্রমপল্লীতে। যুবরাজকে দমন ক'রে আমাদের শান্তি, সমাজ, ও ধর্ম রক্ষার জন্যে আমরা আপনার কাছে বিনীত আবেদন জানাই।

আনন্দযজ্ঞের আবেদন শুনে নম্রব্রত চুপ ক'রে ব'সে থাকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেনো সে কিছুই বুঝতে পারছে না, তার ওপর একটি বিশাল ভার চেপেছে, যা সে নামাতে পারবে না। রাজার নীরবতা দেখে সমাজপতিদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে একই আবেদন জানায় রাজার কাছে; রাজা নম্রব্রত কোনো কথা বলে না। প্রধান অমাত্য রাজার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে রাজার স্বর শোনার জন্যে, কিন্তু নম্রব্রত নিশ্চুপ বসে থাকে। রাজা নম্রব্রতকে তারা কখনো এমন নিশ্চল নিশ্চুপ দেখে নি, তার নিশ্চুপতা দেখে তাদের মনে ভয় জাগে না, বরং ক্রোধ জাগে।

সেনাপতি বজ্রব্রত দাঁড়িয়ে বলে, 'হে বিক্রমপল্লীপতি, ষিষিবংশসূর্য, আপনাকে কখনো আমরা এমন নীরব নিশ্চল দেখি নি, বিক্রমপল্লীবাসীর আবেদনে সাড়া দেয়া আপনার কর্তব্য, আমিও আবেদন জানাই।'

প্রধান অমাত্য বলে, 'বিক্রমপল্লীপতি, বিক্রমপল্লীর প্রভু, আপনি নীরবতা ভঙ্গ করুন, আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।'

নম্রব্রত বলে, 'জীবনে এই প্রথম আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে পারছি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

সেনাপতি বলে, 'বিক্রমপল্লীর জীবনে চরম সংকট উপস্থিত হয়েছে, আমাদের ধর্ম বিপন্ন, আমাদের সমাজ বিপন্ন; এই সংকট থেকে আমাদের আপনিই শুধু উদ্ধার করতে পারেন।'

নম্রব্রত বলে, 'যুবরাজ শুভ্রব্রত আমার পুত্র, তাকে আমি ভালোবাসি, আমি কখনো ভাবি নি সে এমন সংকট সৃষ্টি করবে।'

সবাই চিৎকার করে, 'আমাদের সংকট থেকে উদ্ধার করুন, রাজা।'

সেনাপতি বলে, 'বিক্রমপল্লীপতি, আপনি আদেশ দিন, আমি সংকট থেকে বিক্রমপল্লীকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করি।'

সবাই ধ্বনি করে ওঠে, 'জয়, সেনাপতির জয়; জয়, সেনাপতির জয়।'

নম্রব্রত বলে, 'সেনাপতি বজ্রব্রত, আমি জানি তুমি সংকট সমাধান করতে পারো, কিন্তু অজস্র শব আমাকে সন্ত্রস্ত করছে।'

সমাজপতি আর পুরোহিতেরা চিৎকার করে ওঠে, 'যুবরাজ যে-অপরাধ করেছেন, তাতে জীবনধারণের অধিকার তাঁর নেই।'

নম্রব্রত বলে, 'বিক্রমপল্লী বহুদেবতার রাজ্য, বিক্রমপল্লীতে আমরা বহুবিশ্বাস পোষণ করি; আমরা অপরের বিশ্বাসের ওপর হাত দিই না; শুভ্রব্রত আমার পুত্র বলেই নয়, বিক্রমপল্লীবাসী হিসেবেও সে একটি ভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করতেই পারে, তাতে তার অপরাধ হয় না।'

সমাজপতি আর পুরোহিতেরা চিৎকার ক'রে উঠে; রাজসভা কোলাহল বিস্ফোরিত হ'তে চায়।

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'যুবরাজ শুধু ভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করেন না, বিক্রমপল্লীপতি; তিনি যদি শুধু নিজের দেবতায় বিশ্বাস করতেন, অন্যদেরও বিশ্বাস করতে আবেদন জানাতেন, আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতাম। কিন্তু তিনি দেবদেবীদের ধ্বংস করে প্রবর্তন করতে চান এক অর্বাচীন হিংস্র দেবতার পুজো। এটা যেমন দেবদ্রোহিতা, তেমনি এটা বিক্রমপল্লীর বহুবিশ্বাসের ওপর সুপরিকল্পিত আক্রমণ।'

নম্রব্রত বলে, 'আমি রাজত্ব করেছি, রাজকার্যে ধর্মকে জড়াই নি, কখনো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করি নি।'

সবাই বলে, 'তা আমরা জানি, রাজা; আপনি কখনো আমাদের ধর্মের ওপর আঘাতও করেন নি।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'হে ঋষিবংশের গৌরব, তিনদেবীর পরম ভক্ত, যুবরাজ যদি সফল হন, তিনি আমাদের ধর্ম ও সমাজ আমূল বদলে দেবেন; আমরা তখন বিভিন্ন দেবদেবীর পুজোই শুধু করতে পারবো না, তা নয়; আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তার বিভিন্নতাও রক্ষা করতে পারবো না। বিক্রমপল্লীতে তখন কোনো স্বাধীনতা থাকবে না। যুবরাজের ধর্ম প্রচণ্ড একাধিপত্যমূলক।'

নম্রব্রত বলে, 'বিক্রমপল্লীবাসীগণ, আমি কখনো একাধিপত্য করি নি; আমি কোনো বিশ্বাসই কঠোরভাবে পোষণ করি না, কেননা বিশ্বাস আমার কাছে বেশ

সন্দেহজনক ব্যাপার, তবে কারো বিশ্বাসকে আমি আহত করি নি, এমনকি উপহাসও করি নি। আমি তিনদেবীর পুজো করেছি; আমি জানি না তারা সত্য না মিথ্যে; আমি তা ভাবতেও চাই নি। তিনদেবী যদি সত্য না হন, যদি আরেক দেবতা দেখা দেন, আমি তাঁরও পুজো করতে পারি।'

পুরোহিত আর সমাজপতিরা কোলাহল ক'রে ওঠে; তারা চিৎকার ক'রে বলে, 'রাজা, আপনিও যুবরাজের মতো দেবদ্রোহী।'

নম্রব্রত বলে, 'রাজা কখনো মনের কথা বলে না, কিন্তু আমি আমার মনের কথা বলছি, আমি দেবদ্রোহী নই।'

তারা বলে, 'আপনার বাক্য দেবদ্রোহিতামূলক; আপনিও বিক্রমপল্লীর রাজা থাকতে পারেন না।'

নম্রব্রত বলে, 'বিক্রমপল্লীবাসীগণ, তোমরা এতো উত্তেজিত হোয়ো না; আমার পূর্বপুরুষেরা এ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, সিংহাসন থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারে না। তোমাদের ধর্মও কেউ নিতে পারে না, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

পুরোহিতেরা বলে, 'বিক্রমপল্লীর অনেকেই দেবদেবী ছেড়ে বিশ্বাস আনছে যুবরাজের দেবতায়, এটা আমরা মানতে পারি না।'

নম্রব্রত বলে, 'যদি কেউ দেবদেবী ছেড়ে যুবরাজ শুভ্রব্রতের দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে তা তো যুবরাজের অপরাধ নয়, অপরাধ তোমাদের, তোমরা তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে পারো নি।'

পুরোহিত আর সমাজপতিদের মধ্যে কোলাহল শুরু হয়ে যায়। বিক্রমপল্লীর রাজসভায় এতো কোলাহল আগে কখনো শোনা যায় নি।

তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, দেবদ্রোহী রাজার অধীনে আমরা থাকতে পারি না। আমরা দেবভক্ত রাজা চাই।'

সেনাপতি বজ্রব্রত বজ্রকণ্ঠে বলে, 'আমি রাজার প্রতি আমার আনুগত্য প্রত্যাহার করলাম।'

রাজসভায় সংঘর্ষ শুরু হয়; এবং অল্পপরেই বিধাতাগৃহে শুভ্রব্রতের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে রাজা নম্রব্রত নিহত হয়েছে, সেনাপতি বজ্রব্রত আরোহণ করেছে সিংহাসনে; এবং আরো সংবাদ পৌঁছে যে রাজপ্রাসাদে এখনো শান্তি আসে নি, দিকে দিকে সংঘর্ষ চলছে; তবে বজ্রব্রতের অনুগত সৈনিকের সংখ্যাই বেশি, আর সমাজপতি ও পুরোহিতেরা তার পক্ষে। শুভ্রব্রত সংবাদ শুনে ভীত হয় না, শোক বোধ করে না; সে তার অনুসারীদের জানায় যে বিক্রমপল্লীতে আর বাস করা যাবে না, এখনই নগর ছেড়ে তাদের চ'লে যেতে হবে; কেননা বজ্রব্রতের বাহিনী নিশ্চিতভাবেই আক্রমণ চালাবে তাদের ওপর। শুভ্রব্রত অনুসারীদের নিয়ে একবার প্রার্থনা জানায় বিধাতার উদ্দেশে, এবং বিধাতার গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যাবে শুভ্রব্রত, কোথায় গেলে সে আশ্রয় পাবে? তার মনে পড়ে অরুণারাজ্য আর সুন্দরীঅরণ্যের কথা; রাতের অন্ধকারে শুভ্রব্রত অনুসারীদের নিয়ে সেদিকেই যাত্রা করে। শুভ্রব্রত অনুসারীদের বলে : পিতা

নম্রব্রত নিহত হয়েছেন, এবং আমরা যে নিজবাসভূমি ছেড়ে অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করছি, তা বিধাতারই নির্দেশ; এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মঙ্গল, বিধাতা মঙ্গল ছাড়া আর কিছু জানেন না; বিধাতা একটি নগর আর একটি রাজ্যের সীমার মধ্যে রাখতে চান না আমাদের; আমাদের ভিন্ন রাজ্যে স্থানান্তরিত ক'রে বাড়াতে চান আমাদের ধর্মের সীমা, নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। শুভ্রব্রত বলে : এই যে আমরা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছি, রাত আমাদের রাত মনে হচ্ছে না, কেননা বিধাতা আমাদের চোখে আলো দিচ্ছেন; এই রাত পবিত্র রাত, যতো দিন মাটি ও জল আছে, আগুন ও বাতাস আছে ততো দিন এই রাত পবিত্র হয়ে থাকবে; বিধাতা এই রাতকে পবিত্রতম রাত বলে চিহ্নিত করবেন; আমাদের বুকে কোনো ভয় নেই, আমাদের বুকে কোনো দুঃখ নেই, কেননা বিধাতা আমাদের নির্ভয় করেছেন, বিধাতা আমাদের দুঃখহীন করেছেন। আমরা এক নগর আর এক রাজ্য পরিত্যাগ করছি, কিন্তু বিধাতা আমাদের দেবেন অজস্র নগর, অজস্র রাজ্য; বিধাতা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে অবিলম্বে স্থাপন করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য। অনুসারীরা, আমরা জানি যে বিক্রমপল্লীতে ফিরে আসার আমাদের দেরি নেই, বিক্রমপল্লী ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে বিক্রমপল্লীতে ফিরে আসা, নিশ্চয়ই বিধাতা অনন্য। যে-বিক্রমপল্লীতে আমরা ফিরে আসবো, সেখানে কোনো দেবদেবী থাকবে না, সেখানে কোনো বজ্রব্রত থাকবে না; বিধাতা রক্তে পবিত্র করবেন বিক্রমপল্লীকে; বিক্রমপল্লী অভিশপ্ত, অভিশাপ থেকে রক্তই শুধু মুক্ত করতে পারে। আমরা যেখানে যাবো বিধাতা সেখানে আমাদের জন্যে তোরণ সাজিয়ে রাখতে পারেন, বা আমাদের জন্যে খনন ক'রে রাখতে পারেন পরিখা; কিন্তু বিধাতার বিশ্বাস থেকে আমরা নড়বো না, বিধাতা আমাদের অবশ্যই বিজয়ী করবেন। শুভ্রব্রত বলে : বিধাতা আমাদের জন্যে মহারাজ্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন, বিধাতার মহারাজ্য আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে, ওই মহারাজ্যের দরোজা আমরা খুলবো বিশ্বাসের চাবি দিয়ে, যে-চাবি আমাদের দিয়েছেন বিধাতা।

রাজকীয় শকটে চ'ড়ে সুন্দরীঅরণ্যে মৃগয়ায় গেছে শুভ্রব্রত, তার মনে পড়ে; এবার যাচ্ছে হেঁটে; সঙ্গে পারমিতা—তার আজীবন সঙ্গী; প্রধান ভক্ত আদিত্য, প্রিয় ভক্ত অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস; বিধাতার তিরিশ সৈনিক, বিধাতার অটল দাসও আরো নানা উপাধির অনুসারীরা। প্রায় দেড়শোর মতো অনুসারী। নগর থেকে বেরোনোর সময় বস্ত্র আর খাবার ছাড়া কিছু নিয়ে বেরোয় নি; আর কিছু নেইও তাদের। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে না শুভ্রব্রতের, বরং মনে হচ্ছে তার পায়ে অশ্বের শক্তি এসে গেছে; পারমিতাকে নিয়ে তার একটু ভয় ছিলো, তাও কেটে গেছে যখন দেখতে পেয়েছে পারমিতাও শ্রান্তিহীন। পিতার মুখ তার কখনো কখনো মনে পড়ছে, সে জানে পিতা নেই। কিন্তু মাতা, এবং মাতারা? বজ্রব্রত কি মাতাদেরও হত্যা করেছে, এবং কনিষ্ঠ ভাইবোনদের? আর তার পত্নীদের? শুভ্রব্রত প্রথম কয়েক দিন রাজ্যের পল্লীগুলোর ভেতর দিয়ে যায়, পথ দিয়ে হাঁটে, নদী পেরোয়, কিন্তু কোনো মানুষের মুখের দিকে তাকায় না। তার মনে হয় এই মানুষেরা অভিশপ্ত, এই গাছপালা নদীনালা অভিশপ্ত, এই সব শস্যক্ষেত্র অভিশপ্ত। কারো মুখের দিকেই তাকাতে তার ইচ্ছে করে না।

কয়েকদিন পর হঠাৎ তার মনে হয় পিতা তো নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন না, বিক্রমপল্লীর রাজ্যের মানুষেরা তো তাঁকে ঘৃণা করতো না। তারা কি এখন তাঁকে ঘৃণা করে, ভালোবাসে বজ্রব্রতকে? যদি তারা মৃত পিতাকে ঘৃণা করে, আর ভালোবাসে বজ্রব্রতকে, তাহলে তারা ঘৃণা করবে তাকেও। আর যদি তারা ঘৃণা করে বজ্রব্রতকে? তাহলে তারা কি তার জন্যে দরদ বোধ করছে, না কি ঘৃণা করছে তাকে? বিধাতার উদ্দেশে সে মনে মনে বলতে থাকে; বিধাতা, আপনি সর্বজ্ঞ ও শক্তিমান, আমাকে বলুন এরা কি ঘৃণা করে আমাকে? আমি যদি পরিচয় দিই, এরা কি আমাকে হত্যা করবে? না গ্রহণ করবে সাদরে? বিধাতা কোনো উত্তর দেয় না। পারমিতা কী ভাবছে? পারমিতাকে সে জিজ্ঞেস করবে? পারমিতাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শুভ্রব্রত থেমে যায়।

একদিন পারমিতা বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন।'

চমকে উঠে শুভ্রব্রত; সে এই সম্বোধন ভুলেই গিয়েছিলো যেনো, পারমিতার কথা বুঝতে তার কিছুটা সময় লাগে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমার মনে একটি কথা এসেছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার বুকের কথার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি, পারমিতা, নিশ্চয়ই তুমি অন্ধকারে আলোর শিখা জ্বালবে।'

পারমিতা বলে, 'পথে পথে আমি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েছি, আমার মনে হয়েছে বিক্রমপল্লীপতির হত্যাকাণ্ডে এরা শোকাহত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমিও তাকিয়েছি, কিন্তু মানুষের মুখ আমি পড়তে পারি না।'

পারমিতা বলে, 'তারা কী অনুভব করছে, তা জানতে পারলে মঙ্গল হবে আমাদের।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কীভাবে জানতে পারবো আমরা?'

পারমিতা বলে, 'আপনার প্রধান ভক্ত আদিত্য, আর প্রিয় ভক্ত অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে দিয়ে আপনি জানতে পারেন।'

শুভ্রব্রত ডাকে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার প্রধান প্রধান ভক্ত ও প্রিয় ভক্তরা তোমরা কি একটি কথা ভেবে দেখেছো?'

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা হে, মনোনীতজন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমরা কি পলাতকের মতো আচরণ করছি না? আমরা কি ধ'রে নিই নি যে বিক্রমপল্লীর সবাই আমাদের শত্রু।'

অংশুমান বলে, 'হ্যাঁ, মনোনীতজন, আমরা নিজেদের পলাতকই মনে করছি; আমরা মনে করছি আমরা বজ্রব্রতের রাজ্যে রয়েছি, এ-রাজ্যের সব মানুষ আমাদের শত্রু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু সত্যিই কি জনগণ আমাদের শত্রু? তারা তো আমাদের মিত্রও হতে পারে?'

আদিত্য বলে, 'তাও সম্ভব, মনোনীতজন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা আজ জনগণের সাথে পরোক্ষভাবে কথা বলবে, দেখে নেবে তাদের মনোভাব কী? নিশ্চয়ই বিধাতা সুসংবাদ দেবেন।'

গ্রাম ভাগ্যবতী, নদী মধুজল; যেনো একের জন্যে উদ্ভূত অন্য; ভাগ্যবতী গ্রাম আছে, পাশে মধুজল নদী নেই, আর মধুজল নদী বয়ে যাচ্ছে, তীরে ভাগ্যবতী গ্রাম নেই, প্রকৃতি এটা ভাবতেই পারে। মধুজল নদীর পারে সবুজ মেঘখণ্ডের মতো এলানো-ছড়ানো ভাগ্যবতী, শুভ্রব্রত জানে না এ-সবুজ মেঘের ভেতরে জমে আছে বজ্রের মতো ঘৃণা না মধুর জলের মতো ভালোবাসা। বড়ো বড়ো গাছ দেখা যাচ্ছে, একটি আরেকটিকে পেরিয়ে উঠতে চাচ্ছে আকাশের দিকে, আরো ওপরে ওঠার জন্যে কাঁপছে, এবং দেখা যাচ্ছে ঘন ঝোপ, শস্যের খেত; নাম না জানা ফুল ও পাতার গন্ধ ঢুকছে নাকে, শরীর শিউরে উঠছে শুভ্রব্রতের। গ্রামের ভেতরে তারা ঢোকে নি, মধুজল নদীর পারে নারকেল বনের ভেতরে তারা আশ্রয় নিয়েছে; নারকেল বনের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া টাটকা বাতাসে শুভ্রব্রতের শরীর সজীব হয়ে উঠছে নারকেলগাছগুলোর মতো, এবং কান পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাতাসের মধুর স্বরে। নারকেল বনের থেকে একটুকু দূরে, এতটুকু পশ্চিমে, হাট; শুভ্রব্রত হাটের ঘাটে ভিড়তে দেখেছে নৌকো, মানুষ নামছে, উঠছে; বারবার তার মনে প্রশ্ন জাগছে ওই মানুষেরা কারা? তারা কি মিত্র, তারা অমিত্র, তারা কি শত্রু? তারা কি শুভ্রব্রতের জন্যে একটুকুও বেদনা বোধ করে নি, তাদের বুকে সামান্যও শোক নেই? তারা কি শুভ্রব্রতের অনুগত? তারা কি মেনে নেবে বিধাতাকে, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর? অরুণরাজ্য আর বেশি দূরে নয়, সেখানেও নিশ্চয়ই এমন কোনো গ্রাম আছে, নদী আছে, যে-গ্রাম পাতা ও ফুলের গন্ধ ভরপুর, যে নদীর বাতাস টাটকা। হাটের দিকেই দূর থেকে তাকিয়ে আছে শুভ্রব্রত, যেখানে সে পাঠিয়েছে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে, যেখানে তারা মানুষের মুখ দেখে বুঝে নেবে তাদের হৃদয়ে কী আছে—ভালোবাসা, না ঘৃণা; যেখানে তারা পরোক্ষভাবে মানুষের সাথে বিনিময় করবে বাক্য।

আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস হাটে গিয়ে মানুষের মুখ দেখে; তারা কারো সাথে কথা বলে না। তাদের মনে হয় এই মানুষেরা তাদের ঘৃণা করতে পারে না। কিন্তু কীভাবে তারা কথা বলবে এদের সাথে? কাউকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করবে? চুপিচুপি কারো সাথে কথা বলতে তাদের দ্বিধা লাগে; তারা বুঝে উঠতে পারে না কীভাবে তারা জানবে এ-মানুষের মনোভাব। আদিত্য সঙ্গীদের বলে চুপিচুপি নয়, প্রকাশ্যেই সে কথা বলতে চায় এদের সাথে।

আদিত্য ডেকে বলে, 'বিক্রমপল্লীর ভাগ্যবতী গ্রামের সাধুজনেরা, আপনারা আমার কথা একবার শুনবেন? আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই। আমি দূর থেকে এসেছি, কিন্তু মুখ দেখে আপনাদের আমার আত্মীয় মনে হয়।'

কিছু লোক তাদের চারদিকে দাঁড়িয়ে যায়।

আদিত্য বলে, 'আমার বুকে বড়ো দুঃখ, আমি দুঃখের কথা বলতে চাই।'

একটি লোক বলে, 'রাজ্যে এখন সব মানুষের বুকেই দুঃখ, আমরাও দুঃখের কথা বলতে চাই, কিন্তু বলার মতো লোক নেই।'

আদিত্য বলে, 'বিক্রমপল্লীরাজ্যে সবার বুকেই দুঃখ, সকলের চোখই সিক্ত; কিন্তু দুঃখ চিরকাল থাকবে না, চোখও সিক্ত থাকবে না।'

একজন বলে, 'আপনার দুঃখের কথা বলুন, আমরা জানি, দেখি আমাদের শোকের সাথে আপনার শোকের মিল আছে কি না।'

আদিত্য তাদের মুখের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে।

আদিত্য বলে, 'আমার বুকের দুঃখ কি দাগ কাটবে আপনাদের মনে? আমার দীর্ঘশ্বাস কি আপনাদের বুক কোমল করবে?"

তারা বলে, 'আপনি বলুন, মনে হয় আপনার আর আমাদের বুকে একই অশ্রু, একই দীর্ঘশ্বাস।'

আদিত্য বলে, বিক্রমপল্লীরাজ্যের মধুজল নদীতীরের ভাগ্যবতী গ্রামের সহৃদয় সাধুজনেরা আপনারা জানেন আপনাদের রাজা কে? আপনারা বাস করছেন কার রাজত্বে?'

একজন বলে, 'আমাদের রাজা নম্রব্রত, কিন্তু আমরা বাস করছি হত্যাকারী বজ্রব্রতের রাজত্বে।'

আদিত্য বলে, 'এইজন্যেই কি আপনাদের বুকে দুঃখ, যে-দুঃখ বলার আত্মীয় আপনারা পাচ্ছেন না।'

তারা বলে, 'হ্যাঁ, আমাদের দুঃখ, আমাদের অশ্রু এজন্যই।'

আদিত্য বলে, 'মধুজল নদীপারের ভাগ্যবতী গ্রামের দুঃখী মানুষেরা, আমি আপনাদের জন্যে সুখের সংবাদ এনেছি, সে-সংবাদে সুখী হবেন আপনারা, আপনাদের দুঃখ লাঘব হবে।'

তারা চিৎকার ক'রে বলে, 'বলুক, কী সুসংবাদ?'

আদিত্য তাদের চোখেমুখে দুঃখ দেখতে পায়, এবং বলে, সত্যিই আপনারা সুসংবাদ শুনতে চান?

তারা বলে, 'আমাদের ভাগ্যে কি আর সুসংবাদ আছে?

আদিত্য বলে, 'বিক্রমপল্লীরাজ্যের যিনি রাজা হতেন রাজা নম্রব্রতের মৃত্যুর পর, যিনি বিক্রমপল্লীর গৌরব, যুবরাজ শুভ্রব্রত, যার রূপগুণের তুলনা নেই, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, তিনি ভাগ্যবতী গ্রামেই রয়েছেন। যে জানতো তিনি আসবেন ব'লেই হয়তো এ-গ্রামের নাম রাখা হয়েছিলো ভাগ্যবতী, নদীর নাম রাখা হয়েছিলো মধুজল।'

সবাই চিৎকার ক'রে ওঠে, 'জয়, যুবরাজের জয়।'

আদিত্য বলে, 'যুবরাজ শুভ্রব্রত ভাগ্যবতী গ্রামের মাটিতে বসেছেন, যুবরাজ শুভ্রব্রত মধুজল নদীর জল পান করেছেন, ধন্য গ্রাম ভাগ্যবতী, ধন্য নদী মধুজল।'

তারা বলে, 'আমরাও ধন্য।'

আদিত্য বলে, 'দুঃখী মানুষেরা বলুন, আপনারা কি তাঁর প্রতি অনুগত?'

সবাই আবার চিৎকার ক'রে ওঠে, 'জয়, যুবরাজ শুভ্রব্রতের জয়; আমরা সবাই তাঁর অনুগত, জয়, যুবরাজের জয়।'

আদিত্য বলে, 'তিনি আপনাদের দুঃখে দুঃখী, তিনি আপনাদের দুঃখ দূর করতে চান; তিনি আপনাদের মঙ্গল চান।'

তারা বলে, 'আমরা যুবরাজের পদতলে প্রণাম করতে চাই; আপনি আমাদের নিয়ে চলুন তাঁর কাছে, আমরা তার জন্যে জীবন উৎসর্গ করবো।'

জড়ো হয়েছে প্রচুর লোক, যুবরাজ শুভ্রব্রতকে একবার দেখে যারা চিরজীবনের জন্যে ধন্য হতে চায়, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে চায় যুবরাজের জন্যে। তারা ব্যাকুল যুবরাজকে দেখার জন্যে, আদিত্য তাই তাদের নিয়ে নারকেল বনের দিকে এগোতে থাকে। সবার আগে আদিত্য, তাকে ধীরে ধীরে অনুসরণ করছে অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, এবং পেছনে ভাগ্যবতীর হাটের সে লোকেরা যারা আজ কিছু কিনতে বা বেচতে চায় না, পুণ্য অর্জন করতে চায় যুবরাজ শুভ্রব্রতের আশীর্বাদ পেয়ে শোভাযাত্রা ক'রে তারা এগিয়ে চলে মধুজল নদীতীরের নারকেল বনের দিকে। শুভ্রব্রতের চোখ প'ড়ে ছিলো হাটের দিকেই, ভাবছিলো কখন ফিরে আসবে তার ভক্তরা সে চঞ্চল হয়ে উঠবে তাদের ফিরে দেখতে পেয়ে; কিন্তু সে দেখতে পায় একটি শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে, শোভাযাত্রাটি যাকে অনুসরণ করে আসছে সে যে আদিত্য, তা বুঝতে শুভ্রব্রতের অসুবিধা হয় না। দেখে সে চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে না, তার সমস্ত রক্ত শরীরের নালিতে নালিতে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, বারবার সে ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে, শোভাযাত্রার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। ভাগ্যবতী গ্রামটিকে তার পুণ্যগ্রাম মনে হয়, মধুজল নদীকে মনে হয় পুণ্যতোয়া, নারকের বনটিকে মনে হয় বিধাতার আরেক গৃহ। শোভাযাত্রা তার সামনে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হলে সে দাঁড়িয়ে তাদের প্রণাম করা থেকে বিরত করে।

তারা বলে, 'প্রভু, আপনাকে প্রণাম করে আমরা ধন্য হতে চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'ভাগ্যবতীপল্লীর প্রিয়জনেরা, তোমরা ভুলো না যে আমি যুবরাজ ছিলাম, কিন্তু আমি আর যুবরাজ নই; আমি প্রভু নই, আমি তোমাদের মতোই মানুষ, কোনো মানুষই প্রণামের উপযুক্ত নয়; সব প্রণাম প্রাপ্য একজনের।

তারা বলে, 'প্রভু, আমাদের বুক দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, রাজহত্যাকারী পাষণ্ড বজ্রব্রতকে আমরা রাজা ব'লে মানি না, আপনিই আমাদের রাজা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কোনো মানুষই রাজা হতে পারে না, জেনে রেখো, আমিও রাজা নই; রাজা আছেন একজন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। ভাগ্যবতীর পুত্ররা, তোমাদের দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ; একই বেদনা আমাদের মনে। বেদনাকে আমরা জয় করবো, আমরা একদিন মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো।'

তারা বলে, 'আপনি পথপ্রদর্শক, আমরা অবশ্যই মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা যদি বিশ্বাস করো আমাকে, এবং বিশ্বাস করো আমি বিশ্বাস করি যে সর্বজ্ঞ-ও সর্বশক্তিধরকে, তাহলে মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার আর দেরি নেই,

তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারছি তোমরা সত্যকে চিনতে বিলম্ব করো না।'

তারা বলে, 'যুবরাজ, এই নারকেল বন আপনার যোগ্য স্থান নয়; আপনি আমাদের গৃহে চলুন, আমরা প্রাণভ'রে আপনার সেবা ক'রে ধন্য হই। আমাদের গৃহ আপনার পদধূলিতে পবিত্র হোক।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এই নারকেল বন যে-কোনো গৃহের থেকে পবিত্র, এই বন আশ্রয় দিয়েছে আমাকে; এই বন পবিত্র তীর্থ, এই মধুজল নদীতীর পবিত্র তীর্থ, এই বায়ু পবিত্র বায়ু। বিধাতার আশীর্বাদে এই বন মঙ্গলে পরিপূর্ণ। আমি এই তীর্থেই তোমাদের সঙ্গ চাই।'

নারকেল বনে একটি গৃহ ওঠে; আর ভাগ্যবতীর মানুষেরা নানা উপহারে গৃহের আঙিনা ভ'রে তোলে। গৃহের দিকে আর উপহারের দিকে তাকিয়ে শুভ্রব্রতের মন পবিত্র আলোকে ভ'রে ওঠে; সে সব কিছুতে বিধাতার ছোঁয়া অনুভব করে। তবে শুভ্রব্রত প্রথম দিনেই বিধাতার ধর্ম প্রচার শুরু করে না, পারমিতা তাকে নিষেধ করেছে; তাকে দেখে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে ভাগ্যবতীবাসীরা বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে কি না। পারমিতা তাকে দিয়েছে একটি সুন্দর পরামর্শ, তার মনে হয় সেটিই প্রথম বাস্তবায়িত করা দরকার। একবার তার মনে হয় কথাটি তার মনেই প্রথম জাগা উচিত ছিলো; সে পুরুষ, পুরুষের যন্ত্রণার কথা বোঝার কথা ছিলো তারই। পারমিতা বলেছে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস বহু দিন ধ'রে নারীহীন, পুরুষের বেশি দিন নারীহীন থাকা সম্ভব নয় এবং ভালো নয়, বিশেষ ক'রে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের পক্ষে যারা নারী ছাড়া দীর্ঘকাল ধ'রে বহুপত্নীর সেবা পেয়ে এসেছে; তাদের জন্যে নারী দরকার, নারী ছাড়া তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। পারমিতা বলেছে ভাগ্যবতী গ্রামে নিশ্চয়ই সুকন্যার অভাব হবে না, তাদের জন্যে ভাগ্যবতী থেকে নারী সংগ্রহ করা উচিত।

সন্ধ্যায় শুভ্রব্রত দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্য ক'রে বলে, 'ভাগ্যবতীর ভক্ত সাধুজনেরা, তোমাদের উপহার পবিত্র, কেননা তোমাদের মন পবিত্র; তবে তোমাদের কাছে আমি এই উপহারের থেকেও অনেক মূল্যবান অনেক পবিত্র এক উপহার চাই, তোমরা কি আমাকে দেবে সেই উপহার?'

তারা বলে, 'আমাদের কোনো কিছুই আপনাকে অদেয় নেই, প্রভু।'

শুভ্রব্রত বলে 'এই যে আমার পাশে রয়েছে আমার প্রধান ও প্রিয় ভক্ত আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, যারা সবাই অমাত্য পুত্র, কিন্তু তাদের বড়ো গুণ তারা আমার জন্যে সব ছেড়ে এসেছে। তাদের কেমন পুরুষ বলে মনে হয় তোমাদের?'

তারা বলে, 'তাঁরা সুপুরুষ, তাঁরা সর্বাঙ্গসুন্দর, তাঁরা ভাগ্যবতীর মানুষের কাছে দেবতার সমতুল্য, তাঁরা আমাদের পূজনীয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের কাছে আমি এই সর্বাঙ্গসুন্দর সুপুরুষদের জন্যে কন্যা উপহার চাই; এই সুপুরুষদের বরণ ক'রে তোমাদের ভাগ্যবতী সতী কুমারী কন্যারা গৌরবের অধিকারী হবে।'

শুভ্রব্রতের আবেদন শুনে উল্লাসধ্বনি ক'রে ওঠে ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা; এবং চমকে ওঠে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস; তাদের শরীরের ভেতর দিয়ে মধুজল নদীর স্রোত হঠাৎ তীব্র বেগে হেসে বইতে শুরু করে। শুভ্রব্রতের অন্য অনুসারীরা আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে।

ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা বলে, 'প্রভু, আমরা জানি আমাদের কন্যারা এই সুপুরুষদের উপযুক্ত নয়, আমাদের কন্যাদের এমন রূপ নেই, এমন গুণ নেই, যা দিয়ে তারা সুখী করতে পারবে এই সর্বাঙ্গসুন্দর পাত্রদের; কিন্তু আমরা ধন্য হবো এই পাত্রদের হাতে কন্যা সমর্পণ করে, আমাদের কন্যারা ধন্য হবে এই পাত্রদের পতিরূপে বরণ করে।'

আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস পুলকে বধির হয়ে মাথা নত ক'রে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আগামী কাল দুপুরেই শুভবিবাহের কাজ সম্পন্ন হবে।'

তারা বলে, 'প্রভু বিক্রমপল্লীর রীতি সন্ধ্যায় কন্যা সমর্পণ করা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নারীপুরুষের মিলনের জন্যে সব প্রহরই পবিত্র, তোমরা সন্ধ্যার কথা ভেবে না, নিশ্চয়ই বিধাতা সব প্রহরকেই পবিত্র করেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

একজন বলে, 'প্রভু, পাত্র রয়েছেন চারজন, কিন্তু ভাগ্যবতীতে সম্প্রদানযোগ্য কন্যা অনেক; আমার কোন কন্যাদের সম্প্রদান করার জন্যে আনবো? আমাদের কোন কন্যারা হবে ভাগ্যবতী আর কোন কন্যা হবে ভাগ্যহীনা?'

ভেতরে গিয়ে শুভ্রব্রত কথা বলে পারমিতার সাথে।

বেরিয়ে এসে শুভ্রব্রত বলে, 'রূপেগুণে শ্রেষ্ঠা দশজন কন্যাকে আগামী কাল দুপুরের আগে নিয়ে আসবে, তারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবতী, আমার পত্নী, পারমিতা তাদের মধ্যে থেকে কন্যা নির্বাচন করবেন; এবং তখনই সম্পন্ন হবে বিবাহ।'

ভাগ্যবতী পল্লীর ঘরে ঘরে সাড়া প'ড়ে যায়, পিতামাতারা বিবাহযোগ্য কন্যাদের সর্বাঙ্গসুন্দর পাত্রদের হাতে সমর্পণ ক'রে ধন্য হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠে নি যাদের কন্যারা তারা দুঃখ পায়, একটি সুন্দর সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে; আর যাদের কন্যারা রূপেগুণে অতুলনীয় নয়, কন্যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুখী ও দুঃখী হয়ে ওঠে ভাগ্যবতীর কন্যারাও; তাদের প্রত্যেকের মনে জেগে ওঠে বাসনা, স্বপ্ন দেখতে থাকে তারা মনোনীত হয়েছে, সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষেরা বরণ ক'রে নিয়েছে তাদের তারা যাত্রা করছে কোনো রাজপুরীর উদ্দেশে; এবং পরমুহূর্তেই তাদের মনে হ'তে থাকে তারা মনোনীত হয় নি, বেদনায় তারা নীল হয়ে যেতে থাকে। পিতামাতারা অনেকেই রাতে ঘুমোতে পারে না, জেগে জেগে পরস্পর সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষদের কথা বলে; মনে মনে প্রার্থনা জানাতে থাকে; এবং কন্যাদের চোখও ঘুম আসতে চায় না, ঘুমিয়ে পড়তে না পড়তেই তাদের ঘুম ভেঙে যায়, চোখে স্বপ্নের মতো কোনো রাজপুরুষের মুখ ভাসে, যাকে তারা দেখে নি। গ্রামের প্রধানরা বিপর্যস্ত হয় এক বড়ো সমস্যায়, তারা কোন দশজন কন্যাকে নিয়ে যাবে যুবরাজের সামনে? ভোরবেলায় পল্লীমুখের আঙিনায়

পিতারা নিয়ে আসে তাদের কন্যাদের, এবং পাঁচপ্রধান বিচারবিবেচনা করতে থাকে কন্যাদের রূপগুণ। প্রধানদের বয়স হয়েছে, বহু দিন তারা রূপের দিকে তাকায় নি, রূপ বিচার করতে গিয়ে তারা বিচলিত হয়, তাদের কারো কারো ম্লান চোখে বিদীর্ণ ক'রে অদ্ভুত আলো ঢোকে, এতো রূপ যে ভাগ্যবতীর কালো মেঘ ও সবুজ গাছপালার নিচে, টলটলে দিঘির পাড়ে ফুটে উঠেছে, তারা তা কল্পনাও করতে পারে নি। তারা বহু কাল পর বিস্ময়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটায়। এতো রূপের মধ্য থেকে তারা কী করে দশজনকে মনোনীত করবে? দশজনের মধ্যে থেকে আবার ছ-জনকে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রধানরা বিচলিত বিহ্বল বেদনার্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দশজনকে মনোনীত করতেই হবে, দুপুরের আগে নিয়ে যেতে হবে পবিত্র নারকেল বনে, যেখানে অপেক্ষায় আছেন যুবরাজ, ও সর্বাঙ্গসুন্দর, পুরুষরা। তারা কন্যাদের মুখ দেখে, কপোল ও গ্রীবার পঠন দেখে, মনে মনে পরিমাপ করে বাহুর দৈর্ঘ্য ও দেহের উচ্চতা, বিচার করে মাংসের বিন্যাস, এবং কন্যাদের দেহ থেকে বিগলিত সুগন্ধ।

মধুজল নদীর পারে নারকেল বনে উৎসব শুরু হয়েছে ভোর থেকেই। আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস চাঞ্চল্য বোধ করছে, অনেক দিন পর নারীর কোমলতার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাদের শুকনো ইন্দ্রিয়গুলো, মধুজল নদীর বাতাসকে আঁচলের কোমল ছোঁয়া বলে মনে হচ্ছে তাদের। অজস্র কন্যার মুখ ও শরীর পলকে পলকে তারা দেখতে পাচ্ছে। পারমিতার নির্দেশে নদী থেকে জল এনে তাদের স্নান করানো হয়েছে, পরানো হয়েছে নতুন বস্ত্র, পাতার রঙে রঙিন করা হয়েছে তাদের করতল। একটি বড়ো ভোজেরও আয়োজন করা হয়েছে। পারমিতা সব কিছু দেখছে, তার নির্দেশে সব কিছু ঠিক সময়ে ঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। শুভ্রব্রত সুখী বোধ করছে, তার মনে হচ্ছে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দেরি নেই, বিধাতা তাকে ক্রমশ নিয়ে যাচ্ছেন গন্তব্যের দিকে। সে অপেক্ষা ক'রে আছে ভাগ্যবতীপল্লীর ভাগ্যবতী কন্যাদের জন্যে, যারা তার কাছে হবে নিজেরই কন্যার মতো; যারা চিরকাল পাবে তার স্নেহ।

দুপুরের আগেই পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, ও পল্লীপ্রমুখেরা ঢাক ঢোল বাঁশরি করতালে পল্লী মুখর করে ভাগ্যবতীর দশজন সৌভাগ্যবতী কন্যাকে নিয়ে পৌঁছে নারকেল বনে। পারমিতা কন্যাদের জন্যে সুন্দর আসন পেতে রেখেছে, কন্যারা রূপসী কোমল আকর্ষণীয় ব্রীড়াতুর হয়ে আসনের এক প্রান্তে বসে চারদিক আলোকিত করে তোলে। আসনের অন্য প্রান্তে বসে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। কন্যাদের রূপ দেখে শুভ্রব্রত মুগ্ধ হয়, পারমিতা বিচলিত হয়, আর আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস অন্ধ হয়। চারপাশের সবাই নিস্তব্ধ, বাদ্যও থেমে গেছে; কন্যারা বসে আছে মাথা নত করে। এই কন্যাদের মধ্যে কোন চারজনকে বরণ করে হবে সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষদের জন্যে? কীভাবে বরণ করা হবে? বাদ পড়বে কোন ভাগ্যহীনরা? পিতামাতারা উত্তেজিত বিচলিত বোধ করে, কন্যারা কাঁপতে থাকে; পুলকিত হয়ে উঠে মধুজল নদীর বায়ু ও জল।

কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে যে-রূপসী, তার নাম অঞ্জনা, তার রূপে চারপাশ রূপময় হয়ে উঠেছে; তার দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই। আদিত্যের চোখ তার মুখের ওপর

বারবার পড়ছে, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসও অঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠেছে কয়েকবার। কে পাবে তাকে, তাকে কে পাবে, সবাই ভাবছে। শুভ্রব্রত জানিয়ে দিয়েছে আদিত্য তার প্রধান ভক্ত, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস তার প্রিয় ভক্ত; সবাই ভাবছে আদিত্যই পাবে অঞ্জনাকে; আদিত্য নিজেও তাই ভাবছে, অঞ্জনাকে পাওয়া তারই অধিকার। পারমিতা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে সবাই নিঃশব্দে কেঁপে ওঠে। পারমিতা অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখে কন্যাদের, তারপর এগোয় কন্যাদের দিকে। সবাই, এমনকি শুভ্রব্রতও, ভাবে সে গিয়ে ধরবে অঞ্জনার হাত, এনে বসিয়ে দেবে আদিত্যের পাশে; কিন্তু পারমিতা অঞ্জনার হাত না ধ'রে ধ'রে তমালিকার হাত–সবাই চমকে ওঠে। পারমিতা তাকে এনে বসিয়ে দেয় আদিত্যের পাশে। আবার সবাই ভাবে এবার পারমিতা ধরবেন অঞ্জনার হাত, কিন্তু পারমিতা অঞ্জনার হাত ধরে না, ধরে স্বর্ণলতার হাত, এবং তাকে এনে বসিয়ে দেয় অংশুমানের পাশে। এবার কি পারমিতা ধরবেন অঞ্জনার হাত? জিতেন্দ্রিয় কিছুটা পুলক বোধ করে; কিন্তু পারমিতা গিয়ে ধ'রে প্রভাবতীর হাত এবং এনে বসিয়ে দেয় জিতেন্দ্রিয়ের পাশে। অঞ্জনা কি বাদ পড়বে? না তাকে পাবে বিভাস? পারমিতা কি সৌন্দর্য চেনেন না? তিনি কি শ্রেষ্ঠ রূপসীকে বাদ দেবেন? বিভাসের মনে এক আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে, এবার নিশ্চয়ই মনোনীতজনের পত্নী ধরবেন অঞ্জনার হাত, এবং সে-ই পাবে রূপসীমাতাকে। সবাইকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে পারমিতা গিয়ে বৈজয়ন্তীমালার হাত, দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে অঞ্জনা; পারমিতা বৈজয়ন্তীমালাকে এনে বসিয়ে দেয় বিভাসের পাশে। শুভ্রব্রতও মনে মনে আর্তনাদ ক'রে ওঠে। পারমিতা কি রূপ চেনেন না; না কি তিনি ঈর্ষা করেন রূপ? পরমুহূর্তেই সবাই অবাক হয় যে পারমিতা আবার এগিয়ে যাচ্ছে, এবং এগিয়ে যাচ্ছে অঞ্জনারই দিকে, এবং গিয়ে ধরছে অঞ্জনারই হাত। পারমিতার স্পর্শ পেয়ে অঞ্জনা মুখ তোলে, তার চোখের পাতায় কয়েক বিন্দু শিশির। কার পাশে নিয়ে পারমিতা বসাবেন অঞ্জনাকে? কে আছে, আর কে আছে? তারা কাউকে দেখতে পায় না। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, শুভ্রব্রতও। এক নিঃশব্দ ভূমিকম্পে তারা ভেঙে পড়তে চায়; এবং সবাই জীবনের চরম বিস্ময় দেখার জন্যে পারমিতার দিকে তাকিয়ে থাকে; দেখতে পায় পারমিতা অঞ্জনাকে ধ'রে এনে বসিয়ে দিয়েছে শুভ্রব্রতের পাশে। অঞ্জনা উল্লাসে ভেঙ্গে পড়ে, শুভ্রব্রত বিব্রত হয়, কিন্তু তার মুখ জ্যোৎস্নাবিহ্বল হয়ে ওঠে। চারপাশে প্রবল উল্লাসে বাদ্য বেজে ওঠে।

বিয়ের মন্ত্র পড়ানো হবে, পুরোহিতেরা এগিয়ে আসে; শুভ্রব্রত উঠে দাঁড়ায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা, আজ শুরু হলো এক নতুন কাল; শেষ হলো অন্ধকার যুগ; কন্যাদান করে তোমরা সৌভাগ্য অর্জন করলে, বিধাতা নিশ্চয়ই তোমাদের স্বর্গে অধিষ্ঠিত করবেন।

ভাগ্যবতীর লোকেরা শুভ্রব্রতের কথা কিছু বুঝতে পারে না।

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে বিবাহ আর আগের বিবাহ নয়, আগের বিবাহ ছিলো অপবিত্র, আজ থেকে বিবাহ হলো। আজ থেকে বিবাহ নতুন রূপ নিলো, কিছুই আর আগের মতো থাকবে না, নিশ্চয়ই বিধাতা অনন্য।'

কন্যাদের পিতারা জানতে চায়, 'সাত পাক ঘুরে অগ্নিসাক্ষী রেখে মন্ত্র প'ড়ে যেভাবে বিবাহ হয়ে আসছে, তা কি বাতিল হয়ে যাবে যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিবাহ আজ থেকে নারী আর পুরুষের চুক্তি, নারী আর পুরুষ যদি সুখে থাকে, তাহলে তারা সারাজীবন একত্রে বাস করবে, আর যদি তারা চায়, তারা বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে।'

তারা বলে, 'আপনার বিধান ব'লে আমরা মানি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এটা আমার বিধান নয়, বিধাতার বিধান; বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না যুবরাজ কোন দেবতা বা রাজার কথা বলছেন; তারা অনেক দেবতার পুজো করে, কয়েকজন রাজার নাম জানে, তবে তারা বিধাতা ব'লে কোনো দেবতা বা রাজার নাম শোনে নি। তবু তারা কন্যাদের সম্প্রদান ক'রে সুখী বোধ করে।

সন্ধ্যার পর শুভ্রব্রত পারমিতাকে জিজ্ঞেস করে, 'পারমিতা, তুমি কি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিল আমি কামনা করছি অঞ্জনাকে?'

পারমিতা বলে, 'না, হে মনোনীতজন; আপনার চোখের দিকে আমি তাকাই নি।'

শুভ্রব্রত স্বস্তি পায়, তার কামনা পারমিতার চোখে পড়ে নি।

শুভ্রব্রত বলে, 'তাহলে তুমি কেনো আমার জন্যে মনোনীত করলে এই রূপসী যুবতীকে, যে সব পুরুষের কাম্য হওয়ার উপযুক্ত?'

পারমিতা বলে, 'মাটির ওপর যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা বিধাতার মনোনীতজনের প্রাপ্য, হে বিধাতার মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলল, 'কিন্তু আমার সম্ভোগের জন্যে তোমার মতো এক অতুলনীয় নারী আমার রয়েছে।'

পারমিতা বলে, 'একটি মাত্র নারী আপনার জন্যে যথেষ্ট নয়, হে মনোনীতজন, যেমন সূর্যের জন্যে যথেষ্ট নয় একটি মাত্র রাজ্য; এবং অঞ্জনার মতো নারী আপনারই প্রাপ্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার বিবেচনাকে আমি সব সময় শ্রদ্ধা করি, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'আপনার প্রশংসায় আমি গৌরব বোধ করছি, হে মনোনীতজন। তা ছাড়া আপনার কি মনে হয় না অঞ্জনার মতো অতুলনীয় রূপসী নারী কোনো ভক্তের শয্যায় গেলে আপনার ভক্তদের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ঘটতো?

শুভ্রব্রত ভয় পায়, এবং দেখতে পায় আদিত্য, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের মুখ; মনে পড়ে অঞ্জনার দিকে তারা তাকাচ্ছিলো কামার্ত দৃষ্টিতে; তারা প্রত্যেকে কামনা করছিলো অঞ্জনাকে। সে নিজেও কি কামনা করে নি অঞ্জনাকে? পারমিতা এক বড়ো সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছে তাকে। পারমিতা বিধাতার আশীর্বাদ; অঞ্জনাকেও তার মনে হচ্ছে বিধাতার আশীর্বাদ; নিশ্চয়ই বিধাতা অঞ্জনাকে তার শয্যায় পাঠিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা করার। সে কি এখনই অঞ্জনাকে নিয়ে বাসর শয্যায় যাবে? পারমিতা কি বলে? শুভ্রব্রতকে পারমিতা পরামর্শ দেয় প্রথম আদিত্য, অংশুমান,

জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের ঘরে গিয়ে তাদের উপদেশ দিতে; যদিও তারা অভিজ্ঞ, তবু তাদের উপদেশ দেয়া মনোনীতজনের কর্তব্য। শুভ্রব্রত তাদের সবাই একঘরে ডেকে আনে; তাদের উপদেশ দেয় বাসর ঘরে, প্রথম এবং সব রাতে সুখী হওয়ার এবং স্ত্রীদের গর্ভবতী করার জন্যে। শুভ্রব্রত তাদের বলে মিলনের প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে বিধাতার নাম, কেননা বিধাতা দেখেন সব কিছু। শুভ্রব্রত বলে; পুরুষ বর্ষণ, নারী পাত্র; পুরুষ বীজ, নারী ভূমি; পুরুষ রাজা; নারী রাজ্য; পুরুষ বজ্র, নারী মেঘ; বর্ষণের কাজ পাত্র পূর্ণ করা; সেই পুরুষই সার্থক যে পুত্রবতী করে নারীকে; বীজের কাজ ভূমিকে শস্যপূর্ণ করা, রাজার রাজ্য জয় করা; সেই পুরুষই সার্থক যে পরাভূত করে নারীকে; ব্রজের কাজ মেঘকে গলিত করে বর্ষণ ঘটানো, সেই পুরুষই সার্থক যে গলিত করে নারীকে। আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাগ, এবং তমালিকা, স্বর্ণলতা, প্রভাবতী, বৈজয়ন্তীমালা শুভ্রব্রতের কথা শুনে মুগ্ধ হয়।

বিভাস জানতে চায়, 'হে মনোনীতজন, আমাদের বলুন নারীদের ওপর আমাদের কতোখানি অধিকার?'

শুভ্রব্রত বলে 'ভূমি-অধিকারীর ভূমির ওপর যতোখানি অধিকার, স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার তার একশো গুণ বেশি।'

আদিত্যও অন্যরা বলে, 'সব স্তব বিধাতার প্রাপ্য।'

বিভাস জিজ্ঞেস করে 'হে মনোনীতজন, আমরা পুরুষেরা কি নারীকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারি?'

শুভ্রব্রত বলল, 'পুরুষের ইচ্ছেই বিধাতার ইচ্ছে, নারীকে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করো, নারী হচ্ছে পুরুষের বাস্তবায়নের উপকরণ।'

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, নারী কি অবস্থান করতে পারে পুরুষের ওপরে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'নারী দাসী, দাসী কখনো প্রভুর ওপর অবস্থান করতে পারে না; সেই নারী অভিশপ্ত যে প্রভুর ওপরে অবস্থান করে।'

জিতেন্দ্রিয় জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, পতিপত্নীর মিলনের উদ্দেশ্য কি শারীরিক সুখলাভ না সন্তানলাভ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা পতিপত্নীর প্রত্যেক মিলনের জন্যে পাঁচশো পুণ্য দান করেন, যদি তারা কন্যা লাভ করে, তাহলে দান করেন সহস্র পুণ্য; তারা পুত্র লাভ করলে তাদের দান করেন লক্ষ পুণ্য।'

অংশুমান জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, এক দিনে পতিপত্নীর কতো বার মিলন বিধাতার পছন্দ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'সুগঠিতদের জন্যে সাত বার, আর দুর্বলদের জন্যে একবার মিলন নির্দিষ্ট করেছেন বিধাতা, নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত জ্ঞানের আকর।'

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের পত্নীরা সতী আছে কি না, তা আমরা কীভাবে বুঝবো?'

শুভ্রব্রত বলে, 'সতীত্ব নারীর মুকুট, যেমন রাজা পরিচিত মুকুট দিয়ে, নারী তার সতীত্ব দিয়ে। প্রথম রাতেই বিশ্বাসীরা শয্যায় পবিত্র রক্ত খুঁজবে; প্রথম রাতের এক ফোঁটা রক্তের মূল্য স্বর্গের দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা। প্রথম রাতের প্রতিটি রক্তের ফোঁটা দেখে বিধাতা সুখী হন, চিরকালের জন্যে তিনি তা স্বর্গের সতীগৃহে রক্ষা করেন। যে নারী প্রথম রাতে শয্যাকে রক্তাক্ত করে না, সে অভিশপ্ত।'

চার দিন কেটে গেছে শুভ্রব্রতের ভাগ্যবতী পল্লীতে; তাকে যাত্রা করতে হবে অরুণারাজ্যের উদ্দেশে; কিন্তু এখনো সে বিধাতার ধর্ম প্রচার করে নি এখানে। শুভ্রব্রত জানে এ পল্লীর মানুষেরা তার অনুরাগী, তারা তাকে ও তার ভক্তদের কন্যা দান করেছে, তারা তার ধর্ম, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর বিধাতার ধর্ম, হয়তো অনেকেই গ্রহণ করবে। তারা সবাই কি বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে না, শুভ্রব্রতের মনে প্রশ্ন জাগে, কেনো সবাই গ্রহণ করবে না? তারা কেনো মিথ্যে দেবদেবীর পুজো করবে? সত্য একমাত্র বিধাতা, বিধাতা ছাড়া কোনো দেবতা নেই, দেবী নেই ওইগুলো মিথ্যে মূর্তিমাত্র; ভাগ্যবতীর মানুষেরা কেনো বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে না, যিনি প্রভু সব কিছুর? বিকেলে শুভ্রব্রত ভাগ্যবতীর সাধুজনদের আমন্ত্রণ জানায় মধুজল নদীতীরের পবিত্র নারকেল বনে; তারা দলে দলে উপস্থিত হয়। শুভ্রব্রত সুখী বোধ করে; তার মনে হয় এরা সবাই আজ গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম, বর্জন করবে দেবদেবীদের, এবং বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠায় তারা নির্ভয়ে অংশ নেবে।

শুভ্রব্রত বলে, 'ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা, মধুজল নদীতীরের আত্মীয়রা, এই পল্লী পবিত্র, এই মধুজল নদী পবিত্র, এই নারকেল বন পবিত্র; এই পল্লী আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, এই পল্লী পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে নারী, তা আমাদের দিয়েছে। এই পল্লীর কন্যারা সৌভাগ্য অর্জন করেছে, এই গ্রামের পুত্ররা কি বর্জন করবে না সৌভাগ্য? বিধাতার মহারাজ্য যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার সাধ কি নেই এই পল্লীর পুরুষদের? নিশ্চয়ই স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে ভাগ্যবতীর নাম।'

জনগণ শুভ্রব্রতের নামে জয়ধ্বনি দেয়।

শুভ্রব্রত বলে, 'আগামীকাল আমরা এই পবিত্র পল্লী ছেড়ে যাত্রা করবো অরুণারাজ্যের উদ্দেশে, আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে সফলতা, বিধাতা নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

কয়েকজন উচ্চকণ্ঠে আবেদন জানায়, 'হে যুবরাজ, বিধাতা কী, বিধাতার কথা আমরা জানি না, আপনি আমাদের বুঝিয়ে বলুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি যুবরাজ নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন। ভাগ্যবতীর প্রিয়জনেরা, তোমরা শোনো, দেবদেবী ব'লে কিছু নেই, তা পৌত্তলিকদের ভ্রান্ত কল্পনা, দেবদেবীতে যারা বিশ্বাস করে তার অভিশপ্ত; রয়েছেন এক বিধাতা, যিনি সৃষ্টি করেছেন স্বর্গ ও মর্ত্য, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, যিনি মানুষকে দিয়েছেন শ্বাস, পাতাকে সবুজ, ফুলকে রঙ, আর নদীকে জলস্রোত। তিনি তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে

নারীর গর্ভের জন্মান সন্তান, ক্ষুদ্র বীজ থেকে জন্মান বনস্পতি, তিনি মেঘকে পরিণত করেন জলে; তিনি মুহূর্তে ধ্বংস ও সৃষ্টি করেন মহাজগৎ। আমি তোমাদের সেই মহান বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাই। তোমরা ভাগ্যবান, তোমাদের মুখ দেখতে পাচ্ছেন বিধাতা, তোমরা স্বর্গে লাভ করবে শ্রেষ্ঠ স্থান।'

কয়েকজন বলে, 'হে যুবরাজ, বিধাতার কথা আপনি বলুন, আমরা একজন শক্তিশালী দেবতা চাই; পুতুল পুজো করতে করতে আমরা ক্লান্ত, যে পুতুলের কোনো শক্তি নেই, যে-পুতুল আমাদের কিছু দিতে পারে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতাই একমাত্র বিধাতা, বিধাতা অনন্য, তিনি দেবতা নন, তিনি বিধাতা, তিনি সর্বশক্তিধর, তাঁর রোষে ভেঙে পড়বে সমস্ত মূর্তি, তাঁর রোষে চূর্ণ হবে সমস্ত দেবমন্দির।'

জনগণ জয়ধ্বনি দেয় শুভ্রব্রতের নামে।

শুভ্রব্রত বলে, 'একদিন উত্তর থেকে দক্ষিণ পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার মহারাজ্য। বিধাতা ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারিত হবে না মাটিতে ও বায়ুমণ্ডলে। তোমরা আজ যারা বিধাতার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা হবে বিধাতার মহারাজ্যের সেনাপতি। তাদের বুকে জ্বলবে বিশ্বাসের আগুন, তাদের বাহু হবে বিশ্বাসের তরবারি। আর যারা বিধাতার ধর্মে বিশ্বাস আনবে না, তারা অভিশপ্ত হবে, তারা অন্ধ। বিশ্বাসীকে বিধাতা স্বর্গে সিংহাসন দেবেন।'

তারা আবার জয়ধ্বনি দেয়।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের আগুনে পুড়ে ছাই হবে অবিশ্বাসীদের রাজা, বিশ্বাসের তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হবে অবিশ্বাসীর শির; থাকবে শুধু বিশ্বাসীরা, বিশ্বাসী ছাড়া আর কেউ থাকবে না বিধাতার মহারাজ্যে। তোমরা বলো বিধাতা অনন্য।'

একদল ব'লে ওঠে, বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা দশবার বলো বিধাতা অনন্য।'

তারা দশবার ওই ঘোষণা দেয়।

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছো বিধাতায়, তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তারা নিজের গৃহে ফিরে যাও, ধ্বংস করো গৃহের মূর্তিগুলো; এবং ফিরে আসো। আমরা আগামীকাল অরুণারাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করবো. নিশ্চয়ই সেখানে সফলতা অপেক্ষা করছে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করছো না বিধাতায়, তারা অভিশপ্ত; তারা ধ্বংস হবে।'

রাতে পারমিতার ঘর থেকে বেরিয়ে শুভ্রব্রত অঞ্জনার ঘরে ঢোকে; অঞ্জনাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের দ্বিতীয় রাত থেকে শুভ্রব্রত এ রীতিই পালন ক'রে আসছে। পারমিতা আজো রূপসী, কিন্তু শুভ্রব্রতের মনে হয় অঞ্জনার মাংস ও অস্থি, ওষ্ঠ ও বাহুমূল অপূর্ব স্বাদসম্পন্ন, তার শরীরে কনকচাঁপার সুগন্ধ, যা সে আর কোনো নারীতে পায় নি। অঞ্জনার সাথেই সে সারারাত কাটাতে চায়, কিন্তু পারমিতাকে সম্পূর্ণ বঞ্চনা করা ঠিক হবে না ব'লেই তার মনে হয়, তাই সে সন্ধ্যায় কিছু সময় পারমিতার সাথে কাটায়,

পারমিতাকে পরিতৃপ্ত করে, তারপর প্রবেশ করে অঞ্জনার ঘরে। পারমিতার ঘর থেকে বেরোনোর সময় পারমিতা তাকে প্রণাম করে, সে পায়ে একটি শীতল দীর্ঘশ্বাসের ছোঁয়া পায়, তবু সে বেরিয়ে আসে। সে কি থেকে যাবে পারমিতার ঘরে? সে থাকতে পারে না, অঞ্জনার ঘরটি তাকে টেনে বের ক'রে আনে পারমিতার ঘর থেকে।

অঞ্জনা আজ শুভ্রব্রতকে বলে, 'যুবরাজ, আপনি প্রথমার ঘরেই রাত যাপন করুন, সেখানেই বেশি সুখ পাবেন।'

শুভ্রব্রত চমকে ওঠে; এবং বলে, 'আমি যুবরাজ নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন, অঞ্জনা।'

অঞ্জনা হাসে, আর বলে, 'তাহলে বাইরে নারকেল বনে গিয়ে ভাষণ দিন।'

শুভ্রব্রত বিব্রত হয়, এবং বলে, 'অঞ্জনা, তুমি এতো নির্মম হোয়ো না।'

অঞ্জনা খিলখিল ক'রে হাসে; এবং বলে, 'সন্ধ্যায় অন্য নারীর ব্যবহৃত পুরুষকে জড়িয়ে ধ'রে আমি সুখ পাই না, যুবরাজ। তার সামনে নগ্ন হ'তে আমার ঘৃণা লাগে; তাকে গ্রহণ করতে আমার বমি আসে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি নির্মম, অঞ্জনা, তুমি নির্দয়, তুমি নিষ্ঠুর।

অঞ্জনা বলে, 'আমি নির্মম নির্দয় নিষ্ঠুর নই, যুবরাজ, আপনার দেহ জানে ফুলআর শিশিরের থেকেও আমি কোমল, তবে ব্যবহৃত ক্লান্ত পুরুষকে সুখ দিতে আমার ঘৃণা লাগে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নারীর কাছে পুরুষ পবিত্র, নারী কখনো পুরুষকে ঘৃণা করতে পারে না, অঞ্জনা; পুরুষের পদতলে নারীর স্বর্গ।'

অঞ্জনা মধুরভাবে হাসে; তখন নীরব হাসি শুভ্রব্রতের কাছে সোনালি মনে হয়, যখন অঞ্জনা মৃদু শব্দ ক'রে হাসে, তখন তার হাসির সাথে তুলনা করার মতো কোনো মূল্যবান ধাতুর নাম সে মনে করতে পারে না।

অঞ্জনা মধুর হেসে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার স্বর্গ আমার কোন অঙ্গের তলে, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বিব্রত হয়, বলে, 'তোমার সর্বাঙ্গই আমার স্বর্গ, অঞ্জনা।'

অঞ্জনা বলে, আমার রূপ বর্ণনা করুন যুবরাজ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি পঙ্কজ, তোমার রূপ আর সৌরভের কোনো তুলনা নেই, অঞ্জনা; তুমি অরণ্যের ফুল।'

অঞ্জনা বলে, আমার রূপের স্তব করুন, যুবরাজ; আমি সব সময় স্তব শুনে এসেছি, তবে শুনলে আমি আপনার বিধাতার মতো সুখ পাই।'

মৃদু শব্দ ক'রে হাসে অঞ্জনা; ওই হাসির সাথে তুলনা করার জন্যে মূল্যবান ধাতুর নাম খুঁজতে থাকে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা সম্পর্কে তুমি কোনো কথা বোলো না, অঞ্জনা; তুমি নিজের সম্পর্কে কথা বলো।'

অঞ্জনা বলে, 'আমার শরীরে কি কোনো সুগন্ধ আছে, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি কনকচাঁপা, তোমার অঙ্গে বন্য কনকচাঁপার সুগন্ধ।'

অঞ্জনা বলে, 'আমার বক্ষের রূপ?'

শুভ্রব্রত কেঁপে ওঠে, এবং বলে, 'ওইখানে আমার সমাধি।'

অঞ্জনা বলে, 'আপনি কেনো কবি না হয়ে মনোনীতজন হলেন, যুবরাজ? আপনি কবি হোন, সুরদাসের মতো কবি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কবিরা অভিশপ্ত, অঞ্জনা, কবিরা স্বর্গে যাবে না।'

অঞ্জনা বলে, 'কবিরা আমার প্রিয়, যুবরাজ, মনোনীতজনের থেকেও; তাদের স্বর্গে যাওয়ার দরকার নেই, তারা তো মাটিতেই স্বর্গ তৈরি করে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমিও তোমার প্রিয় হতে চাই, অঞ্জনা; কিন্তু তুমি আমাকে কবি হতে বোলো না।'

অঞ্জনা বলে, 'যুবরাজ, আমার পদকমলে আপনার সহস্র চুম্বন কামনা করি, আমার পদশতদল আপনার ওষ্ঠের সহস্র চুম্বন চায়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তা আমার পরম সৌভাগ্য, প্রিয়তমা।'

অঞ্জনা তার রঙিন পা বাড়িয়ে দেয়, আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে রক্তপদ্ম, শুভ্রব্রত তার পদতলে চুমো খেতে শুরু করে; একটি একটি ক'রে সে চুমো খায়, আঙুলে নখে পদতলে গোড়ালিতে জংঘায়, অঞ্জনা জেগে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে জেগে থাকে, শুভ্রব্রত চুমো খেয়ে খেয়ে আলতায় ওষ্ঠ ও জিভ রঙিন ক'রে তোলে।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে, 'এক সহস্র চুমো হলো যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'হয়তো দু-সহস্র হলো, হয়তো দশ সহস্র হলো, হে বন্য কনকচাঁপা, আমি আরো দশ সহস্রের বাসনা পোষণ করি, প্রিয়তমা।'

অঞ্জনা বলে, 'বাকিগুলো আগামী রাতের জন্যে থাক, যুবরাজ, আপনার পরিশ্রমে আমি সন্তুষ্ট।'

শুভ্রব্রত বলে, 'প্রত্যেক রাতের জন্যেই থাক আমার এই পরিশ্রম, হে বন্য কনকচাঁপা, হে রক্তপদ্ম হে নারী।'

অঞ্জনা মৃদু স্বরে হেসে বলে, 'একটি কথা আমি জানতে চাই, হে যুবরাজ, হে পদচুম্বনকারী হে আমার দাস।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি সহস্র কথা জানতে চাইতে পারো, যতোক্ষণ বিধাতা রাতের আয়ু বরাদ্দ করেছেন।'

অঞ্জনা বলে, 'প্রথম রাতে আপনি কি আমাদের শুভ্র শয্যায় রক্তের দাগ খুঁজেছিলেন, যুবরাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না তো, আমি তো রক্তের দাগ খুঁজি নি, কেনো একথা জিজ্ঞেস করছো, প্রিয়তমা, স্বর্গের সম্রাজ্ঞী?

অঞ্জনা সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুর থেকে অধিক ঝিলিক দিয়ে বলে, 'কেনো খুঁজলেন না, প্রভু? প্রথম রাতের রক্তের ফোঁটার মূল্য স্বর্গের দশসহস্র মুদ্রা। আপনার অনেক ক্ষতি হলো, অনেক মুদ্রা হারালেন আপনি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার রক্তের মূল্য অনেক বেশি, স্বর্গে অতো মুদ্রা নেই যে পরিশোধ করে, প্রিয়তমা।'

অঞ্জনা বলে, 'তাই বুঝি খোঁজেন নি, স্বামী, বিধাতার মনোনীতজন? স্বর্গ কি ঋণী হয়ে গেলো অঞ্জনার কাছে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার কাছে সহস্র স্বর্গ ঋণী, অঞ্জনা। তোমার পদতলই স্বর্গ, তোমার গ্রীবাই স্বর্গ, তোমার নাভিমূলই স্বর্গ।'

অঞ্জনা বলে, 'এবার আপনাকে আমি দেহদান করতে পারি।'

অরুণরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করবেন শুভ্রব্রত, সব কিছু প্রস্তুত; ভাগ্যবতী পল্লীর নতুন ধার্মিকেরাও এসে গেছে, এবং বিদায় জানানোর জন্যে উপস্থিত হয়েছে ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা। ধার্মিকেরা সবাই বিধাতার জয়ধ্বনিতে মুখর ক'রে তুলছে মধুজল নদীর তীরবর্তী নারকেল বন; আর শুভ্রব্রত সকলের উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন পারমিতা একটি প্রস্তাব পেশ করে শুভ্রব্রতের কাছে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'অরুণারাজ্যের উদ্দেশে আজই যাত্রা না ক'রে কয়েক দিন বিলম্ব করলে শুভ হয়, আপনাকে তা বিবেচনা করার অনুরোধ করি, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, বিশদ করে বলো, প্রথমা।'

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতার মনোনীতজন, আপনার অনুসারীরা সংখ্যা এখন পাঁচশোর বেশি, আপনি সংবাদ না দিয়ে কেমো ঢুকবেন একটি ভিন্ন রাজ্যে?'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী করতে হবে, বলো, পারমিতা; নিশ্চয়ই বিধাতা পথ দেখাবেন, বিধাতা ছাড়া কোনো দেবদেবী নেই, বিধাতা অনন্য।'

পারমিতা বলে, 'আপনি আদিত্য, আর অংশুমানকে একশো ধার্মিকসহ পাঠিয়ে দিন অরুণারাজ্যে দূত হিশেবে, তারা গিয়ে অরুণারাজ্যের রাজাকে অবহিত করুক যে আপনি আসছেন, অরুণারাজ্যের রাজা আপনাকে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করুন, বিধাতা ছাড়া কোনো দেবদেবী নেই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'যদি রাজা আমাদের অভ্যর্থনা না জানান?'

পারমিতা বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, অরুণারাজ্যের রাজা দুর্বল ও সৎ মানুষ, তিনি আপনাকে স্বাগত না জানিয়েই পারেন না। আপনাকে তিনি ভয় পাবেন যদি আপনি আদিত্য ও অংশুমানকে ধার্মিকদেরসহ পাঠান। এবং আরো একটি প্রস্তুতি আপনাকে নিতে হবে, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী প্রস্তুতি নিতে হবে, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, কোনো কিছুই তরবারি ছাড়া জয় করা যায় না। রাজ্য জয় করতে হয় তরবারি দিয়ে, বিশ্বাসও জয় করতে হয় তরবারি দিয়ে। বিধাতার ধর্ম, বিধাতার মহারাজ্যে প্রতিষ্ঠার জন্যে তরবারি দরকার হবে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তা আমি বুঝি, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'আপনি আপনার প্রত্যেক ধার্মিককে একটি করে তরবারি উপহার দিন, তাদের বলুন যে বিশ্বাস দেখা দিয়েছে তরবারিরূপে; বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তরবারি ছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'পারমিতা, তুমি অধিষ্ঠিত হবে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে; তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছো, আমার কর্তব্য।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার প্রকাশ্য তরবারি হচ্ছে বিধাতা, বিধাতায় বিশ্বাস, সেই তরবারি দিয়ে বিধাতা আপনাকে জয় করাবেন মানুষের বিশ্বাস, আর আপনার গোপন ধাতুর তরবারি দিয়ে জয় করাবেন রাজ্য। পিতার কাছে শুনেছি তরবারি ছাড়া কোনো কিছু জয় করা যায় না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে বিশ্বাসের তরবারি থাকবে মনে, আর ধাতুর তরবারি থাকবে কোমরে; বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে দুই তরবারি দিয়ে।'

শুভ্রব্রত ডাকে আদিত্য, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে; এবং তারা একটি নারকেল গাছের ছায়ায় বসে।

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার প্রধান ও প্রিয় ভক্তরা, বিধাতা আমাদের দিয়ে স্থাপন করাবেন তাঁর মহারাজ্য, এখন আমরা যে-নারকেল গাছের ছায়ায় বসেছি, এটিই বিধাতার মহারাজ্যের সূচনা।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, এই ছায়া বিধাতার দান, এই ছায়াই বিধাতার মহারাজ্য, এই ছায়া একদিন রাজ্যের পর রাজ্যে বিস্তৃত হবে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমাদের আর বিলম্ব করার সময় নেই, বিধাতা বিলম্ব পছন্দ করেন না; তাঁর মহারাজ্য অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান বিধাতা। আমি তোমাদের ওপর আজ বিধাতার মহারাজ্যের ভার অর্পণ করতে চাই।'

তারা বলে, 'আপনি আমাদের যে দায়িত্ব দেবেন, তা আমরা আমৃত্যু পালন করবো, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আদিত্য, আমার প্রধান ভক্ত, তার ওপর আমি অর্পণ করছি বিধাতার মহারাজ্যের প্রধান সচিব ও সেনাপতির দায়িত্ব; আর অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস হবে উপপ্রধান সচিব ও সেনাপতি।'

তারা বলে, 'আমরা প্রাণপণে আমাদের দায়িত্ব পালন করবো, হে মনোনীতজন; বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা করে পরিচয় দেবো আমাদের বিশ্বাসের।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে আমাদের দুটি তরবারি, আমাদের বুকে বিধাতার বিশ্বাসের তরবারি, আর কোমরে থাকবে ধাতুর তরবারি। বিধাতা দুই তরবারি দিয়ে স্থাপন করবেন মহারাজ্য।'

আদিত্য বলে, 'আমিও তা ভেবেছি, হে মনোনীতজন; তাই আমি আমার তরবারি সঙ্গে নিয়ে এসেছি, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসও এনেছে তাদের তরবারি। আপনার আদেশে সেগুলো আজ থেকে ঝলসে উঠবে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা নিশ্চয়ই স্বর্গে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করবেন দ্বিতীয় উত্তম স্থান, তোমরা স্বর্গেও সেনাপতি হবে। অবিলম্বে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের।'

শুভ্রব্রত এক বিশেষ দায়িত্ব দেয় আদিত্য ও অংশুমানকে; তারা যাবে অরুণারাজ্যে শুভ্রব্রতের সম্মানিত দূত হিসেবে, অরুণারাজ্যের রাজাকে সংবাদ দেবে বিধাতার মনোনীতজন শুভ্রব্রত, যিনি ছিলেন বিক্রমপল্লীর যুবরাজ, তিনি আসছেন অরুণারাজ্যে, তাঁকে স্বাগত জানালে সুখী হবেন মনোনীতজন, এবং বিধাতাও তার মঙ্গল করবেন। আজই তাদের দুজনকে অরুণারাজ্যের উদ্দেশে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে ভাগ্যবতী; শুভ্রব্রত দু-দিন পর অন্য ধার্মিকদের নিয়ে অরুণারাজ্যের সীমান্তবর্তী সুন্দরীঅরণ্যে। আদিত্য ও অংশুমানের সাথে তাদের দেখা হবে সেখানেই। এ-দু-দিন শুভ্রব্রত বিধাতার ধর্ম প্রচার করবে নারকেল বনে, নিশ্চয়ই তারা অনেকে গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম। আরো একটি কাজ করবে এ সময় শুভ্রব্রত, সে শুনেছে ভাগ্যবতীর কর্মকাররা তরবারি তৈরিতে দক্ষ, তাদের দিয়ে সে তৈরি করাবে তরবারি; কেননা ধার্মিকদের বুকে থাকবে বিশ্বাস, কোমরে তরবারি; দুই তরবারি ছাড়া বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। আদিত্য ও অংশুমান যাত্রা করে অরুণারাজ্যের উদ্দেশে, শুভ্রব্রত তাদের আশীর্বাদ ক'রে বলে যে দুই সেনাপতির এই যাত্রা হচ্ছে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা; তারা অবশ্যই সফল হবে, বিধাতা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত করবেন তাদের। শুভ্রব্রত তাদের নির্দেশ দেয় প্রতিমুহূর্তে স্মরণ রাখতে বিধাতাকে, বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, বিধাতার ওপরে আর কেউ নেই, তিনি শূন্যের মধ্যে গহ্বর সৃষ্টি করেন, শূন্যতাকে সবচেয়ে ভারী করেন, শূন্যের মধ্যে আবর্তিত করান গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলিকে, চাঁদকে তিনি অন্ধকার করেন, আবার আলোকিত করেন।

শুভ্রব্রত জিতেন্দ্রিয় ও বিভাসকে বলে, 'দুই সেনাপতি বিধাতার মহারাজ্যে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে গেছে অরুণারাজ্যে, আর আমার সামনে রয়েছো তোমরা দুই সেনাপতি, তোমাদের রয়েছে আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের আদেশ করুন; আমরা আপনার আদেশ পালন করে ধন্য হই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা যাও ভাগ্যবতী বাজারের সুদক্ষ কর্মকারদের কাছে, তাদের দিয়ে তোমরা তৈরি করো বিধাতার তরবারি। তোমাদের বিধাতায় বিশ্বাস ক্ষুরধার, তোমাদের তরবারিও হবে ক্ষুরধার।'

তারা বলে, 'আপনার আদেশ অবিলম্বে পালিত হবে, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের দুই তরবারির ঝিলিকের কাছে সবাই আত্মসমর্পণ করুক, অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হোক বিধাতার মহারাজ্য, বিশ্বাস যেখানে তরবারি আর তরবারি যেখানে বিশ্বাস সেখানে জয় অনিবার্য।'

ভাগ্যবতীর কর্মকরা উল্লাসে উদ্বেল হয়ে ওঠে, দিনরাত তারা কাজ করতে থাকে, অনেক দিন তারা এতো তরবারি তৈরির আদেশ পায় নি; দু-দিনের মধ্যে তারা পাঁচ শো তরবারি তৈরি করে। জিতেন্দ্রিয় ও বিভাস কর্মশালা থেকে একবারও দূরে যায় না,

তারা ধার পরখ করে অনুমোদন করে প্রতিটি তরবারি। তৈরি শেষ হলে তারা শতাধিক ধার্মিককে কর্মকারশালায় ডাকে, তরবারি দেখে ঝলমল করে ওঠে ধার্মিকেরা। তারা জানতে চায় তারা তরবারি পাবে কি না, জিতেন্দ্রিয় বলে তারা সবাই তরবারি পাবে, বিধাতার মনোনীতজন তাদের হাতে তুলে দেবেন তরবারি, যেমন তিনি তাদের বুকে তুলে দিয়েছেন বিশ্বাস, এখন তাদের কাজ হচ্ছে তরবারি বয়ে নিয়ে নারকেল বনে মনোনীতজনের পদতলে রাখা। তারা সবাই 'বিধাতার জয়', 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর' বলে নারকেল বনে এসে শুভ্রব্রতের পদতলে তরবারি রাখে। তরবারি দেখে শুভ্রব্রত ব'লে, ওঠে, 'বিধাতার মহারাজ্যের আর দেরি নেই।'

বিভাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের বুকে আছে বিশ্বাসের তরবারি, আর আপনার পদতলে আমরা রেখেছি ক্ষুরধার ধাতুর তরবারি। আপনি আমাদের হাতে তরবারি তুলে দিন, যা দিয়ে আমরা জয় করবো বিধাতার মহারাজ্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিধাতার অনুসারীরা, হে বিশ্বাসীরা, হে বিধাতার মহারাজ্যের অগ্রসৈনিকেরা, আজ থেকে তোমাদের দুটি ক'রে তরবারি। তোমাদের বুকে আছে বিধাতার বিশ্বাসের তরবারি, যা বিদ্যুতের থেকে তীব্র, খড়্গের থেকে ক্ষুরধার, আর লৌহবর্মের থেকে শক্ত।'

তারা উচ্চরব ক'রে ওঠে, জয়; বিধাতা অনন্য; বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে তোমাদের কোমরে থাকবে ধাতুর তরবারি। তবে এই তরবারি ধাতুতে গঠিত হ'লেও আসলে এগুলোও বিশ্বাসেই গঠিত। বিশ্বাসের থেকে বড়ো কোনো তরবারি নেই, বিশ্বাস ছাড়া ক্ষুরধার কোনো অস্ত্র নেই। বিধাতা তোমাদের দুটি তরবারি দিয়েছেন; বিধাতা চান তোমরা দুই তরবারি দিয়ে স্থাপন করবে বিধাতার মহারাজ্য। অবিশ্বাসীর সামনে প্রথম বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠবে তোমাদের বুকের বিশ্বাসের তরবারি, তারপর বজ্রের মতো তাদের মস্তকে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমাদের কটিদেশের ধাতুর তরবারি।'

তারা চিৎকার ক'রে ওঠে, 'বিধাতা ছাড়া কোনো দেবদেবী নেই, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার বিশ্বাসের স্বর্গীয় তরবারি আমি অনেক আগেই তুলে দিয়েছি তোমাদের বুকে, আজ তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাই বিধাতায় বিশ্বাসের ধাতুর তরবারি। বিধাতা চান তোমরা দুই তরবারি দিয়ে স্থাপন করবে বিধাতার মহারাজ্য। স্বর্গেমর্ত্যে বিধাতার রাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য থাকবে না, বিধাতার সৃষ্ট মহারাজ্য হবে বিধাতার মহারাজ্য।'

তারা চিৎকার করে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয় বিধাতার জয়।'

শুভ্রব্রত একটি একটি ক'রে তরবারি তুলে দিতে থাকে ধার্মিকদের হাতে। প্রথমে সে তরবারি তুলে দেয় জিতেন্দ্রিয়ের হাতে, তারপর বিভাসের; তারপর অন্যান্য ধার্মিকের হাতে। বিধাতার একক নামের উচ্চরবে মুখর হয়ে ওঠে নারকেল বন, ভাগ্যবতী পল্লী, মধুজল নদীর ঢেউ ও বাতাস। শুভ্রব্রতের মনে হ'তে থাকে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে অবিলম্বে; তারা জয় করবে অরুণারাজ্য, বিক্রমপল্লী, জয়

করবে রাজগৃহ, রাজ্য ও মহানগর জয় করবে রাজ্যের পর রাজ্য। মহারাজ্যে সকলের মুখ থেকে উঠবে বিধাতার নাম, ধ'সে পড়বে দেবদেবীর মন্দির, সেখানে মাথা তুলবে বিধাতার স্তবাগার; সকালে সন্ধ্যায় মাঝরাতে সেখানে ধ্বনিত হবে বিধাতার নাম। বিধাতাকে স্বীকার না করলে ধ্বংস হবে নগরের পর নগর, পল্লীর পর পল্লী, রাজ্যের পর রাজ্য; বিধাতার নাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না। বিশ্বাসের তরবারি আর ধাতুর তরবারি মিলে শুরু হবে মহাযুদ্ধ, সত্যের সাথে মিথ্যের, বিধাতার সাথে দেবদেবীর, বিশ্বাসের সাথে অবিশ্বাসের, আর ওই যুদ্ধে মিথ্যের, দেবদেবীর, অবিশ্বাসের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

তরবারি দানের পর শুভ্রব্রত যায় পারমিতার ঘরে; তার বিশ্বাস পারমিতা ঘরের কোনো রন্ধ্র দিয়ে দেখেছে তরবারিদান অনুষ্ঠান।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে একশো ধাপ এগিয়ে গেছেন আজ, আমার অভিনন্দন নিন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা তোমার কল্যাণ করুন।'

পারমিতা নিঃশব্দে শুভ্রব্রতের দিকে তাকায়, ভালোভাবে তার মুখ দেখে।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কেনো এমনভাবে তাকিয়ে আছো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'আপনাকে দেখছি, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখছো আমাকে বলো।'

পারমিতা বলে, 'আমি তা বলবো না, হে মনোনীতজন, বিধাতা জানেন আমি আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছি।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তোমার মনে কি কোনো সন্দেহ দেখা দিয়েছে, পারমিত তোমার চোখে কি আমি সন্দেহের ছায়া দেখতে পাচ্ছি?'

পারমিতা বলে, 'ভালো ক'রে দেখুন, হে মনোনীতজন, বিশ্বাস ছাড়া এই চোখে আর কিছু নেই।'

শুভ্রব্রত পারমিতার চোখের দিকে তাকায়।

পারমিতা বলে, 'এই চোখের তারা দুটি বিশ্বাসের তারা, এর প্রতিটি পলক বিশ্বাসের পলক; এই চোখে যদি সন্দেহের ছায়া দেখা যায়, তাহলে আর বিশ্বাস দেখবেন কোথায়, হে মনোনীতজন? বিশ্বাসের জন্যেই এই চোখ তৈরি করেছেন বিধাতা।'

শুভ্রব্রত বিব্রত বোধ করে, এবং বলে, 'পারমিতা, তুমি আমার ধ্রুবতারা।'

পারমিতা বলে, 'অঞ্জনা নিশ্চয়ই আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তার ঘরে গেলে আপনি পরিতৃপ্তি বোধ করবেন 'হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'চিত্তের পরিতৃপ্তি আমার ঘরে ছাড়া আর কোথাও আমি পাই না, আর কোথাও পাবো না।'

পারমিতা বলে, 'কিন্তু আপনার একটি দেহ আছে, আর পরিতৃপ্তিই বেশি দরকার দেহ পরিতৃপ্ত থাকলেই চিত্ত পরিতৃপ্ত থাকে।'

শুভ্রব্রত বেরিয়ে যেতে চায়, কিন্তু দ্বিধা বোধ করে; বেরিয়ে গেলে পারমিতা তার দিকে যেভাবে তাকাবে, তা কল্পনা করতে ভয় লাগে।

পারমিতা বলে,' দ্বিধা ত্যাগ করুন, হে মনোনীতজন; আপনিই বলেছেন বিধাতা দ্বিধা পছন্দ করেন না।'

শুভ্রব্রত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে অঞ্জনার ঘরে ঢোকে।

অঞ্জনা বলে, 'প্রথমা কি আজ একটু তাড়াতাড়িই পরিতৃপ্ত হয়েছেন, হে পরম গুরু?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার প্রতিসন্ধ্যার প্রথম বাক্যটির ভয়ে থাকি আমি, তুমি কি আমাকে ভয় থেকে মুক্তি দেবে না, অঞ্জনা?'

অঞ্জনা বলে, 'আমার প্রথম বাক্যের ভয়ে আপনার বুক কতোখানি কাঁপে, আমাকে কি জানাবেন, হে পতিদেবতা?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি আমাকে দেবতা বলবে না; দেবতা বলে কিছু নেই, দেবতায় বিশ্বাস করা পাপ।'

নাম-না জানা ধাতুর থেকে দ্যুতিময় হাসি হেসে অঞ্জনা বলে, 'দেবতা না থাকলে কী আছে, হে পরমস্বামী?'

শুভ্রব্রত বলে, 'রয়েছেন এক বিধাতা, যিনি এক, অদ্বিতীয়, যিনি সর্বশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ, জগতের প্রভু।'

অঞ্জনা খিলখিল ক'রে হেসে বলে, 'তাহলে আপনাকেই আমি বিধাতা বলে ডাকবো, হে পরম বিধাতা।'

শুভ্রব্রত চিৎকার ক'রে ওঠে, 'না, না, না, অঞ্জনা; তুমি জানো না তুমি কী পাপে ডুবে আছো।'

অঞ্জনা হেসে বলে, 'হে স্বামী, আপনাকেই তো আমার এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞ, জগতের প্রভু মনে হয়।'

শুভ্রব্রত চিৎকার ক'রে ওঠে, 'তুমি আমাকে পাগল ক'রে দেবে, অঞ্জনা, আমাকে পাগল করে দেবে। মনে রেখো আমি বিধাতা নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন।'

অঞ্জনা শুভ্রব্রতকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'বিধাতা আপনাকে কীভাবে মনোনীত করলেন, হে স্বামী? আদিত্যকে কেনো মনোনীত করলেন না, আমাকে একটু বলুন না।'

শুভ্রব্রতের মনে হয় সে মূর্ছিত হয়ে পড়বে; সে আপ্রাণ চেষ্টা করে সুস্থ থাকার।

অঞ্জনা খুব কৌতুক বোধ করে; এবং তার মনে হয় শুভ্রব্রতকে আর বিচলিত করা, তার অহমিকাকে আর পীড়িত করা ঠিক হবে না; বরং তার অহমিকাকে কিছুটা উদ্দীপ্ত ক'রে দিলে চমৎকার হবে।

অঞ্জনা বলে, 'প্রিয়তম, আপনার ভাষণ শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি; প্রাচীন আর্য ঋষিদের থেকে আপনি বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।'

শুভ্রব্রত সুখ বোধ করে, বলে, 'তোমার বাক্য শুনে আমি স্বর্গীয় সুখ পেলাম, ইচ্ছে করলেই তুমি ওষ্ঠ থেকে অমৃত ক্ষরণ করতে পারো, অঞ্জনা।'

AMARBOI.COM

অঞ্জনা বলে, 'এমন ভাষণ শুনে শুনে আমি হয়তো একদিন আপনার বিধাতায় বিশ্বাস ক'রে ফেলবো, হে পতিদেবতা।'

শুভ্রব্রত খুবই বিচলিত হয়, কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না; তারপর বলে, 'তুমি যেদিন আমার পত্নী হয়েছো সেদিনই তুমি বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছো; নতুন ক'রে আর তোমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে না, অঞ্জনা।'

অঞ্জনা বলে, 'দেবদেবী এখনো আমার প্রিয়, হে পতিদেবতা, আমি এখনো তাদের পুজো করি; আমি আপনার বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি বলে তো আমার মনে হয় না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করো, অঞ্জনা; আর একথা তুমি কাউকে বোলো না।'

অঞ্জনা মূল্যবান ধাতুর মতো হাসে, যে-ধাতুর নাম জানে না শুভ্রব্রত; এবং বলে, 'আমার একটি নিবেদন আছে পতিদেবতার পাদপদ্মে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কী তোমার নিবেদন, অঞ্জনা?'

অঞ্জনা বলে, 'আমি একটি তরবারি চাই, হে জীবনস্বামী।'

শুভ্রব্রত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তরবারি দিয়ে তুমি কী করবে?'

অঞ্জনা বলে, 'আমিও কোমরে একটি তরবারি রাখতে চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'পতিই নারীর তরবারি, নারীর কোমরে কোনো তরবারির দরকার নেই।'

অঞ্জনা বলে, 'হে পতিদেবতা, পতিকে আমার তরবারি মনে হয় না, পতিই মনে হয়, তাই কোমরেই আমি একটি তরবারি রাখতে চাই।'

শুভ্রব্রতের ইচ্ছে করে একটি তরবারি অঞ্জনার বুকে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু ওই বুক এতো কোমল উষ্ণ স্নিগ্ধ মধুময় যে সেখানে সে এই মুহূর্তে তরবারি ঢুকিয়ে দিতে পারবে ব'লে তার মনে হয় না।

শুভ্রব্রত তার অনুসারীদের নিয়ে অরূপারাজ্যের উদ্দেশে ভাগ্যবতী ছেড়ে যায়; যাওয়ার আগে সকলের উদ্দেশে সে বলে, বিধাতার মহারাজ্যের মুকুটে ভাগ্যবতী উজ্জ্বলতম মাণিক্যের স্থান পাবে, ভাগ্যবতী তাদের কন্যা দিয়েছে, আর দিয়েছে বিশ্বাসের তরবারি, যার সাহায্যে বিশ্বাসীরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় ক'রে স্থাপন করবে বিধাতার একাধিপত্য। সে বলে, ভাগ্যবতীর সবাই যদি বিধাতার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতো, বিধাতা এ-পল্লীর ওপর নিরন্তর আশীর্বাদ বর্ষণ করতেন, তবে এখনো এ-পল্লী লাভ করবে বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদ। শুভ্রব্রত এ-পল্লীর গাছপালা, ফুল, শস্য ও শিশিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, বিশেষ প্রশংসা করে নারকেল বনের ও মধুজল নদীর। সে বলে, এর সব মানুষ বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করে নি, কিন্তু এ-পল্লীর উদ্ভিদ, নদী, শস্য ও যাবতীয় বস্তু যে বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিক্রমপল্লী যেমন পলাতকের মতো ছেড়ে এসেছিলো শুভ্রব্রত ও তার সঙ্গীরা, ভাগ্যবতী পল্লী তাদের সেভাবে ছাড়তে হয় না; জয়ীর মতো তারা ত্যাগ করে ভাগ্যবতী। কয়েকটি যান সংগ্রহ করা হয়েছে, যেগুলোর বৃহত্তমটিতে পারমিতা ও অঞ্জনাকে নিয়ে

ওঠে শুভ্রব্রত, আর দুটিতে ওঠে নারীরা; জিতেন্দ্রিয় ও বিভাসের জন্যে সংগৃহীত হয়েছে অশ্ব, তাতে তারা আরোহণ করে; অন্য ধার্মিকেরা তাদের অনুসরণ করে পায়ে হেঁটে। ধার্মিকদের মুখে এবার বিশ্বাসের জ্যোতি আরো তীব্র, তাদের প্রত্যেকের কোমরে রয়েছে তরবারি। কয়েক দিনের মধ্যে তারা এসে পৌঁছে অরুণারাজ্যের সীমান্তবর্তী সুন্দরীঅরণ্যের প্রান্তে। দূর থেকে সুন্দরীঅরণ্য দেখে শুভ্রব্রতের মন পুলক বোধ করে; তার মনে হয় ওই সীমারেখার পরেই রয়েছে এক রাজ্য, যেখানে সে অভ্যর্থনা পাবে, যার অধিবাসীরা গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম, রাজাও গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম, আর প্রকৃত সূচনা হবে বিধাতার মহারাজ্যের। কোথায় অবস্থান নেবে বলে যখন ভাবছে শুভ্রব্রত, প্রবল বেগে অশ্ব ছুটিয়ে তখন তার শকটের সামনে এসে উপস্থিত হয় আদিত্য ও অংশুমান। শুভ্রব্রত প্রথম তাদের চিনতে পারে না; বুকের তরবারি ও কটিদেশের তরবারির বিশ্বাসে তারা এতোটা বদলে গেছে যে তাতে বিস্মিত হয় শুভ্রব্রত। দুই তরবারির মিলন ঘটলে মানুষের এমনই অলৌকিক রূপান্তর ঘটে বলে মনে হয় শুভ্রব্রতের। সে মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ জানায়।

তারা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে, 'জয়, বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

ধার্মিকেরা সবাই উচ্চকণ্ঠে বলে, 'জয়, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত সবাইকে ওখানেই অবস্থান নিতে বলে; এবং আদেশ দেয় কুটির তৈরির। সুন্দরীঅরণ্যের প্রান্তে কুটির উঠতে থাকে; ধার্মিকেরা যে-কোনো কাজেই দক্ষ দেখে উদ্দীপ্ত হয় শুভ্রব্রত, এবং সে নিজেও কুটির তোলার কাজে অংশ নেয়; তাকে মাটি খুঁড়তে দেখে হাহাকার ক'রে ওঠে ধার্মিকেরা, শুভ্রব্রত বলে বিধাতার মনোনীতজন তাদের মতোই মানুষ, সে কোনো রাজা নয় যে বিলাসের মধ্যে সময় কাটাবে। বিধাতার মনোনীতজন কুটির তৈরির জন্যেও মাটি খুঁড়বে, কেননা প্রতিটি মাটির কণা বিধাতার কাছে সাক্ষ্য দেবে, আর যুদ্ধের সময়ও অস্ত্র চালাবে সে, কেননা অস্ত্রও বিধাতার কাছে সাক্ষ্য দেবে, এবং যখন প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার মহারাজ্যে, তখন তার শাসনভার গ্রহণ করবে মনোনীতজন। শুভ্রব্রত ঘোষণা করে তাদের অবস্থান-অঞ্চলের নাম হবে শান্তিপল্লী', কেননা বহু দূর পরিভ্রমণের পর তার হৃদয় এখানেই পাচ্ছে গভীরতম শান্তি, এবং এখানে তারা অবস্থান করবে সাত দিন। শুভ্রব্রত ঘোষণা করে শিগগিরই বিধাতা তার কাছে বাণী পাঠাবেন, সে বিধাতার বাণীর পূর্বাভাষ পাচ্ছে; নিশ্চয়ই বিধাতা ওই বাণীতে তাকে নির্দেশ দেবেন। সে নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে, বিধাতার নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে সব ধার্মিক, তাহলে তাদের কোনো ব্যর্থতা স্পর্শ করতে পারবে না। শুভ্রব্রত বলে বিধাতা অবশ্যই জয়ী করবেন বিশ্বাসীদের।

সন্ধ্যায় জ্যোতির্ময় এসে শুভ্রব্রতকে প্রণাম করে; জ্যোতির্ময়কে দেখে শুভ্রব্রতের বুক সুখে আর্দ্র হয়ে ওঠে; আর আদিত্য পীড়িত বোধ করে।

জ্যোতির্ময় বলে, প্রভু, 'আমি আপনার ভক্ত গীতাঞ্জলির কনিষ্ঠ ভাই; আমিও আপনার ভক্ত।'

শুভ্রব্রত জ্যোতির্ময়কে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'আমি প্রভু নই, আমি আর যুবরাজ নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন। তুমি যদিও আজো বিধর্মী, তবু তোমার মুখ দেখে আমি সুখী হলাম।'

জ্যোতির্ময় বলে, 'ভগিনী গীতাঞ্জলি আপনাকে আমাদের কুটিরে পদধূলি দেয়ার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে।'

আদিত্য বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা বোধ করে; সে আজ ভোরে গীতাঞ্জলিকে একবার দেখার জন্যে গিয়েছিলো, গীতাঞ্জলি দেখা দেয় নি; যন্ত্রণাটি ভোর থেকেই ছিলো, এখন তীব্র হয়ে ওঠে।

শুভ্রব্রত বলে, 'গীতাঞ্জলির পবিত্র মুখ আমার বুকে আঁকা রয়েছে। তুমি তাকে বোলো বিধাতা নির্দেশ দিলেই আমি তার কাছে আসবো।'

আদিত্য ও অংশুমান একবার তাদের কার্যক্রম নিবেদন করতে চায়, শুভ্রব্রত তাদের কুটির নির্মাণে অংশ নিতে আদেশ দেয়; বলে কুটির নির্মাণের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই এখন। আদিত্য ও অংশুমান খুবই বিচলিত হয়; তারা মনে করেছিলো শুভ্রব্রত তাদের সাফল্য সম্পর্কে জানার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছে, দেখা হওয়ার সাথে সাথেই মনোনীতজন তাদের কাছে জানতে চাইবেন তারা কতোটুকু সফলতা অর্জন করছে, কিন্তু শুভ্রব্রতের মুখে তারা সামান্যও উদ্বেগ দেখতে পায় না। তারা কুটির নির্মাণে নিজেদের নিয়োগ করে।

সন্ধ্যায় আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে নিজের কুটিরে ডাকে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত তাদের বলে, 'তোমরা নিজ নিজ কুটিরে যাও, স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও।' কমপক্ষে তিনবার মিলিত হও, তারপর স্নান ক'রে আমার সামনে আসো।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতা আপনাকে স্বর্গে শ্রেষ্ঠ স্থান দেবেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'মিলনহীন স্বামীস্ত্রী নরকে বাস করে, নরকবাসীদের চিত্ত অসুখে পরিপূর্ণ থাকে, তাদের পক্ষে কোনো আলোচনা সম্ভব নয়।'

তারা বলে, 'আমাদের দেহমনের কিছুই আপনার অজানা নয়, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'স্বর্গসুখ লাভের জন্যে বিধাতা তোমাদের নারী দিয়েছেন। মিলনের পর তোমরা স্নান কোরো ও বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ো।'

সান্ধ্যমিলনের পর স্নান করে ও বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে শুভ্রব্রতের। তারা বিধাতার স্তবকুটিরে মিলিত হয়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, অরুণারাজ্যের রাজা বহুবল্লভ খুবই দুর্বল পুরুষ; সে পঞ্চাশোত্তর বলেই যে দুর্বল, তা নয়, বহুবল্লভ মানসিকভাবেই দুর্বল।

শুভ্রব্রত বলে, 'শুনেছি সে সৎ মানুষ।'

অংশুমান বলে, 'দুর্বলতাই তার সততা, হে মনোনীতজন, সততাই তার দুর্বলতা; তার নিজের কোনো শক্তি নেই, অরুণারাজ্য আর তার নিজের নয়।'

আদিত্য বলে, 'অরুণারাজ্যের রাজা বহুবল্লভের রাজ্য শাসন করে প্রধানমন্ত্রী সিংহ সেন, যার হিংস্রতা এ-রাজ্যে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা কি সব সংবাদ ঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছো?'

আদিত্য বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, কোনো সংবাদ সংগ্রহেই আমরা দ্বিধা করি নি; এবং আমরা কোনো ভুল সংবাদই সংগ্রহ করি নি। আমরা এও জেনেছি যে, রাজা বহুবল্লভের কনিষ্ঠা রানীদের ভোগ করে প্রধানমন্ত্রী সিংহসেন।'

অংশুমান বলে, 'আমরা জেনেছি, হে মনোনীতজন, জনগণ করুণা করে বহুবল্লভকে, আর ঘৃণা করে সিংহসেনকে।'

আদিত্য বলে, 'বহুবল্লভ এতো দুর্বলচিত্ত যে সে বিধাতার মনোনীতজনকে ভোরবেলা অভ্যর্থনা জানাতে উৎসাহী হয়, আবার দুপুরেই ভয় পায়।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে রাজা কি আমাকে অভ্যর্থনা জানাবেন না?'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, অভ্যর্থনার জন্যে অপেক্ষা করার থেকে এ-রাজ্য জয় করাই হবে বেশি সহজ।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো এমন মনে হচ্ছে তোমার, আদিত্য?'

অংশুমান বলে, 'আমরা সব সংবাদ নিয়েছি, হে মনোনীতজন; অরুণারাজ্যে সৈনিকের সংখ্যা কম, আর তারা ঘৃণা করে রাজা ও প্রধানমন্ত্রী দুজনকেই।'

আদিত্য বলে, 'আমরা আক্রমণ করলে তারা প্রতিরোধ করবে না। আমরা সহজেই অরুণারাজ্য জয় করতে পারবো।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'জনগণের মনোভাব কী, তা কি তোমরা জানতে চেষ্টা করেছো, হে সেনাপতিগণ?'

আদিত্য বলে, 'আমরা তা ভালোভাবেই জেনেছি, হে মনোনীতজন। জনগণ এই রাজার শাসনের নামে প্রধানমন্ত্রীর শাসন চায় না। তারা মুক্তি চায়।'

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'জনগণ কোন কোন দেবদেবীর পুজো করে, তোমরা কি তা জানতে পেরেছো?'

অংশুমান বলে, 'জনগণের এখানে কোনো ধর্মবিশ্বাসই নেই, হে মনোনীতজন। এখানে কেউ পাথর পুজো করে, কেউ গাছ পুজো করে, গরু ঘোড়া সাপ নগ্ন নারী আর নগ্ন পুরুষ পুজো করে অনেকে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা আমাদের নির্দেশ দেবেন, নিশ্চয়ই বিধাতার আদেশে আমরা জয়ী হবো, দুই তরবারির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।'

আদিত্য বলে, 'আমরাও তাই বিশ্বাস করি, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'শান্তিপল্লীতে আমরা সাত দিন স্তব করবো পরম বিধাতার, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, যিনি চোখের পলকে সৃষ্টি করেছেন গগন ও মাটি, এবং ধ্বংস করবেন এক পলকে, যিনি আকাশ দিয়ে আবৃত করেছেন ভূমণ্ডল, গগনকে ভাগ করেছেন দশ স্তরে, তিনি নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন। তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় আছি আমি। সেনাপতিগণ, তোমরা তীব্র করো অন্তকরণের তরবারি, প্রস্তুত রাখো কটিদেশের তরবারি; সব সময় মনে রেখো দুই বিশ্বাসের বিজয় অনিবার্য। চার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পাঠ করো অরুণারাজ্যের মানুষের, রাজার প্রধানমন্ত্রীর, আর সৈন্যদের মুখ; নিশ্চয়ই বিধাতা জয়ী করবেন বিশ্বাসীদের। তোমরা জনগণকে বলো শান্তিপল্লীতে

বিধাতার মনোনীতজন বিধাতার স্তব করছেন, তাদের আমন্ত্রণ করো এখানে এসে অংশ নিতে বিধাতার স্তবে; তাদের বলো বিধাতা মঙ্গল চান অরুণারাজ্যের, বিধাতা উদ্ধার করতে চান অরুণারাজ্যকে।'

দ্বিতীয় দিন সকালে শুভ্রব্রত শান্তিপল্লীর দক্ষিণ উদ্যানে, তার কুটিরযুগলের পার্শ্বে, বিধাতার স্তব শুরু করে, তাতে অংশ নেয় সব ধার্মিক। ধার্মিকের সংখ্যা পাঁচ শোর অধিক। সাধারণ ধার্মিকদের মধ্যে বিশ্বাসে ও কাজে প্রধান হয়ে উঠেছে বিধাতার তিরিশ সৈনিক, যারা এক সময় নগ্ন ছিলো, যারা শুভ্রব্রতকে আবিষ্কার করেছিলো ত্রাতা হিশেবে। তারা শুভ্রব্রতের বিশেষ প্রিয়, তারা সাধারণত চার সেনাপতির পরেই আসন গ্রহণ করে থাকে; এবং উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে বিধাতার নাম। তাদের জপ শুনে সব সময়ই মুগ্ধ হয় শুভ্রব্রত, আজো তাদের বিধাতার নাম জপ মুগ্ধ করছে শুভ্রব্রতকে। শুভ্রব্রতের চার সেনাপতি—আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস বিধাতার স্তবগানে অংশ নিতে পারছে না, তারা অরুণারাজ্যের মুখাবয়ব পাঠ করতে গেছে; শুভ্রব্রত তাদের বলেছে যারা বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বেরোয় তাদের অবস্থান অনেক ওপরে বিধাতার বন্দনাকারীদের থেকে। শুভ্রব্রত বলে, হে ধার্মিকেরা, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দেরি নেই, তোমাদের বুকের বিশ্বাস আর কটির তরবারির বিশ্বাস মিলে শিগগির প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার মহারাজ্য; অগ্নির মতো লেলিহান করো বুকের বিশ্বাস, বজ্রের মতো তীব্র করো কটিদের তরবারি; সূর্যের মতো জ্বালিয়ে রাখো বুকের তরবারি, আর প্রস্তুত রাখো কোমরের অসি। বিধাতার নির্দেশ যখন আসবে তোমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দুই বিশ্বাস নিয়ে, নিশ্চয়ই দুই বিশ্বাসকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না। শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা শস্য দিয়েছেন বিশ্বাসীর জন্যে, বৃষ্টি দিয়েছেন বিশ্বাসীর জন্যে, নদী দিয়েছেন বিশ্বাসীর জন্যে, অবিশ্বাসের জন্যে তিনি কিছু দেন নি। অবিশ্বাসীর গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে শস্য, অবিশ্বাসীর তৃষ্ণা থেকে উদ্ধারন করতে হবে জল, অবিশ্বাসীর অধিকার থেকে মুক্ত করতে হবে নদী। শুভ্রব্রত ধার্মিকদের কাছে জানতে চায় তারা প্রস্তুত কি না; ধার্মিকেরা এককণ্ঠে উত্তর দেয় তারা প্রস্তুত; তাদের প্রত্যেক রক্তবিন্দু প্রস্তুত। শুভ্রব্রত বলে, বিধাতার যুদ্ধের ডাক যখন আসবে, তখন ধন্য হবে সবাই; কেননা বিধাতার আহ্বানের থেকে গৌরবের আর কিছু নেই; বিধাতার যুদ্ধে কারো মৃত্যু হবে না, বিধাতার যুদ্ধের বীরেরা সবাই অমর হবে; বিধাতার যুদ্ধের বীরেরা স্থান পাবে দশস্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্বর্গে, যার নাম মহাবীর বিশ্বাসীদের স্বর্গ, যেখানে মহাবীরেরা রত থাকবে অনন্ত বিলাসকেলিতে। তাদের জন্যে থাকবে পার্থিব জলের থেকে সহস্রগুণ সুস্বাদু জল, যার একবিন্দু পানে লক্ষ বছর তৃষ্ণা পাবে না; থাকবে লক্ষগুণ মিষ্ট আম্রফল, যার এক টুকরো খেলে মুখ লক্ষবর্ষ সুধায় ভরে থাকবে; এবং থাকবে চিরষোড়শী সহস্র কুমারী, যাদের প্রতিলোমকূপে জমানো সহস্র পদ্মফুলের সুঘ্রাণ, যাদের ওষ্ঠ থেকে সর্বদা ক্ষরে অমৃত, যাদের ওষ্ঠে একবার ওষ্ঠস্পর্শে চিরকালের জন্যে দূরীভূত হয় পুরুষের মৃত্যু, যাদের সঙ্গে প্রতিবার মিলন স্থায়ী হবে লক্ষবর্ষ, আর প্রত্যেক মিলনের পর তারা পরিণত হবে অক্ষত ষোড়শী কুমারীতে।

ধার্মিকেরা ধন্য ধন্য করে; বিধাতার যুদ্ধের জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে তাদের রক্তের প্রত্যেক বিন্দু। বিধাতার তিরিশ সৈনিকের প্রধান, যার নাম, ছিলো নগ্নদেব, বিধাতার ধর্মগ্রহণের পর শুভ্রব্রত যার নাম দেয় পরমদাস, সে বিধাতার নাম জপ করতে করতে চিৎকার ক'রে ওঠে, 'হে মনোনীতজন, আপনি আদেশ দিন, আমরা এই মুহূর্তেই যুদ্ধে যাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা আদেশ দেবেন, যখন সময় হবে তখন নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন বিধাতা, নিশ্চয়ই বিধাতা অনন্য।'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের প্রতিরক্তবিন্দু বিধাতার যুদ্ধের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের বুক ও কটিদেশ উত্তেজিত, রাজগৃহ মহাবেশ্যা, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস হ'তেই হবে; হে মনোনীতজন, ধ্বংস করুন মহাবেশ্যা রাজগৃহকে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিশ্বাসীরা সব সময় অপেক্ষা করে বিধাতার আদেশের জন্যে, তিনি নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন।'

সন্ধ্যায় স্তবকুটিরে শুভ্রব্রত মিলিত হয় আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের সাথে। প্রথমে তারা বিধাতার স্তব করে, কীর্তন করে বিধাতার সহস্র নাম, কৃতজ্ঞতা জানায় বিধাতাকে; তারপর আলোচনা শুরু করে।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, রাজা বহুবল্লভ ও প্রধানমন্ত্রী সিংহসেনের মধ্যে অসদ্ভাব আরো বেড়েছে, সিংহসেন এখন পুরোপুরি রাজা হতে চায়।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'সৈনিকেরা কার পক্ষে ব'লে তোমাদের মনে হয়?'

অংশুমান বলে, 'হে মনোনীতজন, সৈনিকেরা কারোই পক্ষে নয়, তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'জনগণ কার পক্ষে?'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে মনোনীতজন, জনগণ রাজারই পক্ষে, তবে তারা এ নিয়ে ভাবে না, যে-ই রাজা হোক, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'রানীরা কার পক্ষে?'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, রাজা যেহেতু নিঃসন্তান, তাই বোঝা যায় রাজা নপুংসক; রানীরা নপুংসক রাজাকে পছন্দ করে না, কনিষ্ঠারা সিংহাসনের সঙ্গেই বিলাস করে, তবে তারা সিংহাসনের রাজত্ব চায় না।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'অরুণারাজ্যের সাধুজনেরা কি বিধাতার নামস্তবে অংশ নিতে আসবে ব'লে মনে হয়?'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা বিধাতার মনোনীতজনের কথা তাদের বলেছি, হে মনোনীতজন, তাদের মুখে আমরা সাড়া দেখতে পেয়েছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সব স্তব বিধাতার প্রাপ্য, বিধাতা, অদ্বিতীয়।'

স্তবকুটির থেকে বেরিয়ে শুভ্রব্রত প্রথম, যথারীতি, প্রবেশ করে পারমিতার কুটিরে; এবং বুঝতে পারে পারমিতা তারই অপেক্ষায় আছে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতার মহারাজ্যের দিকে আপনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সব অভিনন্দন নিশ্চয়ই বিধাতার প্রাপ্য।'

পারমিতা বলে, 'আপনার ধার্মিকেরা সবাই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত; তাদের আপনি যথোচিত উদ্দীপ্ত করেছেন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা চান তারা উদ্দীপ্ত হোক, উদ্দীপ্ত না হয়ে কেউ মহৎ কাজ করতে পারে না, প্রথমা।'

পারমিতা বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা এক সময় আপনাকে আদেশ দেবেন তাদের সংযত করতেও।'

শুভ্রব্রত বলে, 'প্রয়োজনে সে আদেশও বিধাতা দেবেন, নিশ্চয়ই বিধাতার মহারাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ হবে সংযম।'

পারমিতা বলে, 'জয়ের পর তাদের প্রত্যেককে নারী দিতে হবে, হে মনোনীতজন, নারী ছাড়া পুরুষ কখনো সংযত হয় না।'

শুভ্রব্রত পারমিতার সঙ্গে কিছুটা সময় বিলাসে কাটায়; শুভ্রব্রত বোধ করে পারমিতার দক্ষতা এখনো অতুলনীয়, তার ওষ্ঠ এখনো মধুর, তার দুই পা এখনো ভুজঙ্গের মতো, তবু সে অঞ্জনার কুটিরাংশে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করে। পারমিতা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আলিঙ্গনের সামান্য শিথিলতায়ই সে বুঝতে পারে শুভ্রব্রত অন্য কোনো দেহ আলিঙ্গনের জন্যে ব্যাকুল; পারমিতা তাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে দেয়, শুভ্রব্রত বিব্রত ভঙ্গিতে অঞ্জনার কুটিরাংশে প্রবেশ করে। অঞ্জনাকে সে ভয়ই পায়, কিন্তু অঞ্জনার অগ্নি তাকে পতঙ্গের মতো টানে, সে যেনো ছাই হয়ে যেতে চায়। আজ প্রবেশ ক'রে দেখে অঞ্জনা তার ওষ্ঠের মতোই ঝকঝকে একটি তরবারি নিয়ে খেলছে; দেখে চমকে ওঠে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তরবারি কোথায় পেলে, প্রিয়তমা?'

অঞ্জনা বলে, 'আমি চাইলে পাঁচশো তরবারি এখনই আমার পদতলে নিবেদিত হবে, হে পতিদেবতা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু এই রহস্য আমি সহ্য করতে পারছি না, অঞ্জনা; বিধাতা তোমার ওপর রুষ্ট হবেন।'

অঞ্জনা বলে, 'আপনার বিধাতার থেকেই রহস্যটি জেনে নিন, স্বামী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতাকে নিয়ে পরিহাস করা চরম পাপ, অঞ্জনা; তোমার জন্যে আমি বিধাতার কাছে সাত রাত ধরে ক্ষমা চাইবো।'

অঞ্জনা খিলখিল করে হাসে, শুভ্রব্রতের মনে হয় জগতের সবচেয়ে মধুর ও সবচেয়ে বিষাক্ত বাদ্যযন্ত্রটি বেজে উঠলো।

অঞ্জনা বলে, 'বিধাতার কাছে আমি ক্ষমা চাইলেই বিধাতা বেশি প্রসন্ন হবে, সাত রাত লাগবে না, একরাতেই হবে, হে আমার পতিদেবতা।'

শুভ্রব্রত ক্রুদ্ধ হতে চায়, কিন্তু পারে না; সে জিজ্ঞেস করে, তুমি ক্ষমা চাইলে কেনো বিধাতা বেশি প্রসন্ন হবেন? তুমি তাঁর মনোনীতজন নও।'

অঞ্জনা আবার হাসে, এবং বলে, আমার মতো নারীর প্রার্থনায় বিধাতা বেশি প্রসন্ন না হয়েই পারে না, হে পতি, আপনি কি তা জানেন না?'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, কেনো বিধাতা বেশি প্রসন্ন হবেন?'

অঞ্জনা বলে, 'আমি রূপসী, বিধাতা পুরুষ, হে পরম গুরু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমার জন্যে স্বর্গে আমাকে বিব্রত হতে হবে, আমার স্বর্গগমনে বিলম্ব ঘটবে, অঞ্জনা।'

অঞ্জনা বলে, 'হে পতিদেবতা, আপনার ভাষণের এক অংশ শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তা আমার হৃৎপিণ্ডে গেঁথে আছে।'

শুভ্রব্রত প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোন অংশ তোমাকে মুগ্ধ করেছে, হে নলিনীদলকোমলা?'

অঞ্জনা বলে, 'ওই যেখানে আপনি বলেছেন স্বর্গে বীরদের জন্যে থাকবে চিরষোড়শী সহস্র কুমারী, যাদের ওষ্ঠ থেকে ঝরবে অমৃত, যাদের সঙ্গে প্রতিবার মিলন স্থায়ী হবে লক্ষবর্ষ, আর মিলনের পর তারা আবার হবে অক্ষত কুমারী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হ্যাঁ, স্বর্গে বীরদের নারীরা এমনই হবে।'

অঞ্জনা হাসে, এবং বলে, প্রতিবার মিলন যদি লক্ষবর্ষ স্থায়ী হয়, তাহলে ৯৯৯ চিরষোড়শী তখন কী করবে, হে পতিদেবতা?'

শুভ্রব্রত বলে, 'স্বর্গের ব্যাপার মাটির পৃথিবীর মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, অঞ্জনা; সেখানকার সময় আর এখনকার সময়ও এক নয়।'

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে, 'হে পরমপতি, আপনি সেখানে ক-সহস্র চিরষোড়শী অক্ষত কুমারী পাবেন, আমার জানতে ইচ্ছে করে।'

শুভ্রব্রত বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হয়, ভেঙে পড়ার মতো ক্লান্ত বোধ করে, কোনো কথা বলে না; সে মেজেতে বসে নিঃশব্দে বিধাতার কাছে প্রার্থনা শুরু করে।

অঞ্জনা বলে, 'হে পতি, বলুন স্বর্গে যদি সহস্র সহস্র অক্ষত চিরষোড়শী থাকে, তাহলে সেখানে আমার ক্ষতবিক্ষত দেহখানির কী স্থান হবে? সেখানে কি আমার দেহখানি আপনার জন্যে থাকবে?'

শুভ্রব্রত লাফিয়ে উঠে অঞ্জনার তরবারিটি নিয়ে অঞ্জনার বুকে ঢুকিয়ে দিতে উদ্যত হয়।

অঞ্জনা বুক থেকে বস্ত্র সরিয়ে স্তনযুগল বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'হে পতি, ওটি ঢুকিয়ে দিন আমার বুকে, যদি আপনি পারেন।'

শুভ্রব্রতের হাত থেকে অসি খসে পড়ে, আর সে মূর্ছিত হয়ে এলিয়ে পড়ে।

পরদিন আবার দক্ষিণ উদ্যানে বিধাতার স্তব শুরু হয়। তার চার সেনাপতি–আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস স্তব শুরুর অনেক আগেই বেরিয়ে যায় অরুণারাজ্যের মানুষের মুখে লিপিবদ্ধ বাণী পাঠ করতে, বহুবল্লভ-সিংহসেনের সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করতে; তার সামনে আছে ধার্মিকেরা। শুভ্রব্রত বিধাতার প্রশংসা শুরুর উপক্রম করেছে, উচ্চারণ করেছে কয়েকটি বিশেষণ ও অতিশয়োক্তি, তখন সে দেখতে পায় জ্যোতির্ময় এগিয়ে আসছে তার দিকে। জ্যোতির্ময়কে দেখে সুখী হয়

শুভ্রব্রত; সে নিজেও জানে না কেনো এই বালকের মুখ দেখলে তার বুক সুখে ভ'রে ওঠে।

জ্যোতির্ময় বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, ভগিনী গীতাঞ্জলি আমাকে পাঠিয়েছে বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করতে, হে মনোনীতজন, আপনি আমাকে মহান বিধাতার ধর্মে দীক্ষা দিন।'

শুভ্রব্রত উঠে জড়িয়ে ধরে জ্যোতির্ময়কে; তার চিবুকে আদর করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'গীতাঞ্জলি বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তার স্থান হবে পবিত্রতম স্বর্গে, আর জ্যোতির্ময় তার কনিষ্ঠ ভাই, অরুণারাজ্যে সেই প্রথম বিশ্বাসী, তার উপাধি হবে বিধাতার চুম্বন।'

সব ধার্মিক উচ্চরব ক'রে ওঠে, 'সব স্তব বিধাতার প্রাপ্য, সব স্তব বিধাতার প্রাপ্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো জ্যোতির্ময়, 'বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।'

জ্যোতির্ময় বলে, 'বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত তাকে একটি বস্ত্র ও একটি তরবারি উপহার দেয়; জ্যোতির্ময় বস্ত্র পরে কটিদেশে তরবারি বাঁধে; নতুন বিশ্বাসে সে ঝলমল করে ওঠে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'জ্যোতির্ময় তরুণতম বিশ্বাসী, সে বিধাতার চুম্বন, বিধাতার মহারাজ্যে সে গৌরব পাবে, আর স্বর্গে পাবে মহিমা।'

ধার্মিকেরা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'জ্যোতির্ময় বিধাতার চুম্বন, বিধাতার মহারাজ্যে সে গৌরব পাবে, স্বর্গে পাবে মহিমা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দেরি নেই, প্রস্তুত হও ধার্মিকেরা, তোমাদের রক্ত প্রস্তুত রাখো, চোখ প্রস্তুত রাখো, প্রস্তুত রাখো তোমাদের বাহু; প্রস্তুত রাখো তোমাদের বুক ও কটির তরবারি। বিধাতার মহারাজ্যের পবিত্র যুদ্ধে ১ বার অসি চালনার জন্যে পাবে ১ লক্ষ ২০ হাজার পুণ্য, যা বিধাতার নামে ১০ বছর প্রার্থনার সমান; শত্রুর ১টি শিরশ্ছেদের পুরস্কার হিশেবে পাবে ৫০ লক্ষ ৮০ হাজার ৪০০ পুণ্য; যুদ্ধজয়ের পর পাবে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, ৩ জন কুমারী, বিধবা বা সধবা, যাদের তোমরা বন্দী করবে; তাদের তোমরা যেভাবে ইচ্ছে ভোগ করবে, নারীরা তোমাদের অধিকৃত রাজ্য। তোমরা ক্রীতদাস পাবে ২টি করে, যাদের তোমরা বন্দী করবে। তোমরাই হবে বিধাতার মহারাজ্যের চালক।'

ধার্মিকেরা চিৎকার ক'রে ওঠে, হে বিধাতার মনোনীতজন, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর, আমরা পবিত্র যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত, আমাদের রক্ত আর তরবারি উত্তেজিত, আপনি আদেশ করুন। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমাদের জন্যে রয়েছে বীরদের শ্রেষ্ঠ স্বর্গ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের আদেশ দেবেন বিধাতা, যখন সময় আসবে নিশ্চয়ই বিধাতা আদেশ দেবেন, বিধাতা কখনো ত্বরা করেন না, বিধাতা কখনো বিলম্ব করেন

না; তোমরা আদেশের জন্যে প্রস্তুত থাকো; নিদ্রার মধ্যেও প্রস্তুত রাখো তোমাদের দুই তরবারি।'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, নিদ্রা ও জাগরণে আমরা এখন পবিত্র যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু দেখি না; আমরা মনে মনে সব সময়ই যুদ্ধ ক'রে চলছি; রাজগৃহ মহাবেশ্যা, রাজগৃহকে ধ্বংস হ'তেই হবে।'

সবাই বলে, 'জয়, বিধাতার জয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অবশ্যই সব মহাবেশ্যা ধ্বংস হবে, কিছু থাকবে না বিধাতার নাম ছাড়া, তোমরা তরবারি প্রস্তুত রাখো।'

তারা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'আমাদের তরবারি প্রস্তুত, আমরা প্রস্তুত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'যারা বলে বহু দেবদেবী তাদের প্রভু, তারা মিথ্যে কথা বলে, তাদের স্থান হবে নরকে; যারা বলে মৃত্যুর পর আর কিছু নেই, তারা মিথ্যেবাদী, তাদের স্থান হবে নরকে; যারা বলে নির্বাণ লাভই পরিত্রাণ, তারা মিথ্যেবাদী, তাদের স্থান হবে নরকে; যারা বলে পুনর্জন্ম আছে, তারা মিথ্যেবাদী, তাদের স্থান হবে নরকে; শুধু বিধাতায় যারা বিশ্বাস করে, বিধাতা ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করে না, তাদের স্থান হবে স্বর্গে।'

ধার্মিকেরা বজ্রকণ্ঠে বলে, 'আমরা ধ্বংস করবো দেবদেবীর মূর্তি, শিরশ্ছেদ করবো মূর্তিপূজারীদের; অবিশ্বাসীদের নির্মূল করবো, যারা পুনর্জন্মের কথা বলে, তাদের সব সাধ এই জন্মেই মিটিয়ে দেবো, আর যারা বলে নির্বাণ লাভের কথা, তাদের আমরা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করবো, তারা নির্বাণ লাভ করবে আমাদের তরবারির কোপে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা তোমাদের অধিপতি, তোমাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না কেউ; বিধাতা তোমাদের প্রভু, তোমাদের সামনে সবাই পরাজিত, সবাই দ্বিখণ্ডিত।'

সন্ধ্যায় ফিরে আসে চার সেনাপতি—আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস এবং তাদের সঙ্গে আসে কয়েকজন অতিথি।

আদিত্য শুভ্রব্রতের কুটিরে এসে বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের সঙ্গে দশজন অতিথি এসেছে, তারা আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কেনো এসেছে, তুমি কি তা জানো?'

আদিত্য বলে, 'জানি, হে মনোনীতজন, তারা আমাদের সাথে যোগ দিতে চায়। তারা প্রস্তাব করেছে আমরা যদি অরুণারাজ্য আক্রমণ করি, তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে। তারা সবাই অরুণারাজ্যের সমাজপতি।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তাদের কি নিজস্ব সেনা রয়েছে?'

আদিত্য বলে, 'হ্যাঁ, মনোনীতজন, তারা প্রত্যেকে পঞ্চাশজন সৈনিকের অধিপতি।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কি বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে?'

আদিত্য বলে, 'তারা বলেছে মনোনীতজনের সাথে সাক্ষাতের পর তারা সিদ্ধান্ত নেবে ধর্মগ্রহণ সম্পর্কে।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কি বহুবল্লভ আর সিংহসেনের শত্রু?'

আদিত্য বলে, 'তারা ঘোর শত্রু বহুবল্লভ আর সিংহসেনের, হে মনোনীতজন; স্বহস্তে তারা শিরশ্ছেদ করতে চায় বহুবল্লভ আর সিংহসেনের।'

শুভ্রব্রত তার চার সেনাপতিসহ স্তবকুটিরে মিলিত হয় অতিথিদের সাথে। অতিথিদের সে আলিঙ্গন করে; বলে যে সে দেখতে পাচ্ছে তাদের ওপর বিধাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে, তাই তারা এসেছে তার কাছে; বলে যে বিধাতা অনেক আগেই তাকে সংকেত দিয়েছেন অতিথিরা আসবে। অতিথিরা শুভ্রব্রতকে দেখেই মুগ্ধ হয়, তার আলিঙ্গনে অভিভূত হয়, এবং তার কণ্ঠস্বর ও ভাষায় সম্মোহিত হয়; তারা বলে, যুবরাজ শুভ্রব্রতের নাম তারা শুনেছেন তিনি যে বিক্রমপল্লীর রাজা হবেন, তাতে তাদের সন্দেহ ছিলো না; এবং জানায় যে তারা মর্মাহত রাজা নম্রব্রতের হত্যাযজ্ঞে। তারা বলে, অরুণারাজ্য এক দুর্বল রাজা ও এক অসৎ প্রধানমন্ত্রীর কবলে, রাজ্যের সবাই মুক্তি চায় তাদের কবল থেকে; তাই তারা চায় যুবরাজ শুভ্রব্রত আক্রমণ করুন অরুণারাজ্য, যুবরাজকে তারা সমস্ত সাহায্য দেবে। তারা যুদ্ধে অংশ নেবে, যুবরাজকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে; এবং তারা যুবরাজের ধর্মগ্রহণেও প্রস্তুত, বহুদেবতার থেকে একদেবতাই তাদের কাছে ঠিক বলে মনে হচ্ছে, বিধাতায় তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে, ত্যাগ করবে দেবদেবীদের, যুবরাজ শুভ্রব্রতকে মেনে নেবে বিধাতার মনোনীতজন হিসেবে, যদি যুবরাজ অরুণারাজ্য আক্রমণ ও জয় করতে সম্মত হন। শুভ্রব্রতকে তারা আশ্বাস দেয় যে তাদের জয় অবধারিত, তাদের সম্মিলিত বাহিনীর সামনে বহুবল্লভ আর সিংহসেন দাঁড়াতে পারবে না, শুধু তারা একটি প্রার্থনা জানায় যে অরুণারাজ্য জয়ের পর তাদের প্রধান সমাজপতি অশ্বপতিকে অরুণারাজ্যের শাসক করতে হবে, অশ্বপতি অবশ্য শাসন করবে শুভ্রব্রতের ভক্ত প্রতিনিধিরূপে। অশ্বপতি মেনে চলবে শুভ্রব্রতের সমস্ত নির্দেশ, বিধাতার সব বিধান, অরুণারাজ্যের মানুষকে দীক্ষিত করবে বিধাতার ধর্মে; এবং শুভ্রব্রত যদি আরো রাজ্য জয় করতে চায়, তারা অরুণারাজ্যের সহস্র সৈনিকসহ যোগ দেবে পবিত্র যুদ্ধে।

শুভ্রব্রত তাদের দীক্ষিত করে বিধাতার ধর্মে; এবং তাদের উপাধি দেয় 'বিধাতার শক্তি।' তারা শুভ্রব্রতের হাতে চুমো খেয়ে বলে, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা উৎসর্গ করবে নিজেদের, বিধাতার মনোনীতজনের আদেশ মেনে চলবে দাসের মতো। তারা আগে ভুল ধর্মে ছিলো, তাদের পিতামাতারা ভুল ধর্মে ছিলো; তারা এখন বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুখী বোধ করছে। শুভ্রব্রত তাদের বলে, বিধাতার মহারাজ্য সমাগত, বিধাতার নাম ছাড়া ভূমণ্ডলে আর কোনো নাম থাকবে না, বিধাতার সমস্ত শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, থাকবে শুধু বিধাতার নাম, তাই তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে; বিধাতার আদেশ পেলেই দশকোণ থেকে যাত্রা করতে হবে, হঠাৎ আক্রমণে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিধাতার মহারাজ্যের প্রথম খণ্ড। অরুণারাজ্যের রাজগৃহ প্রধানমন্ত্রীগৃহ, সৈনিকদের অবস্থান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তারা পেশ করে শুভ্রব্রতের কাছে, কোন দিক থেকে কীভাবে আক্রমণ করলে সহজে পরাভূত করা যাবে রাজাকে ও প্রধানমন্ত্রীকে, তার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়, শুভ্রব্রত ধীরশান্তভাবে তাদের ব্যাখ্যা ও প্রস্তাব শোনে, আর বলে, 'তোমরা প্রস্তুত রাখো বুকের তরবারি, প্রস্তুত রাখো কটির অসি, তোমাদের বুকের তরবারি আর কটির অসির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না; সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী বিধাতা, বিধাতার সিদ্ধান্ত ছাড়া একবিন্দু রক্ত পড়বে না; আর বিধাতা চাইলে অরুণারাজ্য রক্তে অরুণবর্ণ হয়ে উঠবে।' তারা রাজা ও

প্রধানমন্ত্রীর রত্নাগারগুলো সম্পর্কেও বিশেষভাবে অবহিত করে শুভ্রব্রতকে; আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস নানা প্রশ্ন করে বিস্তৃতভাবে জেনে নেয় রত্নাগার সম্পর্কে সব তথ্য; শুভ্রব্রত বলে, ধার্মিকদের রত্ন হচ্ছে বিধাতা, তাদের রত্নাগার হচ্ছে তাদের হৃদয়, যেখানে তারা পোষণ করে বিশ্বাস; পার্থিব ধনরত্ন সেখানে মূল্যহীন; তবু তুচ্ছ জগতে তুচ্ছ ধনরত্নও দরকার; বিধাতাই নির্দেশ দেবেন ওই সব ধনরত্ন কীভাবে বণ্টন করা হবে। শুভ্রব্রত তাদের বলে, সে বিধাতার বাণীর প্রতীক্ষায় রয়েছে, বিধাতার পবিত্র বাণী এসে পৌঁছালেই সে নির্দেশ দেবে, এখন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রস্তুত থাকা। শুভ্রব্রত তাদের নিয়ে বিধাতার নামস্তব শুরু করে, বিধাতার শক্তিরা ব্যাকুলভাবে স্তব করে বিধাতার; তাদের স্তবের ধ্বনি শুভ্রব্রতের মনকে শান্তি আর সুখে ভরে দেয়। শুভ্রব্রত দেখতে পায় বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে, দিকে দিকে মন্দির ভেঙে পড়ছে, উঠছে বিধাতার স্তবাগার, চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে মূর্তি, বিধাতার নামের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে মহাবিশ্ব।

পঞ্চম সন্ধ্যায় শুভ্রব্রত স্তবকুটিরে ঢুকে দেখে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস অপেক্ষা করছে তার জন্যে বিধাতার শক্তিদের নিয়ে; সে তাদের দিকে তাকায় না, কোনো কথা বলে না, স্তবকুটিরের দূর দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে আসন গ্রহণ করে। তারা তার দিকে অগ্রসর হতে চাইলে সে বা হাতের তর্জনি উচিয়ে নিষেধ করে, তারা আর অগ্রসর হয় না; শুভ্রব্রত ধ্যানমগ্ন হয়। কয়েক দিন ধরে তারা সবাই সন্ধ্যায় বিধাতার স্তব করছে মনোনীতজনের সাথে, আলোচনা করছে বিভিন্ন কৌশল, মনোনীতজনের কথা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে; আজ মনোনীতজনের আচরণে তারা আরো মুগ্ধ হয়, তাদের মনে হয় তারা কোনো অলৌকিক পুরুষকে দেখছে, যাকে তারা চেনে না, যিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা সবাই মাথা নত করে বিধাতার নাম নিতে থাকে, তখন শুভ্রব্রত তাদের ডাকে। তারা তার কাছাকাছি এলেই শুভ্রব্রত চোখ বন্ধ রেখে বলে : 'নিশ্চয়ই এটা বিধাতার বাণী, যা বিশ্বাসীদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে সত্য, যাতে কোনো সন্দেহ নেই–বিধাতা মহান, বিধাতা অদ্বিতীয়, বিধাতা অনন্য; বিধাতা সৃষ্টি করেছেন অগ্নি ও বায়ু, অক্ষি নিশ্চয়ই মহাবিশ্বে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, আজ রাতেই মহারাজ্য স্থাপিত হবে বিধাতার, বিশ্বাসীরা আজ রাতেই উদ্যত করবে অসি, তাদের দুই অসিতে আজ আলোকিত হয়ে উঠবে নগর, অক্ষি বিশ্বাসীদের অভয় দিচ্ছি, মধ্যরাতের পর উদ্যত হবে বিশ্বাসীদের অসি, বিশ্বাসীদের জয় অবধারিত, নিশ্চয়ই অক্ষি সর্বজ্ঞ। সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে দুই গৃহের পাপ, বিধ্বস্ত হবে সব মন্দির, রক্ত বিধাতার আশীর্বাদ, দ্বিখণ্ডিত হবে সব অবিশ্বাসী, বিশ্বাসীরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। যারা বিশ্বাসী, তারা নিশ্চয়ই হত করবে না কোনো নারীকে, কেননা বিশ্বাসীরা তাদের জরায়ুতে উৎপাদন করবে ফসল, বিধাতা তাদের যোনি ও পেট সৃষ্টি করেছেন বিশ্বাসীদের সন্তান ধারণের জন্যে; হত করবে না শিশুকে, কেননা তারা বিশ্বাস আনবে; তারা শস্যক্ষেত্র বিক্ষত করবে না, কেননা প্রতিটি শস্যক্ষেত্র বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। পবিত্র যুদ্ধে ১ বার অসি চালনার পুরস্কার ১ লক্ষ ২০ হাজার পুণ্য; শত্রুর ১টি শিরশ্ছেদের পুরস্কার ৫০ লক্ষ ৮০ হাজার ৪০০ পুণ্য; জয়ের পুরস্কার ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, ৩ জন কুমারী, বিধবা বা সধবা; এবং

পুরস্কার ২টি দাস আর ৩টি দাসী, যাদের বন্দী করবে বিশ্বাসীরা। অক্ষি বিশ্বাসীদের জন্যে সংরক্ষণ করেছি রত্ন, মণিমাণিক্য, স্বর্গে গৌরব, মর্ত্যে রাজা, যা প্রিয় মনোনীতজন নির্ধারণ করবেন। বিশ্বাসীরা স্বর্গে অনন্ত যৌবন আর রতি লাভ করবে, রতিচরিতার্থ ক'রে তারা অতিবাহিত করবে অনন্ত কাল।'

শুভ্রব্রতের কথায় সকলের রক্তের ভেতর দিয়ে তপ্ত প্রবাহ বয়ে যেতে থাকে।

শুভ্রব্রত চোখ মেলে তাকায়; এবং বলে, 'বিধাতার বাণী কি তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, হে বিশ্বাসীরা?'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা আদেশ পেয়েছি, আমাদের অন্তর প্রস্তুত, আমাদের তরবারি প্রস্তুত; আজ মধ্যরাতের পরেই সূচনা হবে বিধাতার মহারাজ্যের, আমাদের কাম্য জয় অথবা বীরদের শ্রেষ্ঠ স্বর্গ, সর্বশক্তিধর বিধাতা নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন আমাদের।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিশ্বাসীদের দিকে বিধাতার সহস্র হাত সর্বদা প্রসারিত; বিশ্বাসীদের বুকের বিশ্বাস যদি তীক্ষ্ণ সম্পন্ন হয়, তবে তীক্ষ্ণ সম্পন্নের হবে তাদের কটির তরবারিও। বিশ্বাসীরা শোনো, বিধাতার মহারাজ্যের প্রথম পবিত্র যুদ্ধে বিধাতা আমাকেই নিয়োগ করেছেন সেনাপতি; আমিই নেতৃত্ব দেবো তোমাদের। বিশ্বাসীরা মনে রেখো যুদ্ধে কোনো দয়া নেই, জয়ের আগে কোনো ক্ষমা নেই; নিশ্চয়ই বিধাতা আমাদের প্রভু।'

শুভ্রব্রত সেনাপতি হবে শুনে সবাই হর্ষধ্বনি করে ওঠে; বলে, 'আগামী ভোরের আগেই প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার সাম্রাজ্য, বিধাতার মনোনীতজন আমাদের সেনাপতি; জয়, বিধাতার জয়।'

মধ্যরাতের পর দশ দিক থেকে আকস্মিক ঝঞ্ঝাক্রমণ চালানো হয় শুভ্রব্রতের নেতৃত্বে। শুভ্রব্রত ধার্মিকদের ও বিধাতার দশশক্তির সৈনিকদের ভাগ করে দশ দলে, এবং আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, ও অশ্বপতিকে দেয় দুটি করে দলের সেনাপতিত্ব, সে নিজে হয় সম্পূর্ণ বাহিনীর সেনাপতি। তাদের সে নির্দেশ দেয় কোন দিক থেকে, কীভাবে, কখন, কাকে আক্রমণ করতে হবে; কতোক্ষণে অধিকার করতে হবে বহুবল্লভের প্রাসাদ ও সিংহসেনের ভবন; সে বলে, শত্রু হচ্ছে শত্রু, বিধাতা চান শত্রু নিশ্চিহ্ন হবে মূল পর্যন্ত, বীজ পর্যন্ত, যেনো কোনো মূল আর বীজ থেকে কোনো শত্রু মাথা তুলতে না পারে। সে বলে, সম্পূর্ণ জয়ের আগে শত্রুকে করুণা করা পাপ। শুভ্রব্রত সিংহসেনের ভবন আক্রমণের দায়িত্ব দেয় আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়কে; আর বিভাস ও অশ্বপতিকে দেয় বহুবল্লভের প্রাসাদ আক্রমণের দায়িত্ব। সেনাপতিরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়; তাদের বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারে না বহুবল্লভের প্রাসাদের, এবং সিংহসেনের ভবনের প্রহরীরা; তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে ধার্মিকরা কোনো আত্মসমর্পণ স্বীকার করে না, তারা প্রহরীদের হত্যা করে; তারা বলে, সম্পূর্ণ জয়ের আগে কোনো শত্রুকে বিধাতা জীবিত দেখতে চান না। সেনাপতিরা ঝড়ের বেগে দখল করে রাজপ্রাসাদ ও প্রধানমন্ত্রীর ভবন; তারা সৈনিকদের নির্দেশ দেয় যে ভোরের আগে কোনো ক্ষমা নেই, শত্রুর শিরশ্ছেদই হচ্ছে তাদের ধর্ম। সৈনিকেরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এই নির্দেশ। আদিত্য নিজে শিরশ্ছেদ করে সিংহসেনের, অশ্বপতি

শিরশ্ছেদ করে বহুবল্লভের; রাজপ্রাসাদ ও সিংহসেনের ভবনের কোনো পুরুষকে জীবিত রাখে না সৈনিকেরা; এবং ধার্মিকেরা বন্দী করে পুরনারীদের। পুবের আকাশ রঙিন হওয়ার আগেই বিধাতার নামাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন হয় রাজপ্রাসাদের শীর্ষে।

শুভ্রব্রত সকলের উদ্দেশে বলে, 'আজ ভোরে বিধাতার নামাঙ্কিত যে-পতাকা উড্ডীন হলো, তা এক নতুন সূর্য; পুব আকাশের সূর্যের থেকে এই সূর্য অনেক বেশি দীপ্তিময়, কেননা এই পতাকা বিধাতার মহারাজ্যের পতাকা। সূর্য প্রতিদিন অস্ত যায়, কিন্তু বিধাতার মহারাজ্যের এই সূর্য কখনো অস্ত যাবে না।'

সবাই উচ্চকণ্ঠে রব তোলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজন শুভ্রব্রতের জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অরুণারাজ্য বিধাতার মহারাজ্যের চরণের সমতুল্য, কেননা এখান থেকেই যাত্রা শুরু হলো বিধাতার মহারাজ্যে; বিক্রমপল্লী হবে বিধাতার মহারাজ্যের বক্ষসদৃশ, কেননা এখান থেকে আমরা যাত্রা করে জয় করবো বিক্রমপল্লী, আর রাজগৃহ হবে বিধাতার মহারাজ্যের মস্তকসদৃশ, কেননা রাজগৃহ জয় করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'

সবাই উচ্চকণ্ঠে রব তোলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজন শুভ্রব্রতের জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

পরমদাসের নেতৃত্বে বিধাতার তিরিশ সৈনিক উচ্চরব করে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস হতেই হবে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অশ্বপতিকে আমি অরুণারাজ্যের শাসক নিয়োগ করলাম; সে আমার ও আমার প্রতিনিধির নির্দেশে শাসন করবে অরুণারাজ্য।'

সবাই উচ্চরব করে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অরুণারাজ্যে কোনো অবিশ্বাসী থাকবে না, কোনো দেবদেবী থাকবে না; অশ্বপতি চল্লিশ দিনের মধ্যে অরুণারাজ্যের অধিবাসীদের দীক্ষিত করবে বিধাতার ধর্মে।'

সবাই উচ্চকণ্ঠে রব তোলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজন শুভ্রব্রতের জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিমান।'

অশ্বপতি বলে, 'বিধাতার মনোনীতজন আমাকে যে-দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আমি তিরিশ দিনের মধ্যেই পালন করবো, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সেনাপতি আদিত্য, অংশুমান ও অশ্বপতি, তোমরা এখনই তোমাদের বাহিনী নিয়ে তীব্র গতিতে বেরিয়ে পড়ো, সূর্য মধ্যগগনে আসার আগেই ধ্বংস করো নগরের দেবগৃহসমূহ, মহারাজ্যের জন্যে সংগ্রহ করো মন্দিরের ধনরত্নমণিমাণিক্য, সহস্রজনকে দীক্ষিত করো বিধাতার ধর্মে, নিশ্চিহ্ন করো অবিশ্বাসীদের, যারা বিশ্বাস আনতে চায় না।'

সবাই উচ্চকণ্ঠে রব তোলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজন শুভ্রব্রতের জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

অরুণারাজ্য নগরে ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়; রক্ত ঝ'রে পড়তে থাকে পথে পথে, দেবগৃহ ভেঙে পড়ে, নারীদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে বায়ু।

আদিত্য, অংশুমান, অশ্বপতি দুপুরের আগেই এক সহস্রেরও বেশি অরুণারাজ্য নগরবাসীকে তাড়িয়ে এনে উপস্থিত করে রাজপ্রাসাদের সামনে উন্মুক্ত মাঠে। তাদের অধিকাংশেরই শরীর ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে, অনকেই বিকলাঙ্গ, তাদের চোখেমুখে প্রচণ্ড ভীতি। তারা জানে না তাদের কী হবে, তারা মৃত্যুকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে কাঁপছে। তাদের চারদিকে পাহারা দিচ্ছে বিশ্ববাসীরা। শুভ্রব্রত এসে উচ্চ বেদির ওপর দাঁড়ায়, তার একপাশে আদিত্য আরেক পাশে অশ্বপতি। বিশাল জনতা দেখে সুখী শুভ্রব্রত, একসাথে এতো লোককে সে আগে কখনো বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত করে নি; সে অলৌকিক আনন্দ অনুভব করে, তার মনে হয় সে বিধাতার স্বর শুনছে, বিধাতা তাকে স্পর্শ করছে, বিধাতা আলিঙ্গন করছে তাকে। সে চোখের সামনে বিশাল বিধাতার মহারাজ্য দেখতে পায়; সে দেখে আরো হাজার হাজার বিশ্বাসী বুকে বিশ্বাসের তরবারি আর কটিতে ধাতুর তরবারি তুলে নিয়েছে, ছুটে চলছে রাজ্যের পর রাজ্যের ওপর দিয়ে, তাদের পদধূলিতে ঢেকে যাচ্ছে আকাশ, দিকে দিকে শব্দ উঠছে বিধাতা, বিধাতা। তাদের ক্ষতবিক্ষত দেহ, আর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে দেখে সে বিধাতাকে ধন্যবাদ দেয়; তার মনে হয় প্রতিটি বিকলাঙ্গ দেহ, খণ্ডিত হাত, বিচ্ছিন্ন পা, আর রক্তবিন্দু স্তব করছে বিধাতার নাম, ক্ষমা চাচ্ছে বিধাতার কাছে; তারা এখন পাপ থেকে উত্তীর্ণ হবে, ভুল থেকে সত্যের পথে আসবে।

অশ্বপতি বলে, 'হে মনোনীতজন, আগামী তিরিশ দিনে অরুণারাজ্যে কোনো অবিশ্বাসী থাকবে না, সবাই হবে বিশ্বাসী, কোনো মূর্তি থাকবে না, সবাই স্তব করবে বিধাতার।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, আগামী কাল দ্বিসহস্র অবিশ্বাসী আমরা উপস্থিত করবো, আপনার কাছে দীক্ষা পেয়ে তারা ধন্য হবে।'

শুভ্রব্রত জনতাকে দীক্ষাদান শুরু করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'এই মুক্ত মাঠ ভাগ্যবান, তোমরা ভাগ্যবান, এই মাঠ আশীর্বাদপ্রাপ্ত; আজ থেকে এর নাম হবে 'বিধাতার প্রান্তর'; তোমাদের উপাধি হবে 'অরুণারাজ্যের প্রথম সহস্র'। তোমরা ধন্য, তোমরা দেবদেবী ছেড়ে বিধাতায় বিশ্বাস আনছো; মিথ্যে ওই দেবদেবী, মিথ্যে ওই সব মূর্তি, তারা ধ্বংস হোক যারা পুজো করে দেবদেবীমূর্তির।'

শুভ্রব্রত একবার একটু কেঁপে ওঠে, সে বিপুল অন্ধকার দেখে, তার রক্তের ভেতর দিয়ে অন্ধকার শীতলভাবে বয়ে চলে; সে দু-হাতে মুখ ঢেকে ব'সে পড়ে। সবাই তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকায়, এবং দেখে শুভ্রব্রত ধীরে ধীরে দাঁড়াচ্ছে, প্রসন্ন মুখে তাকাচ্ছে জনতার দিকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, দশ লক্ষ বর্ষ; তিনি আলিঙ্গন করলেন, চুম্বন করলেন, স্বর্গদরোজায় দাঁড়ালাম, সেখানে তোমাদের মুখ দেখলাম; নরকের দরোজায় দাঁড়ালাম, সেখানে দেখলাম অবিশ্বাসীদের খণ্ডিত দেহ। স্বর্গ পরিপূর্ণ আহ্লাদে আনন্দে, নরকে শুধু ধ্বনিত হচ্ছিলো আর্তনাদ।'

বিশ্বাসীরা উচ্চরব করে, 'জয়, বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সবাই বলো তোমরা—'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই।'

বিশ্বাসীরা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই।'

জনতা ওই উচ্চরবে অংশ নেয় না, তারা নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

আদিত্য হাত তুলে ইঙ্গিত দেয়, এবং সাথে সাথে কয়েকজন অশ্বারোহী প্রহরী জনতার ওপর দিয়ে অশ্ব চালিয়ে দেয়, কয়েক মুহূর্তে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয় শতাধিক অবিশ্বাসী।

শুভ্রব্রত বলে, 'সবাই বলো তোমরা—'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই।'

জনতা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই।

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো, দেবদেবী মিথ্যে, মূর্তি মিথ্যে, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

জনতা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'দেবদেবী মিথ্যে, মূর্তি মিথ্যে, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এখন থেকে তোমরা, তোমাদের স্ত্রীরা, সন্তানেরা, পূর্বপুরুষেরা বিধাতার অনুসারী; তোমাদের সকলের জন্যে স্বর্গের সড়ক খোলা, যদি তোমরা বিশ্বাস করো; তোমাদের গৃহে কোনো মূর্তি থাকবে না, তোমরা স্ত্রীদের ও সন্তানদের দীক্ষা দেবে; যারা বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হবে না, তাদের ত্যাগ করবে, অবশ্যই মৃত্যু তাদের পুরস্কার।

শুভ্রব্রত বিধাতার স্তব শুরু করে, তার সাথে স্তব শুরু করে সমস্ত বিশ্বাসী; বিধাতার নামে মুখর হয়ে ওঠে বিধাতার প্রান্তর।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি বিশ্বাসীদের বিধান দান করুন; তারা আপনার বিধান চায়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আজ থেকে বিধাতার মহারাজ্যের অধিবাসী, তোমরা আজ থেকে বিধাতার মহারাজ্যের অধিকারী। তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তাদের জন্যে রয়েছে পৃথিবীতে রাজত্ব, আর স্বর্গে প্রমোদ।'

বিশ্বাসীরা উচ্চরব করে 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের মধ্যে যাদের শতাধিক গবাদি পশু আছে, তারা শতাতিরিক্ত গবাদি পশু দান করবে তাদের, যাদের কোনো গবাদি পশু নেই, বা দশটির কম গবাদি পশু আছে।'

অরুণারাজ্যের প্রথম সহস্রের অধিকাংশ ও অন্য বিশ্বাসীরা উচ্চরব করে, 'জয়, বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের মধ্যে যাদের এক হাজার বিঘের বেশি ভূমি আছে, তারা অতিরিক্ত ভূমি দান করবে তাদের, যাদের ভূমি নেই, বা পঞ্চাশ বিঘের কম ভূমি আছে।'

অধিকাংশ বিশ্বাসী উচ্চরব করে, 'জয়, বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, মন দাও, বিশ্বাস করো, পালন করো বিধান, যা বিধাতা নির্ধারণ করেছেন তোমাদের জন্যে :

১ : তোমরা গ্রহণ করবে এক, দুই, বা তিন নারী, কুমারী অথবা বিধবা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে পরম বিধাতায়; মনোনীতজন ব্যতিক্রম, বিধাতার নির্দেশে তিনি নারী গ্রহণ করবেন, যে-নারীকে বিধাতা তাঁর জন্যে স্থির করেছেন;

২ : তোমরা ত্যাগ করবে নারীদের, যারা বিলম্ব করে শয্যাগমনে, বা বিশ্বাসীর অভিলাষ অনুসারে আসন গ্রহণ করে না, বা যাদের মুখে দুর্গন্ধ, বা যারা কটুভাষী, বা যারা অন্য পুরুষের মুখ বা হাত বা নাক বা চুল বা গোঁফের প্রশংসা করে, বা যাদের সঙ্গে সহবাসে বিশ্বাসীরা তৃপ্তি পায় না, বা যারা দাসের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, বা যারা গর্ভধারণ করে না, বা গর্ভধারণের পর প্রসব করে মৃত পুত্র;

৩ : নারীহত্যা পাপ, হে বিশ্বাসীরা, তবে নারীদের তোমরা বন্দী রাখবে ঘরে; তাদের ওপর কখনো সরাসরি সূর্যের আলো আর চাঁদের কিরণ পড়বে না; বিশ্বাসীর নারীদের মুখ, চুল, বা আঙুল, বা ঠোঁট, বা কোনো অঙ্গ সে ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পাবে না;

৪ : বিশ্বাসীদের জন্যে বিধাতা দান করেছেন দাসী, তবে ওই গর্ভে কোনো সন্তান জন্ম নেবে না; যদি জন্ম নেয়, সে লাভ করবে বিধাতার অভিশাপ;

৫ : বিশ্বাসীরা প্রতিবেশিদের স্ত্রীদের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না, নষ্ট হবে তাদের দৃষ্টি; যদি কোনো বিশ্বাসী অন্য কোনো বিশ্বাসীর নারীর মুখ, বা চুল, বা ঠোঁট, বা আঙুল দেখে, সেই নারী অভিশপ্ত, পতি তার সাথে শয্যায় গমন করবে না; বা শয্যাগমনের আগে তাকে আবার দীক্ষিত করবে বিধাতার ধর্মে;

৬ : বিশ্বাসীরা সহবাসের আগে বলবে—বিধাতা আমাকে পুত্র দাও; সহবাসের পর বলবে—আমি আবার জীবিত; শক্তিমানেরা সাতবার আর দুর্বলেরা একবার, দিনে সহবাস বিধাতার চোখে পাপ;

৭ : বিধাতার মহারাজ্যে দেবগৃহ, বা বিদ্যালয় থাকবে না; বিশ্বাসীরা অবশ্যই ধ্বংস করবে মন্দির ও বিদ্যালয়; বিদ্যালয়ের ওপর সর্বদা বর্ষিত হয় বিধাতার কঠোর অভিসম্পাত।

৮ : দেবগৃহ লুণ্ঠন করে প্রাপ্ত ধনরত্নমণিমাণিক্য বিশ্বাসীরা সঞ্চিত করবে মহারাজ্যের রাজকোষে, যা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন বিধাতার মনোনীতজন বা তাঁর প্রতিনিধি; ধার্মিকেরা দেবগৃহ লুণ্ঠনের কোনো ধন আত্মসাৎ করবে না, কেননা তা মহাপাপ; তারা লাভ করবে অবিশ্বাসীদের গৃহ থেকে লুণ্ঠিত ধনরত্ন;

৯ : একটি ছাড়া কোনো গ্রন্থ থাকবে না; কেউ কোনো বর্ণ গঠন করবে না, যাতে লিখিত হয় বিধাতা ছাড়া অন্য কোনো নাম; কেউ তৈরি করবে না ছন্দমিলযুক্ত বাক্য; তার অভিশপ্ত, যারা বিন্যাস করে বর্ণ, ধ্বনির সাথে মিল দেয় ধ্বনির, নিজের অঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করে মুদ্রা, কণ্ঠে সৃষ্টি করে সুর; এবং টানে এমন রেখা, যা অন্য কোনো বস্তুর আকৃতির মতো;

১০ : সৎ পথে বিচরণ করবে বিশ্বাসীরা; বিধাতার পথই সৎ পথ, আর সমস্ত পথই বিপথ;

১১ : বিধাতার কাছে প্রার্থনা করাই একমাত্র জ্ঞান, এ ছাড়া আর কোনো জ্ঞান নেই; বিশ্বাসীরা আর কোনো জ্ঞানের প্রলোভনে পড়বে না, অন্য সব জ্ঞান নিষিদ্ধ বিশ্বাসীদের জন্যে, কেননা তা শুধু চালিত করে বিপথে।

বহুবল্লভের প্রাসাদটি রাজকীয় ও মনোরম, এবং পছন্দ হয় শুভ্রব্রতের, যেমন তার পছন্দ হয় অঞ্জনাকে; আবার ঘেন্নাও লাগে, যেমন অঞ্জনাকে তার ঘেন্না লাগে; তার মনে হয় প্রাসাদে বাস করলে বিধাতা তার থেকে দূরে সরে যাবেন, বিধাতা প্রাসাদ পছন্দ করেন না, বিধাতা পছন্দ করেন কুটির; আবার মনে হয় এই প্রাসাদ বিধাতারই প্রাসাদ, বিধাতা তাঁর মনোনীতজনকে এখানেই দেখতে চান। শুভ্রব্রত নতুন নামকরণ করে প্রাসাদটির, নাম রাখে 'পবিত্র কুটির'। শুভ্রব্রত ডাকে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, ও অশ্বপতিকে, এবং তাদের জন্যে বরাদ্দ করে বিভিন্ন ভবন। সে আদিত্য, নির্দেশ দেয় পারমিতা ও অঞ্জনাকে শান্তিপল্লী থেকে পবিত্র কুটিরে নিয়ে আসতে। আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের জন্যে সে বরাদ্দ করে প্রধানমন্ত্রীর মূলভবন (নতুন নাম 'দীনকুটির'), এবং অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে নির্দেশ দেয় তমালিকা (আদিত্যের স্ত্রী), স্বর্ণলতা (অংশমানের স্ত্রী), প্রভাবতী (জিতেন্দ্রিয়ের স্ত্রী), বৈজয়ন্তীমালাকে (বিভাসের স্ত্রী) অবিলম্বে দীনকুটিরে নিয়ে আসার জন্যে। অশ্বপতির জন্যে সে বরাদ্দ করে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় ভবনটি (নতুন নাম 'আনুগত্যকুটির'), এবং তাকে আনুগত্যকুটিরে অবিলম্বে সপরিবারে ওঠার নির্দেশ দেয়। আদিত্যকে সে আরো একটি নির্দেশ ও ক্ষমতা দেয় : বিশ্বাসীদের জন্যে নগরে বিভিন্ন আবাস বরাদ্দ করার। শুভ্রব্রতের নির্দেশে সবাই আনন্দিত হয়, তারা দায়িত্ব পালনে বিলম্ব করে না। আদিত্য একদল অশ্বারোহী প্রহরী ও দুটি শকট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, পারমিতা ও অঞ্জনার কুটিরের সামনে উপস্থিত হয়। সে বিনীতভাবে তাদের মনোনীতজনের আদেশ জানায়, সসম্মানে তাদের শকটে তোলে, তাদের শকটের আগেপিছে প্রহরায় রাখে অশ্বারোহী বিশ্বাসীদের, এবং বিধাতার নামে চারদিক মুখর ক'রে পারমিতা ও অঞ্জনাকে নিয়ে আসে পবিত্র কুটিরে। অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস একটি শকট নিয়ে বেরোয়; তারা বিধাতার ও শুভ্রব্রতের নাম কীর্তন করতে করতে বিশ্বাসীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তমালিকা, স্বর্ণলতা, প্রভাবতী, বৈজয়ন্তীমালাকে নিয়ে আসে দীনকুটিরে। অনুগত অশ্বপতি তার সাত পত্নী, বারো কন্যা, পনেরো পুত্র, শতাধিক দাসদাসী নিয়ে ওঠে আনুগত্যকুটিরে। সব কুটিরের শীর্ষে উড্ডীন হয় বিধাতার নামাঙ্কিত পতাকা, এবং উচ্চকণ্ঠে আবৃত্ত হয় বিধাতার নাম।

একদল বিশ্বাসী উচ্চকণ্ঠে বিধাতার নাম জপ করতে করতে আসে শুভ্রব্রতের কাছে; তাদের দেখে শুভ্রব্রত সুখী হয়।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, সর্বশক্তিধর বিধাতার অনুসারীরা, হে বিজয়ীরা, তোমাদের জন্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠ স্বর্গ, কেননা, তোমরা বিধাতার মহারাজ্যের সৈনিক, বিধাতা তোমাদের মুখ দেখেই চিনতে পারবেন।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতার কাছে আমরা প্রতিমুহূর্তে কৃতজ্ঞতা জানাই; বিধাতা অনন্য। হে মনোনীতজন, আপনার কাছে আমরা এক আবেদন নিয়ে এসেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা তোমাদের আবেদন অনুমোদন করবেন, হে বিশ্বাসীরা, বলো কী তোমাদের আবেদন?'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, প্রথমে আমরা বিধাতার ও আপনার করুণা প্রার্থনা করি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা তোমাদের করুণা করবেন, কেননা তোমরা সৈনিক বিধাতার মহারাজ্যের।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা আমাদের পছন্দমতো নারীদের বন্দী করেছি, তাদের সাথে সহবাস করেছি, কিন্তু এখনো আমাদের বিবাহ হয় নি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো, তারা তোমাদের স্ত্রী, বিধাতা তা অনুমোদন করবেন।'

দশজন বিশ্বাসী বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা আটজন করে নারীকে বন্দী করেছি, তাদের সাথে সহবাস করেছি; কিন্তু আপনি বলেছেন তিনজন নারী গ্রহণ করতে, আমরা কি অপরাধ করেছি, হে মনোনীতজন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা তোমাদের ক্ষমা করবেন; তোমরা তিনজনকে গ্রহণ করো স্ত্রী হিসেবে, অন্যদের করো দাসী; বিধাতা তোমাদের নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, কিন্তু আমরা স্থির করতে পারছি না কোন তিনজনকে আমরা স্ত্রী হিশেবে গ্রহণ করবো, তারা সবাই রূপসী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, যাদের বৃন্ত লাল, যাদের অঙ্গ দুর্গন্ধমুক্ত, যাদের দাঁত শুভ্র, যাদের শ্বাস সুখকর, তাদের গ্রহণ করো স্ত্রী হিশেবে।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা যাদের বন্দী করেছি সব নারীকেই আমাদের সুখকর মনে হচ্ছে, সবাইকেই আমরা স্ত্রী হিশেবে পেতে চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার নির্দেশ অবশ্যই মান্য; বিধাতা প্রত্যাহার করেন না তাঁর নির্দেশ।'

পবিত্র কুটিরের স্তবাগারে সন্ধ্যায়, শুভ্রব্রতের সাথে মিলিত হয় আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, ও অশ্বপতি। শুভ্রব্রত সমাসবদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করে তাদের প্রশংসা করে; বীরদের স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থান বিধাতা যে চিহ্নিত করে রেখেছে তাদের জন্যে, ও তাদের নামও পবিত্র অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে স্বর্গে, সে-সংবাদ তাদের জানায়। তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিধাতার কাছে। শুভ্রব্রত তাদের বলে, বিধাতার মহারাজ্যের সূচনা হয়েছে মাত্র, বিধাতার মহারাজ্য রাজ্য থেকে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে, ভূমণ্ডলে বিধাতার মহারাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য থাকবে না। শুভ্রব্রত তাদের নির্দেশ দেয় সমগ্র অরুণারাজ্য জয় করতে, রাজ্যের সব পল্লীতে বিধাতার পতাকা উড্ডীন করতে। সে বলে অবিলম্বে গঠন করতে হবে বিশাল সেনাবাহিনী, জয় করতে হবে বিক্রমপল্লী ও রাজগৃহ, স্থাপন করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য। আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, ও অশ্বপতি তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। শুভ্রব্রত তাদের হিশেব নিতে বলে অরুণারাজ্যের সমস্ত ধনরত্নের, যা সে বণ্টন করবে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে।

আদিত্য একটি আবেদন জানায়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, এই শুভদিনে, এই আনন্দের দিনে, এই বিজয়ের দিনে আমাদের এক আবেদন রয়েছে আপনার কাছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বীর সেনাপতিগণ, বলো তোমাদের কী আবেদন?'

অংশুমান বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের অধীনে আছে যে সাধারণ বিশ্বাসীরা, তারাও আজ আমাদের থেকে বেশি সুখী, আমাদের থেকে বেশি ধনী।'

শুভ্রব্রত জানতে চায়, 'কীভাবে তারা বেশি সুখী, কীভাবে তারা বেশি ধনী?'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে মনোনীতজন, তারা প্রত্যেকে এখন একাধিক নারীর স্বামী, তাই তারা সুখী, তাই তারা ধনী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা নিশ্চয়ই তোমাদেরও সুখী করবেন; তোমাদেরও ধনী করবেন।'

বিভাস বলে, 'হে মনোনীতজন আমরাও পছন্দমতো নারী লাভ করে সুখী হতে চাই, আমরা আপনার আদেশের প্রত্যাশায় রয়েছি।'

শুভ্রব্রত আদিত্যের মুখের দিকে তাকায়; তার চোখের মণিতে সে দেখতে পায় গীতাঞ্জলির মুখ।

অশ্বপতি বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার শ্রেষ্ঠতম কল্পনা, আমার একটি বিনীত আবেদন আছে আপনার কাছে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা বীরদের আবেদন রক্ষা করবেন।'

শুভ্রব্রত মাথা নিচু করে থাকে, ধ্যানস্থ হয়, গভীরতম অন্ধকারে হারিয়ে যায়, তারপর তার ভেতর আলো জ্বলে ওঠে; আলোর ঝিলিকে সে কেঁপে ওঠে।

অন্ধকার থেকে জেগে শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা তোমাদের সুখী ও ধনী করবেন।'

তারা বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা গ্রহণ করো পছন্দমতো তিনজন নারী, তবে তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ পবিত্র গীতাঞ্জলি, বিধাতা যাকে আশীর্বাদ করেছেন, এবং বিশ্বাসী নারী আর তোমরা ত্যাগ করবে না স্ত্রীদের।'

অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের মুখে উজ্জ্বলতা দেখা দেয়; আর মলিন হয়ে ওঠে আদিত্য।

তারা তিনজন বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি আমাদের নতুন নারী দিয়েছেন; বিধাতার আশীর্বাদে আমরা সুখী, সাধারণ বিশ্বাসীদের থেকে আমরা আর দরিদ্র নই।'

আদিত্য কোনো কথা বলে না; মাথা নিচু করে থাকে। শুভ্রব্রত তার দিকে তাকায়, তার চোখের মণিতে শুভ্রব্রত একটি তরবারি দেখতে পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'আদিত্য, তুমি বিধাতাকে ধন্যবাদ দাও।'

আদিত্য বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে; বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

অশ্বপতি বলে, 'হে মনোনীতজন, আমার সাত পত্নী; আমি কি গ্রহণ করতে পারি আরো তিননারী?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তারা হবে তোমার দাসী; যদি দু-বছর পরও পত্নীরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছে থাকে, তখন পত্নীরূপে গ্রহণ কোরো, ত্যাগ কোরো আগের পত্নীদের।'

অশ্বপতি শুভ্রব্রতের কথা শুনে ভয় পায়।

অশ্বপতি জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, আমি কি একই সঙ্গে মাতা ও কন্যাকে দাসী হিশেবে রাখতে পারি?'

শুভ্রব্রত বলে, 'দাসী হিশেবে মাতার থেকে কন্যা শ্রেষ্ঠতর।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের অনুমতি দিন যাতে আমরা প্রস্থান করতে পারি।'

শুভ্রব্রত চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণের জন্যে ধ্যানস্থ হয়।

তারপর শুভ্রব্রত বলে, 'সেনাপতিগণ, অনুসরণ করো; সেই শ্রেষ্ঠ সেনাপতি যে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রদর্শন করে যুদ্ধে, এবং সর্বাধিক বিনীতভাবে অনুসরণ করে মনোনীতজনকে।'

শুভ্রব্রত দাঁড়ায়, হাঁটতে শুরু করে; সেনাপতিরা অনুসরণ করে তাকে, আদিত্য সবার আগে। শুভ্রব্রত প্রাসাদের বাইরে গিয়ে শকটে উঠে চালকের আসনে বসে।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাকে অনুমতি দিন শকট চালানোর।'

নিজেই শকট চালায়; এবং বলে, 'সেনাপতিগণ, অশ্বে তোমরা অনুসরণ করো।'

দ্রুত চলতে শুরু করে শুভ্রব্রতের শকট; আদিত্য ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না কোথায় যাচ্ছে শুভ্রব্রত। সবাই বিস্মিত হয়, অভিভূত হয়; শুধু আদিত্য থাকে অনভিভূত। শুভ্রব্রতের শকট গীতাঞ্জলিদের কুটিরের দরোজায় গিয়ে থামে। শকট থেকে নেমে শুভ্রব্রত আদিত্যের দিকে তাকায়; আদিত্য মাথা নত করে।

শুভ্রব্রত ডাকে, 'গীতাঞ্জলি, আমি এসেছি।'

গীতাঞ্জলি এসে দাঁড়ায় শুভ্রব্রতের সামনে; সেনাপতিদের মনে হয় অন্ধকার হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠলো। তারা মাথা নত করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার নির্দেশে তোমাকে গ্রহণ করতে এসেছি, বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত তুমি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, আমি ধন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বলো– 'বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।"

গীতাঞ্জলি বলে, 'বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রতের সাথে শকটে আরোহণ করে গীতাঞ্জলি; শুভ্রব্রত শকট চালায়, পাঁচ সেনাপতির প্রহরায় শুভ্রব্রত গীতাঞ্জলিকে নিয়ে পৌঁছে পবিত্র কুটিরে।

বিশ্বাসীরা তিন দিন ধ'রে আক্রমণ চালায় অরুণারাজ্য নগরীর দেবমন্দির আর বিদ্যালয়ের ওপর; চার সেনাপতির অধীনে আগুন জ্ব'লে ওঠে চারভাগে বিভক্ত নগরীর মন্দিরে মন্দিরে, বিদ্যাপীঠে বিদ্যাপীঠে; ঝরতে থাকে রক্ত, পুড়তে থাকে অবিশ্বাসীরা; চলতে থাকে অবাধ লুণ্ঠন। চতুর্থ দিনে শুভ্রব্রত নিষেধ করে; বলে- বিধাতা আর ধ্বংস চান না, রূপান্তর চান; বিধাতার স্তব হবে মন্দিরগুলোতে, আর বিদ্যালয়গুলোতে বাস

করবে ধার্মিকেরা। তবু আরেক দিনের জন্যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় আদিত্য। দেবমন্দির ও বিদ্যালয় আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় আদিত্য; সে চারভাগে বিভক্ত করে নগরী, তিনভাগের দায়িত্ব দেয় অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের ওপর, অশ্বপতিকে কোনো দায়িত্ব দেয় না, নিজের জন্যে রাখে একভাগ; এবং নির্দেশ দেয় মন্দির ধ্বংসের আগে সংগ্রহ করতে হবে মন্দিরের সব ধনরত্নমণিমাণিক্য, মন্দিরের ভিত্তি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত যা কিছু সোনায় গঠিত, তার সব কিছু খুলে নিতে হবে, তুলে নিতে হবে মন্দিরে সমস্ত স্বর্ণমূর্তি। সে নির্দেশ দেয় ধার্মিকেরা যেনো ধনরত্নমণিমাণিক্যের এককণাও আত্মসাৎ না করে, তা হবে মহাপাপ, যার পুরস্কার মৃত্যু। মন্দিরে বা বিদ্যালয়ে কোনো গ্রন্থ পাওয়া গেলে ধ্বংস করতে হবে, বিধাতার মহারাজ্যে কোনো গ্রন্থ থাকবে না; কেউ প্রতিবাদ করলে বধ করতে হবে, বা দগ্ধ করতে হবে জীবন্ত। আদিত্য নির্দেশ দেয় যদি কোনো কবি বা দার্শনিক বা চিত্রকর বা গায়ক পাওয়া যায়, তাকে ধরে আনতে হবে, সমর্পণ করতে হবে আদিত্যের কাছে।

এক মন্দির লুণ্ঠনের সময় বাধা দেয় পুরোহিত ও তার শিষ্যরা; ভীষণ বিস্মিত হয় আদিত্য। একের পর এক সে লুণ্ঠন করে আসছে মন্দির, সেগুলোতে কোনো পুরোহিত ও অনুচরই পাওয়া যায় নি, আদিত্যের বাহিনী আসতে দেখেই এসে গ্রহণ করেছে বিধাতার ধর্ম, অংশ নিয়েছে লুণ্ঠনে ধ্বংসযজ্ঞে; একটি মন্দিরে বুড়ো পুরোহিত তাকে প্রণাম করে ভেতরে নিয়ে উপহার দিয়েছে পাঁচটি সেবাদাসী, বলেছে এদের মতো কলানিপুণিকা আর নেই অরুণারাজ্যের কোনো মন্দিরে; অন্য এক মন্দিরের পুরোহিত তাকে উপহার দিয়েছে নিজের দুটি কন্যাকেই; তাই এ-মন্দিরের বুড়ো পুরোহিত ও তার তরুণ অনুচরদের সাহস দেখে সে বিস্মিত হয়। অরুণারাজ্য আক্রমণের পর থেকেই মানুষের কোনো সাহস দেখে নি আদিত্য, ভীরুতা দেখে দেখে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে এদের সাহস দেখে মুগ্ধ হয় না, ক্রুদ্ধ হয় না, বিস্মিত হয়।

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'বুড়ো, তোমরা জানো এর কী পরিণতি?'

পুরোহিত বলে, 'অবশ্যই জানি, হে সেনাপতি। অরুণারাজ্যে এখন মানুষের একটিই পরিণতি–মৃত্যু।'

আদিত্য বলে, 'তোমরা মানুষ নও; অবিশ্বাসীরা মানুষ নয়। আমরা যাদের হত্যা করছি, তারা পশু।'

পুরোহিত বলে, 'আমার বিবেচনায় আক্রমণকারীরা মানুষ নয়, ধ্বংসকারীরা মানুষ নয়, অত্যাচারীরা মানুষ নয়, হে সেনাপতি।'

আদিত্য বলে, 'তোমার সাহস দেখে বিস্মিত হচ্ছি। তাই তোমাকে কিছুটা সময় দিচ্ছি আমি।' আদিত্য হাসে, এবং জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, কটি দেবদেবীর পুজো করো তুমি, নির্বোধ বুড়ো?'

পুরোহিত বলে, 'সাতজন দেবদেবীর পুজো করি আমি, সেনাপতি।'

আদিত্য হো হো ক'রে হেসে ওঠে, 'ওই শুয়োরের বাচ্চারা কি তোমাদের বাঁচাতে পারবে?'

পুরোহিত বলে, 'দেবদেবীদের অপমান করবেন না, সেনাপতি।'

আদিত্য হেসে বলে, 'তোমার সাহসে আমি মুগ্ধ হচ্ছি, আমি তোমার মতো একটি নির্বোধ সাহসী ভৃত্য চাই।'

আদিত্য একটি সোনার দেবমূর্তির মুখে লাথি মারে, মূর্তিটি দূরে ছিটকে পড়ে।

আদিত্য বলে, 'এটা তো তোমার প্রধান দেবতা?'

বুড়ো ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে; এবং বলে 'হ্যাঁ, প্রভু।'

আদিত্য বলে, 'দ্যাখো বুড়ো, তোমার প্রধান দেবতা আমার লাথি খেয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে আছে, নড়তেচড়তে পারছে না। দেখে নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ হচ্ছে।'

আদিত্য একটি দেবীমূর্তির মুখে লাথি মারে, সেটি ছিটকে পড়ে।

আদিত্য বলে, 'তোমার দেবদেবীরা নিজেদেরই বাঁচাতে পারে না, তোমাকে কী ক'রে বাঁচাবে?'

পুরোহিত বলে, 'হে সেনাপতি, আপনি আর অপমান করবেন না দেবদেবীদের, তার বদলে আমাকে হত্যা করুন।'

আদিত্য বলে, 'তোমার দেবীটা জিনিশ ভালো, এটার ওপর আমি উপগত হ'তে চাই।'

পুরোহিত আর্তনাদ করতে শুরু করে। আদিত্য কয়েকজন বিশ্বাসীকে ডাকে।

আদিত্য তাদের আদেশ দেয়, 'তোমরা প্রস্রাব করো দেবীর মুখে, প্রস্রাব করো দেবতার মুখে।'

বিশ্বাসীরা একযোগে প্রস্রাব করতে থাকে দেবদেবীমূর্তির মুখে; আর পুরোহিত ও শিষ্যরা আর্তনাদ করতে থাকে দেবদেবীর নাম ধ'রে।

আদিত্য পুরোহিতকে বলে, 'নির্বোধ বুড়ো, তোমার এই মন্দির আর দেবদেবী সব আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি প্রাণভ'রে পুজো করতে পারবে, যদি তোমার দেবদেবীরা একটি শর্ত পালন করতে পারে।'

হাসতে থাকে আদিত্য; তার হাসি দেখে পুরোহিত আরো ভয় পায়।

পুরোহিত জিজ্ঞেস করে, 'কী শর্ত, হে সেনাপতি? নিশ্চয়ই আমার দেবদেবীরা তা পালন করতে পারবে।'

আদিত্য বলে, 'শর্ত পরে বলবো, তার আগে তুমি বিশ্বাসীদের নিয়ে যাও ওই মন্দিরের পাঁচশো গজের মধ্যে যারা বাস করে, তাদের সবাইকে এখানে নিয়ে এসো।'

একদল বিশ্বাসী পুরোহিতকে নিয়ে বেরিয়ে যায়, এবং অবিশ্বাসীদের নিয়ে ফিরে আসে।

আদিত্য তাদের জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি পুজো করো এই মন্দিরের দেবদেবীদের? এই মূর্তিগুলোকে?'

তারা সবাই বলে, 'হ্যাঁ, আমরা পুজো করি, হে সেনাপতি।'

আদিত্য বলে, 'তোমরা কি বিশ্বাস করো এই দেবদেবীদের কোনো শক্তি আছে?

তারা বলে, 'হে সেনাপতি, আমরা বিশ্বাস করি, তাদের শক্তির শেষ নেই; তারা আমাদের স্রষ্টা, তারা আমাদের পালনকর্তা, তারা আমাদের রক্ষাকর্তা।'

আদিত্য বলে, 'আমি এখন লাথি মারবো তোমাদের দেবদেবীদের মুখে, তারা যদি আমাকে বাধা দিতে পারে, তাহলে আমি তোমাদের ধর্ম মেনে নেবো।'

আদিত্য হাসে, আর ভয় পায় দেবদেবীর ভক্তরা। তাদের মুখে ভয়ের দাগ দেখে কৌতুক বোধ করে আদিত্য।

আদিত্য বলে, 'আর যদি তোমাদের দেবদেবীরা আমাকে বাধা দিতে না পারে, তাহলে তোমাদের গ্রহণ করতে হবে বিধাতার ধর্ম, যিনি সর্বশক্তিধর; বা বেছে নিতে হবে মৃত্যু।'

ভয়ে ভক্তরা কাঁপতে থাকে। আদিত্য একটির পর একটি মূর্তির মুখে লাথি মারে; মূর্তিগুলো লুটিয়ে পড়তে থাকে; ভক্তরা আর্তনাদ করতে থাকে। আদিত্যের নির্দেশে ধার্মিক সৈনিকেরা একযোগে মূত্রপাত করতে থাকে মূর্তিগুলোর মুখমণ্ডলে।

আদিত্য বলে, 'দেখতে পাচ্ছো তোমাদের দেবদেবীগুলো মূর্তিমাত্র, এগুলোর কোনো শক্তি নেই; এগুলো নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না; এগুলো মিথ্যে। মিথ্যের সোনার মূর্তি বানিয়ে দেবদেবী ভেবে পুজো করছো তোমরা।'

আদিত্য তরবারি দিয়ে খোঁচাতে থাকে সোনার মূর্তিগুলোকে।

আদিত্য বলে, 'বলো তোমরা কী করবে? বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে, না বরণ করবে তরবারি?'

অবিশ্বাসীরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আবেদন জানাতে থাকে, 'হে সেনাপতি, আমরা বুঝতে পারছি আমাদের দেবদেবীরা মিথ্যে, তাদের কোনো শক্তি নেই; তারা নিজেদের বাঁচাতে পারে না; আমাদেরও তারা বাঁচাতে পারে না; শক্তিমান একমাত্র বিধাতা; আপনি আমাদের বিধাতার ধর্মে দীক্ষা দিন।'

আদিত্য তাদের পাঠিয়ে দেয় বিধাতার প্রান্তরে; শুভ্রব্রত তাদের দীক্ষা দেয় বিধাতার ধর্মে।

তিন দিনের সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হয়ে যায় অরুণারাজ্য নগরী। আগে যা ছিলো মন্দির, এখন হয় বিধাতার স্তবাগার; যা ছিলো বিদ্যালয়, এখন হয় বিধাতার সৈন্যবাস; যারা ছিলো মূর্তিপুজোরী, এখন তারা সর্বশক্তিধর বিধাতার ধার্মিক। নগরীকে অন্য নগরী মনে হয়; নতুন বিশ্বাসীদের মুখে জ্বলতে দেখা যায় অন্য আলো। প্রায় সব কিছুই এখন রূপান্তরিত, কোনো কিছুই আগের মতো নেই; কখনো আগের মতো হবে না। বিশ্বাসের বদল ছাড়া বড়ো বদল ঘটেছে সম্পত্তি, ভূমি, ও নারীদের। আগে যে-পৌত্তলিকের ছিলো বিপুল সম্পত্তি, ভূমি ও নারী, সে আর নেই; তার লাশ পচছে, পচে গেছে, শেয়ালে খাচ্ছে; তার সম্পত্তি, ভূমি আর নারীদের ভাগ করে নিয়েছে ধার্মিকেরা; সম্পত্তি আর ভূমি তা বুঝতে পারে নি, নারীরা বুঝেছে। অনেক নারী বুঝতে পারে নি যে তারাও সম্পত্তি, তারাও ভোগের সামগ্রী, তাদেরও ভাগ করা সম্ভব; তাই তারা কেউ নিরর্থক বিষ পান করেছে, কেউ ফাঁসিতে ঝুলেছে। তবে অধিকাংশ নারীই মেনে নিয়েছে বাস্তবতা, স্বামীর অধীনে থাকার জন্যে ব্যগ্র হয় না। অরুণারাজ্যে সেনাপতিরা ও অশ্বপতি তাদের কাজ করে যেতে থাকে; শুভ্রব্রত তাদের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করে, তাদের নির্দেশ দেয়, এবং ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে।

অংশুমান ও বিভাস শুভ্রব্রতের কাছে বেঁধে নিয়ে আসে নগরীর দুটি বৃহত্তম পাপীকে; তাদের একটি কবি, অন্যটি দার্শনিক। অংশুমান ও বিভাস নিজেরাই হত্যা

করতো পাপী দুটিকে, কিন্তু তাদের মনে হয় নগরীর নিকৃষ্টতম পাপী দুটিকে মনোনীতজনের কাছে উপস্থিত করা দরকার; তারা জানে মনোনীতজন সবচেয়ে ঘেন্না করেন কবিকে; দার্শনিক সম্পর্কে মনোনীতজনের মনোভাব কী, তারা জানে না, তাদের মনে হয় এটিকেও উপস্থিত করা উচিত মনোনীতজনের কাছে। শুভ্রব্রত তখন একদল অবিশ্বাসীকে বিধাতার ধর্মে দীক্ষাদান শেষ করছে, আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে, নতুন বিশ্বাসীরা বিধাতার স্তবগান করছে, অংশুমান ও বিভাস উপস্থিত হয় পাপী দুটিকে নিয়ে।

অংশুমান বলে, 'হে মনোনীতজন, নগরীর ঘৃণ্য দুটি পাপীকে আমরা বেঁধে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো তোমরা নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করো নি, হে বীর সেনাপতিদ্বয়?'

বিভাস বলে, 'আমরাই ব্যবস্থা নিতে পারতাম, হে মনোনীতজন হত্যা করে ভাগাড়ে ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু তাও যথেষ্ট শাস্তি হতো না মনে করে দুটিকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'অভিশপ্তদ্বয়, তোমাদের কী পরিচয়?'

একটি বলে, 'আমি কবি বাণীদাস।'

শুভ্রব্রতের চোখ লাল হয়ে ওঠে, একবার সে কেঁপে ওঠে।

আরেকটি বলে, 'আমি দার্শনিক কুমারভট্ট।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার ঘৃণা সব সময় বর্ষিত হয় কবি ও দার্শনিকের ওপর; কবি ও দার্শনিক বিপথগামী, তাদের যারা অনুসরণ করে, তারাও বিপথগামী।'

বাণীদাস বলে, 'হে প্রভু, আমি কাউকে বিপথগামী করি না; আমি ছন্দ ও মিলে জলের, মেঘের, মাটির, শস্যের, ফুলের, নারীর প্রশংসা গাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'পরম শক্তিধর বিধাতা ছাড়া কারো স্তব প্রাপ্য নয়, তুমি বিপথগামী; বিধাতার বদলে জল, মেঘ, ফুল, নারীর স্তব ক'রে তুমি বিপথগামী করেছো বিধাতার সৃষ্টিকে।'

কুমারভট্ট বলে, 'হে প্রভু, অরুণারাজ্যের অধিপতি, আমি কাউকে বিপথগামী করি না; আমি চর্চা করি দর্শনের, চেষ্টা করি সত্য উদঘাটনের।'

আদিত্য চিৎকার ক'রে ওঠে, 'তোমরা ঘৃণ্য পাপী, অবাধ্য, দুর্বিনীত; মনোনীতজনকে 'হে মনোনীতজন' ব'লে সম্বোধন করো তোমরা, নইলে তোমাদের মৃত্যু ঘটবে।'

বাণীদাস বলে, 'আমি ক্ষমা চাই, হে সেনাপতি, আমি জানি না যে আমাদের মহামান্য রাজা মনোনীতজন; আর মনোনীতজন কাকে বলে, তাও আমি জানি না। আমি কবি, রাজ্য ও সাম্রাজ্যের কিছুই জানি না আমি।'

কুমারভট্ট বলে, 'হে সেনাপতি, আমাদের বলুন, মহামান্য রাজা কার মনোনীতজন, কোন মহান রাজার মনোনীত?'

আদিত্য, অংশুমান, বিভাস, ও উপস্থিত ধার্মিকেরা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'মনোনীতজন কোনো রাজার মনোনীতজন নন, তিনি বিধাতার মনোনীতজন, যিনি সর্বশক্তিধর, বিধাতা অনন্য।'

বাণীদাস বলে, 'বিধাতা? বিধাতা কে? বিধাতার কথা আমি কখনো শুনি নি, হে মনোনীতজন, হে সেনাপতি।'

ধার্মিকেরা সবাই বলে, 'অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিন, হে মনোনীতজন, শাস্তি দিন অবিশ্বাসীকে; আমাদের আদেশ করুন, আমরা শাস্তি দিই।'

কুমারভট্ট বলে, 'আমি সত্য খুঁজি; ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম– এই পাঁচ সত্যের খোঁজ আমি পেয়েছি; বিধাতা বলে কোনো সত্যের পরিচয় আমি পাই নি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর; বিধাতা জগতের স্রষ্টা; বিধাতা অদ্বিতীয়; সব স্তব বিধাতার প্রাপ্য।'

কুমারভট্ট বলে, 'হে প্রভু, আপনি কি কোনো নতুন দেবতার কথা বলছেন? মনে হচ্ছে আপনি একটি নতুন দেবতা কল্পনা করেছেন, এবং তাকে নানা গুণে বিভূষিত করেছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, তিনি দেবতা নন, তিনি বিধাতা; তিনিই একমাত্র সত্য, তিনি ছাড়া কোনো দেবতা নেই; তিনি সর্বশক্তিধর।'

বাণীদাস বলে, 'দেবতা তেত্রিশ লক্ষ হলেও কিছু আসে যায় না, বিধাতা একটি হলেও কিছু আসে যায় না; আমার দেবতাও দরকার নয়, বিধাতাও দরকার নয়; আমি সুন্দরের গান গাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি ঘৃণ্য পাপী, তোমার পাপের শেষ নেই।'

কুমারভট্ট বলে, 'বিধাতা একজন তিনি সব সৃষ্টি করছেন, তিনি সর্বশক্তিধর, আপনি তা কী ক'রে জানেন, হে মনোনীতজন?'

আদিত্য বলে, 'বিধাতা মনোনীত করেছেন মনোনীতজনকে, তাই মনোনীতজন জানেন বিধাতা অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিধর।'

কুমারভট্ট বলে, 'প্রভু, আমি দার্শনিক, আমি সব কিছুর প্রমাণ চাই; বিধাতা যে মনোনীত করেছেন প্রভুকে, তার প্রমাণ কী?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি ঘৃণ্য, তুমি বিপথগামী, তুমি ধ্বংস হও।'

কুমারভট্ট বলে, 'প্রভু, আপনি রাজা, আপনি অধিকার করেছেন অরুণারাজ্য; প্রত্যেক রাজার একটি নিজস্ব দেবতা দরকার হয়, আপনার দেবতা হচ্ছে বিধাতা; বিধাতাও দেবতাদের মতোই অসত্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি চরম বিপথগামী।

বাণীদাস বলে, 'প্রভু, দয়া ক'রে আপনি দেখিয়ে দিন যে বিধাতা সত্য আর সুন্দর; তাহলে তার গানও আমি গাইবো।'

শুভ্রব্রত বিব্রত বোধ করে; তার সেনাপতিরা ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় চারদিকে।

কুমারভট্ট বলে, 'প্রভু, আপনি বলেছেন আপনার বিধাতা সর্বশক্তিধর, তবে পৌত্তলিকদের দেবতাদের মতো আপনার বিধাতাও শক্তিহীন। অরুণারাজ্যে সর্বশক্তিধর

আপনি, শক্তি আছে আপনার, আছে আপনার সেনাপতিদের, আছে আপনার সেনাবাহিনীর; কিন্তু আপনার বিধাতার কোনো শক্তি নেই।

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি ঘৃণ্যতম পাপী; তুমি চিরকাল দগ্ধ হবে।'

কুমারভট্ট বলে, 'হে রাজা, হে মনোনীতজন, একটি প্রমাণ দিন যে আপনার বিধাতার শক্তি আছে। কবি বাণীদাস ও আমি কুমারভট্ট এখানে দাঁড়ালাম; আপনার বিধাতার যদি শক্তি থাকে, তাহলে বিধাতা আমাদের মাথায় বজ্রপাত করুক। আপনি আপনার বিধাতাকে বজ্রপাত করতে আহ্বান করুন।'

শুভ্রব্রত কেঁপে ওঠে, আকাশের দিকে তাকায়, কোনো বজ্র ঝাঁপিয়ে পড়ে না। সে বিব্রত বোধ করে, নিঃশব্দে চিৎকার করে, 'বিধাতা, বজ্রপাত করুন, নিশ্চিহ্ন করুন পাপিষ্ঠদের'; কিন্তু বজ্রের শব্দ না শুনে শুভ্রব্রত উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলে, 'তোমরা ধ্বংস হও, বিধাতা তোমাদের ধ্বংস করুন।'

অমনি আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, অশ্বপতির হাত থেকে বল্লমের পর বল্লম বজ্রের থেকেও তীব্র গতিতে ছুটে আসতে থাকে বাণীদাস আর কুমারভট্টের বক্ষের দিকে, একটির পর একটি গেঁথে যেতে থাকে তাদের বুকে; তারা নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বিধাতার প্রান্তর জুড়ে শব্দ উঠতে থাকে—বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর; বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।

অরুণারাজ্য সম্পূর্ণ অধিকারে এসে গেছে বিধাতার বিশ্বাসীদের। শুভ্রব্রত একচ্ছত্র অধিরাজ, তবে শুভ্রব্রত সরাসরি রাজত্ব করে না; পবিত্র কুটিরের স্তবাগার থেকে সে নির্দেশ দেয়, সে-অনুসারে রাজ্য শাসন করে অশ্বপতি; তবে অশ্বপতিও শাসন করে না, তার সে শক্তি নেই, সে অভিজাত ধার্মিক নয়, সে বিক্রমপল্লীর নয়, সে শুভ্রব্রতের মূলসঙ্গীদের অন্যতম নয়, তার ক্ষমতা সীমিত; শাসন করে সেনাপতি আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, যারা শুভ্রব্রতের আদেশও সব সময় মেনে চলে না, বরং শুভ্রব্রতকে দিয়ে নানা আদেশ দেয়ায়। বিক্রমপল্লী নগরের আর ভাগ্যবতী পল্লীর বিশ্বাসীরা যাপন করছে অসাধারণ জীবন, যা তারা আগে কখনো করে নি। অরুণারাজ্য জুড়ে চলছে তীব্র বিপ্লব—ধর্মবিপ্লব, ভাঙাগড়া; অরুণারাজ্যবাসীরা বহুদেবতাবাদ বর্জন করে গ্রহণ করেছে একদেবতাবাদ, তবে তারা একে দেবতা বলে না, বলে বিধাতা। শুভ্রব্রতের সেনাপতিরা ও অশ্বপতি অরুণারাজ্যকে এমন সুচারুরূপে রূপান্তরিত ক'রে দিচ্ছে যে অরুণারাজ্য আর বহুদেবতায় পুজোয় ফিরে যাবে না; তাদের কাছে আগের দেবতাদের মনে হচ্ছে হাস্যকর, যদিও তারা বিধাতার মধ্যে তাদের আগের দেবতাদের অনেক লীলা সঞ্চার ক'রে দিচ্ছে। অরুণারাজ্যের অজস্র মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে, যেগুলো টিকে আছে সেগুলো পরিণত হয়েছে বিধাতার স্তবাগারে; শুভ্রব্রত প্রবর্তন করেছে দিনরাত ভ'রে বিধাতাস্তবের নানা নতুন রীতি। স্তবাগারে আর ধনরত্নমণিমাণিক্য নেই, বিধাতা ধনরত্ন পছন্দ করেন না; মন্দিরের ধনরত্ন আর স্বর্ণমূর্তিগুলো লুণ্ঠিত ও সংরক্ষিত হয়েছে রাজকোষে, তবে প্রচুর ধনরত্নমণিমাণিক্য নিজেদের দীনকুটিরে উঠিয়েছে আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। মন্দিরগুলোতে

চিত্র, ভাস্কর্য, ও কারুকর্মের প্রাচুর্য ছিলো; স্তবাগারগুলো নিরাভরণ, এগুলোর একমাত্র কারুকার্য হচ্ছে বিচিত বর্ণে লেখা বিধাতার নাম। রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে, নীরব হয়ে গেছে নূপুরের ঝংকার, থেমে গেছে তুলির টান (শুধু বিধাতার নামাঙ্কন ছাড়া, অরুণারাজ্যে একমাত্র শিল্পকলা বিধাতার নামাঙ্কন), স্তব্ধ হয়ে গেছে হ্রস্ব ও দীর্ঘ মাত্রার মন্দাক্রান্তা। দিকে দিকে ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিধাতার জয়ধ্বনি। বদলে গেছে বিবাহরীতি, স্ত্রীর সংখ্যা, পত্নীপরিত্যাগের বিধান, নিষিদ্ধ হয়েছে সতীদাহ, এবং প্রবর্তিত হচ্ছে নিত্য নতুন বিধি। যখনই কোনো বিধান দরকার হচ্ছে, সেনাপতিরা আর বিশ্বাসীরা ছুটছে মনোনীতজনের কাছে, শুভ্রব্রত দু-এক রাতের মধ্যে পাচ্ছে বিধাতার বাণী, অনুসারীরা কণ্ঠস্থ ক'রে রাখছে, এবং প্রয়োগ করছে কঠোরভাবে। এমন কোনো ব্যাপার নেই, যা সম্পর্কে বিশ্বাসীরা বিধান চাচ্ছে না শুভ্রব্রতের কাছে; শুভ্রব্রতও অনুপ্রাণিত যন্ত্রের মতো লাভ ক'রে চলছে পবিত্র অনশ্বর অবিচল বিধিবিধান। কতোখানি পুণ্যে স্বর্গে পাওয়া যাবে কেমন ভবন, ভবনগুলো সোনা না হীরকে গঠিত, পুণ্যবানেরা পাবেন কটি করে স্বর্গনারী, তাদের ওজন আছে কি নেই, বিবাহপদ্ধতি কী হবে, বিবাহ স্থায়ী না পার্থিব, চোরের কোন হাত আগে কাটতে হবে, বিধাতার নাম কতটা উচ্চস্বরে আবৃত্তি করলে কতোটা পুণ্য লাভ হয়, ব্যবসায়ে সৎ থাকতে হবে কি না, বিধর্মীকে প্রতারণা করলে পাপ হবে কি না এসব বিষয়ে তারা যেমন বিধান সংগ্রহ করছে, তেমনি সংগ্রহ করছে রতিকাল কতোটা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়, সব দিক থেকে উপগত হওয়া সিদ্ধ কি না, পত্নীর স্তনচোষণ বিধেয় কি না, গাভী বা ছাগীর সঙ্গে রতিক্রিয়া করলে কী করণীয় সে-সম্পর্কে বিধান। শুভ্রব্রত রাতের পর রাত লাভ করছে অবিচল অবিনশ্বর বিধাতেয় বিধানপুঞ্জ; এবং অরুণারাজ্য পরিণত হচ্ছে বিধাতাতান্ত্রিক এক রাজ্যে, যেখানে বিধাতা ছাড়া আর কারো চিন্তার অধিকার নেই।

অরুণারাজ্যের অন্তর ও বাইর বদলে দেয়ার সাথে সাথে শুভ্রব্রত গ'ড়ে তুলছে বিশাল সৈন্যবাহিনী, যা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিতে সর্বাঙ্গসম্পন্ন। অরুণারাজ্যের ভিত্তির দুটি স্তম্ভ; বিধাতা ও সৈন্য। শুভ্রব্রত সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছে অবিলম্বে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে, যেহেতু অনতিবিলম্বে জয় করতে হবে বিক্রমপল্লী, ও রাজগৃহ; যেহেতু বিধাতা অবিলম্বে তাঁর মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। অরুণারাজ্য চলছে চমৎকারভাবে, বহুবল্লভ আর সিংহসেনের সময়ের সমস্যাগুলো কেটে গেছে; রাজ্যে গতি এসেছে, কোথাও কোনো বিঘ্ন নেই; শুধু শুভ্রব্রত নিজে মাঝেমাঝে মুখোমুখি হচ্ছে ব্যক্তিগত ও অপার্থিব বিঘ্নের। এক বড়ো বিঘ্নের মুখোমুখি হয় শুভ্রব্রত যখন সে গীতাঞ্জলিকে নিয়ে আসে পবিত্র কুটিরে। গীতাঞ্জলিকে আনতে যাওয়ার সময় পাঁচ সেনাপতিকে সে নির্দেশ দিয়েছে অবলীলায়, তারা অনুগতভাবে পালন করেছে তার আদেশ, সেনাপতিরা তার পদধুলোর মতোই তুচ্ছ; কিন্তু পবিত্র কুটিরে গীতাঞ্জলিকে নিয়ে আসতে তার বুকে সাহস সঞ্চয় করতে হয়। পারমিতা কিছু বলবে না, শুভ্রব্রত নিশ্চিত ছিলো, বরং পারমিতা তাকে উৎসাহ দেবে, সে যা বলবে তাকেই অপার্থিব ক'রে তুলবে পারমিতা, গীতাঞ্জলির মুখে পারমিতা স্বর্গের হাতের ছোঁয়া দেখতে পাবে,

সাদরে বরণ ক'রে নেবে গীতাঞ্জলিকে; কিন্তু সে ভয় পায় অঞ্জনার কথা ভেবে। অঞ্জনা তার গৌরব এখনো উপলব্ধি ক'রে উঠতে পারে নি, একবারও তাকে মনোনীতজন ব'লে সম্বোধন করে নি; বিস্ময়কর নারী অঞ্জনা, রাজবংশে জন্মে নি, জন্মেছে নদীর পারে গাছপালার ভেতরে, যার শরীর নদীর স্রোত আর পল্লীর বনভূমির মতো, কিন্তু সব কিছু মিলে সে এক প্রচণ্ড বজ্র, যেমন প্রমোদে তেমনি আক্রমণে। আজ অঞ্জনা কী করবে বুঝে উঠতে পারে না শুভ্রব্রত। বিঘ্ন সৃষ্টি করবে? কিন্তু কেনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে অঞ্জনা? বিধাতার মনোনীতজন কি কখনো কিছু করেন বিধাতার ইচ্ছে ছাড়া, শুভ্রব্রতের মনে প্রশ্ন জাগে। সে কি অনেক আগেই গ্রহণ করতে পারতো না গীতাঞ্জলিকে, প্রথম যখন মৃগয়ায় এসে দেখেছিলো; বা অরুণারাজ্য আক্রমণের আগেই কি সে তুলতে পারতো না গীতাঞ্জলিকে? সে তোলে নি, নিশ্চয়ই বিধাতা চান নি ব'লে; আজ যে সে নিজে শকট চালিয়ে গিয়ে নিয়ে এসেছে গীতাঞ্জলিকে, তাও নিশ্চয়ই বিধাতার ইচ্ছেয়।

গীতাঞ্জলিকে নিয়ে শকট থেকে নেমে বিচলিত বোধ করে শুভ্রব্রত, অচেনা মনে হয় পবিত্র কুটিরকে, বুঝতে পারে না কোন দিকে যাবে, কুটিরের কোন কক্ষ বরাদ্দ করবে গীতাঞ্জলির জন্যে। গীতাঞ্জলিও বিব্রত করে তাকে, গীতাঞ্জলি হাঁটতে পারছে না,

শতদলের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ থেকে বিগলিত জ্যোৎস্নার মতো গ'লে পড়ছে গীতাঞ্জলি; শুভ্রব্রত একবার গভীরতম অন্ধকার দেখে, অতল অন্ধকারের শূন্যতার মধ্যে পতিত হয়, তারপর বিস্ময়কর জ্যোৎস্না দেখতে পায়; গীতাঞ্জলিকে সে দু-বাহুতে তুলে সামনের দিকে এগোতে থাকে, সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ওঠে, স্বপ্নচালিতের মতো এগোয়, কয়েকটি পরিচারিকা তাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর নানা দিকে ছুটতে থাকে। এদের তার বাস্তব মনে হয় না। শুভ্রব্রতের মনে হয় সে একটি কোমল রাজহংসী কোলে নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলছে, তার মাথার ওপর ঝ'রে পড়ছে ফুলপল্লব, সে শুনতে পাচ্ছে মধুরতম গায়ক পাখিদের গান। হঠাৎ পাখিদের গান বন্ধ হয়ে যায়, বাস্তবে ফিরে আসে শুভ্রব্রত, গীতাঞ্জলিকে নিয়ে সে একটি কক্ষে ঢোকে। এ-কক্ষটি কি আমি আগে কখনো দেখেছি?- তার মনে ক্ষণকালের জন্যে প্রশ্ন জাগে। তার মনে পড়ে না, মনে হয় সে আগে কখনো দেখি নি। কক্ষটি এতো সুসজ্জিত কেনো? এতো সুগন্ধ উঠছে কেনো? এ-সুগন্ধ কিসের? স্বর্গের পদ্মবন থেকে কি ভেসে আসছে সুগন্ধ? শুভ্রব্রতের মনে হয় এইমাত্র কক্ষটি বিধাতা সৃষ্টি করেছেন। শুভ্রব্রত গীতাঞ্জলিকে বাহু থেকে নামিয়ে রাখে শতদলের মতো বিকশিত শয্যার ওপর।

শুভ্রব্রত হঠাৎ প্রগাঢ় অন্ধকারে পড়ে, মহাশূন্যতায় হারিয়ে যায়, আবার তার চারপাশে তীব্র আলো জ্ব'লে ওঠে।

শুভ্রব্রত শুনতে পায়, 'গীতাঞ্জলি আশীর্বাদপ্রাপ্ত; গীতাঞ্জলিকে সৃষ্টি করেছি তোমার জন্যে।'

শুভ্রব্রত প্রার্থনার ভঙ্গিতে মেঝের ওপর প'ড়ে থাকে।

শুভ্রব্রত আবার শুনতে পায়, 'দ্বিধাহীন হও, গ্রহণ করো; গীতাঞ্জলি তোমার পত্নী, যারা সন্দেহ করে তারা অভিশপ্ত।'

মহাকাশ জুড়ে এই বাক্য ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হতে থাকে; শুভ্রব্রত কী যেনো বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না।

তীব্র আলো নিভে গেলে শুভ্রব্রত দেখতে পায় সে মেঝের ওপর ব'সে আছে; তার সামনে বসে আছে পারমিতা ও অঞ্জনা। পারমিতার মুখ দেখে সে অভয় বোধ করে, কিন্তু অঞ্জনার মুখ দেখে কেঁপে ওঠে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি কি কোনো বাণী লাভ করেছেন? বিধাতার বাণী আমাদের বলুন, আমরা ধন্য হই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'মহাকাশের আলো ও অন্ধকার থেকে এলাম।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতার বাণী আমাদের দান করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বরণ করো তাকে, যে নিষ্পাপ, যে শয্যায় উপবিষ্ট, বিধাতা যাকে আশীর্বাদ করেছেন।'

পারমিতা উঠে ঘোমটা সরিয়ে গীতাঞ্জলির মুখ দেখে মুগ্ধ হয়। সে অঞ্জনাকে ডাকে, অঞ্জনা উঠে গিয়ে দেখে গীতাঞ্জলিকে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, মেঝে ছেড়ে আপনি শয্যায় উঠুন, রাত্রি যাপন করুন বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্তার সঙ্গে।'

শুভ্রব্রত উঠে শয্যায় বসে; এবং গীতাঞ্জলির দিকে তাকায়।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে, 'হে পতিদেব, এই রূপসী নারীকে কোথায় পেলেন?

শুভ্রব্রত বলে, 'এর নাম গীতাঞ্জলি। বিধাতা একে সৃষ্টি করেছেন মনোনীতজনের জন্যে, এবং আজ সন্ধ্যায় দান করেছেন।'

পারমিতা বলে, 'আমরা গীতাঞ্জলিকে বরণ করি, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রতের মুখে খণ্ডিত প্রশান্তি দেখা দেয়।

অঞ্জনা বলে, 'হে স্বামী, আমি নির্বোধ নই, আপনি কি আমাকে একথা বিশ্বাস করতে বলেন যে একে আজ সন্ধ্যায় বিধাতা আপনাকে দান করেছেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'যারা সন্দেহ করে, তারা অভিশপ্ত।'

অঞ্জনা বলে, 'আপনি অভিশাপ দেবেন না, স্বামী, অভিশাপ দেয়া আপনার একটি অসুখ; আমি জানতে চাই বিধাতা আপনাকে এ-নারী দিয়েছে, একথা কি বিশ্বাস করতে হবে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার সব কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, অবিশ্বাসীরা দগ্ধ হবে।'

অঞ্জনা বলে, 'স্বামী, এসব কথা আপনি আপনার সেনাপতিদের আর নির্বোধ ভক্তদের বলুন, তারা শুনে পাগল হয়ে যাবে; কিন্তু, স্বামী, আমাকে বলবেন না। আমি নির্বোধ নই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা দান করেছেন গীতাঞ্জলিকে, এটা অবিশ্বাস করা পাপ।'

অঞ্জনা বলে, 'বিধাতা কেনো গীতাঞ্জলিকে স্বর্গ থেকে সরাসরি আপনার কাছে পাঠালো না, কেনো আপনি গিয়ে শকটে করে একে নিয়ে এলেন? নিশ্চয়ই গীতাঞ্জলির সাথে আপনার পরিচয় ছিলো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি পালন করেছি বিধাতার নির্দেশ; গীতাঞ্জলি বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত।'

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে, 'হে স্বামী, আমরা কি অভিশপ্ত?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, মনোনীতজনের পত্নীরা অভিশপ্ত নয়, তারা বিধাতার প্রিয়, তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তারা স্বর্গে পাবে শ্রেষ্ঠস্থান।'

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে, 'হে স্বামী, আপনি কি জানেন আপনার বিধাতা আপনাকে আর কতোজন নারী দান করবে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার ইচ্ছে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।'

অঞ্জনা বলে, 'হে স্বামী, আমি নির্বোধ নই, আমি বুঝি; আপনার ইচ্ছেই আপনার বিধাতার ইচ্ছে; আপনি যা চান আপনার বিধাতা তাই দান করে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অঞ্জনা, তুমি ক্ষমা চাও বিধাতার কাছে তুমি পাপ করেছো।'

অঞ্জনা বলে, 'যে-বিধাতা আপনার কথামতো চলে, যে আপনার অধীনে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে কী হবে, হে স্বামী?'

অঞ্জনা বেরিয়ে যায়; শুভ্রব্রতের অজস্র আবেদনেও সে সাড়া দেয় না।

অঞ্জনা মাঝেমাঝেই তীক্ষ্ণ বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে চলছে; কখনো কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে শুভ্রব্রত অঞ্জনার ওপর, কিন্তু নিজেকে সে দমন করে, বা দমন করতে বাধ্য হয়। অঞ্জনার প্রতি তার গভীর অনুরাগ সে টের পায়, অঞ্জনার শরীর যেমন তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে, তেমনি তাকে টানে অঞ্জনার অপূর্ব সেবা, যে-সেবা সে চায় না, যে-সেবার তার দরকার নেই, কিন্তু অঞ্জনা সেবা করে, শুভ্রব্রতের মনে হয় সে ধন্য হচ্ছে, সুখী হচ্ছে অঞ্জনা তাকে স্নান করিয়ে দিতে ভালোবাসে, সেও চায় অঞ্জনা তাকে স্নান করিয়ে দিক, কিন্তু সে কখনো তা প্রকাশ করে না; অঞ্জনা যখন তার পায়ের পাতা ঘষে, নখ পরিষ্কার করে, বা দীর্ঘ মসৃণ কোমল চুল দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলে, তখন সে উপভোগ করে। তবে অঞ্জনার যা সে সবচেয়ে ভয় পায়, তা-ই সম্ভবত তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে অঞ্জনার প্রতি। কেউ তার আজ্ঞা গ্রহণে দ্বিধা করে না, কেউ নেই যে মুহূর্তের জন্যেও দ্বিমত পোষণ করতে পারে তার সঙ্গে, কিন্তু আছে একমাত্র অঞ্জনা, যে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়, তাকে উপহাস করে, এমনকি পরিহাস করে বিধাতার বাণী নিয়েও; আবার সে-ই সবচেয়ে নির্ভুলভাবে কণ্ঠস্থ রাখে বিধাতার বাণীগুলো, যা অনেক সময় ভুলে যায় শুভ্রব্রত নিজেই।

অঞ্জনা ছাড়া আর কেউ তার জন্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, শুভ্রব্রত ভাবতেও পারে নি কখনো; কিন্তু শুভ্রব্রতের জন্যে এক বিঘ্ন সৃষ্টি করে তার পরম ভক্ত পরমদাস, যে ছিলো নগ্নদের গুরু, যে সবার আগে তাকে চিনতে পেরেছিলো ত্রাতা ব'লে, যাকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে শুভ্রব্রত। কণকপল্লীতে দীক্ষা দিতে গিয়েছিলো শুভ্রব্রত; সেখানে পরমদাস প্রচার করে যে বিধাতার মনোনীতজনের রয়েছে অলৌকিক শক্তি– তার আদেশে পাহাড় স্থান পরিবর্তন করে, নদী গতিপথ বদলায়, সূর্য নিশ্চল হয়ে থাকে মধ্যগগনে, চাঁদ উঠতে বিলম্ব করে, সমুদ্রের ওপর নির্মিত হয় রাজপথ, গাছের শাখা সাপে পরিণত হয় আর সাপ পরিণত হয় গাছের শাখায়, শূন্য পাত্র ভ'রে ওঠে পলান্নে,

বন্ধ্যা নারী প্রসব করে পুত্র, আকাশ থেকে দুগ্ধবৃষ্টি হয়, মরা গাছে ফুল ফোটে। পরমদাসের প্রচার শুনে নবধার্মিকেরা অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়, দলে দলে তারা আসে শুভ্রব্রতের কাছে।

নবধার্মিকেরা আবেদন জানায়, 'হে বিধাতার মনোনীতজন আপনার কাছে আমাদের এক আবেদন আছে।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'হে নববিশ্বাসীগণ, কী তোমাদের আবেদন?'

তারা বলে, 'মহান বিশ্বাসী পরমদাস আমাদের বলেছেন আপনার আদেশে পাহাড় স্থান পরিবর্তন করে, নদী গতিপথ বদলায়, সূর্য নিশ্চল হয় মধ্যগগনে, চন্দ্রোদয়ে বিলম্ব ঘটে, সমুদ্রে রাজপথ গঠিত হয়...'

শুভ্রব্রত বিচলিত হয়, সে স্তব্ধ হয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে; গভীরতম অন্ধকার দেখে শুভ্রব্রত, কিন্তু কোনো আলো দেখতে পায় না।

নবধার্মিকেরা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা অন্তত একটি অলৌকিক ঘটনা দেখে ধন্য হ'তে চাই; বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।'

শুভ্রব্রত নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে।

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের আবেদন রক্ষা ক'রে আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করুন, আমাদের বিশ্বাস অবিচল করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে নবধার্মিকগণ, বিশ্বাসে দৃঢ় হও, নিশাবসানে নদী পল্লীর উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হবে।'

নববিশ্বাসীরা উল্লাসে বিধাতার ও শুভ্রব্রতের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে।

শুভ্রব্রত অনুসারীদের নিয়ে এগোতে থাকে অরুণারাজ্য নগরীর দিকে। তার চোখের সামনে, মাঝেমাঝে, অন্ধকার দেয়ালের মতো উঠতে থাকে, তার দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। এমন সময় একদল নববিশ্বাসী আর্তনাদ করতে করতে এসে পড়ে শুভ্রব্রতের পদতলে।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'হে নববিশ্বাসীরা, তোমাদের আর্তনাদের কী কারণ?'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের গৃহ আর শস্যক্ষেত্র কণকপল্লীর উত্তর ধারে। আপনি রক্ষা করুন আমাদের।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী তোমাদের বিপদ?'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি আদেশ দিয়েছেন যে নিশাবসানে নদী প্রবাহিত হবে পল্লীর উত্তর দিয়ে। 'নদী নিশ্চয়ই নিশাবসানে প্রবাহিত হবে আমাদের গৃহ, আমাদের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে। আমরা ধনেপ্রাণে মারা যাবো, হে মনোনীতজন, আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের আবেদন রক্ষা করা হলো; হে বিশ্বাসীরা, তোমরা কখনো আর অলৌকিক শক্তি দেখতে চেয়ো না।'

পরদিন অশ্বপতি নির্দেশ প্রচার করে যে মনোনীতজনের অলৌকিক শক্তি নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; যদি কেউ আলোচনা করে, বা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে, বা দেখতে চায় মনোনীতজনের বা অন্য কারো অলৌকিক শক্তি, তবে তার শিরশ্ছেদ করা হবে; এবং সে নরকবাসী হবে।

অরুণারাজ্য অধিকারের পর আধবছরের মতো সময় কেটে গেছে; সব কিছুই চমৎকারভাবে চলছে, তবে শুভ্রব্রত একদিন টের পায় যে সব কিছু চমৎকারভাবে চলছে না। এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে-দিন অশ্বপতি তার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারের আবেদন জানায়। শুভ্রব্রত কাউকে একলা সাক্ষাৎকার দেয় না, সাধারণ ধার্মিক বা সেনাপতি যেই হোক, সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় তার প্রধান প্রহরী ও সেনাপতিদের কেউ না কেউ উপস্থিত থাকে। তার প্রহরার জন্যে রয়েছে বিশজন সশস্ত্র বিশ্বাসীর একটি প্রহরীবাহিনী; শুভ্রব্রত পরমদাসকে নিযুক্ত করেছে প্রধান প্রহরী হিশেবে, জ্যোতির্ময়কেও রেখেছে প্রহরীবাহিনীতে। অশ্বপতি একান্ত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলে শুভ্রব্রত চিন্তিত হয়, সাথে সাথে তাকে সাক্ষাৎকার দেয় না, জানিয়ে দেয় তাকে একলা সাক্ষাৎকার দেবে কি না সে সম্পর্কে বিধাতার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে সে। একদিন বিধাতার নির্দেশ আসে যে শুভ্রব্রত একলা সাক্ষাৎকার দিতে পারে যদি সে তা মহারাজ্যের জন্যে জরুরি মনে করে। শুভ্রব্রত জরুরিভিত্তিতেই চেষ্টা করে বিধাতার নির্দেশলাভের; এবং পাওয়ার সাথে সাথেই অশ্বপতিকে একান্ত সাক্ষাৎকার দানের দিন ও সময় জানিয়ে দেয়। রোববারের পূর্বাহ্নে সে অশ্বপতিকে তার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারের সময় দেয়।

রোববার ভোর হওয়ার এক প্রহর আগে আনুগত্যকুটিরের দিকে শোনা যায় প্রচণ্ড কোলাহল। পারমিতা ও অঞ্জনার ঘুম ভেঙে যায়; তারা দুজন ছুটে আসে গীতাঞ্জলির কক্ষে, যেখানে রাত্রিযাপন করছিলো শুভ্রব্রত। দরোজায় শব্দ ও তাদের ডাক শুনে শুভ্রব্রত জেগে ওঠে; দরোজা খুলে পারমিতা ও অঞ্জনাকে দেখে বিস্মিত হয়। তারা জানায় আনুগত্যকুটিরের দিকে প্রচণ্ড কোলাহল হচ্ছে; শুভ্রব্রত বিচলিত হয় না, দৃঢ় হয়ে ওঠে; সে তাদের সাথে গবাক্ষে গিয়ে ঘটনা দেখার চেষ্টা করে। দূরে আনুগত্যকুটির দেখা যায়, শুভ্রব্রত তরবারি হাতে ছোটাছুটি করতে দেখে বিশ্বাসীদের, শুনতে পায় নারীপুরুষের আর্তনাদ। সে শুনতে পায় পবিত্রকুটিরের তোরণে পরমদাস উচ্চকণ্ঠে প্রহরীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিচ্ছে, তাদের নিষেধ করছে স্থানত্যাগ করতে; নির্দেশ দিচ্ছে আক্রমণকারীরা এদিকে এলে প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে (পরমদাসকে একটি পদোন্নতি দেবে ব'লে স্থির করে শুভ্রব্রত)। শুভ্রব্রত তরবারিবল্লম প্রস্তুত রাখার জন্যে বলে অঞ্জনাকে; অঞ্জনা হেসে ওঠে পরিহাস করে যে ওসবের কোনোই দরকার হবে না, বিধাতা এদিকে কোনো আক্রমণকারী পাঠাবে না, পাঠালে এক প্রহর আগেই পাঠাতো। ভোর হওয়ার আগেই কোলাহল ও আর্তনাদ থেমে যায়; শুভ্রব্রত দেখতে পায় আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস অশ্বে চ'ড়ে এদিকে আসছে; আর বিশ্বাসীরা 'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই' ব'লে অনুসরণ করছে তাদের। আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস ও সৈনিকেরা পবিত্রকুটিরের তোরণের সামনে থেকে উচ্চরোল তুলতে থাকে 'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই', 'বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়েছে বিধাতার রাজ্য', 'মনোনীতজন দীর্ঘজীবী হোন', 'অশ্বপতি ধ্বংস হোক।' শুভ্রব্রত বুঝতে পারে না অশ্বপতি ধ্বংস হয়েছে কিনা; পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ে ভোর হ'লেই আজ রোববার, এক প্রহর পর তার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়ার কথা ছিলো

অশ্বপতির; সে বুঝতে পারে একান্ত সাক্ষাৎকারের জন্যে কোনোদিন তার সামনে আসবে না অশ্বপতি।

শুভ্রব্রত দেখতে পায় তোরণের বাইরে তারা দাঁড়িয়ে আছে; সে শুনতে পায় আদিত্য তোরণ খোলার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে পরমদাসকে। শুভ্রব্রত শুনতে পায় পরমদাস বলছে, ঊষার আগে তেরণ খোলার কোনো নির্দেশ নেই, হে সেনাপতি (শুভ্রব্রত পরমদাসকে আরেকটি পদোন্নতি দেয়ার কথা ভাবে), ঊষার পরই তোরণ খোলা হবে। সেনাপতিরা, সৈনিকেরা তোরণের বাইরে দাঁড়িয়ে বিধাতা ও তার মনোনীতজনের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে; পুবদিকে রক্তাক্ত ক'রে ভোর হয়। পরমদাস তোরণ খোলার নির্দেশ দেয়, প্রহরীরা তোরণ খোলে; শুভ্রব্রত বিস্মিত হয়ে দেখে পরমদাস নিরস্ত্র করছে সেনাপতিদের, ঢুকতে দিচ্ছে শুধু চারজন সেনাপতিকে, আর কাউকে নয়। শুভ্রব্রত দেখতে পায় পরমদাস পবিত্রকুটিরের দরোজার দিকে আসছে সেনাপতিদের নিয়ে; তাদের অনুসরণ করছে প্রহরীরা। শুভ্রব্রত ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে।

পরমদাস এসে তাকে সংবাদ দেয় যে চার সেনাপতি সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। শুভ্রব্রত তাদের স্তবাগারে অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়। শুভ্রব্রত স্তবাগারে ঢুকতেই চার সেনাপতি নিয়ম মতো দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। তারা ব্যাকুলভাবে বিধাতার প্রশংসা করে, এবং প্রশংসা করে মনোনীতজনের।

শুভ্রব্রত কিছু না ব'লে তাদের দিকে তাকায়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, সব স্তব পরম বিধাতার জন্যে বিধাতার দয়ায় বিধাতার পবিত্র রাজ্য আজ চক্রান্তকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা সে-সংবাদ মনোনীতজনকে জানাতে এসেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমরা অশেষ কৃতিত্বের অধিকারী, বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করবেন। তোমাদের বিশ্বাসে আর বীরত্বে বিধাতার রাজ্য বিস্তৃত হবে, বাড়বে তোমাদের গৌরব।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, প্রধান চক্রান্তকারী আর কেউ নয়, সে মনোনীতজনের বিশ্বাসভাজন অশ্বপতি; সে বিধাতার মনোনীতজনকে বধ করার ষড়যন্ত্র করেছিলো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সত্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ; সব ঘটনা বর্ণনা করো, সেনাপতিগণ।' অংশুমান বলে, 'হে মনোনীতজন, বিশ্বাসঘাতক অশ্বপতি আপনার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার চেয়েছিলো আপনাকে বধ করার উদ্দেশ্যে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আরো বিশদভাবে বর্ণনা করো, সেনাপতিগণ; শুধু বিধাতাই জানেন সব সত্য, আর কেউ জানে না।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, তবে বিশ্বাসঘাতক বুঝতে পেরেছিলো একান্ত সাক্ষাৎকারের সময় মনোনীতজনকে বধ করে সে নিজে বাঁচতে পারবে না; তাই সে আজ ভোরে পবিত্রকুটির আক্রমণ করে মনোনীতজনকে বধ করে বিধাতার রাজ্য

অধিকার করার পরিকল্পনা করেছিলো, বিশ্বাসঘাতকের ওপর বিধাতার অভিশাপ বর্ষিত হোক।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অশ্বপতি নিশ্চয়ই নির্বোধ ছিলো, সেনাপতিগণ।'

সেনাপতিরা শুভ্রব্রতের কথায় বিব্রত হয়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, অশ্বপতি নির্বোধ ছিলো না, সে ছিলো ঝানু ধূর্ত, অত্যন্ত কপট, বিশ্বাস ও আনুগত্যের অভিনয়ে দক্ষ; তাই আপনারও আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলো, কিন্তু সে ছিলো বিশ্বাসঘাতক।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'সে বিধাতার ধর্ম ত্যাগ ক'রে অরুণারাজ্যকে পৌত্তলিকতায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলো, হে মনোনীতজন। সে শয্যাকক্ষে আবার মূর্তিপুজো শুরু করেছিলো, সে আবার বিদ্যালয় আর মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলো'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'সে এখন কোথায়?'

বিভাস বলে, 'বিশ্বাসঘাতক নিহত হয়ে প'ড়ে আছে আনুগত্যকুটিরের প্রাঙ্গণে; তার সাথে নিহত হয়েছে আরো দশজন বিশ্বাসঘাতক। তাদের ওপর বর্ষিত হবে বিধাতার অভিশাপ।'

শুভ্রব্রত আদিত্যের দিকে তাকায়, আদিত্য বিব্রত বোধ করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা মঙ্গলময়, তাঁর সব কাজ আমাদের মঙ্গলের জন্যে।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, অরুণারাজ্যের একজন নতুন শাসক দরকার; একজন নতুন শাসক মনোনয়নের জন্যে আপনার প্রতি আবেদন জানাই।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে 'সেনাপতিগণ, তোমরা কাকে যোগ্য মনে করো?'

তারা বলে, 'সমাজপতি গজপতিকেই আমরা যোগ্য মনে করি, হে মনোনীতজন। সে আমাদের অনুগত, তার বিশ্বাসে কোনো খাদ নেই, আর সেই আমাদের জ্ঞাত করেছে অশ্বপতির চক্রান্ত।'

শুভ্রব্রত বলে, 'গজপতিকেই আমি শাসক মনোনীত করলাম।'

আদিত্য দিনের দ্বিতীয় প্রহরে নির্দেশ প্রচার করে যে বিধাতার মনোনীতজন গজপতিকে আজ থেকে অরুণারাজ্যের শাসক মনোনীত করেছেন।

নির্দেশ প্রচারের পর চার সেনাপতি ও শাসক গজপতি বৈঠকে মিলিত হয় অশ্বপতির ও অন্যান্য শবের ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে; তারা দীর্ঘ আলোচনা করে অশ্বপতির শব নগরের প্রধান চৌরাস্তায় ঝুলিয়ে রাখা সম্পর্কে। প্রথম তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে অশ্বপতির শব ঝুলিয়ে রাখা হবে নগরের প্রধান সরণীয় চৌরাস্তায়; তবে আদিত্যই আবার ভিন্ন প্রস্তাব দেয় যে অশ্বপতির শব ঝুলিয়ে রাখতে হ'লে অনুমতি নিতে হবে মনোনীতজনের, তিনি অনুমতি নাও দিতে পারেন, কেননা মনোনীতজন প্রীতির চোখে দেখতেন অশ্বপতিকে, এবং আজকাল মনোনীতজনের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে; আর সে স্বীকার করে যে অশ্বপতি জনপ্রিয় ছিলো, তাই তার শব ঝুলতে দেখে জনগণের মন বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। তারা শবের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে নানা আলোচনা ক'রে শেষে সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন করতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে না পারে যে অশ্বপতি নিহত হয়েছে, সাথে নিহত হয়েছে তার পরিবারের

সদস্যরা। গোপন করার সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য মনে হয় তাদের। তারা অশ্বপতিবধের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন ক'রে ফেলে। তারা সৈনিকদের নির্দেশ দেয় যে অশ্বপতি সম্পর্কে তারা কখনো কোনো কথা বলবে না; জনগণের কাউকে অশ্বপতির কথা বলতে শুনলে তাকে চিহ্নিত ক'রে রাখতে হবে, এবং রাতে তুলে এনে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলতে হবে। সেনাপতিরা গুপ্তসৈনিক নিয়োগ করে রাজ্য জুড়ে; তাদের দায়িত্ব জনগণের ধর্মবোধ পর্যবেক্ষণ করা, কাউকে যদি অণুপরিমাণেও সরে যেতে দেখা যায় বিধাতার অবিচল নির্দেশ থেকে, বা কেউ যদি উদ্যোগ নেয় বিদ্যালয় বা মন্দির স্থাপনের, বা বিধাতার আদেশের বাইরে চিন্তা করে, বা সেনাপতিদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করে একটিও শব্দ, তাহলে তার শিরশ্ছেদ করা। সেনাপতিরা শিরশ্ছেদের আদেশটি পাওয়ার জন্যে বিশেষ আবেদন জানায় শুভ্রব্রতের কাছে; এবং শুভ্রব্রত এক সন্ধ্যায় বিধাতার কাছ থেকে লাভ করে আদেশটি। অরুণারাজ্যে পরপর কয়েকটি শিরশ্ছেদের ঘটনা ঘ'টে যাওয়ার পর লোকজন পুরোপুরি ধার্মিক হয়ে ওঠে, ভিন্ন চিন্তা ছেড়ে দেয়।

বিধাতার ধর্ম ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুফল সবচেয়ে বেশি ভোগ করে চার সেনাপতি- আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস; শুভ্রব্রতকে মাথার মুকুট আর অশ্বপতিকে এবং পরে গজপতিকে পাদুকা ক'রে তারা শক্তি ও ঐশ্বর্য উপভোগ করে চূড়ান্তভাবে। সাধারণ সৈনিকরাও লাভ করে বিপুল সুবিধা। সেনাপতিরা সব কিছু এমনকি শুভ্রব্রতকেও, রাখে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে; শুভ্রব্রত বিধাতার প্রান্তরে দিনের পর দিন অবিশ্বাসীদের দীক্ষিত করতে থাকে, বিধাতার বাণী পৌঁছে দিতে থাকে পল্লীতে পল্লীতে, দীক্ষিত করতে থাকে, আর সেনাপতিরা শক্ত হাতে শাসন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জীবন সম্ভোগ করতে থাকে। চার সেনাপতি দীনকুটিরকে পরিণত করে ঐশ্বর্যের খনিতে, আর প্রমোদপুরীতে; মণিমাণিক্যে তাদের কুটিরের অভ্যন্তর যেমন ঝলমল করে, তেমনি ঝলমল করে রূপসী নারীতে। কিন্তু বাইরে তারা উগ্রতম ধার্মিক, শুভ্রব্রতের থেকেও বেশি, সব সময় তারা আবৃত্তি করে বিধাতার বাণী; তাদের ধার্মিকতায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে চায় শুভ্রব্রতেরও। শুভ্রব্রত যখন শিশির বা পাখি বা মেঘ বা শস্য সম্পর্কে কথা বলে সুখ পায়, তারা তখন শুভ্রব্রতের সাথে স্বর্গের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে চায়; বা জানতে চায় স্বর্গের অগ্নিকোণে গেলে কতোবার স্তব করতে হবে বিধাতাকে। শুভ্রব্রত খাওয়া বা পানের আগে কখনো কখনো ভুলে যায় বিধাতাকে ধন্যবাদ জানাতে; তাই সেনাপতিদের সাথে খেতে বসলে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয় তাকে, যাতে বিধাতার নাম নিতে তার ভুল না হয়, ভুল হ'লেই আদিত্য বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করে, 'হে মনোনীতজন, খাওয়ার আগে কি সব সময় বিধাতাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় না'; তাদের উপস্থিতিতে খুব সাবধান থাকে শুভ্রব্রত, যাতে সে নিষিদ্ধ কোনো বস্তুর প্রশংসা ক'রে না ফেলে; যেমন একবার শুভ্রব্রত দ্রাক্ষা থেকে প্রস্তুত সুরার প্রশংসা করতেই অংশুমান জানতে চায়, 'হে মনোনীতজন, বিধাতা সুরা নিষিদ্ধ করেছেন ১৫০ শ্লোকের ৮ চরণে; হে মনোনীতজন, বিধাতা কি এর মাঝে সুরা সিদ্ধ করেছেন?' তারা নিয়মিতই সুরা পান করে কুটিরে; কিন্তু প্রকাশ্যে তারা সুরার

প্রচণ্ড বিরোধী। শুভ্রব্রতকে খুব সাবধান থাকতে হয় নিজেরই প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে, মনে রাখতে হয় বিধাতার নির্দেশগুলো; কেননা তার সেনাপতিরা তার থেকেও ধার্মিক।

শুভ্রব্রত একবার এক পল্লীতে দীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় দূর থেকে ভেসে আসা গান আর বাদ্য শুনে মুগ্ধ হয়; সে হাঁটতে থাকে সেদিকে। অনুসারীরা তাকে অনুসরণ করে; এবং তারা গিয়ে দেখে এক বিশ্বাসীর গৃহে বিবাহ উৎসব আয়োজিত হয়েছে। আনন্দে তরুণতরুণীরা, কিশোরকিশোরীরা, এমনকি বুড়োরাও রঙ ছড়াচ্ছে, ঢাকঢোল বাজাচ্ছে, এবং নাচছে। তাকে দেখে সবাই নৃত্যগীতবাদ্য বন্ধ করে দেয়; কিন্তু শুভ্রব্রত তাদের নাচতে, গাইতে রঙ ছড়াতে বলে, এবং নিজে মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে তরুণতরুণীর, কিশোরকিশোরীর নাচ। এক তরুণী তাকে নাচতে আহ্বান জানায়, তরুণীর ডাক সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না; তার হাত ধ'রে শুভ্রব্রত নাচে, তরুণী তার গায়ে রঙ মেখে দেয়, সেও রঙ মেখে দেয় তরুণীর মুখে। শুভ্রব্রত অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলে, জীবনের আনন্দময় রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে, বিধাতার রাজ্য আনন্দমুখর দেখে সে সুখী বোধ করছে। সেখান থেকে পবিত্রকুটিরে ফেরার পরদিন আদিত্য তাকে একটি সংবাদ দেয়। আদিত্য জানায় যে গৃহে নৃত্যগীতবাদ্যের উৎসব দেখে সুখী হয়েছেন মনোনীতজন, সেখানে এক বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেছে; তারা চ'লে আসার পর অতি আনন্দে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয় খড়ের গাদায়, কেউ খেয়াল করে না কখন আগুন লাগে, সবাই মত্ত ছিলো আনন্দে, তাই আগুনে সম্পূর্ণ গৃহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; মারা গেছে অনেক। আদিত্য নাচগানবাদ্য সম্পর্কে বিধাতার বাণী কামনা করে শুভ্রব্রতের কাছে। শুভ্রব্রত বিচলিত হয়, এবং অবিলম্বে বাণী লাভ করে যে বিধাতা নিষিদ্ধ করেছেন নাচগানবাদ্য; যারা নাচগান করে বাদ্য বাজায়, রঙ ছড়ায়, তারা অভিশপ্ত; বিধাতা নিষিদ্ধ করেছেন তরুণতরুণীর মেলামেশা; কেননা তরুণতরুণী, নারীপুরুষ একত্র হ'লে পাপের সূচনা ঘটে।

সেনাপতিদের মনে হয় মনোনীতজন বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের কথা ভুলে গেছেন; বিক্রমপল্লী আর রাজগৃহ যে আনতে হবে বিধাতার অধিকারে, ধ্বংস করতে হবে মন্দির আর বিদ্যালয়, ভস্মে পরিণত করতে হবে সমস্ত গ্রন্থ, দিকে ধ্বনিত করতে হবে বিধাতার নাম, তা হয়তো মনে নেই মনোনীতজনের; হয়তো মনে নেই বিধাতারও। বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার মনোনীতজনকে; এমনকি বিধাতাকেও। তারা আরো উপলব্ধি করে যে, অরুণারাজ্য তাদের মতো চার সেনাপতির জন্যে খুবই ক্ষুদ্র রাজ্য, এতো ক্ষুদ্র রাজ্যে তাদের চলে না, তাদের এখন যা শক্তি, তাতে তারা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে পারে; জয় করা অত্যন্ত দরকারও। বিধাতা তাদের দিয়েছেন যে-সম্পদ আর ক্ষমতা, সেজন্যে তারা কৃতজ্ঞ বিধাতার কাছে, কিন্তু তাদের মনে হয় বিধাতা তাদের নামে নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন আরো সম্পদ, আরো ক্ষমতা, আরো প্রমোদ; কিন্তু মনোনীতজন ভুলে গেছেন বিধাতার মহারাজ্যের কথা। মনোনীতজনকে ছাড়া কি তারা স্থাপন করতে পারে বিধাতার মহারাজ্য? এ-বিষয়টিও তারা বিবেচনা ক'রে দেখে; এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে মনোনীতজনকে ছাড়া বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব তাদের পক্ষে, কেননা সমস্ত

সৈনিক শুধু মনোনীতজনের আজ্ঞাই পালন করতে প্রস্তুত, মনোনীতজনই বিধাতার সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক; মনোনীতজনকে ছাড়া বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছে, অবিলম্বে উদ্যোগ নেয়া দরকার বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার; এবং এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার মনোনীতজনকে।

বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে চার সেনাপতি শুভ্রব্রতের সাথে সাক্ষাৎ করে একদিন পূর্বাহ্নে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে মনোনীতজন, চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কোনো রাজ্যে আমাদের সমতুল্য অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি নেই। আপনি আদেশ দিলেই আমরা জয় করতে পারি রাজ্যের পর রাজ্য, স্থাপন করতে পারি সর্বশক্তিধর বিধাতার মহারাজ্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'এই বাহিনী আমাদের নয়, এই বাহিনী বিধাতার, যিনি সর্বশক্তিধর, যিনি ছাড়া কেউ প্রণম্য নয়। সেনাপতিগণ, আমি আদেশ দেয়ার কেউ নই, বিধাতার রাজ্যস্থাপনের আদেশ দেবেন বিধাতা।'

বিভাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা আপনার মাধ্যমে সর্বশক্তিধর বিধাতার আদেশেরই অপেক্ষায় রয়েছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমরা প্রস্তুত থাকো; বিধাতা নির্দেশ দিলে নিশ্চয়ই তোমরা জানতে পারবে। বিধাতাকে স্মরণ রেখে প্রস্তুত থাকো তোমরা, যাতে বিধাতার নির্দেশের পর বিলম্ব না ঘটে।'

অংশুমান বলে, 'আমরা প্রস্তুত, হে মনোনীতজন, বিধাতার নির্দেশ পাওয়ার পর এক প্রহরও বিলম্ব ঘটবে না।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা বিধাতার নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইলাম।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সেই শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, যে সর্বদা প্রস্তুত, থাকে, এবং বিধাতার নির্দেশের প্রতীক্ষা করে।'

শুভ্রব্রত ভোলে নি বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা; বিক্রমপল্লী তার বুকের ভেতর ক্ষতের মতো রয়ে গেছে, বুকে সে সব সময় বইছে তার পিতার শব। মাতা ও পত্নীদের শবের কথা সে ভাবতে পারে না; তারা কীভাবে নিহত হয়েছে বা বেঁচে আছে, সে কল্পনা করতে পারে না; কিন্তু পিতার নিহত হওয়ার দৃশ্য দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে তার চোখের সামনে, যদিও সে তো দেখে নি। সে সুখে থাকে যখন মনে পড়ে না বিক্রমপল্লীকে; মনে পড়লেই সে ক্রুদ্ধ বোধ করে, তার সারা শরীরে দাবানল শুরু হয়, আগুনে সে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলতে চায় বিক্রমপল্লীকে, যা তার মাতৃভূমি, যে তাকে জন্ম দিয়েছে, যাকে সে ভালোবেসেছে, যে তাকে পরিত্যাগ করেছে। বিক্রমপল্লী তার ভালোবাসা, তার ঘৃণা। সে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে আর শক্তি চায় বারবার; এবং সেনাপতিদের নির্দেশ দেয় সর্বাঙ্গসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলতে। সৈন্যবাহিনী দেখে সে সন্তুষ্ট হচ্ছে দিন দিন, যেদিন সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হবে, শুভ্রব্রতের মনে হয়, সেদিনই বিধাতা তাকে নির্দেশ দেবেন বিক্রমপল্লী জয়ের। শুভ্রব্রতের ভাবনায় রয়েছে একটি মহৎ দিন, যেদিন সে জয় করেছে অরুণারাজ্য; তার মনে হয় ওই দিনটি আবার আসার

আগেই বিধাতা নির্দেশ দেবেন; এবং অরুণারাজ্য জয়ের বর্ষপূর্তির আগের সন্ধ্যায় শুভ্রব্রত লাভ করে বিধাতার নির্দেশ; বিধাতা নির্দেশ দেয়– হে মনোনীতজন, বিধাতার মহারাজ্যের স্থপতি, জয় করো, যাকে ঘৃণা করো ও ভালোবাসো সর্বাধিক; জয় অবধারিত– আমি তোমার পথপ্রদর্শক; দ্বিধাহীন হও; প্রবল থাকো শান্ত, নিরাবেগ, নিরুদ্বেগ; মনে রেখো বিধাতা ছাড়া তোমার কোনো প্রিয় নেই, ধ্বংস করো তাকে, যে শত্রু বিধাতার। স্থাপন করো বিধাতার মহারাজ্য, সম্প্রসারিত করো, সীমাহীন করো। বিধাতার নির্দেশ পেয়ে শুভ্রব্রত তীব্রভাবে কম্পিত ও অনুপ্রাণিত হয়; তার ইচ্ছে হয় ওই মুহূর্তেই অভিযানের, কিন্তু নিজেকে দমন করে শুভ্রব্রত। শুভ্রব্রত সেনাপতিদের জানিয়ে দেয় বিজয়ের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে, বিধাতার প্রান্তরে, সে প্রকাশ করবে বিধাতার নির্দেশ।

অরুণারাজ্য জয়ের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে, বিধাতার প্রান্তরে, শুভ্রব্রত ঘোষণা দেয় বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধের। রাজ্য জুড়ে বিজয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পালিত হচ্ছে উৎসব, গৃহে গৃহে মাঠে মাঠে বিশ্বাসীরা ধন্যবাদ জানাচ্ছে বিধাতাকে, প্রার্থনা করছে, এবং বিধাতার প্রান্তরে আয়োজন করা হয়েছে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীর বিশাল উৎসব। শুভ্রব্রত মুগ্ধ হয় উৎসবের বিশালতা ও সৈনিকদের চোখেমুখে বিশ্বাসের বীর্য দেখে। সেনাপতিরা উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে, শুভ্রব্রতের মুখের দিকে চেয়ে আছে ভোরের প্রার্থনার সময় থেকেই, তারা বুঝে উঠতে পারছে না মনোনীতজন লাভ করেছেন কী নির্দেশ। তারা শুভ্রব্রতের মুখে কঠোরতা দেখতে চেয়েছিলো, তার বদলে দেখতে পাচ্ছে প্রশান্তি; এটাই তাদের পীড়িত করছে। সেনাপতিরা প্রার্থনার পর একে একে প্রশংসা করে বিধাতা ও মনোনীতজনের; তারা সৈনিকদের জানিয়ে দেয় যে, এই শুভদিনে বিধাতার মনোনীতজন দান করবেন এক শুভবাণী, তিনি প্রকাশ করবেন বিধাতার নির্দেশ। সেনাপতি বিভাস একটা প্রথম প্রকাশ করার পর থেকেই তীব্র উত্তেজিত হয়ে আছে সৈনিকেরা, বারবার তারা বিধাতার নামে উচ্চরোল দিচ্ছে; বিধাতা যে অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিধর, তা ধ্বনিত করছে, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছে শুভ্রব্রতকে। প্রধান সেনাপতি আদিত্য ভাষণ দিতে উঠে যখন জানায় যে মনোনীতজন প্রকাশ করবেন বিধাতার নির্দেশ, তখন সমগ্র প্রান্তর যুদ্ধের জন্যে মত্ত হয়ে ওঠে।

শুভ্রব্রত ভাষণ দিতে উঠলে বিধাতার প্রান্তরে প্রথম নিদ্রিত পল্লীর মতো নিঃশব্দ হয়ে ওঠে; আর সে 'বিধাতা' শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে শতো শতো বজ্রের গর্জনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে একটি শব্দ 'বিধাতা'। বিশ্বাসীরা তুরীয় আবেগে উচ্চরোল তুলতে থাকে—'বিধাতা, বিধাতা; মনোনীতজন, মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত ডান হাত তুললে তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত ও নিঃশব্দ হয়।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিশ্বাসীরা, তোমরা যার প্রতীক্ষায় ছিলে, তোমরা যার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলে, গতকালের পবিত্র সন্ধ্যায় বিধাতার সেই অবিচল নির্দেশ আমি লাভ করেছি। তিনি পবিত্র আলোর ভেতর দিয়ে দেখা দিয়েছেন, আমাকে আহ্বান করেছেন। গত সন্ধ্যা আমাদের জন্যে পবিত্র, আজকের দিনটি আমাদের জন্যে পবিত্র, এবং আগামীকাল আমাদের জন্যে পবিত্র।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা নির্দেশ দিয়েছেন– হে মনোনীতজন, বিধাতার মহারাজ্যের স্থপতি, জয় করো, যাকে ঘৃণা করো ও ভালোবাসো সর্বাধিক; জয় অবধারিত– আমি তোমার পথপ্রদর্শক; দ্বিধাহীন হও, প্রবল হও, করুণাহীন হও, করুণা কোরো না যে তোমাকে বর্জন করেছে; বইবে রক্তস্রোত, থাকো শান্ত, নিরাবেগ, নিরুদ্বেগ; মনে রেখো বিধাতা ছাড়া তোমার কোনো প্রিয় নেই, ধ্বংস করো তাকে, যে শত্রু বিধাতার। স্থাপন করো বিধাতার মহারাজ্য, সম্প্রসারিত করো, সীমাহীন করো। বিধাতার মহারাজ্যের কোনো সীমা নেই, তা রসাতল থেকে অষ্ট আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নামে উচ্চরোল ক'রে ওঠে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, বিধাতার সৈনিকগণ, তোমাদের জন্যে রয়েছে আরো আনন্দের বার্তা, বিধাতা সর্বদাই সবচেয়ে বিচক্ষণ ও বিশুদ্ধ; বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার পবিত্র মহাযুদ্ধে বিধাতা তাঁর মনোনীতজনকে নিয়োগ করেছেন প্রধান সেনাপতি —সর্বাধিনায়ক। নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ; তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো সৃষ্টিকর্তার কাছে।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও মনোনীতজনের নামে বারবার হর্ষধ্বনি দেয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। শুভ্রব্রত তাদের হর্ষধ্বনিতে বিধাতার স্বর শুনতে পায়।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিশ্বাসীরা, আগামী কাল অত্যন্ত পবিত্র দিন, বিশেষভাবে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন এই দিনটি, কেননা আগামী কাল সূচিত হবে বিধাতার পবিত্র ধর্মযুদ্ধ, নিশ্চয়ই জয় তোমাদের অনিবার্য।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নামে উচ্চরোল দিতে দিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ধর্মযুদ্ধের জন্যে; রোল তুলতে থাকে 'বিধাতা, বিধাতা, ধর্মযুদ্ধ, মনোনীতজন, মনোনীতজন'। শুভ্রব্রত দেখতে পায় পদানত বিক্রমপল্লী আর রাজগৃহ; বিধাতার সৈনিকদের পায়ের নিচে বিধ্বস্ত হচ্ছে রাজ্যের পর রাজ্য; এবং দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে পরম নাম, —বিধাতা।

আদিত্য আবেদন জানায়, 'হে মনোনীতজন, মহাযুদ্ধে বিশ্বাসীরা করবে কী আচরণ, সে-সম্পর্কে আপনি নির্দেশ দিন; হে মনোনীতজন, বিশ্বাসীদের জন্যে বিধাতা নির্ধারিত করে রেখেছেন কী পুরস্কার, তার আভাস দিয়ে উদ্বোধিত করুন বিশ্বাসীদের; নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, হে বিধাতার সৈনিকেরা, বিধাতার ঘৃণা বর্ষিত হয় তার ওপর, যে নিজের জন্যে বেঁচে থাকতে চায়; বিধাতা তাকে অভিশাপ দেন, যে তরবারি চালাতে দ্বিধা করে, যার তরবারি অবিশ্বাসীর শিরশ্ছেদে বিলম্ব করে; বিধাতা তাকে দেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, যে বিধাতার জন্যে রক্ত দেয়। বিধাতার মহাযুদ্ধে যে রক্ত দেয়, তার রক্তের প্রত্যেক বিন্দু বিধাতার কাছে সাক্ষী দেয়, বলে, 'হে বিধাতা, আমি আপনার জন্যে মাটিতে পড়েছিলাম', বিধাতা তাকে দান করেন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থান।'

বিশ্বাসীরা থেকে হর্ষধ্বনি দেয় বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নামে; তাদের ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে বিধাতার প্রান্তর।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, হে বিধাতার সৈনিকেরা, হে ধর্মযুদ্ধের বীরগণ, বিধাতার মহাযুদ্ধে তোমরা হবে শিলাসুকঠিন, বজ্রদৃঢ়, বিদ্যুৎক্ষীপ্ত; তোমরা দ্বিধা করবে না অবিশ্বাসীর রক্তে মাটি রঞ্জিত করতে; যার তরবারি অবিশ্বাসীর রক্তে যতো রঞ্জিত হবে, তার তরবারি ততো পবিত্র; তার তরবারি বিধাতার নিকট ততো প্রিয়। বিধাতা তার তরবারি রক্ষা করবেন স্বর্গে। বিধাতা প্রশংসা করেন তার বল্লমকে, যার বল্লম বিদ্ধ হয় অবিশ্বাসীর বক্ষে।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নামে হর্ষধ্বনি দিয়ে চারপাশ কাঁপিয়ে তোলে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, হে বিধাতার সৈনিকেরা, যা ধ্বংস করা দরকার, তা ধ্বংস করো, বিধাতা চান তার ধ্বংস; যা ভস্ম করা দরকার, তা ভস্ম করো, বিধাতা চান তার ভস্ম; যা হত্যা করা দরকার, তা হত্যা করো, বিধাতা চান তার মৃতদেহ। হে বিশ্বাসীরা, হে বিধাতার সৈনিকেরা, বিধাতার মহাযুদ্ধে কোনো করুণা নেই; অবিশ্বাসীকে ধ্বংস করার থেকে প্রিয় আর কিছু নেই বিধাতার কাছে।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নাম হর্ষধ্বনি দিতে দিতে পরস্পরের তরবারির ঘর্ষণে সৃষ্টি করে যুদ্ধের উন্মাদনা।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিশ্বাসীরা, তোমরা এখন থেকেই মহাযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও; মেনে চলো সেনাপতিদের আদেশ, যা প্রত্যেকের মান্য, যারা সেনাপতিদের আদেশ অমান্য করে বিধাতা তাদের জন্যে বরাদ্দ করেন মৃত্যু; তোমরা কখনো এই মৃত্যুকে বেছে নিয়ো না।'

বিশ্বাসীদের হর্ষধ্বনিতে প্রান্তর মুখর হয়ে ওঠে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিশ্বাসীরা, বিধাতা তোমাদের জন্যে নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, যা মরজগতে কেউ কল্পনা করতে পারে না, যা তোমরা চিরকাল ভোগ করবে, ভোগ ক'রে ক্লান্তি আসবে না। স্বর্গে তোমাদের জন্যে রয়েছে অপূর্ব রূপসী চিরকুমারীরা, যাদের তনুলতার স্বেদ দ্রাক্ষাসুরার থেকে সহস্রগুণে মধুর; তোমরা পান করবে শ্রেষ্ঠ সুরা, যা একবার পান করলে লক্ষ বছর ধরে স্বাদ লেগে থাকবে ঠোঁটে; আর মহাযুদ্ধ জয়ের পর তোমরা পাবে লুণ্ঠিত স্বর্ণের অংশ, শস্যশালী ভূমি, রাজ্যে আধিপত্য, আর নারী, যারা তোমাদের পত্নী হবে না, তোমরা ভোগ করবে পছন্দমতো, যতোদিন তোমাদের পত্নীরা দূরে থাকবে।'

বিশ্বাসীরা হর্ষধ্বনি দেয় বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নামে, কেঁপে কেঁপে ওঠে বিধাতার প্রান্তরের আকাশ।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিশ্বাসীগণ, বিধাতার যুদ্ধে অংশ নেয়ার অধিকার বিধাতা দিয়েছেন শুধু বিশ্বাসী পুরুষদের, কেননা বিধাতা তাদের দিয়েছেন পৌরুষ; বিধাতা নারীদের দুর্বল ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তারা পুরুষের জন্যে বোঝাস্বরূপ; তোমাদের পত্নীরা গৃহে থাকবে; আজ রাতের দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে তোমরা একবার ক'রে মিলিত হবে পত্নীদের সাথে; তারপর পবিত্র হয়ে প্রস্তুত থাকবে আগামী কালের জন্যে; নিশ্চয়ই বিধাতার জয় অনিবার্য।'

বিশ্বাসীদের হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে শেষ হয় শুভ্রব্রতের ভাষণ।

এখন শুভ্রব্রত শুধু বিধাতার মনোনীতজন নয়, সে বিধাতার অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, যার লক্ষ্য স্বল্পতম সময়ে বিক্রমপল্লী জয়। শুভ্রব্রত বিক্রমপল্লী নগরীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নিজের দুই করতলের মতো; এবং পরিকল্পনা করছে কীভাবে তার সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে ঘৃণার নগরীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত পর্যুদস্ত করা যায়। সে ভালোবাসে, কিন্তু তার বুকে কোনো ক্ষমা নেই, করুণা নেই; তার বুক পরিপূর্ণ তীব্রতম হলাহলে। সে চার সেনাপতি আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, এবং শাসক গজপতি, ও অরুণারাজ্যের সমাজপতিদের সাথে সারাদিন মহাযুদ্ধের কৌশল পরিকল্পনা করে; স্থির করে ধর্মযুদ্ধের সময় অরুণারাজ্য শাসনের ভার থাকবে গজপতিদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নক্ষত্রপতির ওপর। নক্ষত্রপতিকে শাসনকাজে সাহায্য করবে অন্যান্য সমাজপতির জ্যেষ্ঠ পুত্ররা; তাদের থাকবে একটি ছোট বাহিনী, যাতে রাজ্যে শৃঙ্খলা বিপন্ন না হয়। স্থির হয় সমাজপতিরা সবাই অংশ নেবে ধর্মযুদ্ধে, এর মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হবে তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা; যদি কেউ অংশ নিতে দ্বিধা করে, তাকে গণ্য করা হবে ধর্মত্যাগী, যাকে বধ করতে হবে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে; কেননা বিধাতা ধর্মত্যাগকে গণ্য করেন প্রধান পাপরাশির মধ্যে প্রধান পাপ ব'লে। সমাজপতিরা সবাই অবশ্য প্রবল ধর্মবোধে উদ্দীপ্ত, তাদের যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে বলতে হয় না, তারা নিজেরাই ধর্মযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে প্রবল ব্যগ্রতা দেখায়। শুভ্রব্রত সুখী বোধ করে। শুভ্রব্রত অনেক আগেই চতুরঙ্গবাহিনীর একেক শাখার সেনাপতিত্বের ভার দিয়েছিলো একেক সেনাপতির ওপর: আদিত্যকে গজ, অংশুমানকে অশ্ব, জিতেন্দ্রিয়কে রথ, এবং বিভাসকে পদাতিক বাহিনীর; ধর্মযুদ্ধে তাদের দেয়া হয় নিজ নিজ বাহিনীর দায়িত্ব। ঠিক হয় তাদের আক্রমণ হবে আকস্মিক, ক্ষিপ্র, প্রচণ্ড; চারদিক থেকে আক্রমণ করা হবে বিক্রমপল্লী নগরী, সময়-রাতের তৃতীয় প্রহর; এবং লক্ষ্যবিন্দু হবে বজ্রব্রতের প্রাসাদ।

পারমিতা চেয়েছিলো মহাযুদ্ধে মনোনীতজনের সঙ্গী হতে; কিন্তু সে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে নি, সে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। গীতাঞ্জলি বুঝেই ওঠে নি কী করবে; কিন্তু অঞ্জনা অত্যন্ত স্পষ্ট নিজের ও শুভ্রব্রতের কাছে। শুভ্রব্রত তিন পত্নীর কাছে একই সঙ্গে প্রকাশ করে যে আগামী কাল বিধাতার বাহিনী এগোবে বিক্রমপল্লীর দিকে, বিধাতা নির্দেশ দিয়েছেন, ধর্মযুদ্ধের, পারমিতা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে; সে নিজে যুদ্ধে অংশ নেয়ার তীব্র আবেগ বোধ করে, কিন্তু তা প্রকাশ করে না।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতাকে অজস্র ধন্যবাদ তাঁর নির্দেশের জন্যে, আমরা এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম দীর্ঘ সময় ধরে; বিধাতা সর্বশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ। আমরা শিগগির ফিরে যেতে পারবো আমাদের প্রিয় নগরীতে, প্রিয় গৃহে; দেখতে পাবো প্রিয়জনদের।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিক্রমপল্লীকে বিধাতা ভালোবাসেন এবং ঘৃণা করেন; মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবে বিক্রমপল্লী নগরী; বিধাতার জ্বলন্ত রোষ বিক্রমপল্লীর ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়বে সহস্র বজ্রের মতো, দগ্ধ হবে বিক্রমপল্লী; বিধাতার ক্রোধ ভূমিকম্পের মতো উঠবে পাতাল থেকে, ধ্বংস হবে বিক্রমপল্লী; বিক্রমপল্লী নগরীকে কেউ চিনতে পারবে না।'

পারমিতা জানতে চায়, 'হে মনোনীতজন, বিধাতা কি নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের প্রিয় নগরীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে?'

পারমিতা শুভ্রব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখে দুঃস্বপ্নের গভীর কালো দাগ দেখতে পায়। ভয় পায়, উদ্বেগ বোধ করে পারমিতা।

শুভ্রব্রত বলে, 'ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার নাম। বিধাতা যার ধ্বংস চান, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না; নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর; তিনি ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রভু।'

অঞ্জনা বলে, 'হে স্বামী, আমি আপনার সাথে মহাযুদ্ধে অংশ নিতে চাই; নিশ্চয়ই আপনার বিধাতা পূর্ণ করবে আমার ইচ্ছে।'

শুভ্রব্রত এ-ভয়ই করছিলো। প্রস্তুতও ছিলো এর জন্যে।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা নারীদের দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে নারীরা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারে; বিধাতা সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিধর।'

অঞ্জনা বলে, 'হে স্বামী, আমি খুব দুর্বল নই; আমি তরবারি চালাতে শিখেছি, বল্লম নিক্ষেপ করতে পারি, তীর ছুঁড়েও আমি নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করতে পারি; আমি কোমল, কিন্তু দুর্বল নই, প্রভু; আমি যুদ্ধে অংশ নিতে চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তিনি নারীদের নিষিদ্ধ করেছেন যুদ্ধে, কেননা তিনি নারীদের করেছেন সূর্যম্পশ্যা; নারীরা যুদ্ধে অংশ নেবে না, নারীরা অপেক্ষা করবে বীর স্বামীদের জন্যে, ভাইদের জন্যে, পিতাদের জন্যে।'

অঞ্জনা বলে, 'হে স্বামী, আপনার বিধাতা কি শুধু পুরুষদেরই বিধাতা; তার কাছে নারীর কোনো ইচ্ছেরই মূল্য নেই? এমনকি নারী রক্ত দিতে চাইলেও আপনার বিধাতা তা নিতে চায় না?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার সম্পর্কে অভিযোগ করা প্রধান পাপ, অঞ্জনা, নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বজ্ঞ।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'হে মনোনীতজন, আমি জানি না আমি কী বাসনা প্রকাশ করবো, আপনার বাসনাই আমার বাসনা।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে আমার পত্নীরা, বিধাতা নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা গৃহে থাকবে, বিজয়ের পর তোমরা যাবে বিক্রমপল্লী।'

অঞ্জনা বলে, 'হে পতি, বিক্রমপল্লী বিজয়ের পর আপনার বিধাতা নিশ্চয়ই আপনাকে উপহার দেবে এক বা একাধিক অপূর্ব রূপসী নারী। আপনার বিধাতা আপনাকে নারী উপহার দিতে কখনো বিলম্ব করে না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন।'

শুভ্রব্রত রাতের দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে তিন পত্নীর সাথে একবার করে বিধাতার নির্দেশসম্মতভাবে মিলিত হয়। শুভ্রব্রত সব সময়ই রতি শুরু ও সমাপ্তির সময় দশবার

ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে, এবং সাবধান থাকে যাতে একজন অন্য দুজনের থেকে বেশি বা কম সুখ না পায়, যাতে কারো সাথে সহবাসকাল অন্যদের সাথে সহবাসকালের থেকে কম বা বেশি না হয়; আজো সে রতিকাল ও সুখের পূর্ণসাম্য রক্ষা ক'রে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে রতি সম্পন্ন করে। পারমিতা ও গীতাঞ্জলি কোনো প্রশ্ন করে না; তারা বিধাতার নির্দেশ ভেবে শুভ্রব্রতের অভিলাষ অনুসারে তাকে পরিতৃপ্ত করে। শুধু অঞ্জনাই বিব্রত করে শুভ্রব্রতকে।

অঞ্জনা বলে, 'হে পতিদেবতা, আপনি কি সত্যিই রতি-আবেগ বোধ করছেন? সত্যিই আপনার রতির দরকার? বিধাতা কি আপনাকে রতির নির্দেশ দিয়েছে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'কেনো একথা জিজ্ঞেস করছো, অঞ্জনা?'

অঞ্জনা বলে, 'মনে হয় আপনি দায়িত্ব পালন করছেন, পতি; মিলনে দায়িত্ব পালনে আমি সুখ পাই না, হে পতি পরমগুরু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সুখের থেকে বিধাতার কাছে দায়িত্ব অনেক বড়ো, বিধাতার নির্দেশ অনুসারে দায়িত্বপালনকারীকে বিধাতা স্বর্গে স্থান দেন।'

অঞ্জনা বলে, 'হে পতি, অমন স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছে আমার কখনো হবে না।'

শুভ্রব্রত তবু মিলিত হয় অঞ্জনার সঙ্গে; অঞ্জনা বাধা দেয় না।

তিন পত্নীর সঙ্গে সমভাবে মিলনের পর বিধাতার পবিত্র নাম সহস্রবার উচ্চারণ করে স্নান করে পবিত্র হয় শুভ্রব্রত, এবং বিধাতার কাছে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে প্রার্থনা করে।

পাঁচ সহস্রবার বিধাতার স্তব ক'রে মনোনীতজন শুভ্রব্রতের সর্বাধিনায়কত্বে বিধাতার বাহিনী ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ে বিক্রমপল্লীর অভিমুখে; শুভ্রব্রত নির্দেশ দেয় তীব্র গতিতে বিক্রমপল্লী নগরীর দিকে এগোতে, যাতে বজ্রব্রত প্রস্তুত হওয়ার সময় না পায়। শুভ্রব্রতের বিধাতার বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও নিপুণ, এবং সুদক্ষ তার সেনাপতিগণ; তার সেনাপতিরা যেভাবে প্রস্তুত করেছে বিশ্বাসীদের, তা দেখে শুভ্রব্রত বিধাতাকে বারবার ধন্যবাদ জানায়। তারা অবলীলায় অরণ্য অতিক্রম করে, পাহাড় পেরোয়, নদী পার হয়, এবং কয়েক দিনের মধ্যে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে বিক্রমপল্লী নগরীকে। শুভ্রব্রত একটু বদল করে কৌশল; সে সময় নেয় না, রাতের তৃতীয় প্রহরের জন্যে অপেক্ষা করে না, দ্বিতীয় প্রহরেই আক্রমণ করে নগরী; তার মনে হয় বিলম্ব করলে বিশ্বাসীদের ক্ষিপ্রতা কমবে, শরীরে ক্লান্তি নামবে। শুভ্রব্রত জানতো বিধাতার অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে নগরীর ওপর, তাই নগরী থাকবে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, এবং পুরোপুরি অপ্রস্তুত ছিলো নগরী। বিক্রমপল্লী নগরী স্তব্ধ, ঘুমন্ত, শান্ত, ক্লান্ত; কোনো পুত্রহারা মায়ের বিলাপও শোনা যাচ্ছিলো না, তখন চারদিক থেকে নগরীর চার পথ দিয়ে আক্রমণ করে বিধাতার অশ্ব, গজ, পদাতি ও রথ। প্রচণ্ড জলপ্রবাহের মতো প্রবেশ করে তারা নগরীতে, কেউ তাদের বাধা দেয় না; শুধু তারা যখন বজ্রব্রতের রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলে, কয়েকটি প্রহরী বাধা দেয়ার চেষ্টা করে নিহত হয়। শুভ্রব্রত, মনে মনে প্রাসাদের উদ্দেশে বলে, আমি জন্ম নিয়েছিলাম তোমার অভ্যন্তরে, বড়ো হয়েছিলাম তোমার ভেতরে, ভালোবেসেছিলাম তোমাকে, কিন্তু তুমি মলস্তূপের শুয়োরের থেকেও অপবিত্র, তুমি চণ্ডালের ধর্ষিতা, তুমি চিরকলঙ্কিতা, বিধাতার শত্রু

তুমি, তোমার ওপর বর্ষিত হয় বিধাতার অভিসম্পাত, তোমার কোনো উদ্ধার নেই, শুধু পাবকই পবিত্র করতে পারে তোমাকে। শুভ্রব্রত নির্দেশ দেয় বজ্রব্রতকে জীবিত বা মৃত বন্দী করতে, ধ্বংস করতে তার পরিবারের সবাইকে; আর সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে সম্পূর্ণ প্রাসাদটিকে, যেনো ভোরবেলা বিধাতার সূর্য ছাই ছাড়া আর কিছু না দেখে। একবার শুভ্রব্রতের মনে জাগে তার মাতারা বা পত্নীরা কি বেঁচে আছে? তাদের কি উদ্ধার করতে হবে? তারপরই মনে হয় যদি এ-প্রাসাদে বেঁচে থাকে মাতারা ও পত্নীরা, তবে তারা মাতা ও পত্নী নয়, তারা অভিশপ্ত; তাদেরও ছাই হতে হবে। কোনো ক্ষমা নেই অভিশপ্ত প্রাসাদের ও প্রাসাদবাসীদের।

চারদিক থেকে শুভ্রব্রতের বিধাতার বাহিনী আক্রমণ করে প্রাসাদ;—বিশ্বাসীদের কণ্ঠ থেকে গর্জন উঠতে থাকে 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর, বিধাতার মহারাজ্যে সূর্য অস্ত যাবে না।' তাদের তরবারি, বল্লম, আর ধনুকের জ্যা থেকে উঠতে থাকে একই গর্জন; গজের বৃংহণে, অশ্বের হ্রেষায়, রথচক্রের ঘর্ঘরে, পদাতিকের পদশব্দে উঠতে থাকে একই গর্জন—'বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর, বিধাতার মহারাজ্যে সূর্য অস্ত যাবে না।' আদিত্যের গজবাহিনী দেয়ালের পর দেয়াল বিধ্বস্ত ক'রে পদাতিকদের প্রাসাদে ঢোকার পথ করে দেয়, অগ্নিশিখার মতো বিশ্বাসীরা প্রাসাদের কক্ষ থেকে কক্ষে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কক্ষে কক্ষে বইতে থাকে রক্তের স্রোত, কোলাহলে পূর্ণ হয়ে ওঠে চারপাশ। শুভ্রব্রতের কাছে তরবারির শব্দ আর ধ্বংসের মহাগর্জন বিধাতার কণ্ঠস্বর ব'লে মনে হয়; সে আর আদিত্য একদল বিশ্বাসীকে নিয়ে ছুটতে থাকে কক্ষ থেকে কক্ষে, খুঁজতে থাকে বজ্রব্রতকে। বজ্রব্রতের শয্যাকক্ষের দরোজা ভেঙে ঢুকে তারা দেখে বজ্রব্রত গুটিকয় নগ্ন নারী নিয়ে শয্যার নিচে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। বিশ্বাসীরা তাদের শয্যার নিচ থেকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে। বিশ্বাসীরা নগ্ন নারী দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, শুভ্রব্রতের সামনেই 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর' বলে সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ ক'রে নারীদের, তারপর নারীদের তরবারির আঘাতে দু-তিন-চার-পাঁচ খণ্ড ক'রে ফেলতে থাকে, গর্জন করতে থাকে, 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর'; শুভ্রব্রত 'বিধাতা শর্বশক্তিধর, নিশ্চয়ই বিধাতার ক্রোধে ধ্বংস হয় অবিশ্বাসী' ব'লে বজ্রব্রতের শিরে তরবারি দিয়ে আঘাত করে; বজ্রব্রতের দেহ বিভক্ত হয় সমান দুখণ্ডে। বিশ্বাসীরা রোল তোলে—'বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।' শুভ্রব্রত নির্দেশ দেয় বল্লমে গেঁথে বজ্রব্রতের মৃতদেহ প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যেতে; মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি নয়। বিশ্বাসীরা বল্লমে গেঁথে বজ্রব্রতের মৃতদেহ প্রাসাদের তোরণের বাইরে রাখে। বিশ্বাসীরা রক্তের স্রোতে উল্লাসে পিছলে পড়তে থাকে, রক্তের গন্ধে হয়ে ওঠে মত্ত, আরো রক্তের জন্যে ছুটতে থাকে কক্ষ থেকে কক্ষে, তাদের তরবারির পিপাসা মেটে না; কিন্তু প্রাসাদে আর কোনো জীবন্ত প্রাণী নেই, আছে শুধু খণ্ডিত রক্তাক্ত দেহপুঞ্জ; শুভ্রব্রত ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানায় বিধাতাকে। বিশ্বাসীরা বিধাতা আর শুভ্রব্রতের নামে রোল তোলে— 'বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর, মানবশ্রেষ্ঠ শুভ্রব্রত বিধাতার মনোনীতজন।' তারা বলে, 'বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর, মানবশ্রেষ্ঠ শুভ্রব্রত বিধাতার মনোনীতজন।' তারা বলে, 'বিধাতার মহারাজ্য স্থাপন করছি আমরা, অবিশ্বাসীর রক্ত বিধাতার মহারাজ্যের ভিত্তি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, হে বিধাতারা সৈনিকগণ, হে বিজয়ীগণ, তোমাদের সামনে প'ড়ে আছে যে-দ্বিখণ্ডিত দেহ, তা অভিশপ্ত; বিধাতার বিশাল মহারাজ্যে এর থেকে অধিক অভিশপ্ত আর নেই; এই অভিশপ্ত মৃতদেহ সাত দিন ধ'রে ঝুলিয়ে রাখো তোমরা বিক্রমপল্লী নগরীর প্রধান চৌরাস্তায়; এর ওপর বর্ষিত হোক সকলের ঘৃণা।'

বিধাতার অটল দাসদের কয়েকজন ছুটে এসে বল্লমে গাঁথে বজ্রব্রতের মৃতদেহ; এবং উচ্চকণ্ঠে বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, এই অভিশপ্তের শব চৌরাস্তায় ঝোলানোর দায়িত্ব আমরা পালন করতে চাই।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, সাত দিন পর অভিশপ্ত মৃতদেহ নামিয়ে দগ্ধ করো তোমরা, ভস্ম নিক্ষেপ করো মাটির গভীরতম প্রদেশে, সেখানে একটি চিহ্ন রাখো, তার নাম দাও 'অভিশপ্ত গহ্বর'; প্রতি বছর বিশ্বাসীরা এই দিনে অভিশপ্ত গহ্বরে বর্ষণ করুক অভিশাপ, নিক্ষেপ করবে ঘৃণার পাথরখণ্ড; বলুক—বিধাতা ছাড়া বিধাতা নেই।'

সব বিশ্বাসী বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার আদেশ আমরা পালন করবো, আপনার আদেশ চিরকাল পালন করবে বিশ্বাসীরা, নিক্ষেপ করবে ঘৃণার পাথরখণ্ড, বলবে—বিধাতা ছাড়া বিধাতা নেই।'

বজ্রব্রতের দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ বল্লমে বিদ্ধ ক'রে চৌরাস্তার দিকে ছুটতে থাকে বিশ্বাসীরা—অটল দাসেরা, এবং বলতে থাকে, 'এই শবকে আমরা ঘৃণা করি সবচেয়ে, এই শবকে বিশ্বাসীরা ঘৃণা করবে চিরকাল।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিজয়ীরা, তোমাদের সামনে অভিশপ্ত অবিশ্বাসীর মতো উদ্ধত দাঁড়িয়ে আছে যে-প্রাসাদ, যার প্রতিটি কক্ষ পাপে পরিপূর্ণ, যার প্রত্যেক স্তম্ভ অভিশপ্ত, তার ওপর তোমরা ঘৃণা বর্ষণ করো, ভস্মে পরিণত করো তোমরা অভিশপ্ত প্রাসাদকে বিধাতার পবিত্র সূর্য ওঠার আগে, বিধাতার রশ্মি যেনো এর ওপর আর না পড়ে। অন্ধকারের প্রাসাদকে অন্ধকারের মধ্যেই বিলুপ্ত করো।'

কয়েক সহস্র বিশ্বাসী সৈনিক ছুটে গিয়ে প্রাসাদে আগুন লাগাতে শুরু করে। 'বিধাতা ছাড়া বিধাতা নেই, শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন' রোল তুলে তারা চারদিক থেকে আগুন লাগায়, এবং দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে বিশাল প্রাসাদ।

শুভ্রব্রত আগুনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বিধাতা অভিশপ্তকে এভাবেই ধ্বংস করেন, বিধাতার রোষে দগ্ধ হবে জগতের সব অভিশপ্ত; জগতে বিশ্বাসী আর বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছাড়া কেউ থাকবে না।'

আগুনে বিক্রমপল্লীর আকাশ লাল হয়ে ওঠে; বি[illegible]রণের শব্দে কেঁপে ওঠে নগরী; এবং সহস্র বজ্রের গর্জনে ধ্বনিত হ'তে থাকে বিধাতার নাম।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, হে বীরদের নায়কগণ, হে স্বর্গের গৌরবগণ, তোমরা পূর্ণ করো বিধাতার অভিলাষ; বিধাতা চান তোমরা চার দিনে যা ধ্বংস হওয়ার, তা ধ্বংস করো; যা দগ্ধ হওয়ার, তা দগ্ধ করো; যা রক্তাক্ত হওয়ার, তা রক্তাক্ত করো; যা বন্দী হওয়ার, তা বন্দী করো; বিধাতার নির্দেশ পালনে তোমরা দ্বিধা কোরো না, বিধাতা দ্বিধান্বিতকে নিক্ষেপ করেন নরকে।

আদিত্য উচ্চকণ্ঠে বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহান সম্রাট, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো আমরা, বিধাতার অভিলাষ অনুসারে সম্পূর্ণ বদলে দেবো বিক্রমপল্লী নগরীকে; তাকে কেউ চিনতে পারবে না।'

অংশুমান বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহান সম্রাট, এই নগরী প্রসব করেছিলো আপনাকে ও আমাদের, স্তন্য দিয়ে বড়ো করেছিলো, আর এই নগরীই বিমাতার মতো বর্জন করেছিলো আমাদের। বিধাতার অভিলাষ অনুসারে আমরা সম্পূর্ণ বদলে দেবো বিক্রমপল্লী নগরীকে; অচেনা হয়ে উঠবে নগরী।'

আদিত্য বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, বিক্রমপল্লী নগরীকে আমরা আমাদের মতো করে সৃষ্টি করবো, ঘৃণ্য নগরীকে ধ্বংস ক'রে সৃষ্টি করবো পবিত্র নগরী। নগরীতে এমন কোনো গৃহ থাকবে না, যা ভস্মীভূত হবে না; এমন কোনো দিঘি থাকবে না, যার জল রঙিন হবে না; এমন কোনো নারী থাকবে না, যার বুক থেকে হাহাকার উঠবে না।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহান সম্রাট, চারদিন পর আপনি দেখতে পাবেন অবিশ্বাসী নগরী পরিণত হয়েছে ভস্মে।'

বিভাস বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহান সম্রাট, আমাদের তরবারি প্রকাশ করবে বিধাতার অভিলাষ, পবিত্র অগ্নি প্রচার করবে বিধাতার অভিলাষ।'

শুভ্রব্রত জ্বলন্ত প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে থাকে; আগুনের লেলিহান শিখায় সে যেনো কার মুখ দেখতে পায়, থেকে থেকে শিউরে ওঠে শুভ্রব্রত; বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে সে শুনতে পায় বিধাতার স্বর।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, হে বিজয়ীরা, হে বিধাতার সৈনিকেরা, তোমরা দেখো কীভাবে বিধাতা পরিবর্তন করেন, নিশ্চয়ই বিধাতা একমাত্র পরিবর্তনকারী; তিনি হিমবন্তীপর্বতকে পরিণত করেন শিশির বিন্দুতে; তিনি উদ্ধতকে দগ্ধ করেন, ছাইয়ে পরিণত করেন; ছাই থেকে তিনি সৃষ্টি করেন নিজের অনুগতকে। তোমরা বিধাতার সৈনিক, তোমাদের জন্য সব কিছু বদলে দেয়ার জন্যে।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নামে উচ্চরোল দিতে থকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, হে বিজয়ীরা, তোমরা মূর্তিভগ্নকারী, তোমাদের পায়ের তলে ভেঙে পড়বে সব মূর্তি, হাতের আঘাতে ধ্বংস হবে সব পুত্তল।'

বিশ্বাসীরা চিৎকার ক'রে বলে, 'বিধাতা অনন্য; বিধাতা এক, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'জগতে কোনো দেবতা থাকবে না, কোনো দেবী থাকবে না, দেবদেবী মিথ্যে, মূর্তি মিথ্যে; ধ্বংস করো দেবদেবী, ধ্বংস করো মূর্তি; জগত বিধাতার। বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত করো বিক্রমপল্লীকে, তোমাদের হাতে বিধাতার তরবারি।'

বিশ্বাসীরা উচ্চকণ্ঠে বারবার বলে, 'বিধাতা অনন্য; বিধাতা এক, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

দগ্ধ ও বি[illegible]রিত হ'তে থাকে অভিশপ্ত প্রাসাদ; যেখানে জন্মেছিলো, বেড়েছিলো, এবং যাকে পরিত্যাগ করেছিলো শুভ্রব্রত, যা তার কাছে এখন সবচেয়ে ঘৃণ্য। শুভ্রব্রত তার সেনাপতিদের আদেশ দেয় নিজেদের বাহিনী নিয়ে নগরীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে; তারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তারা জানে কেউ প্রতিরোধ করবে না, প্রতিরোধের সাহস করবে না; তাদের কাজ বিক্রমপল্লীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করা, তাই তারা সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শুভ্রব্রতের সাথে থাকে তার দেহরক্ষী বাহিনী, আর চার সেনাপতির প্রত্যেকের বাহিনী থেকে দুশো ক'রে সৈনিক;– তাদের নিয়ে শুভ্রব্রত বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে থাকে, দেখতে থাকে অভিশপ্ত প্রাসাদের ভস্মীভবন। শুভ্রব্রত দেখতে পায় বিক্রমপল্লী নগরীর নানা দিকে আগুন জ্ব'লে উঠছে, একেক দিকে আগুন জ্ব'লে উঠতে দেখে শুভ্রব্রত ও তার অনুসারীরা বিধাতাকে ধন্যবাদ দেয়। দিকে দিকে উঠতে থাকে আতঙ্কিত আর্ত মানুষের রোল; শুভ্রব্রতের মনে হয় বিধাতা চেয়েছিলেন এই অগ্নি এই আর্তনাদ; এই অগ্নি আর আর্তনাদের মধ্য দিয়েই তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁর মহারাজ্য। এই আর্তনাদ পাপের, এই আর্তনাদ অবিশ্বাসের – মনে হয় শুভ্রব্রতের, এতে সুখী হচ্ছেন বিধাতা। শুভ্রব্রত বিক্রমপল্লী নগরীকে একবার মনে মনে দেখার চেষ্টা করে, নগরীর জন্যে তার হৃদয় কাতর হয় না, সে কষ্ট পায় না, বরং প্রচণ্ড ক্রোধ দেখা দেয় তার ভেতর। শুভ্রব্রতের মনে হয় যদি সম্পূর্ণ নগরী ধ্বংস হয়, যদি নগরীতে একটি গৃহও দাঁড়িয়ে না থাকে, যদি বেঁচে না থাকে একটিও প্রাণী, তাহলে বিধাতা সুখী হবেন সবচেয়ে।

বিক্রমপল্লী নগরীতে সম্পূর্ণ নতুন ভোর হয়, যার মুখোমুখি নগরী দাঁড়াতে পারে না, সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে; যেনো এ-নগরী আগে কখনো ভোরের সামনে পড়েনি, আজই প্রথমবারের মতো ভোরের সামনে প'ড়ে অপরাধীর মতো বিব্রত, এবং অপেক্ষা ক'রে আছে আরো দণ্ডের জন্যে। অভিশপ্ত প্রাসাদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কোথাও, কোথাও দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কাল অট্টহাসির মতো; তার ওপর এসে পড়ছে ঝলমলে নতুন রোদ। এ-অভিশপ্ত লেলিহান আগুন সহ্য করেছে সহজে, হয়তো তখন চারিদিকে অন্ধকার ছিলো ব'লে, কিন্তু তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে অপরিচিত রৌদ্র সহ্য করা। নগরের দিকে দিকে আগুন নিভে আসছে, গাছের সবুজ পাতা পুড়ে ছাই উড়ছে, পোড়া গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস; কোনো পাখিও ডাকার সাহস করছে না, নগরীতে কোনো পাখি নেই ব'লেই হয়তো; শুধু পথে পথে বিশ্বাসীরা উচ্চকণ্ঠে অক্লান্ত আবৃত্তি ক'রে চলছে বিধাতার নাম। শব প'ড়ে আছে এখানে সেখানে; রাস্তায় বিশ্বাসীদের ছাড়া দেখা যাচ্ছে না কাউকে। শুভ্রব্রতের চোখেও অদ্ভুত মনে হয় ভোরবেলাটা, সে বুঝতে পারে না ভোর হচ্ছে না রাত্রি হচ্ছে; সে বুঝতে পারে না সে কী করবে? বিধাতা কোনো নির্দেশ দিয়ে বেঁচে যেতো শুভ্রব্রত, তার কিছু ভাবতে হতো না; কিন্তু সে যন্ত্রণাবোধ করছে যে বিধাতা তাকে কোনো নির্দেশ দিচ্ছে না। শুভ্রব্রত হাঁটতে শুরু করে, কোথায় যাবে বুঝতে পারে না, শুধু একবার শুনতে পায় পরমদাস চিৎকার ক'রে উঠেছে, 'রাজপুত্র মহাবেশ্যা, বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।' তাকে আরেকটি নগর ধ্বংস করতে হবে? একটি মহানগর ধ্বংস করতে হবে? তাহলে সুখী হবেন বিধাতা, যিনি একক ও

সর্বশক্তিধর? শুভ্রব্রত হেঁটে চলছে, তাতে খুবই বিস্ময় হয় বিশ্বাসীরা; তারা সবাই ছুটে এসে অনুসরণ করতে শুরু করে তাকে; পরমদাস আর জ্যোতির্ময় তার দু-পাশে হাঁটতে থাকে। শুভ্রব্রত তাদের দিকে তাকায় না, কোনো কথা বলে না। পরমদাস ভেবেছিলো মনোনীতজন উচ্চকণ্ঠে বিধাতার নাম বললেন, বিধাতা যে সর্বশক্তিধর তা প্রচার করবেন, তারাও তাঁর সাথে বলবে বিধাতার নাম, প্রচার করবে বিধাতার শক্তির কথা, কিন্তু মনোনীতজন কিছুই বলছেন না দেখে পরমদাস ভয় পায়। শুভ্রব্রত এক পথ আরেক পথে, এবং আরেক পথে, পথের পর পথে প্রবেশ করতে থাকে, পথ থেকে পথে ঘুরতে থাকে; অনুসরণকারীরা অনেকে শুভ্রব্রতের গন্তব্যহীন হাঁটার কোনো অর্থ বুঝতে পারে না, আবার অনেকে একে মনে করে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। শুভ্রব্রত মনে মনে বলতে থাকে, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না, আমি কোন দিকে যাবো বুঝতে পারছি না, আমার পেছনে এরা কেনো, আমি বুঝতে পারছি না, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না। শুভ্রব্রত হঠাৎ একটি ঝিলিক দেখতে পায়, এবং পরমদাসকে জিজ্ঞেস করে, 'পরমদাস, বিধাতাগৃহ কোনদিকে?' পরমদাস বিস্মিত হয়; এবং বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতাগৃহ বেশি দূরে নয়, আমি বুঝতে পেরেছি বিধাতা আমাদের সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছেন।'

শুভ্রব্রত হঠাৎ তার সামনে একবার পারমিতাকে দেখতে পায়; পারমিতা তাকে কিছু বলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু তার আগেই পারমিতা মিলিয়ে যায়। শুভ্রব্রত মুহূর্তের জন্যে নিজের মাথার ভেতর একখণ্ড অন্ধকার অনুভব করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, চলো, বিধাতার গৃহে, বিধাতার গৃহ ছাড়া বিশ্বাসীদের আর কোনো গন্তব্য নেই; বিধাতাকে জানাও তোমাদের জয়ের সংবাদ, ধন্যবাদ দাও বিধাতাকে, যিনি স্রষ্টা, যিনি সর্বশক্তিধর, যিনি বিজয়ী করেছেন তোমাদের।'

বিশ্বাসীরা বারবার উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকে, 'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই, শুভ্রব্রত তাঁর মনোনীতজন। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, যিনি আমাদের দিয়েছেন বুকে বিশ্বাস আর কটিদেশে তরবারি।'

শুভ্রব্রত দ্রুত হাঁটতে থাকে, তার মনে হয় এক অলৌকিক অসামান্য শক্তি তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; তার অনুসারীরা তার সাথে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না। তারা বিধাতাগৃহের স্থানে এসে দেখে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো বিশাল বট, কোনো বিধাতাগৃহ নেই। শুভ্রব্রত প্রথম বিস্মিত হয়, সে ভাবতে পারে নি কেউ ধ্বংস করতে পারে বিধাতাগৃহ; একবার তার মনে প্রশ্ন জাগে, 'তাহলে আমি কার গৃহ নির্মাণ করলাম?' পরমদাসই প্রথম প্রচণ্ড হাহাকার ক'রে ওঠে। পরমদাসের হাহাকার শুনে শুভ্রব্রতের মনে পড়ে এখানে সে বিধাতার গৃহ নির্মাণ করেছিলো বিধাতার নির্দেশে, যে গৃহ কেউ ধ্বংস করতে পারে না।

পরমদাস উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদ করে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার প্রিয়পাত্র, অবিশ্বাসীরা ধ্বংস করেছে পবিত্র বিধাতার গৃহ, তাদের আমরা ধ্বংস করবো।'

শুভ্রব্রতের ইচ্ছে হয় সমস্ত অবিশ্বাসীকে ধ্বংস করতে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, বিধাতার গৃহ কেউ ধ্বংস করতে পারে না, কেননা বিধাতার গৃহের কাঠামো রয়েছে স্বর্গে; ওই কাঠামো যারা ধ্বংস করতে চায় তারা ধ্বংস হয়, বিধাতা তাদের ভস্মে পরিণত করেন।'

পরমদাস বলে, 'আমাদের আদেশ দিন, হে মনোনীতজন; আমরা পালন করি বিধাতার নির্দেশ।'

শুভ্রব্রত বলে 'হে বিশ্বাসীরা, তোমরা কি বিক্রমপল্লী নগরীতে ছাই উড়তে দেখছো না? তোমরা কি গন্ধ পাচ্ছো পোড়া মাংসের? তোমরা কি শুনছো না আর্তনাদ? তোমরা কি বুঝতে পারছো না বিধাতা তাঁর ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছেন?'

শুভ্রব্রত বিধাতাগৃহের শূন্যস্থানে বিশ্বাসীদের নিয়ে প্রার্থনা করে বিধাতার উদ্দেশে বারবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানায় বিধাতাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিধাতা, আপনার গৃহ যারা ধ্বংস করেছে, আপনি তাদের ধ্বংস করুন; আমাদের শক্তি দিন যাতে আমরা আজই শুরু করতে পারি স্বর্গের কাঠামো অনুসারে আপনার গৃহ নির্মাণ, যেখানে বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করবে মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিধর।'

সেনাপতিরা একে একে নানা দিক থেকে ফিরে আসে অভিশপ্ত প্রাসাদের প্রাঙ্গণে; সেখানে শুভ্রব্রতকে না পেয়ে আসে বিধাতাগৃহে।

আদিত্য এসেই শুভ্রব্রতকে সম্বোধন করে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতি, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর।'

শুভ্রব্রত সম্বোধন শুনে শিউরে ওঠে এবং বলে, 'আমি বিধাতার মনোনীতজন, আদিত্য, আমি কোনো রাজ্যের অধিপতি বা অধীশ্বর নই।'

অংশুমান বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, বিধাতা আপনাকে মহারাজ্য দান করেছেন, আমাদের করেছেন ওই মহারাজ্যের সৈনিক; আমরা রজ্যের পর রাজ্য জয় করবো, বিধাতার মহারাজ্য স্থাপন করবো, কোনো মহারাজ্য অধিপতি বা অধীশ্বর ছাড়া চলতে পারে না, হে বিধাতার মনোনীতজন।'

জিতেন্দ্রিয় বলে,'হে বিধাতার মনোনীতজন, ধর্মের ক্ষেত্রে আপনি বিধাতার মনোনীতজন আর মহারাজ্য চালানোর সময় আপনি মহারাজ্যের অধিপতি, মহারাজ্যের অধীশ্বর, মহারাজ্যের সম্রাট।'

বিভাস বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, একই সঙ্গে আপনি বিধাতার মনোনীতজন এবং বিধাতার মহারাজ্যের সম্রাট। আপনার নির্দেশে মহারাজ্য শাসনের সব দায়িত্ব পালন করবো আমরাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ, তিনি নিশ্চয়ই নির্দেশ দেবেন।'

আদিত্য বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন হে বিক্রমপল্লী – অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, আপনার নির্দেশ অনুসারে আমরা যা দগ্ধ হওয়ার তা দগ্ধ হয়েছি, যা নিহত হওয়ার তা নিহত করেছি, যা বন্দী হওয়ার তা বন্দী করেছি।'

শুভ্রব্রত একবার কেঁপে ওঠে।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'অগ্নিকুমার আর দীপান্বিতা কি পলাতক? তাদের কী পরিণাম তোমরা করেছো?'

আদিত্য বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, অগ্নিকুমার আর দীপান্বিতা পলাতক হয়নি, তারা মৃত্যুই বরণ করতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমরা তাদের গৃহবন্দী ক'রে এসেছি।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কি আগের মতোই উদ্ধত আর অবিশ্বাসী?'

আদিত্য বলে, 'হে বিক্রমপল্লী-অরুণরাজ্যের অধীশ্বর, হে মনোনীতজন, তারা আগের থেকেও বেশি উদ্ধত ও অবিশ্বাসী।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কীভাবে প্রকাশ করে ঔদ্ধত্য আর অবিশ্বাস?'

আদিত্য বলে, 'অগ্নিকুমারকে আমরা পরম বিধাতায় বিশ্বাস আনতে বলেছিলাম, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিলাম, হে মনোনীতজন, কিন্তু সে বলে আমরা লুণ্ঠনকারী, আপনি ধর্মের নামে হত্যাকারী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অগ্নিকুমার তার পুরস্কার পাবে।'

আদিত্য বলে, 'সে বলে আপনি এক কল্পিত দেবতা তৈরি করেছেন মহারাজ হওয়ার জন্যে; সে বলে বিধাতাও দেবতাদের মতোই মিথ্যে, বিধাতাও একটি মিথ্যে দেবতা; সে বলে আপনি ধ্বংস করতে চান সমস্ত শুভকে, মানুষকে দীক্ষিত করতে চান আপনার অসুস্থ' নিষ্ঠুর বিধাতাতন্ত্রে।'

শুভ্রব্রত বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়, কথা বলতে পারে না; তার চোখ লাল হয়ে ওঠে; এবং বলতে থাকে, 'অগ্নিকুমার তার পুরস্কার পাবে।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের সম্রাট, অগ্নিকুমার বলে যুবরাজ শুভ্রব্রত অসুস্থ, উন্মাদ—সে আপনাকে এখনো যুবরাজ বলে, সে বলে আপনি সকলকে ক'রে তুলে চান আপনার মতোই অসুস্থ, উন্মাদ।'

শুভ্রব্রত কঠোরভাবে বলে, ওই দুই অবিশ্বাসীর গরল উদগীরণ থেকে তোমরা রক্ষা করো বিধাতাকে।'

আদিত্য বলে, 'আজই বিধাতা রক্ষা পাবেন অবিশ্বাসীর গরল উদগীরণ থেকে, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর।

অগ্নিকুমার বলে, 'এক শতবর্ষী বুড়ো কবি আমার নামে ছড়া কেটেছিলো, বিধাতা তার কী পরিণতি করেছেন, আদিত্য?'

আদিত্য বলে, 'এখনই আমরা তার পরিণতি সাধন করতে যাচ্ছি, হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর।'

শুভ্রব্রতকে অভিবাদন ক'রে আদিত্য ও অংশুমান বেরিয়ে যায়। প্রথম যায় অবিশ্বাসী অগ্নিকুমারের গরল উদগীরণ থেকে সর্বশক্তিধর বিধাতাকে রক্ষা করতে, তারপর শতবর্ষী বুড়ো কবিকে খুঁজে বের ক'রে তার পরিণতি নিশ্চিত করতে। একদল উদীপ্ত সৈনিক নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা উপস্থিত হয় অগ্নিকুমারের ভবনে, যেখানে গৃহবন্দী অগ্নিকুমার ও দীপান্বিতা। আদিত্য ও অংশুমান দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখে দীপান্বিতা শয্যায় শুয়ে স্তন্য পান করাচ্ছে তার শিশুপুত্রকে। দীপান্বিতা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলো; দরোজা খোলার শব্দে সে চোখ মেলে তাকানোর চেষ্টা করে, তার আগেই আদিত্যের তরবারির আঘাতে দু টুকরো হয়ে যায় শিশু ও মাতা। শব্দ শুনে

পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে অগ্নিকুমার; এবং দুটি উদ্যত তরবারি দেখে থমকে দাঁড়ায়।

অগ্নিকুমার বলে, 'তোমরা একদিন খোলা উদ্যত তরবারি নিয়ে আসবে আমি জানতাম, আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'সাধ হ'লে বিধাতা আর মনোনীতজনকে শেষবারের মতো নিন্দা ক'রে নাও, অগ্নি, আর নিন্দার সুযোগ পাবে না।'

অগ্নিকুমার বলে, 'তোমরা একদিন তোমাদের বিধাতার বুকেও তরবারি ঢুকোবে, আদিত্য।'

আদিত্য ও অংশুমান একসাথে তরবারি ঢুকিয়ে দেয় অগ্নিকুমারের বুকে।

তারা অগ্নিকুমারের গরল থেকে বিধাতাকে রক্ষা করে সহজেই, কিন্তু একটু অসুবিধায় পড়ে শতবর্ষী কবির ছড়া থেকে মনোনীতজনকে উদ্ধার করতে। কবিটার কী নাম? ভবন কোথায়? বুড়োটা কি বেঁচে আছে? বা তার পুত্রপৌত্র? আদিত্য ও অংশুমান ঠিক করতে পারে না কী করবে; কিন্তু তারা সেনাপতি, তাদের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব হওয়া অনুচিত, তাদের সব কিছুই সম্ভব করতেই হবে, ওই কবিকে পৌঁছে দিতে হবে তার নিশ্চিত পরিণামে। মনোনীতজনের বিরুদ্ধে ছড়া না কাটলেও তাকে পরিণতিতে পৌঁছানো হতো, কেননা বিধাতার রাজ্যে কবি নিষিদ্ধ; কবিরা পাপিষ্ঠ। কিন্তু প্রথমে তাকে পাওয়া দরকার, ধরা দরকার। তবে অসুবিধা হচ্ছে যারা পেরেছে, তারা পালিয়েছে নগরী থেকে; কয়েক হাজার নিহত হয়েছে; আর যারা আছে, তারা দরোজা বন্ধ ক'রে উচ্চকণ্ঠে নিচ্ছে বিধাতার নাম। নগরীর পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা ক'রে দেয়া হয়েছে বেঁচে থাকতে হ'লে উচ্চকণ্ঠে বিধাতার নাম নিতে হবে, বলতে হবে, 'বিধাতা ছাড়া কোনা বিধাতা নেই।' বিশ্বাসী সৈনিকেরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, দরোজায় দাঁড়িয়ে শুনছে গৃহীরা বিধাতার নাম নিচ্ছে কি না; এবং কতোটা উচ্চকণ্ঠে নিচ্ছে। আদিত্য সৈনিকদের একটি নতুন দায়িত্ব দেয়; তাদের খুঁজে বের করতে হবে সেই শতবর্ষী বুড়ো কবিকে, যে ছড়া কেটেছিলো মনোনীতজনের নামে। বিশ্বাসীরা উন্মাদ হয়ে ওঠে কবিকে খুঁজে বের করার জন্যে; তারা পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা করতে থাকে কে সেই বুড়ো কবি, যে ছড়া কেটেছিলো মনোনীতজনের নামে, তাকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেয়, ঘরে ঘরে ঢুকে নারীদের ধর্ষণ করতে থাকে, এবং নগরীর সমস্ত বুড়োকে ধ'রে এনে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। বুড়ো সত্যসুন্দর দাস কখনো ছড়া কাটেনি, গীতিকাব্য বা মহাকাব্যে পড়েনি, কোনো গ্রন্থ দেখেনি; ঝুলতে ঝুলতে সে পাগল হয়ে আবোলতাবোল বকতে বকতে ব'কে ওঠে : হ-ত্যা-কা-রী শু-ভ-ব্র-ত/খা-বে -তু-মি মা-নু-ষ ক-তো? অংশুমান সত্যসুন্দর দাসের ছড়া শোনার সাথে সাথে তার বুকে তরবারি ঢুকিয়ে দেয়। বিক্রমপল্লী নগরীর শেষ কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

শুভ্রব্রতের অপ্রতিরোধ্য দিগ্বিজয়ী দুধর্ষ সেনাপতিরা বিক্রমপল্লী নগরী ও রাজ্যকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত ক'রে দেয়; জন্মান্তর ঘটে নগরী ও রাজ্যের। সেনাপতিদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে শুভ্রব্রত তাদের উপাধি দেয় 'বিধাতার চারসূর্য'; এবং পৃথকভাবে উপাধি দেয়

– আদিত্য : বিধাতর ভাস্কর, অংশুমান : বিধাতার মার্তণ্ড, জিতেন্দ্রিয় : বিধাতার ত্বিষাম্পতি, বিভাস : বিধাতার বিবস্বান। তারা বিক্রমপল্লীতে অবিশ্বাসের কুটোটিকেও থাকতে দেয় না, অপবিত্রতার বিন্দুটিকেও রাখে না, অবিশ্বাসী পৌত্তলিকের রক্তে পবিত্র ক'রে তোলে নগরী ও রাজ্যকে। মন্দিরগুলোই হয় তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল; এবং তারা বিক্রমপল্লীর স্বর্ণচূড়োমণ্ডিত মন্দিরগুলোতে একটি মনোরম ব্যাপার লক্ষ্য করে, যা বিশেষ পছন্দ হয় সেনাপতিদের। বিক্রমপল্লীর মন্দিরগুলোতে ধনরত্নমণিমাণিক্যের পরিমাণ অনেক বেশি আর দেবদেবীদের স্বর্ণমূর্তিগুলোও দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেধে অনেক বেশি বড়ো অরুণারাজ্যের স্বর্ণমূর্তিগুলোর থেকে; এবং মন্দিরগুলোর অশীতিপর পুরোহিতেরা অনেক বেশি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন। মন্দিরগুলো তাই তাদের ধ্বংস করতে হয় না, শুধু রূপান্তর করতে হয়। তারা যে-মন্দিরেই যায় (গুটিকয় ছাড়া, যে গুলোর পুরোহিতেরা কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবক) সেখানেই দেখে বুড়ো পুরোহিতেরা অনুচরদের নিয়ে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করছে 'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই', 'মহারাজ শুভ্রব্রত বিধাতার মনোনীতজন', এবং তারা সেনাপতিদের উপহার দেয়ার জন্যে সারিবেঁধে রেখেছে রাশিরাশি স্বর্ণমূর্তি, ও স্বর্ণমূর্তির থেকে সোনালি বালিকা। কোনো কোনো পুরোহিত আগে থেকেই এলাকার জনগণকে দীক্ষিত করেছে বিধাতার ধর্মে; তারা ভাষণ দিয়ে চলছে যে স্বর্গলোকে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে, সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছে আগের দেবতারা সব, কেননা তারা ছিলো দুর্বল ও দুশ্চরিত্র, এবং তাদের স্থলে এখন একচ্ছত্র রাজা হয়েছেন বিধাতা। তাই আগের দেবতাদের পুজো করা পাপ, তারা আর দেবতা নয়, যারা তাদের পুজো করবে তারা নরকে জ্বলবে; এখন একজনই পূজনীয়, যিনি বিধাতা, যিনি সর্বশক্তিধর। সেনাপতিরা আরেক মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের ভাষণ শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ ও আমোদিত হয়। বুড়ো পুরোহিত ভক্তদের উদ্দেশে ব'লে চলছে যে বিধাতা এখন সমস্ত জগত জয় করেছেন; তিনি মহান, তিনি উদার, তাঁর সহস্র নাম; তিনি আগের দেবতাদের হত্যা না ক'রে মনোনীতজন ও সেনাপতি ক'রে পাঠিয়েছেন বিক্রমপল্লীতে। সে বলেছে তারা আগে যে সূর্য দেবতার পুজো করতো, সেই সূর্যদেবতাই জন্ম নিয়েছেন মনোনীতজন শুভ্রব্রত হয়ে; আর চন্দ্রদেব হয়েছেন সেনাপতি আদিত্য, পবনদেব হয়েছেন সেনাপতি অংশুমান, জলদেব হয়েছেন সেনাপতি জিতেন্দ্রিয়, ভূমিদেব হয়েছে সেনাপতি বিভাস; আর অন্যান্য ছোটো দেবতারা হয়েছেন বিধাতার সৈনিক।

প্রথম যে–মন্দিরে আদিত্য প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়, তার পুরোহিত, এক তরুণ, নাম আনন্দযজ্ঞ। আনন্দযজ্ঞকে আদিত্য আগে থেকেই চেনে, এবং আনন্দযজ্ঞও চেনে আদিত্যকে। তার মন্দিরে আদিত্য একবার গেছে। আদিত্য যখন গিয়ে ঢোকে আনন্দযজ্ঞের মন্দিরে তখন আনন্দযজ্ঞ ফুলের পর ফুল নিবেদন ক'রে চলছিলো শ্বেতশুভ্র এক দেবীর পায়ে, যার পায়ে এক সময় ফুল নিবেদন করতো আদিত্য। আদিত্য দেবীকে ও পদতলে ফুল নিবেদনরত আনন্দযজ্ঞকে দেখে একবার কেঁপে ওঠে। সে এক সময় যেমন দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো, একবার সেভাবে তাকিয়ে ফেলে; পরমুহূর্তেই সুস্থির হয়।

আদিত্য চিৎকার ক'রে বলে, 'আনন্দযজ্ঞ, আমাকে অভিবাদন করো; আমি বিধাতার মহারাজ্যের প্রধান সেনাপতি।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'দেবীর চরণকমলে ফুল নিবেদন করো, প্রিয় আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'তুমি এই বারাঙ্গনার মুখে থুতু দাও, আনন্দযজ্ঞ, আমি তোমাকে আদেশ করছি।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'দেবী শুভ্র, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, দেবী পাদপদ্মে শুভ্র ফুল নিবেদন ক'রে তুমি শুদ্ধ হও, প্রিয় আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'আমি এই বারাঙ্গনাকে সহস্রবার ধর্ষণ করি; আমি আদেশ দিচ্ছি, আনন্দযজ্ঞ, তুমিও একে ধর্ষণ করো।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'তুমি দূষিত হয়ে গেছো, আদিত্য।'

আদিত্য 'বিধাতা অনন্য' ব'লে তরবারি দিয়ে দু-টুকরো করে ফেলে আনন্দযজ্ঞকে; আর দেবীর ভক্তরা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

বিক্রমপল্লীর মন্দিরগুলো রূপান্তরিত হয় বিধাতার স্তবাগারে। মন্দিরগুলোতে বীভৎস ঘটনা, দু-একটি ছাড়া, বেশি ঘটেনি; বরং আনন্দের সঙ্গেই মন্দিরগুলো বিধাতার স্তবাগার হয়ে ওঠে। মন্দিরগুলোর যে-সব অবিবেচক পুরোহিত (সবাই তরুণ) বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করতে অসম্মত হয়, তাদের কয়েক মুহূর্তেই সমাধান করা হয়; আর যারা (সবাই বুড়ো) সম্মত হয় বিধাতার ধর্ম গ্রহণে, তাদের নিয়োগ করা হয় বিধাতার স্তবাগারগুলোতে বিধাতার বন্দনাকারীর সম্মানিত পদে। সব কাজই বুড়োরা চিরকাল সুষ্ঠুভাবে করে, বিক্রমপল্লীতেও করে। মন্দিরগুলোর দেবদেবীর থেকে সেনাপতিদের কাছে যা অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়, তা হচ্ছে স্বর্ণমূর্তি, আর বালিকাগুলো। তারা মন্দিরের ধনরত্নমূর্তি আর বালিকাদের লুণ্ঠন করে, রাজকোষে বালিকাদের জমা দেয়ার বিধান শুভ্রব্রত করেনি ব'লে, বা বিধাতা নির্দেশ দেয়নি ব'লে তারা বালিকাদের অংশবিশেষও জমা দেয় না, তবে ধনরত্নমণিমাণিক্যের অংশবিশেষ জমা দেয় মহারাজ্যকোষে।

বিক্রমপল্লীর বিদ্যালয়গুলো ছিলো পর্ণকুটিরমাত্র, যা ছাই হ'তে সময় নেয় না।

বিশ্বাসীরা অধ্যাপকদের গৃহে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতিশক্তি গ্রন্থ যা পায় দগ্ধ করে। বিক্রমপল্লীতে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে নিষিদ্ধ হয়ে যায় নৃত্য (যা ঘৃণা করেন বিধাতা), গীত (যার ওপর বিধাতা বর্ষণ করেন অভিশাপ), বাদ্য (যা দগ্ধ হয় বিধাতার রোষে), কাব্য (যার ওপর বর্ষিত হয় বিধাতার চরম অভিশাপ), চিত্রকলা (যার ওপর বিধাতা নিক্ষেপ করেন থুতু), দর্শন (যা বিধাতা চিরঘৃণ্য)। শুভ্রব্রত ও বিধাতাকে নতুন ক'রে কোনো নির্দেশ দিতে হয় না, কেননা বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নির্দেশ কণ্ঠস্থ সেনাপতিদের ও সৈনিকদের, তারা জানে বিধাতার সমস্ত বিধান। তারা উল্লাসে ঘোড়া ছুটিয়ে, পায়ে হেঁটে, হাতিতে চ'ড়ে বিক্রমপল্লীর দিকে দিকে পৌঁছে দিতে থাকে বিধাতার বিধান। বিক্রমপল্লী, অরুণারাজ্যের মতোই, হয়ে ওঠে এক বিধাতাতান্ত্রিক রাজ্য, যেখানে বিধাতাই একমাত্র সিদ্ধান্তগ্রহণকারী।

বিক্রমপল্লীতে বিধাতার পদানত হওয়ার পর শুভ্রব্রত উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা ক'রে আছে সর্বশক্তিধর সর্বজ্ঞ বিধাতার নির্দেশের জন্যে, প্রতিমুহূর্তে কামনা করছে বিধাতার বাণী; ভোরে, দুপুরে,সন্ধ্যায়, মধ্যরাতে, প্রার্থনা করছে – 'বাণী দিন, বিধাতা, বাণী দান করুন, আমাকে ত্যাগ করবেন না আপনি, আমি আপনার দাস, অস্থির হয়ে আছি, আপনি নির্দেশ দিন, আমাকে বজ্র দিয়ে আঘাত করুন, অগ্নি দিয়ে প্রহার করুন, কিন্তু আমাকে ভুলে যাবেন না; কিন্তু কোনো বাণী কোন নির্দেশ আসছে না, কোনো আলো জ্ব'লে উঠছে না, শুভ্রব্রত স্বস্তি পাচ্ছে না, ঘুমোতে পারছে না, তার রক্ত জ্বলছে, মন দিতে পারছে না কাজে; এমনকি আগের মতো নিজে গিয়ে বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত করতে পারছে না অবিশ্বাসীদের। পারমিতাকে তার মনে পড়ছে, বিধাতাকে মনে পড়তেই মনে তার শূন্যতা দেখা দিচ্ছে, আর তখনি সে পারমিতাকে স্মরণ করছে, স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখতে পাচ্ছে। সেনাপতিদের সে নির্দেশ দেয় মনোনীতজনের, সেনাপতিদের ও বিশ্বাসীদের স্ত্রীদের ও দাসীদের অরুণারাজ্য থেকে বিক্রমপল্লীতে নিয়ে আসতে। সেনাপতিরা ও বহু সৈনিক মনোনীতজনের কাছের আবেদন জানায় তাদের অরুণারাজ্যের স্ত্রীদের বিক্রমপল্লীতে আনার প্রয়োজনবোধ করছে না, বিক্রমপল্লীতেই তাদের স্ত্রী রয়েছে, বা স্ত্রী গ্রহণ করেছে, বিধাতার আশীর্বাদে তারা পরম সুখে আছে এবং বিধাতার নির্দেশ অনুসারে দাসীও গ্রহণ করেছে। শুভ্রব্রত তখন মনোনীতজনের ও যারা চায় তাদের স্ত্রীদের অরুণারাজ্য থেকে বিক্রমপল্লীতে আনার নির্দেশ দেয়।

পারমিতা, অঞ্জনা ও গীতাঞ্জলি বিক্রমপল্লীতে আসার পর কিছুটা স্বস্তি পায় শুভ্রব্রত; এবং তারা স্বস্তি পায়। তারা ভেবেছিলো বিধাতা নিশ্চয়ই বিক্রমপল্লী বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ এক বা একাধিক নারী উপহার দিয়েছে মনোনীতজনকে, এসে যখন দেখে মনোনীতজন একা, তাকে পাহারা দিচ্ছে শুধু ভক্ত প্রহরীরা, চারপাশে কোনো নতুন উপহার নেই, তার অপূর্ব সুখ অনুভব করে, যা কখনো তারা অনুভব করেনি। শুভ্রব্রত পত্নীদের সাথে সময় ও পুলকের পরিপূর্ণ সাম্য রক্ষা ক'রে বারবার মিলিত হয়, কিন্তু তাতেও সে সম্পূর্ণ স্বস্তি পায় না; বরং সে অবিরাম কাঁটার আঘাত বোধ করতে থাকে।

শুভ্রব্রত পারমিতাকে বলে, 'পারমিতা, আমি বড়োই অসুখী; আমার মনে শান্তি নেই।'

পারমিতা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার মুখ দেখেই আমি বুঝেছি অশান্তিতে আছেন আপনি, হে মনোনীতজন, আপনার বারংবার সংযোগের চেষ্টা দেখেও বুঝেছি অশান্তিতে আছেন আপনি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না, পারমিতা, তিনি আমাকে কোনো নির্দেশ দিচ্ছেন না।'

পারমিতা বলে, 'আপনার কি মনে হয় হে মনোনীতজন, যে বিধাতা অসন্তুষ্ট আপনার ওপর?'

শুভ্রব্রত বলে, 'তিনি বাণী পাঠাচ্ছেন না, আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না, এ হয়তো তাঁর অসন্তোষের কারণেই।'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, আপনি কি এমন কিছু করেছেন যা ক্রুদ্ধ করতে পারে বিধাতাকে?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমার বিধাতা তো সব সময়ই ক্রুদ্ধ, পারমিতা কিন্তু আমি এমন কিছু করি নি, যাতে তিনি রুষ্ট হ'তে পারেন।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি কি ধ্বংসপ্রাপ্ত বিধাতাগৃহ পুনরায় নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, আমি কোনো উদ্যোগ নিই নি, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি বিধাতাগৃহ পুনরায় নির্মাণ করুন, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ গৃহরূপে নির্মাণ করুন, এবং উৎসর্গ করুন বিধাতার নামে, তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন আপনার ডাকে।'

শুভ্রব্রতর চোখের সামনে এক অপূর্ব জ্যোতি কাঁপতে দেখে।

শুভ্রব্রত তার সেনাপতিদের সাথে বৈঠকে বসে। শুভ্রব্রতকে ডাকতে হয় না সেনাপতিদের, সেনাপতিরাই তাদের পরিকল্পনা নিয়ে দেখা করতে আসে শুভ্রব্রতের সাথে।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের সম্রাট, আমরা এক আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনার কাছে।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'হে বিধাতার সূর্যগণ, কী তোমাদের আবেদন?'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী অরুণারাজ্যের সম্রাট, ধনসম্পদের অভাব নেই বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের, কিন্তু আমাদের সম্রাটের জন্যে কোনো মহারাজপ্রাসাদ নেই, আর সেনাপতিদের জন্যেও নেই কোনো সম্মানজনক সেনাপ্রাসাদ।'

অংশুমান বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের সম্রাট, একটি মহারাজপ্রাসাদ ও চারটি সেনাপ্রাসাদ নির্মাণ করা এখন একান্ত কর্তব্য; আপনি আদেশ দিলে আমরা তা নির্মাণ করতে পারি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু হে সেনাপতিগণ, তোমরা মূল কাজের কথা কেনো ভুলে গেছো?'

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের সম্রাট, ক্ষমা করুণ আমাদের অপরাধ, মূল কাজ কোনটি আমরা বুঝতে পারছি না, আপনি আমাদের নির্দেশ দিন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ সবার আগে কর্তব্য বিধাতাগৃহ পুনরায় নির্মাণ; হে বিশ্বাসীরা, তোমরা প্রথম শুরু করো বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণ, বিধাতাগৃহ নির্মাণ করো জগতের শ্রেষ্ঠ গৃহরূপে, তারপর নির্মাণ করো অন্যান্য গৃহ।'

বিক্রমপল্লী নগরীর ছ-এলাকায় ছটি গৃহ বা ভবন (বা প্রাসাদ) উঠতে থাকে; তার মধ্যে শ্রেষ্ঠটি বিধাতাগৃহ। তবে বিধাতাগৃহ শ্রেষ্ঠ শুধু নামে ও নামের দৈর্ঘ্যে-এর পূর্ণনাম সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিধর অদ্বিতীয় স্বর্গমর্ত্যাধিপতি সহস্রনামমণ্ডিত বিধাতার পবিত্র গৃহ এবং এর দ্বিতীয় নামই হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ গৃহ; অন্যগুলো হচ্ছে প্রাসাদ— মহারাজপ্রাসাদ ও

সেনাপ্রাসাদ। সেনাপতিদের ওপর শুভ্রব্রত দায়িত্ব ছেড়ে দেয় মহারাজপ্রাসাদ ও সেনাপ্রাসাদ নির্মাণের নিজে দায়িত্ব নেয় বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণের। শুভ্রব্রত বটপ্রাঙ্গণে সবাইকে নিয়ে বিধাতার নাম উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে স্থাপন করে শ্রেষ্ঠ গৃহের ভিত্তি এবং ভিত্তির চারদিকে বিশাল এক এলাকাকে সীমাবদ্ধ করে চতুষ্কোণ দেয়াল দিয়ে। তার মাঝখানে নির্মাণ করে ষড়কোণ বিধাতাগৃহ। অত্যন্ত সহজ সরল নিরাবরণ এক গৃহ অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে ওঠে। শুভ্রব্রত বলে, 'এ গৃহ বিধাতাগৃহের স্বর্গীয় কাঠামো অনুসারে নির্মিত, যারা এ গৃহ নির্মাণে হাত দিয়েছে, তারা হাত দিয়েছে স্বর্গের বিধাতাগৃহ নির্মাণে, তারা বিধাতার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।' বিধাতাগৃহ নির্মিত হ'লে তার সারল্যে ও মহিমায় মুগ্ধ হয় শুভ্রব্রত; এবং সাতদিন ধ'রে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে গৃহ উৎসর্গ করে বিধাতার নামে। শুভ্রব্রত গভীরভাবে বাসনা ক'রে ছিলো বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণের সময় বিধাতা সুখী হয়ে বাণী পাঠাবেন তার কাছে, নির্দেশ দেবেন তাকে; কিন্তু বিধাতা কোনো বাণী পাঠায় না, কোনো নির্দেশ দেয় না। শুভ্রব্রত আরো উদ্বিগ্ন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে; বিধাতাগৃহের কেন্দ্রকক্ষে ধ্যানস্থ হয়ে বারবার প্রার্থনা করতে থাকে– 'বিধাতা, আমাকে আপনি ত্যাগ করবেন না, আপনি নির্দেশ দিন আমাকে, আপনার পবিত্র বাণী দিন আমাকে, আমাকে অনুভব করতে দিন আপনার স্বর্গীয় জ্যোতি; আপনি আমাকে ছিন্নভিন্ন করুন, আমাকে বজ্র দিয়ে পীড়ন করুন, ভস্ম করুন, কিন্তু আপনি ত্যাগ করবেন না আমাকে।' কিন্তু বিধাতা তার ডাকে সাড়া দেয় না, তার কাছে কোনো বাণী পাঠায় না।

সেনাপতিদের প্রবল উদ্যমে মহারাজপ্রাসাদ ও সেনাপ্রাসাদ নির্মাণের কাজ করতে থাকে এবং নির্মাণ শেষ ক'রে আসে শুভ্রব্রতের কাছে।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধিপতি, বিধাতার আশীর্বাদে আমরা প্রাসাদসমূহ নির্মাণের কাজ শেষ করেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে, তোমরা বিধাতাকে ধন্যবাদ দাও।'

সেনাপতিরা বিধাতাকে বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধিপতি, হে বিধাতার মহারাজ্যের সম্রাট, মহারাজপ্রাসাদ ও সেনাপতিপ্রাসাদ নির্মাণের সময় আপনি কখনো দেখতে যাননি, এখন প্রাসাদ নির্মাণ শেষ হয়েছে, আমরা আবেদন করি আপনি এসে একবার দেখুন আমরা কেমন প্রাসাদ নির্মাণ করেছি।'

শুভ্রব্রত আনন্দিত হয়ে সেনাপতিদের সাথে দেখতে যায় মহারাজপ্রাসাদ ও সেনাপ্রাসাদ। প্রথম তারা শুভ্রব্রতকে নিয়ে যায় মহারাজপ্রাসাদে, যেখানে বাস করবে সম্রাট শুভ্রব্রত ও তার সম্রাজ্ঞীরা; এবং সেখান থেকে সে শাসন করবে বিধাতার মহারাজ্য। শুভ্রব্রত দূর থেকে মহারাজপ্রাসাদের মণিমাণিক্যের ঝিলিক দেখে অন্ধ হয়ে যায়, সে সেনাপতিদের কাছে জানতে চায় ওই দিকে এতো অগ্নি লিঙ্গ কেনো; সেনাপতিরা জানায় ওগুলো অগ্নি লিঙ্গ নয়, ওগুলো মূল্যবান পাথরের ঝিলিক। যতোই কাছাকাছি আসতে থাকে ততোই স্তম্ভিত হয় শুভ্রব্রত; সে জন্মেছিলো রাজপ্রাসাদে, কিন্তু এমন কোনো প্রাসাদ সে কল্পনা করতে পারেনি। মহারাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের উদ্যান,

বিচিত্র পাখি, ফোয়ারা, জলাশয়, রঙিন মাছ দেখে প্রাসাদের কক্ষ থেকে কক্ষে যেতে যেতে সে বিবশ হয়ে যেতে থাকে; সেনাপতিরা বারবার বলতে থাকে, বিধাতার আশীর্বাদে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, নিশ্চয়ই বিধাতা চান তাঁর মনোনীতজন ও বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতি বাস করবেন স্বর্গে, কিন্তু মাটিতে স্বর্গ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তাই তারা বিধাতার মনোনীতজন ও বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতির জন্যে নির্মাণ করেছে এ-দীন কুটির। কক্ষের পর কক্ষে যেতে যেতে পথ হারিয়ে ফেলতে থাকে শুভ্রব্রত, মণিমাণিক্যের ঝিলিকের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মনে হয় সে গভীরতম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, পথ চিনতে পারছে না, আদিত্য তাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে ব'লে সে এগোতে পারছে। সেনাপতিদের প্রসাদে গিয়েও গভীর অন্ধকারে পড়ে শুভ্রব্রত; কক্ষের পর কক্ষ, আর আসবাব, আর গালিচা, আর দর্পণ, আর মণিমাণিক্য তাকে অন্ধ করে দেয়। সেনাপতিরা কোনো কিছুরই ত্রুটি রাখে নি কোনো কল্পনাই বাকি রাখে নি বাস্তবায়িত করতে; শুভ্রব্রতের মনে হয় বিধাতাও হয়তো এ প্রাসাদে পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তাই তার ডাকে সাড়া দিতে পারছেন না।

সেনাপ্রাসাদের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে শুভ্রব্রত নিজের ভবনে না গিয়ে সরাসরি যায় বিধাতাগৃহের কেন্দ্রকক্ষে; এবং প্রার্থনা শুরু করে। শুভ্রব্রতের মনে হয় সে প্রার্থনা ভুলে গেছে, যাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে তাঁর নামও মনে করতে পারছে না, হিংস্র কর্কশ অকরুণ ভারী গভীর অন্ধকার দশ দিক থেকে তাকে গ্রাস করছে, সে ঢুকে যাচ্ছে অন্ধকার স্রোতের অতল গহ্বরে। শুভ্রব্রত বিধাতার নাম ভুলে যায়, সে বলতে থাকে— 'আমাকে ত্যাগ করবেন না, আমি আপনার নাম ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি আমাকে ভুলে যাবেন না, আমাকে নির্দেশ দিন, বাণী দিন আমাকে, আমি আপনার চিরভৃত্য।' কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না; তার আহ্বানে শুধু গভীরতর অন্ধকার বয়ে এসে তাকে প্লাবিত করে; শুধু সে মাঝেমাঝে শুনতে পায় পরমদাস তার পেছনে দাঁড়িয়ে আবেদন করছে, 'হে মনোনীতজন, ত্রাণ করুণ আমাদের, রাজগৃহ মহাবেশ্যা, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস হ'তেই হবে, ধ্বংস করুন মহাবেশ্যা রাজগৃহকে।' শুভ্রব্রতের প্রার্থনার ভেতরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাজগৃহ নামের একটি বেশ্যা ঢুকে পড়ে, সে বেশ্যাটিকে চিনতে পারে না; তার মনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে প্রশ্ন জাগে— কেনো ধ্বংস করতে হবে বেশ্যাটিকে? সে কি আশ্চর্য রূপবতী? তাকে কি লাভ করা যায় নি? তাই কি ধ্বংস করতে হবে তাকে? শুভ্রব্রত বিধাতার নাম মনে করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে, কোনো নাম তার মনে পড়ে না; শুভ্রব্রত কেঁদে ওঠে, 'আমাকে ত্যাগ করবেন না, প্রভু।'

সেনাপতিরা শুভ্রব্রতের প্রতি আবেদন জানায়, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, মনোনীতজনের ও সেনাপতিদের প্রাসাদপ্রবেশের দিবসটিকে ঘোষণা করুন 'বিধাতার মহারাজ্য দিবস' নামে, যেদিন বিশ্বাসীরা বিধাতাকে সারাদিন ধন্যবাদ জানিয়ে সারারাত উল্লাস করবে। ওই দিনটি হোক বিশ্বাসীদের প্রার্থনা ও উৎসবের দিন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমরা এ-নির্দেশ প্রচার করো বিশ্বাসীদের মধ্যে, এবং তাদের জানিয়ে দাও যে প্রতিবছর বিশ্বাসীরা এ-দিনটি পালন করবে পবিত্র দিবস হিসেবে।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের সম্রাট, আপনার আদেশ অবিলম্বে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি বিশ্বাসীদের।'

সাত দিন পর শুভ্রব্রত তিন সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে ওঠে মহারাজপ্রাসাদে; আর চার সেনাপতি পত্নীদের ও অসংখ্য দাসীদের নিয়ে ওঠে নিজ নিজ সেনাপতিপ্রসাদে।

বিধাতার মহারাজ্য দিবসে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধিবাসীরা সারাদিন ধ'রে ধন্যবাদ জানায় পরম শক্তিধর সর্বজ্ঞ বিধাতাকে, প্রার্থনা করে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত; আর শুভ্রব্রত ও তার সেনাপতিরা ওঠে নিজেদের প্রাসাদে। দিনভর বিধাতার মহারাজ্য জুড়ে বিধাতার নাম উচ্চারিত হয় কোটি কোটি বার, স্তবাগারগুলো পরিপূর্ণ ও মুখর থাকে; শুভ্রব্রত প্রার্থনা করতে গিয়ে বারবার ভুল করে, এবং ভয় পায়। মহারাজপ্রাসাদে ঢুকে আবার সে অন্ধকারে পড়ে; তার মনে হয় আর কোন দিন তার চোখের সামনে অপূর্ব জ্যোতি দেখা দেবে না। সম্রাজ্ঞীরা, বিশেষ করে অঞ্জনা আর গীতাঞ্জলি, মুগ্ধ হয় প্রসাদ দেখে; এবং উচ্ছ্বসিত অঞ্জনা হেসে হেসে এমন কথা বলে যাতে তার বুক কেঁপে ওঠে। অঞ্জনা বলে যে শুভ্রব্রত এ-প্রাসাদে বাস করলে পুরোনো রানীদের কথা একেবারে ভুলে যাবে, এমনকি তার বিধাতাকেও ভুলে যাবে। শুভ্রব্রত চমকে ওঠে—সে কি ভুলে যাচ্ছে না তার বিধাতাকে আর বিধাতা কি ভুলে যাচ্ছেন না তাকে? অঞ্জনা জানলো কী ক'রে? বেদনায় ভেঙে পড়ছে শুভ্রব্রত, কিন্তু সে তার বেদনার কথা কাউকে বলতে পারছে না; এমনকি পারমিতাকেও না। তবে পারমিতাকে বলতেই হবে, সে আর যন্ত্রণা বইতে পারছে না। পারমিতা কি বুঝতে পারছে না তার যন্ত্রণা? না কি বুঝতে পেরেও সে অপেক্ষা ক'রে আছে তার থেকে শোনার জন্যে?

শুভ্রব্রত পারমিতাকে বলে, 'পারমিতা, আমার মন বড়োই অশান্ত, বিধাতা বোধ হয় ত্যাগ করেছেন আমাকে।'

পারমিতা বলে, 'হে স্বামী, আপনার মুখ দেখে কিন্তু আপনাকে অশান্ত মনে হচ্ছে না, বরং শান্তই মনে হচ্ছে।'

শুভ্রব্রত কেঁপে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি আমাকে মনোনীতজন বলে সম্বোধন করলে না কেনো পারমিতা?

পারমিতা বলে, 'আপনার মুখ দেখে আজ আপনাকে স্বামী বলেই সম্বোধন করতে ইচ্ছে হলো, আমি সুখী হলাম।'

শুভ্রব্রত অস্থির হয়ে উঠতে চায়, জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি বিধাতার মনোনীতজন নই, বিধাতা কি মনোনীত করেন নি আমাকে?'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা যখন ইচ্ছে কাউকে মনোনীতজন করেন, যখন ইচ্ছে কাউকে মহারাজ্যের মহারাজ করেন। বিধাতা এখন আপনাকে মহারাজ্যের মহারাজ করেছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু মহারাজ হওয়ার থেকে আমি বিধাতার মনোনীতজন হয়ে বেশি সুখ পাই; আমি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিধর বিধাতার স্পর্শ পাই, আমি সুস্থ থাকি।'

পারমিতা বলে, 'যখন দরকার হবে বিধাতা আপনাকে ডাকবেন, আপনাকে নির্দেশ দেবেন, হে পরম গুরু।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কখন আবার আমাকে ডাকবেন বিধাতা, যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বশক্তিধর?'

পারমিতা বলে, 'আপনি উদ্বেগ ছেড়ে বিধাতার মহারাজ্য শাসন করুন, হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহারাজ, হে স্বামী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'রাজ্য শাসন করলেই তো আমার চলবে না, বিধাতার মহারাজ্য বাড়াতে হবে, জগতে বিধাতার রাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য থাকবে না।'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা তো আপনাকে সে নির্দেশই দিয়েছেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্বত থেকে পর্বত পর্যন্ত স্থাপন করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য জয় করতে হবে রাজগৃহ। পরমদাস সব সময় চিৎকার করে আমার মনে—রাজগৃহ মহাবেশ্যা, ওই মহাবেশ্যাকে ধ্বংস হতেই হবে।'

পারমিতা বলে, 'আপনি একটি নতুন নারী গ্রহণ করুন, স্বামী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা কি অনুমোদন করবেন?'

পারমিতা বলে, 'আপনি আবেদন করলে বিধাতা অবশ্যই অনুমোদন করবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি আপনার শুভকামী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু অঞ্জনা? অঞ্জনা কি মেনে নেবে?'

পারমিতা বলে, 'আমি অঞ্জনাকে সম্মত করাবো, হে মহারাজ হে স্বামী।'

শুভ্রব্রত, বিধাতার মনোনীতজন ও বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের মহারাজ, মহারাজ্য শাসনের ভার পুরোপুরি গ্রহণ করে নিজের হাতে, এবং বিস্মিত হয়ে সে অনুভব করে যে শাসন করা বেশ সুখকর কাজ। এতোদিন শাসনের দায়িত্ব পালন করেছে সেনাপতিরাই, শুভ্রব্রত তাদের ওপরই সব ভার অর্পণ করেছিলো—আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস যুদ্ধে যেমন শাসনেও তেমনি দক্ষ, শাসনও তাদের কাছে এক ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ; তারা বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যকে গ'ড়ে তুলেছে বিধাতার নির্দেশসম্মত ফাঁকফোকড়হীন এক সুনিয়ন্ত্রিত সেনাতান্ত্রিক রাজ্যরূপে। তারা নিজেরা অবশ্য যাপন করে অবাধ দ্বৈত জীবন; বাইরে তারা একবিন্দুও চলে না বিধাতার নির্দেশ ছাড়া এবং অধিবাসীদের একেবারেই চলতে দেয় না, বারবার তাদের নির্দেশ দেয় বিধাতার বিধান মেনে চলতে, মৃত্যুদণ্ডের ভীতিতে জনগণকে সব সময় আতঙ্কিত রাখে, আর নতুন নতুন স্তবাগার তারা তৈরি করে চলে রাজ্য জুড়ে, স্তবাগারগুলোকে মুখর রাখে বিধাতার বন্দনায়; বহু বিধান তারা নিজেরাই তৈরি করে এবং চালিয়ে দেয় বিধাতার বিধানরূপে, শুভ্রব্রতও সেগুলো অস্বীকার করতে পারে না, কেননা সেগুলো সে স্মরণ করতে পারে না বলেই তার মনে হয় সেগুলো বিধাতার কাছ থেকে সে পেয়েছে। সেনাপতিরা বিধাতার মহারাজ্যের সবচেয়ে শক্তিমান ও ঐশ্বর্যশালী পুরুষ এবং প্রমোদেও তারা অক্লান্ত। বাইরে তারা কখনো প্রমোদে মাতে না, বিধাতার মহারাজ্যে বিধাতার নির্দেশ প্রমোদ নিষিদ্ধ, তাই প্রমোদে তারা সীমাবদ্ধ রাখে প্রাসাদের ভেতরে; অজস্র রূপসী প্রিয়দাসী পালন করে সেনাপ্রাসাদের সংলগ্ন মণিমাণিক্যখচিত প্রিয়দাসীভবনে, এবং নৃত্যগীত ও সুরাপানে নিয়মিতভাবেই সম্ভোগ করে জীবন।

শুভ্রব্রত শাসনভার নেয়ার পর থেকেই অস্বস্তিবোধ করতে থাকে সেনাপতিরা। তারা ভেবেছিলো বিধাতার মনোনীতজন রাজ্য শাসনে কখনো মনোযোগ দেবেন না;

অলৌকিক মানুষ তিনি, শুধু নির্দেশ দেবেন, দরকার মতো বিধাতার সাথে যোগাযোগ ক'রে অবিচল শাশ্বত বিধান নিয়ে আসবেন স্বর্গ থেকে, মানুষকে স্বর্গ আর নরকের কথা শোনাবেন, ব্যস্ত থাকবেন প্রার্থনা ও বিধাতার ধর্ম প্রচারে, মাঝে মাঝে বিধাতার উপহার হিসেবে গ্রহণ করবেন দু-একটি নারী; কিন্তু তারা হতাশ হয়ে দেখতে পায় শুভ্রব্রত পালন করছে সব দায়িত্ব, হিসেব নিচ্ছে রাজকোষের প্রতিটি মুদ্রার, মন্দিরগুলো থেকে লুণ্ঠিত প্রতিটি স্বর্ণমূর্তির, সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে সেনাপতিদের ভাতা। তারা এতে সুখ বোধ করে না। শুভ্রব্রতের কোনো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ সম্ভব নয় তাদের পক্ষে; শুভ্রব্রত মনোনীতজন ও মহারাজ্যের অধীশ্বর, আর সৈনিকেরা ও বিশ্বাসী জনগণ তার একান্ত অনুগত; কিন্তু তারা বিধাতার মহারাজ্যের সেনাপতি, তারা অন্যদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত, নিজেদের নিয়ন্ত্রিত জীবনে অভ্যস্ত নয়। তারা কি বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনে কোনো ভূমিকা পালন করে নি? পালন করেনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা? তারা না থাকলে কি বিধাতা এসে মহারাজ্য স্থাপন করে দিয়ে যেতেন মনোনীতজনকে? এটা ঠিক মনোনীতজন বিধাতার মনোনীত, তার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু তারা কি তুচ্ছ? সেনাপতিরা খুবই অস্বস্তি ও পীড়া বোধ করতে থাকে, প্রচুর প্রমোদও তাদের পীড়া থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

সব সেনাপতির রক্তের ভেতরই কথাটি প্রচণ্ড অস্বস্তি হয়ে বইছিলো, তবে আদিত্যই কথাটি প্রথম তোলে নিজেদের মধ্যে, যখন এক সন্ধ্যায় তারা নৃত্য, গীত ও সুরা উপভোগ করছিলো বিভাসের সেনাপ্রাসাদের প্রমোদনিকেতনে। অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস তার সাথে পুরোপুরি একমত হয়।

আদিত্য বলে, 'প্রধান সেনাপতি হয়েও আমি আজকাল কোনো সুখ পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে আমি একটা সাধারণ সৈনিক।'

আদিত্য সুরা পান করতে করতে একটি নগ্ন দাসীকে আদর করতে থাকে।

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'মনোনীতজন ও বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতি যেদিন থেকে শাসনভার নিয়েছেন, সেদিন থেকে মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেছি।'

তার কোলের রূপসী দাসীটি খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে।

আদিত্য বলে, 'তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো ক্ষমতাই প্রকৃত ব্যাপার সেনাপতিরা সুখ পায় ক্ষমতায়, নারী আর সুরাও সেনাপতিদের এতো সুখ দিতে পারে না, নারীসুখ অস্থায়ী।'

তার নগ্ন দাসীটি তার মুখে তুলে ধরে সুরাপাত্র, এবং রুনুঝুনু হাসতে থাকে।

অংশুমান বলে, 'আগে মনে হতো আমার একটি নয় দুটি সংযোগযন্ত্র আছে, কিন্তু আজকাল মনে হয় আমি একটা বৃহন্নলা।'

তার প্রিয়দাসীটি তার শরীরের বিশেষ অংশে হাত বুলোতে থাকে।

আদিত্য বলে, 'আমাদের একটি ব্যবস্থা নেয়া দরকার, সেনাপতিগণ।'

বিভাস জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি, হে প্রধান সেনাপতি?'

আদিত্য বলে, 'রাজ্য যখন শান্তিপূর্ণ থাকে তখন সেনাপতিদের কোনো মূল্য থাকে না, শান্তি সেনাপতিদের শত্রু, সেনাপতিদের মূল্য বাড়ে যুদ্ধের সময়। তাই আমাদের যুদ্ধ দরকার।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'বিধাতা তো বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু মনোনীতজন এখন সে-কথা ভাবছেন না। মনে হচ্ছে মনোনীতজন রাজ্য শাসন ক'রে সুখ পাচ্ছেন।'

আদিত্য বলে, 'মনোনীতজনের কাছে আমাদের যেতে হবে, মনোনীতজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা এখন সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা সেনাপতি, বিধাতার মহারাজ্যের কথা আমরা ভুলতে পারি না।'

অংশুমান বলে, 'রাজগৃহ জয় না করা পর্যন্ত রাজ্যকে আমরা বিধাতার মহারাজ্যে বলতে পারি না আর বিধাতার মহারাজ্য কোনোখানে এসে থেকে যেতে পারে না, বিধাতার মহারাজ্য ক্রমবর্ধমান মহারাজ্য।'

আদিত্য বলে, 'অবিলম্বে রাজগৃহ জয় করা দরকার, এখন আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন যুদ্ধ; বিধাতার জন্যে যতোটা তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের জন্যে।'

সেনাপতিদের সময় অপচয় করে না, পরদিনই শুভ্রব্রতের সাথে সাক্ষাৎ করে।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, বিধাতার মহারাজ্য এখনো সম্পূর্ণ স্থাপন করা হয়নি, সৈনিকেরা বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের জন্যে খুবই ব্যগ্র, অবিলম্বে রাজগৃহ অধিকার ক'রে বিধাতার মহারাজ্য বাড়ানোর এটাই উপযুক্ত সময়।'

শুভ্রব্রত আদিত্যের কথা শুনে চমকে ওঠে।

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি, হে মনোনীতজন, আপনি নির্দেশ দিলেই আমরা যুদ্ধের আয়োজন করতে পারি।

শুভ্রব্রত বলে, 'নির্দেশ দেয়ার অধিকার একমাত্র বিধাতার, তিনি সর্বজ্ঞ; তিনি এখনো কোনো নির্দেশ দেননি।'

অংশুমান বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতা অনেক আগেই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বিধাতার মহারাজ্য স্থাপন করতে বলেছেন, কিন্তু আমরা এখনো মহারাজ্য স্থাপন করতে পারিনি; আমাদের রাজ্যকে মহারাজ্য বলা যায় না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, বিক্রমপল্লী বিজয়ের পর সর্বশক্তিধর সর্বজ্ঞ বিধাতা কোনো নির্দেশ দেননি, আমি তাঁর নিদেশের প্রতীক্ষায় আছি।'

বিভাস বলে, 'হে মনোনীতজন, সর্বজ্ঞ বিধাতা এক আদেশ দুবার দেবেন না বলেই মনে হয়, আদেশ তিনি আগেই দিয়েছেন। এখন আপনি আদেশ দিলেই আমরা জয় করতে পারি রাজগৃহ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমাদের ধর্মানুরাগে আমি অতিশয় সন্তোষবোধ করছি, তোমরা স্বর্গে পুরস্কৃত হবে।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীত জন, আমরা স্বর্গে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হওয়ার আশা পোষণ করি, তাই বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের কথা কখনো ভুলতে পারি না। আপনি আমাদের আদেশ দিন, আমরা যুদ্ধের উদ্যোগ নিই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিধাতার মহারাজ্যের সেনাপতিগণ, তোমরা প্রতীক্ষা করো, সৈনিকদের প্রস্তুত রাখো; বিধাতা নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন।'

সেনাপতিরা চ'লে যাওয়ার পর শুভ্রব্রত আবার গভীর অন্ধকারে পড়ে। তার মনে হয় সে আর এ-অতল অন্ধকার থেকে উঠে আসতে পারবে না, লুপ্ত হয়ে যাবে অসীম অনন্ত অমায়। বিধাতার মহারাজ্যের কথা সে ভুলে গিয়েছিলো কীভাবে? সে কি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলো বিধাতার মহারাজ্যের কথা? নইলে কেনো তার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে মনে পড়ে নি যে স্থাপন করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য? সে কি বিধাতার মহারাজ্য স্থাপন করতে চায় না? বিধাতাই বা কেনো তাকে নির্দেশ দিচ্ছে না? কেনো তাকে আদেশ দিচ্ছেন না। মহারাজ্য স্থাপনের? কেনো বিধাতা নির্বিকার? শুভ্রব্রত পরমদাসের চিৎকার শুনতে পায়– 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, মহাবেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে' শুভ্রব্রতের মনে হয় কোনো চরম অপরাধ করেছে সে বিধাতার কাছে, যার জন্যে বিধাতা তাকে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু কী অপরাধ সে করেছে? নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়, যেকথা ভুলে যায়নি। সেনাপতিরা–আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস—সে কী করে ভুলে রইলো সে কথা? তার থেকেও ধার্মিক হয়ে উঠেছে তার সেনাপতিরা? শুভ্রব্রত আবেদন জানাতে থাকে 'বিধাতা, আদেশ দেন, আমি কী করবো? আমি কি এখনই রাজগৃহ ধ্বংস করবো? তারপর আরো, আরো, রাজ্য আর নগর ধ্বংস ক'রে স্থাপন করবো আপনার মহারাজ্য? আমাকে আদেশ দিন হে পরম শক্তিধর, হে সর্বজ্ঞ।' শুভ্রব্রত অস্থিরভাবে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নিজেই শকট চালিয়ে যায় বিধাতাগৃহে, কোনো দিকে না তাকিয়ে কেন্দ্রকক্ষে গিয়ে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করার চেষ্টা করে; কিন্তু সে প্রার্থনা করতে পারে না, চোখের সামনে বারবার দেখতে পায় সেনাপতিদের মুখ, যা বিনীত থেকে ধীরেধীরে বিকট হয়ে উঠতে থাকে। সে দেখতে পায় বীভৎস মুখের সেনাপতিরা তার কাছে দাবি করছে— 'আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করুন, রাজগৃহ জয় করুন, আমরা এখনি রাজগৃহ জয় করতে চাই, আপনি না চাইলে আপনি ছেড়ে দিন বিধাতার প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব, আমরা দায়িত্ব নিই।' সেনাপতিদের মুখ তরবারির মতো ঝকঝক করতে থাকে; আর শুভ্রব্রত চিৎকরে ক'রে ওঠে – 'বিধাতা নির্দেশ দিলেই আমরা জয় করবো রাজগৃহ, তোমরা প্রতীক্ষা করো।' শুভ্রব্রত নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ে আর বারবার বিধাতার উদ্দেশে বলতে থাকে— 'বিধাতা, আমাকে আপনি ত্যাগ করবেন না; আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আপনি আমাকে মনোনীত করেছিলেন, আমাকে আপনি করুণা ক'রে গৌরব দিয়েছিলেন আপনার মনোনীতজনের, দায়িত্ব দিয়েছিলেন আপনার মহারাজ্য স্থাপনের, আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার, এখন আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না, আমাকে আদেশ দিন, আমি আপনার পদাশ্রিত।' শুভ্রব্রত অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরমদাস সব সময় যে সর্বত্র এবং বিধাতাগৃহেও পাহারা দেয় শুভ্রব্রতকে এবং আজো দিচ্ছিলো, খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করে। মনোনীতজনকে সে কখনো বিধাতাগৃহে ঘুমিয়ে পড়তে আর সূর্যাস্তপরবর্তী বিধাতাস্তব থেকে বিরত থাকতে দেখেনি; এটা তার ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক ঘটনা মনে হয়। সূর্য অস্ত গেছে বেশ আগে, মনোনীতজন তবুও ঘুম থেকে উঠছেন না, সান্ধ্যস্তব করছেন না, এতে সে ভয় পায়। সে কাউকে কেন্দ্রকক্ষের দিকে আসতে দেয় না, নিজেও কাছে যায় না; সে নিজে দ্রুত বিধাতাস্তব সেরে নেয়।

মনোনীতজন কি আজ স্তব করবেন না, তার মনে প্রশ্ন জাগে; আবার তার মনে হয় মনোনীতজন ঘুমের মধ্যেই হয়তো স্তব সম্পন্ন করেছেন; মনোনীতজনের হয়তো সব সময় জেগে স্তব করার দরকার পড়ে না। মনোনীতজনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংসের কথা মনে করিয়ে দিতেও তার ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহস পায় না; তার মনে হয় মনোনীতজন সংকটে রয়েছে, আবার মনে হয় বিধাতা যাঁকে মনোনীত করেছেন, যাঁর ওপর ভার দিয়েছেন বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের তাদের ত্রাণ করার, যাঁর জন্যে নির্ধারিত রেখেছেন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থান, তাঁর কোনো সংকট থাকতে পারে না। তিনিই যদি সংকটগ্রস্ত, তাহলে কী হবে অন্যদের? বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে, তবুও জাগে না শুভ্রব্রত এবং আরো উদ্বিগ্ন হয় পরমদাস। সে খুব কাছে গিয়ে তাকিয়ে থাকে শুভ্রব্রতের মুখের দিকে; মুখটিকে তার অত্যন্ত চেনা ও অচেনা মনে হয়।

এক সময় পরমদাস নিজেরই অজ্ঞাতে ডেকে ওঠে, 'হে মনোনীতজন, জাগুন, সূর্য অস্ত গেছে।'

শুভ্রব্রত সাড়া দেয় না; নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই ভয় পায় পরমদাস; কিন্তু তার মনে হয় মনোনীতজনকে জাগাতেই হবে।

পরমদাস শুভ্রব্রতের পায়ে চুম্বন ক'রে ডাকে, সূর্য অস্ত গেছে, হে মনোনীতজন, জাগুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রতের ঘুম ভেঙে যায়, শিশুর মতো চোখ মেলে সে জিজ্ঞেস করে, 'রাত কি শেষ হয়েছে? ভোর হয়েছে?'

পরমদাস বিচলিত হয়ে বলে, 'হে মনোনীতজন, ভোর নয়, এইমাত্র সন্ধ্যা হলো।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কে তুমি, কে?'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আমি পরমদাস, আপনার অনুসারী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি এক সময় নগ্ন ছিলে, তাই না?'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আমি নগ্ন ছিলাম।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি আমাকে আরেকবার জাগিয়েছিলে।'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার কিশোর মুখ দেখে বুঝেছিলাম, আপনি আমাদের ত্রাণ করবেন। অনেক কাল আমরা আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু মহাবেশ্যা রাজগৃহকে আমি আজো ধ্বংস করি নি।'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আজো আমরা অপেক্ষায় আছি, একদিন আপনি ধ্বংস করবেন ওই মহাবেশ্যাকে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'অবশ্যই ধ্বংস করবো রাজগৃহকে, বিধাতা নির্দেশ দিলেই ধ্বংস করবো, ছাই হয়ে যাবে ওই ঝলমলে কমলালয়।'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আজো সেই আশায় বেঁচে আছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজো তুমি না ভাঙালে আমার ঘুম ভাঙতো না।'

পরমদাস মাথা নিচু ক'রে থাকে।

শুভ্রব্রত পরমদাসকে নিজের ভেতরটি খুলে সব কিছু বলার আবেগ বোধ করে। সে বলতে চায় যে বিধাতা তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, তাকে কোনো নির্দেশ দিচ্ছে না,

বিধাতা ত্যাগ করেছে তাকে, সে চরমতম অন্ধকারে ও অসুখে রয়েছে, কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে যায় শুভ্রব্রত। তার ভয় হয় এখনি তার মাথার ভেতরে আবার অন্ধকার জমাট বেঁধে নামবে, কয়েক মুহূর্ত ধ'রে তার মগজে মৃদু রোগ খেলা করছে, রোদটুকু ভালো লাগছে, পরমদাসের সাথে কথা ব'লে মাথাটি হাল্কা হয়েছে, সে আর মগজের কোষে কোষে অসীম অন্ধকারের ভার বইতে চায় না। শুভ্রব্রত উঠে দাঁড়ায়। বিধাতা গৃহের বাইরে এসে সে শকটে ওঠে চালক মহারাজপ্রাসাদের দিকে শকট চালাতে থাকে। পরমদাস তার রক্ষীবাহিনী নিয়ে শুভ্রব্রতকে অনুসরণ করতে থাকে। মহারাজপ্রাসাদের তোরণে এসে শুভ্রব্রত চালককে নির্দেশ দেয় শকট ঘোরাতে, আদেশ দেয় সেনাপতি আদিত্যের প্রাসাদে যেতে। চালক বিস্মিত হয়, – মনোনীতজন কখনো সেনাপতিদের বাড়িতে যাননি, সেনাপতিরাই আসে মহারাজ মনোনীতজনের কাছে। মহারাজ মনোনীতজনের শকট ঢুকছে দেখে সেনাপতি আদিত্যের প্রাসাদতোরণের প্রহরীরা উত্তেজিত ও আনন্দিত হয়ে অভিবাদন জানায়, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তোরণ খোলে, প্রাসাদের দরোজা খুলে শুভ্রব্রতকে ভেতরে নিয়ে যায়, কক্ষের পর কক্ষ পেরিয়ে এক বিশাল কক্ষে নিয়ে আসে, যেখানে ঢুকেই শুভ্রব্রত মধুর সঙ্গীত ও নাচের শব্দ শুনতে পায়। শুভ্রব্রতের ভালো লাগে। মৃদু আলোকিত কক্ষ, শুভ্রব্রত দূর থেকে দেখতে পায়, নাচছে কয়েকটি নর্তকী; তাদের কণ্ঠ থেকে গান আর নূপুর থেকে মধুর ধ্বনি উঠছে। শিউরে উঠে একবার স্বর্গের কথা মনে পড়ে শুভ্রব্রতের। শুভ্রব্রত কাছাকাছি যেতেই তাকে দেখে বিস্ময়ে ও ভয়ে লাফিয়ে ওঠে চার সেনাপতি— আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। সোনার পানপাত্রে তারা পান করছিলো দ্রাক্ষার সুরা। সুরা আর নর্তকীদের কণ্ঠ ও নূপুরধ্বনি পান ক'রে তারা মত্ত হয়ে উঠেছে, পা টলছে তাদের। শুভ্রব্রতকে তারা প্রত্যাশা করেনি। তারা শুভ্রব্রতের পদতলে প'ড়ে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, আর নর্তকীরা নাচ বন্ধ ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুভ্রব্রত নর্তকীদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, 'নর্তকীরা, তোমরা সুন্দর, তোমাদের নাচ সুন্দর তোমরা নাচো।' শুভ্রব্রতের চোখে একবার স্বর্গ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নর্তকীরা নাচার চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের হাত পা নড়ে না, স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তারা।

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কী পান করছো, সেনাপতিগণ?'

সেনাপতিরা কোনো কথা বলে না, মাথা নিচু ক'রে থাকে।

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা যা পান করছো, তা নিশ্চয়ই সুখকর, তোমাদের সুখী দেখাচ্ছে।'

সেনাপতিরা শুভ্রব্রতের পায়ে চুমো খেয়ে কেঁদে কেঁদে বলে, 'আমরা সুখী নই, হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধিরাজ, তাই আমরা দ্রাক্ষার সুরা পান করছি, আমাদের ক্ষমা করুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমরা সুখী।'

তারা বলে, ' হে মনোনীতজন, আমরা সুখী নই।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো তোমরা সুখী নও, হে সেনাপতিগণ?

আদিত্য বলে, 'আমরা বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছি, হে মনোনীতজন, আপনি আমাদের আদেশ দিচ্ছেন না, তাই আমরা সুখী নই। যতো দিন বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হবে আমরা সুখ পাবো না।'

শুভ্রব্রত বিব্রতবোধ করে, একখণ্ড অন্ধকার দেখতে পায়।

তারা বলে, 'আমাদের আদেশ দিন, হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধিরাজ, আমরা স্থাপন করি বিধাতার মহারাজ্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা প্রস্তুত থাকো, এবং অপেক্ষা করো, হে সেনাপতিগণ, নিশ্চয়ই বিধাতা আদেশ দেবেন।'

শুভ্রব্রতের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সেনাপতি আদিত্যের প্রাসাদ জুড়ে; সমগ্র প্রাসাদ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সাড়া প'ড়ে যায় আদিত্যের প্রাসাদের অসূর্যম্পশ্যা নারীদের মধ্যে; আদিত্যের পত্নীরা ব্যাকুল হয়ে ওঠে মনোনীতজনের পদধূলি নেয়ার জন্যে, তাদের মনে হয় এমন শুভ মুহূর্ত তাদের জীবনে কখনো আসেনি, হয়তো আর আসবে না। তারা জানতে পারে মনোনীতজন আনন্দশালায় রয়েছেন সেনাপতিদের সাথে; কিন্তু তারা কখনো আনন্দশালায় আসেনি, আনন্দশালায় আসা নিষিদ্ধ; প্রথম তারা ঠিক ক'রে উঠতে পারে না কীভাবে পদধূলি পাওয়া যেতে পারে মনোনীতজনের। তাঁর পদধূলি পেতেই হবে, তাঁর মুখ একবার অবগুণ্ঠনের ভেতর থেকে দেখতেই হবে, যিনি বিধাতার মনোনীতজন, যিনি বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর। বিশেষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে আদিত্যের কনিষ্ঠতম প্রিয়তম পত্নী চন্দ্রবালা, যার রূপ চাঁদের মতোই অতুলনীয়। আদিত্যের পত্নীরা পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে উপস্থিত হয় আনন্দশালার দরোজায়। তারা আদিত্যের কাছে সংবাদ পাঠায় যে তারা মনোনীতজনের পদধূলি প্রার্থনা করে। সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয় আদিত্য, সে বুঝে উঠতে পারে না কীভাবে মহারাজ মনোনীতজনের কাছে সে পেশ করবে প্রস্তাবটি, আর মনোনীতজনই বা তা কীভাবে গ্রহণ করবেন। তার পা টলছিলো শুরু থেকেই, এখন আরো বেশি টলতে শুরু করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'সেনাপতি আদিত্য, তুমি কি কোনো আবেদন জানাতে চাও?' আদিত্য বলে, 'হে মহারাজ, হে মনোনীতজন, আমি জানি না কীভাবে আবেদন জানাবো।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি সরলভাবে আবেদন জানাও, সেনাপতি আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, আমার পত্নীরা আপনার পবিত্র পদধূলি প্রার্থনা করে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তাদের তুমি আসতে বলো, এবং তাদের বলো অবগুণ্ঠনের আড়ালে থেকে পদধূলি গ্রহণ করতে।'

আদিত্য স্ত্রীদের ডাকতে যাওয়ার উপক্রম করতেই শুভ্রব্রত আবার বলে, 'তুমি কক্ষান্তরে যেতে বলো অন্য সেনাপতিদের, কেননা বিধাতা চান না যে পরপুরুষ নারীদের ছায়ামূর্তিও দেখুক।'

সেনাপতি অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস কক্ষান্তরে চ'লে যায়, গিয়ে তারা স্বস্তি পায়; এবং আদিত্য তারা অবগুণ্ঠিত পত্নীদের নিয়ে শুভ্রব্রতের সামনে এসে

বিচলিতভাবে দাঁড়ায়। পত্নীরা একে একে পদধূলি গ্রহণ করে মনোনীতজনের, অবগুণ্ঠনের আড়ালে থেকে মৃদু আলোকে তারা প্রাণভ'রে দেখে শুভ্রব্রতের পদতল। এই সেই পবিত্র পদতল, তাদের মনে হয়, তার থেকে পবিত্র আর কিছু নেই; শুধু পবিত্র নয় এই পদতল রূপময় এই পদতল সুন্দর। তাদের অবগুণ্ঠন একটুকু নড়ে না। আদিত্যের কনিষ্ঠতম পত্নী চন্দ্রবালা পদধূলি গ্রহণ করতে গিয়ে শুধু পদধূলি গ্রহণ করেই তৃপ্তি পায় না, সে তার দুটি কোমল ওষ্ঠ দিয়ে চুম্বন করে শুভ্রব্রতের পদতল— একবার, দুবার, অনেকক্ষণ ধ'রে সে তার ওষ্ঠ ছুঁইয়ে রাখে শুভ্রব্রতের পায়ে; পদ্মের পাপড়ির নিবিড় ছোঁয়ায় শিউরে ওঠে শুভ্রব্রত। শুভ্রব্রতের পদচুম্বন ক'রে যখন ধীরে ধীরে আকাশে চাঁদ ওঠার মতো উঠে দাঁড়ায় চন্দ্রবালা, তার শরীর থেকে ধীরে ধীরে খ'সে পড়ে সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠন, যেনো চাঁদের দেহের ওপর থেকে স'রে গেলো কৃষ্ণছায়া। শুভ্রব্রত খুব সামনে দেখতে পায় একটি ধবধবে চাঁদ, কেঁপে ওঠে আদিত্য ও তার অন্য পত্নীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে তারা স্ফুট আর্তনাদও ক'রে ওঠে। শুভ্রব্রত একবার আঙুল দিয়ে ছোঁয় চন্দ্রবালার চিবুক; তারপর সে 'বিধাতা, হে বিধাতা' ব'লে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে, পেছনের দিকে একবারও তাকায় না। শুভ্রব্রতের মনে হয় সে হাঁটতে পারছে না, চাঁদের আলোর ভেতর সে হারিয়ে যচ্ছে। সে বিধাতা, হে বিধাতা' ব'লে জবুথুবু ভঙ্গিতে গিয়ে শকটে ওঠে।

প্রাসাদে পৌঁছে শকট থেকে নামতে ভুলে যায় শুভ্রব্রত। শকটচালক মহারাজ মনোনীতজনকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে শকট প্রাসাদে এসে প্রাসাদে পৌঁছেছে, পরমদাসও কয়েকবার আবেদন জানায় এবং যখন সচেতন হয় শুভ্রব্রত অনেকটা লাফিয়েই নামে শকট থেকে, নেমে সরাসরি পারমিতার কক্ষে দিয়ে মেঝের ওপর ব'সে পড়ে। পারমিতা গ্রন্থপাঠ থেকে উঠে এসে শুভ্রব্রতের সামনে স্থিরভাবে বসে। পারমিতা বিশেষ উদ্বেগ বোধ করে না, শুভ্রব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে শুভ্রব্রতের চোখমুখ একটি পবিত্র গ্রন্থের মতো পড়তে থাকে, পড়তে তার কষ্ট হয় না। গ্রন্থটি পারমিতার কাছে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, বিধাতা কি আপনার কাছে কোনো বাণী পাঠিয়েছেন? আপনার চোখমুখ দেখে তা-ই মনে হচ্ছে।'

বিধাতার নাম শুনে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে শুভ্রব্রত, এবং বলে 'বিধাতা কোনো বাণী পাঠান নি, তিনি আমার জন্যে এক প্রলোভন পাঠিয়েছেন, এক পাপ পাঠিয়েছেন। আমি পাপগ্রস্ত, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'বিধাতার মনোনীতজন কখনো পাপগ্রস্ত হতে পারেন না, তিনি সব পাপের ওপরে, তিনি নিষ্পাপ, মানুষের মাঝে পবিত্রতম।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা আমার জন্যে প্রলোভন পাঠিয়েছেন, আমি কলুষিত।'

পারমিতা জানতে চায়, 'কে সেই রূপবতী নারী, হে মনোনীতজন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'সেনাপতি আদিত্যের কনিষ্ঠতমা পত্নী; তার নাম আমি জানি না, তার রূপ আমাকে কামমোহিত করেছে।'

পারমিতা বলে, 'পুরুষের পক্ষে কামমোহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কামই জীবিত রাখে পুরুষকে, হে মনোনীতজন, আর আপনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।'

শুভ্রব্রত বলে, 'ওই নারী আমাকে ভ্রষ্ট করেছে, পারমিতা।'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, 'ওই অপ্সরীকে আপনি কোথায় দেখলেন, হে মনোনীতজন, হে মহারাজ?'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ সেনাপতি আদিত্যের প্রাসাদে গিয়েছিলাম, তার পত্নীরা আমার পদধূলি নিতে এসেছিলো। তার কনিষ্ঠা পত্নী পদধূলি নেয়ার সময় তিন বার আমার পদতল চুম্বন করে, পদ্ম পাপড়ির স্পর্শে আমি বিচলিত হই।'

পারমিতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি তার মুখ দেখেছেন, হে মনোনীতজন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'সে যখন পদধূলি নিয়ে দাঁড়ায়, তার অবগুণ্ঠন শিথিল হয়ে পড়ে, বুকের কাছে আমি তার মুখচাঁদ দেখতে পাই, সুগন্ধ গ্রহণ করি, আমি তার চিবুক স্পর্শ করি।'

পারমিতা চমকে উঠে নীরবে আর্তনাদ করে।

পারমিতা বলে, 'আপনি তাকে বিবাহ করুন, হে মনোনীতজন, ওই নারী এখন আপনার দাসী; তার দেহ আপনার উপভোগের বস্তু।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কিন্তু সে সেনাপতি আদিত্যের পত্নী।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, ওই নারী আর সেনাপতি আদিত্যের নারী নয়, যে নারী মনোনীতজনের কামনা জাগিয়েছে তার দেহ মনোনীতজনের। আপনি তাকে গ্রহণ করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি তাকে গ্রহণ করবো, বিধাতা নির্দেশ দিলেই গ্রহণ করবো, বিধাতার নির্দেশ ছাড়া তাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না।'

পারমিতা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পরিচারিকা এসে সংবাদ দেয় যে প্রধান সেনাপতি আদিত্য মনোনীতজনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। শুভ্রব্রত বিচলিত বোধ করে, আদিত্যকে সাক্ষাৎকার দিতে তার ইচ্ছে করে না; তবু সে ধীরে ধীরে সাক্ষাৎ দান কক্ষে যায়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতি, আপনি চন্দ্রবালাকে বিবাহ করুন।'

শুভ্রব্রত কথা বলে না, চোখ বন্ধ ক'রে বিধাতাকে ডাকে।

আদিত্য আবার বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি বিবাহ করুন চন্দ্রবালাকে। চন্দ্রবালার দেহ উপভোগের অধিকার আর আমার নেই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সে তোমার পত্নী, সেনাপতি আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'চন্দ্রবালা আর আমার পত্নী নয়, আমি তাকে ত্যাগ করেছি।'

ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে শুভ্রব্রত।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার নির্দেশ ছাড়া তাকে আমি বিবাহ করতে পারি না।'

আদিত্য বলে, 'চন্দ্রবালাকে আমি ত্যাগ করেছি, সে আমার পত্নী নয়।'

শুভ্রব্রত বলে, 'প্রতীক্ষা করো, বিধাতা নির্দেশ দেবেন।'

আদিত্য হাহাকার করে, 'হে মনোনীতজন, চন্দ্রবালা ছিলো আমার প্রিয়তমা, তাকে আমি ত্যাগ করেছি, আর আপনিও তাকে গ্রহণ করছেন না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার নির্দেশ ছাড়া চন্দ্রবালাকে আমি বিবাহ করতে পারি না, প্রতীক্ষা করো, আদিত্য।'

শুভ্রব্রতের গভীর সন্দেহ হয় বিধাতা নির্দেশ দেবেন না। অনেক দিন ধ'রেই সর্বশক্তিধর কোনো সম্পর্ক রাখছেন না তার সাথে, সাড়া দিচ্ছেন না তার ডাকে। শুভ্রব্রত ভেবে পাচ্ছে না কী হয়েছে বিধাতার, কেনো বিধাতা ভুলে গেছেন তাকে। শুভ্রব্রতের মনে হয় সে হয়তো বিধাতার ধর্ম ঠিক মতো পালন করছে না, বিধাতা তাকে মনোনীত ক'রে হয়তো ভুল করেছেন, সে হয়তো যথেষ্ট কঠোর হচ্ছে না, হয়তো রাজ্যে রয়ে গেছে অবিশ্বাসীরা, তাই বিধাতা তাকে ত্যাগ করেছেন। বিধাতাকে সে কখনো বুঝে উঠতে পারেনি, এখন সে একেবারেই বুঝতে পারছে না। তার এই অন্ধকার সময়ে আবার সাংঘাতিক পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখা দিয়েছে এক নারী, যে তাকে আরো অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। না, তাকে কঠোর হ'তে হবে, হ'তে হবে আরো ধার্মিক, প্রচণ্ড ধার্মিক, প্রকৃত মনোনীতজন। শুভ্রব্রত পরদিনই নির্দেশ দেয় বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্য জুড়ে সাত দিন ধ'রে নারীপুরুষ সবাইকে স্তব করতে হবে বিধাতার, বিধাতার স্তব ছাড়া আর কিছু করা যাবে না এ-সময়, যদি এখনো কোথাও গোপনে থাকে কোনো মন্দির, তা ধ্বংস করতে হবে, যদি কেউ গোপনে পূজো করে দেবদেবীর, তাকে দগ্ধ করতে হবে জীবন্ত। শুভ্রব্রত সেনাপতিদের নির্দেশ দেয় বিশ্বাসীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে, তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যে অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন রয়েছে কি না। ধ্বংস করতে হবে অবিশ্বাসের সামান্যতম চিহ্নকেও। শুভ্রব্রতের নির্দেশ পেয়ে সেনাপতিরা আনন্দিত হয়, অনেকদিন তাদের কোন কাজ ছিল না, এবার তারা কাজ পায়; তাদের মধ্যে ধর্মের যে আগুন জ্বলছিলো, তা পরিতৃপ্ত করার একটা সুযোগ পেয়ে তারা শান্তি পায়।

শুভ্রব্রত বিধাতার স্তবের সপ্তাহটির নাম দেয় 'বিধাতার পবিত্রতম সাতদিন।' সে ঘোষণা করে যে যতো দিন চন্দ্রসূর্যনক্ষত্র থাকবে, নদীতে জল আর জমিতে শস্য থাববে, ততোদিন প্রতি বছর বিশ্বাসীরা পালন করবে 'বিধাতার পবিত্রতম সাতদিন'; এতে অংশ নিতে হবে বিধাতার মহারাজ্যের সকলের। বিধাতার পবিত্রতম সাতদিনের প্রথম দিনে বিক্রমপল্লী নগরীর সব পুরুষকে বিধাতাগৃহের সামনের প্রান্তরে উপস্থিত হ'তে নির্দেশ দেয় শুভ্রব্রত। দলে দলে বিক্রমপল্লী নগরীর বিশ্বাসীরা উপস্থিত হয় বিধাতাগৃহের প্রান্তরে; তারা বিধাতার জয়গান করতে করতে আসে, বিধাতা ছাড়া কোনো দেবতা নেই ঘোষণা করতে করতে আসে, পুরোনো সমস্ত দেবদেবীর নিন্দা করতে করতে আসে। শুভ্রব্রত সকলকে নিয়ে স্তব করে বিধাতার, সকাল থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত চলতে থাকে বিধাতার স্তব। বহুদিন শুভ্রব্রত এমন প্রাণভরে বিধাতার স্তব করেনি। স্তব ক'রে তার বুক ভ'রে যায়, তার মনে হয় সে বিধাতার স্পর্শ পাচ্ছে; হাজার হাজার বিশ্বাসীর কণ্ঠে আবৃত্ত স্তবে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তার মনে হয় সে বিধাতার নামের জলধিতে ভাসছে। শান্তি পায় শুভ্রব্রত, তার চোখ মাঝেমাঝেই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তার আত্মা কেঁপে ওঠে, মাঝে মাঝে সে নিজের বক্ষের কাছে কেটি কোমল প্রলোভনকেও অনুভব

করে, এবং তখন উচ্চকণ্ঠে স্তব করে বিধাতার। শুভ্রব্রতের মনে হয় এই স্তব সাতদিনের বদলে সারা বছর ধ'রে চললে সে বেশি শান্তি পেতো। অপরাহ্নে স্তব শেষ হ'লে শুভ্রব্রত ভাষণ দেয় বিশ্বাসীদের উদ্দেশে। শুভ্রব্রত প্রথম বুঝে উঠতে পারে না সে কী বলবে, মনে মনে সে বিধাতার কাছে বাণী প্রার্থনা করে, কোনো বাণী না পেয়ে তার মনে পড়ে পারমিতাকে, শুভ্রব্রত শুনতে পায় পারমিতা যেনো তাকে বলছে, 'হে মনোনীতজন, আপনি বলুন, মুখ খুলুন আপনি আপনার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে বাণী', আর তখনি শুভ্রব্রত কথা বলতে শুরু করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'সব স্তব বিধাতার, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর; যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যিনি সূর্যকে রোদ আর চাঁদকে জ্যোৎস্না দিয়েছেন, যিনি জলকে তরল আর পাথরকে কঠিন করেছেন, যিনি পর্বতকে উচ্চ আর সমুদ্রকে গভীর করেছেন, যিনি প্রাণীর গর্ভে সৃষ্টি করেন প্রাণী।'

শুভ্রব্রতের সামনের বিশ্বাসীমণ্ডলি মেঘের মতো প্রতিধ্বনিত করে তার কথা।

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ বিধাতার পবিত্রতম সাতদিনের প্রথম দিন, এই দিনে আমরা আশীর্বাদ চাই বিধাতার, যেমন আমরা আশীর্বাদ চাই সারা বছর। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া আমরা মৃত, সূর্য আলোকহীন। সর্বশক্তিধর ক্ষমাহীন বিধাতা, যার ক্রোধ থেকে কারো রেহাই নেই, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

সবাই বলে, 'এই দিনে আমরা আশীর্বাদ চাই বিধাতার, বিধাতা আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিক্রমপল্লী নগরীবাসীরা, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের বিশ্বাসীরা, হে বিধাতার মহারাজ্যের ধার্মিকগণ, বিধাতা যদিও তোমাদের জন্যে স্বর্গ তৈরি ক'রে রেখেছেন, স্বর্গে তোমাদের বিলাসের জন্যে সম্পন্ন করেছেন সমস্ত আয়োজন, তবু তোমরা বিধাতার কঠোর অনুসারী হয়ে উঠতে পারো নি, তাই বিধাতা তোমাদের ওপর অপ্রসন্ন। বিধাতা ক্রুদ্ধ হলে কেউ তাঁর আগুন থেকে রক্ষা পাবে না।

প্রান্তরের সবাই হাহাকার ক'রে ওঠে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের উদ্ধার করুন আপনি, আমরা কঠোরভাবে অনুসরণ করবো বিধাতার পথ, আপনি প্রসন্ন করুন বিধাতাকে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্য জুড়ে জ্বলে উঠুক ধর্মের আগুন, সেই আগুনে ছাই হোক সবমূর্তি, সব দেবদেবী। আছেন এবং থাকবেন একজন, যিনি বিধাতা যিনি অবিশ্বাসীকে মুহূর্তে ভস্মে পরিণত করেন।'

প্রান্তরে সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'জ্ব'লে উঠুক ধর্মের আগুন, সেই আগুনে ছাই হোক সব মূর্তি, সব দেবদেবী। আছেন এবং থাকবেন একজন, যিনি বিধাতা যিনি অবিশ্বাসীকে মুহূর্তে ভস্মে পরিণত করেন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিধাতার মহারাজ্যের সেনাপতিগণ, হে সেনাপতি আদিত্য, সেনাপতি অংশুমান, সেনাপতি জিতেন্দ্রিয়, সেনাপতি বিভাস, তোমরা বেরিয়ে পড়ো এই মুহূর্তে, এক ঋতুব্যাপী বিশ্বাসীদের নিয়ে খুঁজে দেখো অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন আছে কি না বিধাতার রাজ্যে; তোমরা ধ্বংস করো অবিশ্বাস, চিরকালের জন্যে ধ্বংস করো

অবিশ্বাসীদের। তোমরা দগ্ধ করো সেই পল্লী যেখানে মূর্তির একটিও ভগ্নাংশ আছে, ধ্বংস করো সেই গৃহ যেখানে সামান্যও অবিশ্বাস টিকে আছে। হও আগুনের মতো লেলিহান, ভূমিকম্পের মতো প্রচণ্ড, বজ্রের মতো নির্মম।

সেনাপতিরা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার আদেশ শিরোধার্য ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়ছি, এক ঋতুতে আমরা বিধাতার রাজ্যকে সম্পূর্ণ পবিত্র ক'রে তুলবো, যেখানেই অবিশ্বাস দেখবো সেখানেই জ্ব'লে উঠবে ধর্মের আগুন, বিশ্বাসের তরবারির রক্ত কখনো শুষ্ক হবে না।'

প্রান্তর জুড়ে ধ্বনি ওঠে, 'জয়, বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর; চিররক্তাক্ত থাকুক বিশ্বাসের তরবারি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমাদের জন্যে একমাত্র জ্ঞান হচ্ছে বিধাতার আদেশ, আর সব জ্ঞান নিষিদ্ধ বিধাতার রাজ্যে। বিধাতার আদেশ ছাড়া আর কোন উত্তম জ্ঞান নেই। তোমরা তাকে জ্ঞান বোলো না, যা বিধাতার আদেশ নয়। বিধাতার আদেশ পালন তোমাদের অগ্রসর করে স্বর্গের দিকে, অন্য সব জ্ঞান তোমাদের অগ্রসর করে নরকের দিকে। নরক থেকে তোমরা দূরে থাকবে — তোমরা ধ্বংস করবে তাদের, যারা অন্য জ্ঞানের কথা বলে, যারা অন্য জ্ঞানের কথা ভাবে।'

সবাই বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতার আদেশ ছাড়া আমরা আর কোনো জ্ঞানের কথা জানি না। অন্যসব জ্ঞানকে আমরা ঘৃণা করি, অন্যসব জ্ঞান আমাদের কাছে বিষের থেকেও ভয়ঙ্কর।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সব পাপের আধার হচ্ছে নারী, হে বিশ্বাসীরা, তোমরা সব সময় মনে রাখবে; নারীদের মানুষ করো না, তাদের মূর্তিমতী পাপ মনে কোরো; যখন পুরুষ কোনো নারীর সামনে দাঁড়ায়, তখন সে পাপের সামনে দাঁড়ায়, তোমরা সাবধান থেকো এই পাপের সামনে।'

জনসমুদ্র তরঙ্গিত হয়ে বলে, 'হে মনোনীতজন , আমরা সবাধান থাকতে চাই এই পাপের সামনে, কিন্তু এই পাপের প্রলোভন অত্যন্ত মারাত্মক, এই পাপের প্রলোভন থেকে বাঁচার পথ নির্দেশ করুন আমাদের, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত তার বুকের সামনে একটি প্রলোভন দেখতে পেয়ে কেঁপে ওঠে।

সবাই বলে, 'হে মনোনীতজন, নারীর প্রলোভন থেকে বাঁচার পথ দেখান আমাদের, আমরা খুবই পীড়িত হয়ে আছি তাদের প্রলোভনে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'পুরুষকে পরীক্ষা করার জন্যে বিধাতা নারী নামক পাপ সৃষ্টি করেছে, তার ঠোঁটে মধু দিয়েছেন, চোখে ইন্দ্রজাল, বুকে দিয়েছেন আঙুর, নাভি প্রদেশের তলদেশে দিয়েছেন অমৃতের খনি, আর বিধাতা এই পাপের সাথে পুরুষকে একই শয্যায় রাত্রিযাপনের রীতি করেছেন। কিন্তু বিধাতা পুরুষকে ভুলে যাননি, তাই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিধর বিধাতা নারীদের বিকলাঙ্গ করেছেন; নারীরা যে পাপ বিধাতা তা বুঝেছেন সৃষ্টির সময়েই; তাই পরম করুণাময় বিধাতা তাদের শুরু থেকেই শাস্তি দিয়েছেন। তারা বিধাতার অভিশপ্ত; বিধাতা তাদের স্থান দিয়েছেন পুরুষের নিচে,

মাসে মাসে দিয়েছেন স্রাবের যন্ত্রণা, তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে বিধাতা তাদের দিয়েছেন জরায়ু, গর্ভ ও প্রসবযন্ত্রণা, বিধাতা তাদের বাধ্য করেছেন পিতৃগৃহ ছেড়ে নির্বাসনে যেতে, তাদের দিয়েছেন একটি পুরুষ, আর বিধাতা তাদের কোনো বুদ্ধি দেন নি। বিধাতা তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন স্বর্গ, নারীর ছায়া দেখলে বন্ধ হয়ে যাবে স্বর্গের তোরণ।'

প্রান্তর জুড়ে ধ্বনি ওঠে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রব্রত দীর্ঘ ভাষণ দেয়, একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে, এবং এক সময় বুঝতে পারে সে নতুন কোনো কথা বলতে পারছে না। কিন্তু সে জানে তার সামনে প্রান্তরে যারা বসে আছে, তারা তার কথা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে, তাদের মগজে সে যা ঢুকিয়ে দেবে, তাই গ্রহণ করবে তারা, কেননা তারা বিশ্বাসী। তবে পুনরাবৃত্তি করতে তার আর ইচ্ছে করে না, সে আবার সকলকে নিয়ে বিধাতার স্তব শুরু করে, মধ্যরাত পর্যন্ত স্তব করে। স্তবের পর শুভ্রব্রত বিধাতাগৃহেই ঘুমিয়ে পড়ে, বিশ্বাসীরা অনেকে প্রান্তরে ঘুমোয়, অনেকে গৃহে ফিরে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে। পরদিন ভোরেই আবার বিধাতার স্তব শুরু করে শুভ্রব্রত; এবং সে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে প্রগাঢ় সুখ অনুভব করে, কেননা দ্বিতীয় দিনে প্রান্তরে বিশ্বাসীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। দ্বিতীয় দিনে রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে প্রান্তরে এসে পৌঁছেছে বিশ্বাসীরা, প্রান্তর উপচে পড়ছে বিশ্বাসীতে, এবং শুভ্রব্রতের মন উপচে পড়ছে সুখে। শুভ্রব্রতের হঠাৎ মনে হয় বিধাতা কি দেখতে পাচ্ছেন না প্রান্তরের এই দৃশ্য, তিনি কি তাঁর অসংখ্য অনুসারীর মুখ দেখে সুখ পাচ্ছেন না? তাহলে তিনি কেনো সাড়া দিচ্ছেন না, আর ডাকে? তিনি কি জানেন না সেনাপতিরা এখন রাজ্য বিলি দিয়ে ধ্বংস করছে অবিশ্বাসের শেষ চিহ্ন? নিশ্চয়ই সেনাপতিদের বিশ্বাসী তরবারি এরই মাঝে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই এরই মাঝে বিশ্বাসের আগুন জ্বলে উঠেছে গ্রামে গ্রামে। বিধাতা কি দেখতে পাচ্ছেন না এসব? তাহলে কোনো তিনি নির্বিকার? কোনো তিনি সাড়া দিচ্ছেন না? পারমিতার মুখ একবার ভেসে ওঠে তার সামনে, একবার সে বুকের কাছে দেখতে পায় একটি প্রলোভন। হাহাকার ক'রে ওঠে শুভ্রব্রত, এবং সে শুরু করে বিধাতার স্তব। সে তার মগজ থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে উগ্র বাস্তব জগত, বিহার করতে চায় গগনে গগনে অপূর্ব আলোকে, কিন্তু কোনো অপূর্ব আলোক জ্ব'লে ওঠে না তার সামনে। শুভ্রব্রত আর্তনাদের মতো স্তব করতে থাকে বিধাতার।

সেনাপতি আদিত্য ও অংশুমান ভার নেয় বিক্রমপল্লী রাজ্যের, জিতেন্দ্রিয় ও বিভাস ভার নেয় অরুণারাজ্যের, এবং তারা নগর থেকে বেরিয়েই পল্লীর দিকে দিকে অবিশ্বাসের নানা অপবিত্র চিহ্ন দেখতে পায়। তারা অবাক হয় বিধাতার রাজ্যে টিকে আছে অবিশ্বাসের এতো চিহ্ন! নগর থেকে ক্রোশখানেক দূরে জঙ্গলের ভেতরে সেনাপতি আদিত্যের সৈনিকদের চোখে পড়ে একটি জরাজীর্ণ শ্যাওলাধরা ছোটো অট্টালিকা; সেটি ভালোভাবে দেখতে গিয়ে বিশ্বাসীরা বুঝতে পারে সেটিই একটি পরিত্যক্ত মন্দির। তারা একটি ভাঙা মাটির মূর্তিও খুঁজে পায় মন্দিরটির এক কোণে,

যার ঠোঁট আর ভাঙা বক্স দেখে তারা বোঝে এটা কোনো দেবীমূর্তি। বিধাতার রাজ্যে মন্দির ও দেবীমূর্তি থাকা নিষিদ্ধ; মন্দিরটিকে রূপান্তরিত করা উচিত ছিলো স্তবাগারে, কিন্তু এর পল্লীবাসীরা তা করেনি, তারা পাপগ্রস্ত। মন্দির আর মূর্তি দেখে বিশ্বাসের প্রচণ্ড আগুন জ্ব'লে ওঠে আদিত্যের বুকে; সে নির্দেশ দেয় গ্রামটিকে ভস্মে পরিণত করতে। পুরুষরা তখন ভূমিতে কাজ করছিলো, নারীরা রান্না করছিলো, দিঘি থেকে জল আনছিলো; হঠাৎ তারা দেখতে পায় শতো শতো সৈনিক বিধাতার নাম উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে আগুন লাগাচ্ছে তাদের বাসগৃহে, গোয়ালঘরে বাঁশ বাগানে এবং দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠে গ্রাস করছে সবকিছু। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে না কেনো এই আগুন, বোঝার জন্যে তারা সময়ও পায় না; তারা বিধাতার নাম নিতে নিতে গ্রাম থেকে পালাতে থাকতে পারে না। তারা দগ্ধ ও বিশ্বাসীদের তরবারির আঘাতে দু-টুকরো হয়, এবং বিকেলের আগেই সারা গ্রাম পরিণত হয় ভস্মস্তূপে। আদিত্য গ্রমাটির নাম রাখে 'বিশ্বাসপুর'; এবং সকলে মিলে ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে। আদিত্য বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলে যে বিক্রমপল্লীর বিশ্বাসপুর যেমন বিশ্বাসের আগুনে পবিত্র হয়েছে, তেমনি পবিত্র হবে বিক্রমপল্লীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত।

শুভ্রব্রত দ্বিতীয় দিনে বেশ সময় নেয় বিধাতার স্তব শেষ করতে। স্তব করতেই তার ভালো লাগে, বিধাতার রাশি রাশি প্রশংসা বারবার আবৃত্তি করে সে সুখ পায়; কিন্তু এক সময় তার মনে হয় প্রশংসাগুলো নিরর্থক, গুলো বিধাতার উপযুক্ত নয়, মানুষের ভাষায় বিধাতাকে প্রশংসা করার উপযুক্ত শব্দ নেই। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, অদ্বিতীয়, করুণাময়, সৃষ্টিকর্তা, প্রভু প্রভৃতি তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়; কিন্তু স্তব করার জন্যে এগুলোর থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো শব্দ সে খুঁজে পায় না। তবু সে চোখ বন্ধ ক'রে স্তব দীর্ঘ করে, তার মনে হয় স্তব শেষ হ'লেই ভাষণ দিতে হবে; কিন্তু সে কোনো নতুন কথা বলতে পারবে না। তাকে নতুন কথা বলতে হবে, বিশ্বের সমস্ত কিছু সম্পর্কে কথা বলতে হবে; তার কথা থেকেই শিখবে বিশ্ববাসীরা। কিন্তু বিধাতা কেনো দয়া করছেন না? তিনি কেনো তার কণ্ঠে বাণী ভরে দিচ্ছেন না? তিনি কেনো নির্দেশ দিচ্ছেন না? শুভ্রব্রত গভীর শূন্যতাবোধ করে। বিধাতা তাকে ত্যাগ করেছেন? 'ত্যাগ' শব্দটিকে মর্মান্তিক মনে হয় শুভ্রব্রতের; এটি ভাবতেই সে সূর্য খসে পড়তে দেখে, চাঁদ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'তে দেখে, নক্ষত্ররাশির গায়ে আগুন জ্বলতে দেখে। তারপর সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু বিধাতা তাকে ছেড়ে দিতে পারেন, শুভ্রব্রত বিধাতাকে ছাড়বে না; তিনি না থাকলে তার কিছু থাকে না, শুভ্রব্রতের মনে হয় বিধাতা ছাড়া সে এক তুচ্ছ শূন্যতা মাত্র। শুভ্রব্রতের একবার মনে পড়ে পারমিতাকে, পরমুহূর্তেই বুকের কাছে সে একটি কোমল প্রলোভনের স্পর্শ পায়। শুভ্রব্রত কথা বলতে শুরু করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার দ্বিতীয় পবিত্র দিনে আমরা সবাই ধন্যবাদ জানাই বিধাতাকে, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁকে স্তব করার জন্যে, মানুষকে যিনি তাঁর দাস হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।'

প্রান্তরের সবাই বলে, 'বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন বিধাতাকে স্তব করার জন্যে, আমরা তাঁর স্তব করি, আমরা তাঁর দাস হ'তে পেরে ধন্য।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তিনি পশুর স্তব চান না, গাছপালার স্তব চান না, মাটির বা পোকামাকড়ের স্তব চান না, তিনি স্তব চান শুধু মানুষের। হে বিশ্বাসীরা, মানুষ কতো ভাগ্যবান, বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধু বিধাতাকে স্তব করার জন্যে, মানুষ ভাগ্যবান তিনি মানুষকে তাঁর দাস করেছেন।'

প্রান্তরের বিশ্বাসীরা উচ্চকণ্ঠে বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্যে, আমরা স্তব করি, বিধাতার; বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁকে স্তব করার জন্যে, আমরা তাঁর দাস।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা অসীম দয়ালু, তিনি মানুষ সৃষ্টি ক'রে বলেছেন, হে মানুষ তোমার মস্তিষ্ককে তুমি কোনো চিন্তা দিয়ে পীড়িত কোরো না, তোমার জন্যে সব চিন্তা আমি করবো, চিন্তা নিষিদ্ধ তোমার জন্যে।'

প্রান্তরের সবাই বলে, 'হে বিধাতা, আমরা কোনো চিন্তা করতে চাই না।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা মানুষকে বলেন, আমি পৃথিবীতে এমন জিনিস দিয়েছি যা দিয়ে তোমরা লেখনি প্রস্তুত করতে পারবে, তৈরি করতে পারবে কালি; আমি নিষেধ করছি তোমরা কখনো কালি ও লেখনি প্রস্তুত করো না।'

প্রান্তরের সবাই বলে, 'হে বিধাতা, আমাদের ক্ষমা করুন আপনি, আমরা এক সময় কালি ও লেখনি তৈরি করেছিলাম, আমরা এখন তা ছাইয়ে পরিণত করেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা বলেন, হে মানুষ, পৃথিবীতে এক সময় বিধাতার শত্রুরা দেখা দেবে, তারা বলবে বিধাতা নেই, তারা বলবে অনেক দেবদেবী আছে, তারা বলবে আমরা জ্ঞানী, আমরা আমাদের জ্ঞান পুস্তকে লিখবো, বিধাতা বলেন, আমি ধ্বংস করবো ওই পাপীদের। জ্ঞানের থেকে বড়ো আর কোনো পাপ নেই, হে বিশ্বাসীরা, তোমরা জ্ঞানের চর্চা কোরো না।'

প্রান্তরের সবাই বলে, 'জ্ঞানকে আমরা সাপের থেকেই বেশি ভয় করি, আমরা জ্ঞানহীন থাকতে চাই।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, তোমরা তরবারি সবসময় ধারালো রাখো, সবসময় রঞ্জিত রাখো অবিশ্বাসীর রক্তে; বুকে রাখো বিশ্বাসের তরবারি, কটিদেশে লৌহ তরবারি। যার তরবারি যতো রক্তাক্ত বিধাতার সে ততো প্রিয়।'

প্রান্তরের সবাই বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, বুকের আর কটির তরবারি আমাদের চিরসঙ্গী।'

শুভ্রব্রতের আর ভাষণ দিতে ইচ্ছে করে না, তার ভেতরে কোনো কথা নেই শব্দ নেই, বাক্য নেই, কোনো বাণী বেরোতে চায় না তার ভেতর থেকে; তার মনে হয় সম্পূর্ণ শূন্য ও শুষ্ক হয়ে গেছে তার অভ্যন্তরলোক, সেখানে কোনো সবুজ নেই জল নেই মেঘ নেই ঝরনা নেই বায়ু নেই শিশির নেই নীলাকাশ নেই। বিধাতা কি তাহলে তাকে সত্যিই পরিত্যাগ করেছেন? তার চোখের সামনে তিনি একটি ঝিলিকও জ্বালাচ্ছেন না, একখণ্ড ধ্বনি দিয়েও তিনি তার কর্ণকুহরকে সুখী করছেন না। তিনি কি

তাকে চিরকালের মতো ত্যাগ করেছেন? শুভ্রব্রত ক্লান্তবোধ করে, কথা বন্ধ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে অনুসরণ ক'রে প্রান্তরের সমস্ত বিশ্বাসী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

সেনাপতিরা বিধাতার রাজ্য জুড়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত চালিয়ে যেতে থাকে অবিশ্বাস নিশ্চিহ্নকরণ অভিযান। সেনাপতিরা ও সৈনিকেরা অভিযানে বেরোনোর পর থেকেই অনুভব করতে থাকে তাদের ভেতরে বিশ্বাসের আগুনের শিখা জ্ব'লে উঠেছে তীব্রভাবে, যার কোনো তুলনা নেই, যা তারা আগে কখনো অনুভব করেনি; আর সে শিখার আলোকে তারা রাজ্য জুড়ে পায় অবিশ্বাসের বিচিত্র চিহ্ন, এবং চালাতে থাকে ধ্বংসের তাণ্ডব।

সেনাপতি অংশুমান নন্দনপুর পল্লীর পথে দেখতে পায় বিধাতার আদেশের এক অমার্জনীয় লংঘন। সে দেখে একদল নারী কলকল খলখল ক'রে জল আনতে যাচ্ছে; তাদের মুখমণ্ডলই শুধু খোলা নয়, বাহুও সম্পূর্ণ খোলা; কারো কারো বুকের আংশিক মারাত্মক উচ্চতাও দেখা যাচ্ছে; তাদের দেখেই সেনাপতির বিশ্বাস জ্ব'লে ওঠে। সে ব'লে ওঠে, 'বিধাতা সহ্য করবেন না এই অপরাধ'; এবং সে বিশ্বাসীদের আদেশ দেয় অবিলম্বে ওই নারীদের ধ্বংস করতে। বিশ্বাসীরা কয়েক মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে ফেলে নারীদের। গ্রামবাসীরা উচ্চকণ্ঠে বিধাতার নাম নিতে নিতে ছুটে আসে সেনাপতির কাছে, অংশুমান তাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিধাতার রাজ্যে নারীদের বাইরে আসা নিষিদ্ধ। যে-নারীরা বাইরে আসবে তাদের জন্যে উদ্যত রয়েছে বিশ্বাসের তরবারি।

জিতেন্দ্রিয়ের বাহিনী পথে পথে বিশ্বাসের আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে এক সময় পরাজিত হয় নিজেদের ইন্দ্রিয়ের কাছে; তারা শারীরিক অগ্নিতে জ্বলে ওঠে।

তারা আবেদন জানায়, 'হে মহান সেনাপতি, নারী সম্ভোগহীন থেকে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ছি, আমাদের ভয় হচ্ছে নারীর অভাবে আমরা পাগল হয়ে যাবো বা ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হবো।'

সেনাপতি জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের জ্বালা আমি বুঝতে পারি, একই আগুন আমাকেও পীড়িত করছে।'

বিশ্বাসীরা বলে, 'হে মহান সেনাপতি, ধর্মের আগুন জ্বালানোর জন্যে আমাদের শরীরের অগ্নি নির্বাপিত হওয়া দরকার।'

জিতেন্দ্রিয় জিজ্ঞেস করে, 'হে বিশ্বাসী সৈনিকগণ, এমন অবস্থায় কী করণীয় সে সম্পর্কে তোমরা কি মনোনীতজনের কোনো বাণী মনে করতে পারো?'

এক বিশ্বাসী বলে, 'হে মহান সেনাপতি, আমি মনোনীতজনের সব বাণী মুখস্থ ক'রে রাখি; মনোনীতজন বলেছেন বিশ্বাসীরা যেন কখনো কামের কষ্ট বোধ না করে, কামের কষ্টে ধর্ম নষ্ট হয়।

সেনাপতি জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে বিশ্বাসী সৈনিকগণ, আজ রাতের জন্যে এই পল্লীর নারীরা বিশ্বাসীদের পত্নী, তোমরা তাদের পত্নী মনে করো, বিধাতার কথা মনে রেখে তোমরা সম্ভোগ করো।'

ওই রাতে পল্লীর শতাধিক পুরুষ নিহত, এবং সহস্র নারী ধর্ষিত হয়।

বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্য জুড়ে সেনাপতিদের অবিশ্বাস নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানের ফলে বিধাতার রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিশ্বাসের বন্যা বয়ে যেতে থাকে। রাজ্যের কোথাও এক টুকরো অবিশ্বাস থাকে না, কালির একটি বর্ণও থাকে না, জ্ঞানের সামান্যতম চিহ্নও থাকে না, চিত্রের একটি রেখাও থাকে না, গানের একটি সুরও থাকে না। পলাশপল্লীর এক রাখাল বনের গভীরে গিয়ে তার বুকের ভেতরে স্তব্ধ হয়ে থাকা একট বিচ্ছেদের গান হঠাৎ গেয়ে উঠেছিলো, সেই গান শুনতে পায় পাশের জমিতে কর্মরত কয়েকজন কৃষক, তারা দৌড়ে এসে রাখালের গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলে; শ্রীনগর গ্রামে এক বালক মাটির ওপর আঁকে একটি পশুর মুখ, পল্লীর বিশ্বাসীরা বালককে খুঁজে বের ক'রে দু-টুকরো ক'রে ফেলে। বিশ্বাসী সৈনিকেরা শুধু নিজেরাই বুকের আগুনে রাজ্যকে পরিশুদ্ধ করে না, তারা রাজ্য জুড়ে সকলের মনের ভেতরেই জ্বালিয়ে দেয় বিশ্বাসের আগুন, তাতে দাউদাউ ক'রে ওঠে বিধাতার রাজ্য। ওই রাজ্যে সত্য হয়ে ওঠে আগুন ও রক্ত; দিকে দিকে আগুন জ্বলে দিকে দিকে রক্ত ঝ'রে পড়ে। শুভ্রব্রত বিধাতার পবিত্র সাত দিন ধ'রে অজস্র বিশ্বাসীকে নিয়ে স্তব করে বিধাতার, ভাষণ দেয় বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বিশ্বাসীরা তার প্রতিটি কথা কণ্ঠস্থ ক'রে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু ঘরে ফিরতে কষ্ট পায় শুভ্রব্রত, তার মনে হয় সে আর প্রাসাদে ফিরবে না, যতো দিন বিধাতা তার ডাকে সাড়া না দেন, তাকে না ডাকেন, ততো দিন সে বিধাতাগৃহে একা স্তব করবে বিধাতার। কিন্তু একা স্তব করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নিজের উচ্চারিত কোনো শব্দকেই তার পবিত্র মনে হয় না, সব শব্দকেই তার তুচ্ছ মনে হতে থাকে। তবু সে স্থির করে যতো দিন সেনাপতিরা ফিরে না আসে সে থাকবে বিধাতাগৃহে, স্তব করবে বিধাতার; তাঁকে ডাকবে, তাঁর কাছে বাণী চাইবে। এক ঋতুকাল শেষ হয়ে এলে ফিরে আসতে থাকে সেনাপতিরা ও বিশ্বাসী সৈনিকেরা। তাদের মুখ দেখে শুভ্রব্রত সুখী হ'তে চেষ্টা ক'রে; কিন্তু সে কোনো অলৌকিক সুখ বোধ করে না।

সেনাপতি ও সৈনিকেরা সবাই জ্বলজ্বল করছে বিশ্বাসে, বিধাতার পবিত্র, রাজ্য পুনর্জয়ের গৌরবে তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল; শুধু শুভ্রব্রত নিজের মুখে কোনো উজ্জ্বলতা অনুভব করে না। সে কোনো অসাধারণ সুখ পায় না, রক্তে কোনো উল্লাস বোধ করে না; তবু তার মনে হয় সেনাপতিরা ও বিশ্বাসীরা যে-অসাধারণ কাজ সম্পন্ন ক'রে এসেছে, তার জন্যে তাদের পুরস্কার প্রাপ্য।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, রাজ্যে অবিশ্বাসী একটি কণাও অবশিষ্ট রাখি নি, সব অবিশ্বাস আমরা ধ্বংস করেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে তোমার নতুন উপাধি 'অবিশ্বাসধ্বংসকর্তা'।

অংশুমান বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, রাজ্যে অবিশ্বাসের শেষ কুটোটিকে আমরা দগ্ধ করেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে তোমার নতুন উপাধি 'অবিশ্বাসদগ্ধকর্তা'।

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, রাজ্যে অবিশ্বাসের শেষ চিহ্নটুকুকেও আমরা মুছে ফেলেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে তোমার নতুন উপাধি 'অবিশ্বাসবিলোপকর্তা'।

বিভাস বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, রাজ্যে অবিশ্বাসের শেষ বিন্দুটিকেও আমরা নিশ্চিহ্ন করেছি।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আজ থেকে তোমার নতুন উপাধি 'অবিশ্বাসনিশ্চিহ্নকর্তা'।

সেনাপতিদের উপাধি বিতরণের পর বিশ্বাসী সৈনিকদের প্রশংসা ক'রে শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসী সৈনিকগণ, আজ থেকে তোমাদের নতুন উপাধি 'বিধাতায় দ্বিগুণবিশ্বাসী'।

শুভ্রব্রত সেনাপতিদের জিজ্ঞেস করে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমরা কি রাজ্যের প্রত্যেক পল্লীতে বিধাতার স্তবাগার স্থাপন করেছো?'

সেনাপতি আদিত্য উত্তর দেয়, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, আপনার আদেশ অনুসারে আমরা প্রত্যেক পল্লীতে স্থাপন করেছি বিধাতার স্তবাগার। বিধাতার রাজ্যের প্রতিটি পল্লী এখন স্তবাগার দ্বারা পবিত্র।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমরা কি প্রত্যেক পল্লীতে নিয়োগ করেছো বিধাতার ধর্মপরিদর্শক?'

সেনাপতি অংশুমান উত্তর দেয়, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, আপনাদের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক পল্লীতে আমরা নিয়োগ করেছি বিধাতার ধর্মপরিদর্শক। ধর্মপরিদর্শক ছাড়া বিধাতার রাজ্য পবিত্র থাকতে পারে না।'

সেনাপতি জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা ধর্মপরিদর্শকের তীক্ষ্ণ চোখ রাখার নির্দেশ দিয়েছি পল্লীর প্রতিটি মানুষের ওপর। তাদের দেখতে বলেছি সবাই নিয়মিত বিধাতার স্তব করছে কি না, কেউ বর্ণ লিখছে কি না, কেউ ছবি আঁকছে কি না, কেউ গাইছে বা নাচছে কি না; কেউ নতুন চিন্তা করছে কি না।'

সেনাপতি বিভাস বলে, 'ধর্ম পরিদর্শকরা দেখবে নারীরা সম্পূর্ণ আবৃত রয়েছে কি না নারীপুরুষ একত্র হচ্ছে কি না, নারীপুরুষ অবৈধ সংযোগ করছে কি না।'

সেনাপতি আদিত্য বলে, 'প্রত্যেক ধর্মপরিদর্শককে আমরা দিয়েছি একটি ক'রে তরবারি, তাদের কটিদেশে সবসময় থাকবে তরবারি, কেউ অপরাধ করলে ধর্মপরিদর্শক সাথে সাথে তার শিরশ্চেদ করবে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতা স্বর্গে তোমাদের উচ্চ স্থান দেবেন, তোমাদের প্রমোদ শতগুণ বর্ধিত করবেন।'

সেনাপতিদের অর্জনে উল্লাস বোধ করতে চায় শুভ্রব্রত; সে আবার দশ দিন ধ'রে রাজ্য জুড়ে বিধাতার স্তবের নির্দেশ দেয়। এ-দশদিনের সে নাম দেয় 'বিধাতায় দ্বিগুণবিশ্বাসের পবিত্রতম দশ দিন'। অশ্বারোহী নির্দেশপ্রচারকেরা বেরিয়ে পড়ে, তারা রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এ-শুভসংবাদ; এবং সারা রাজ্যে প্রবল উল্লাসের সাথে পালিত হতে থাকে বিধাতায় দ্বিগুণবিশ্বাসের পবিত্রতম দশ দিন। আদেশ দেয়ার পর হঠাৎ ভয় পায় শুভ্রব্রত; সে যখন দেখতে পায় দলে দলে

বিশ্বাসীরা আসছে বিধাতাগৃহের প্রান্তরে, তার ভয় ক্রমশ বাড়তে থাকে। তার ভয় হ'তে থাকে সে হয়তো ঠিক মতো স্তব করতে পারবে না, হয়তো পারবে না পবিত্র ভাষণ দিতে; বিধাতা তার হৃদয়ে নতুন কোনো বাণী জন্ম দেন নি। এবার সেনাপতিরা তাকে ঘিরে আছে, তাদের মুখের জ্যোতি দেখে নিজেকে অসহায়বোধ করে শুভ্রব্রত; সে নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু নিজের মুখমণ্ডলে ত্বকে সে অনুভব করে যে-কর্কশতা, তাতে তার মনে হয় তার মুখে কোনো জ্যোতি নেই, সে পরিণত হয়েছে জ্যোতিশূন্য ঝামাপাথরে। মনে প্রবল ক্ষোভ জন্মে শুভ্রব্রতের; —সবাই হবে জ্যোতির্ময়, আর একলা সে-ই হবে জ্যোতিবিরহিত? রাহুগ্রস্ত? কী অপরাধ সে করেছে বিধাতার কাছে? সে তো মুহূর্তের জন্যেও ভোলে নি বিধাতাকে; তাহলে সর্বশক্তিধর কেনো ভুলে গেছেন দাসকে? শুভ্রব্রত মনে মনে বলতে থাকে, হে প্রভু, সর্বশক্তিধর, পরম উদ্ধারকর্তা, আমার মতো দাস আর কে আছে আপনার? সে আর আপনাকে সারাক্ষণ মনে রাখে আমার মতো? তবু আপনি কেনো ভুলে গেছেন আমাকে? আমাকে ভুলে যদি আপনি সুখী হন, তাহলে আমাকে ভুলুন; কিন্তু আমি কখনো আপনাকে ভুলবো না। আমি সব ত্যাগ করেছি আপনার জন্যে, আমি রাজ্য স্থাপন করেছি আপনার জন্যে, আমি আগুন জ্বালিয়েছি মাটি লাল করেছি আপনার জন্যে, প্রভু, আপনি ত্যাগ করবেন না আমাকে, বর্জন করবেন না আপনার একান্ত ক্রীতদাসকে। শুভ্রব্রতের প্রার্থনায় কোমল হয়ে ওঠে শুভ্রব্রতের নিজেরই মন, তার মনে হয় বিধাতা তার কাতর আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেন না; তিনি এতো নিষ্ঠুর নন, যিনি সর্বলোকের স্রষ্টা তিনি এতো নির্মম হতে পারেন না; তিনি সাড়া দেবেন। কিন্তু বিধাতা সাড়া দেয় না।

শুভ্রব্রত বিধাতার স্তব করতে থাকে, তাকে অনুসরণ ক'রে উচ্চকণ্ঠে বিধাতার স্তব করতে থাকে বিধাতাগৃহ প্রান্তরের অসংখ্য বিশ্বাসী। শুভ্রব্রত এক অপূর্ব আলোক দেখতে চায়, শুনতে চায় এক অপূর্ব স্বর; কিন্তু সে আলোক দেখে না, স্বর শোনে না; বরং সে দেখতে পায় দিকে দিকে জ্ব'লে উঠছে আগুন, পুড়ে যাচ্ছে বনভূমি, পল্লী, নগর, ধানক্ষেত, প্রজাপতি, এমনকি নদী আর মেঘও পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে; সে শুনতে পায় আর্তনাদ, যা উঠে আসছে নরনারীর বুকের ভেতর থেকে, শিশুর হৃৎপিণ্ড থেকে, গাছপালা, মেঘ, নদী, মাছ, পাখি, পশু, শস্যের ভেতর থেকে। শুভ্রব্রত বিধাতার স্তব বন্ধ ক'রে নিশ্বাস নেয়, তার মনে হয় আগুন একটু কমলো, আর্তনাদ একবার থামলো। কিন্তু বিধাতাগৃহের প্রান্তর ব্যাকুল হয়ে আছে স্তবের জন্যে, স্তবে শুভ্রব্রতের বিরতি পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে প্রান্তরের কাছে; আবার স্তবের আগুনে পুড়তে থাকে শুভ্রব্রতে, শিউরে উঠতে থাকে স্তবের আর্তনাদে। শুভ্রব্রত নিজেকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলে; একটি ভাগ প্রকাশ্য উচ্চকণ্ঠে স্তব করতে থাকে বিধাতার, আকেরটি ভাগ সংগোপনে নিঃশব্দে হাহাকার ক'রে আবেদন জানাতে থাকে বিধাতার কাছে। বিধাতা সাড়া দেয় না। শুভ্রব্রত নিঃশব্দে বলতে থাকে, হে সর্বশক্তিধর, হে প্রভু, হে বিধাতা, আপনি আমাকে ধন্য করেছিলেন, ভূষিত করেছিলেন অপূর্ব গৌরবে, আমি সেকথা কখনো ভুলতে পারি না; আমি এক সময় সুখী হয়েছিলাম, যে-সুখের কাছে অন্য সমস্ত সুখ ছিলো তুচ্ছ, কিন্তু আজ আমিই খড়কুটোর থেকেও তুচ্ছ, কেননা আপনি আমাকে বর্জন

করেছেন। আপনি আবার আমাকে অপূর্ব আলোতে স্নাত করুন, স্নিগ্ধ করুন আপনার অপূর্ব স্বরে। শুভ্রব্রত আলোকের বদলে দিকে দিকে ভয়ঙ্কর আগুন জ্ব'লে উঠতে দেখে, যে-আগুন গ্রাস করে মাটি ও আকাশ, শুভ্রব্রতের চোখের সামনে লেলিহান আগুনের সমুদ্র আন্দোলিত হতে থাকে; শুভ্রব্রত ভূমণ্ডল জুড়ে অনন্ত আর্তনাদ শুনতে পায়। শুভ্রব্রত আগুন ও আর্তনাদ সহ্য করতে পারে না, সে স্তব বন্ধ ক'রে চিৎকার ক'রে ওঠে।

বিধাতাগৃহের প্রান্তরের বিশ্বাসীরা হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে স্তব বন্ধ করে।

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, আমি দেখতে পাচ্ছি আগুন, মাটি থেকে আগুন উঠে গ্রাস করছে আকাশ; আকাশ থেকে আগুন নেমে গ্রাস করছে সমুদ্র আর মাটি। আমি আগুন ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

প্রান্তরের বিশ্বাসীরা চিৎকার ক'রে বলে, 'হে মনোনীতজন, ওই আগুনে পবিত্র হবে বিধাতার মহারাজ্য; ওই আগুন পবিত্র আগুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, আমি শুনতে পাচ্ছি আর্তনাদ; মহাজগতে আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু নেই।'

প্রান্তরের বিশ্বাসীরা চিৎকার ক'রে বলে, 'হে মনোনীতজন, ওই আর্তনাদ পাপের আর্তনাদ, মহাজগত আর্তনাদ ক'রে স্থান চায় বিধাতার পদতলে।'

শুভ্রব্রত শুনতে পায় পরমদাস চিৎকার ক'রে উঠছে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, ওই বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।'

শুভ্রব্রত চোখ বুঝে বিধাতার স্তব করতে থাকে। সে পদতলে একটি নরম প্রলোভনের কোমল চুম্বন বোধ করে, বুকের কাছে একটি প্রলোভনের দুটি তরল ওষ্ঠ আর গোলাপি চিবুক দেখতে পায়। চোখ খুলে সে দেখতে পায় তাকে ঘিরে স্তব করছে সেনাপতি আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। তাদের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, চোখে আগুন জ্বলছে। শুভ্রব্রত চোখ বন্ধ ক'রে স্তব করতে থাকে; সে বিস্মিত ও সুখী বোধ করে, কেননা বহুদিন পর সে তার পিতার মুখ দেখতে পায় যার কথা তার অনেক দিন মনে পড়ে নি-শিউরে ওঠে শুভ্রব্রত, মার মুখ ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে, এবং সে দেখতে পায় অগ্নিকুমার ও দীপান্বিতাকে। অগ্নিকুমার ও দীপান্বিতাকে দেখে সে সুখ পায়, অগ্নিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, দীপান্বিতার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে সুখ লাগে। তার মনে হয় সে সবুজ ধানক্ষেতের মাঝখানে রয়েছে, দিগন্তের ওই পার থেকে সবুজ ঢেউ গড়িয়ে আসছে, তার শরীর স্নিগ্ধ হয়ে উঠছে। সে কি কখনো ধানক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, সে কি জানে ধানের পাতার ধার কেমন? কিন্তু এখন সে ধানক্ষেত দেখছে কেনো? দীপান্বিতা পায়ের আঙুল এমন মসৃণ? সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে ভেসে আসা বাতাসে শুভ্রব্রত সবুজ কোমল হয়ে ওঠে। সে অজস্র প্রজাপতির ওড়াওড়ি দেখতে পায়। সে কি কখনো এতো প্রজাপতি দেখেছে? এখন এতো প্রজাপতি দেখছে কেনো? শুভ্রব্রত দেখতে পায় অগ্নিকুমার তাকে নিয়ে একটি নদীর পারে যাচ্ছে কী আশ্চর্য, সে কখনো নদীর পার এভাবে দেখে নি। অগ্নিকুমার লাফিয়ে পড়ে নদীতে, তাকেও লাফিয়ে পড়তে বলে, কিন্তু সে সাঁতার জানে না; তবুও

সে লাফিয়ে পড়ে। নদীর জল এতো সুখকর? শুভ্রব্রত ন্যাটো হয়ে অগ্নিকুমারের সাথে সাঁতার কাটতে থাকে, নদীর ঠাণ্ডা স্রোত তার শরীরের দিগ্বিদিক তোলপাড় ক'রে বয়ে যেতে তাকে। নদীর জলে শরীর জুড়োয়।

শুভ্রব্রত স্তব্ধ হয়ে যায়, এবং শুনতে পায় চিৎকার, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, ওই বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।'

শুভ্রব্রত চোখ মেলে দেখে বিধাতা গৃহের প্রান্তর তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেনাপতি আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার রাজ্যের অধীশ্বর, আপনি কি আর বিধাতার স্তব করবেন না?'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার স্তব ছাড়া আমার আর কিছু নেই।'

আদিত্য মাথা নত ক'রে থাকে, শুভ্রব্রত স্তব করতে থাকে বিধাতার।

বিধাতায় দ্বিগুণবিশ্বাসের পবিত্রত সপ্তম দিনে বিক্রমপল্লী নগরী বদলে যায়। সকাল থেকে আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ জমতে থাকে, বন্য হাতির পাগলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থকে সারা আকাশে, ঝিলিক দিতে থাকে চঞ্চল বিদ্যুৎ, মৃদু ঝড় শুরু হয়, কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে বজ্রের দূরাগত গর্জন। বদলে যেতে থাকে নগরীর স্বাভাবিক রঙ. বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে সব কিছু। শুভ্রব্রতের বুক একবার কেঁপে ওঠে, তারপর তার ভালো লাগে; সবকিছু তার কাছে অপার্থিব ইঙ্গিত ব'লে মনে হয়, তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে অসামান্য অলৌকিকের প্রগাঢ় ছোঁয়া পাওয়ার জন্যে। সর্বশক্তিধর সাড়া দেবেন, তার মনে হ'তে থাকে; বিধাতা তাকে ডাক দেবেন, তার মন বলতে থাকে; বিধাতা তাকে ত্যাগ করবেন না, তার মন কাঁপতে থাকে। সে উদাত্ত স্বরে স্তব করতে থাকে, তার প্রত্যেক মাংসকোষ বাজতে থাকে সেই স্তব; আর সে নিঃশব্দে বলতে থাকে, হে বিধাতা, দয়া করুন আমাকে, হে সর্বশক্তিধর, পথ দেখান আমাকে, আমাকে আপনি ত্যাগ করবেন না। দুপুরের দিকে বিপুল ঘন মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, শুভ্রব্রতের মনে হয় রাত্রি নামলো জগতে; তীব্র বিদ্যুৎ আকাশ ফেড়ে ঝিলিক দিতে থাকে, সহস্র বজ্রের গম্ভীর গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে বিধাতাগৃহ; শুভ্রব্রতের মনে পড়ে দুটি পুরোনো দেবতার নাম আর সে উচ্চকণ্ঠে স্তব করতে থাকে। বিশ্বাসীরা ভয় পেতে শুরু করে, তার অতি উচ্চকণ্ঠে স্তব করতে থাকে বিধাতার, তাদের স্তব আর্তনাদের মতো শোনায়; শুভ্রব্রত ভয় পায় না, তার মনে হয় বিধাতা তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন বজ্রের প্রচণ্ড স্বরে, বিদ্যুতের আকাশফাড়া ঝলসানো সংকেতে, ঝড়ের উদ্দাম তীব্র দাপটে; সে উচ্চকণ্ঠে স্তব করতে থাকে বিধাতার। আকাশের দূর কোণে একটি বিশাল ঘন কালো মেঘ কুণ্ডলি পাকিয়ে প'ড়ে আছে, তার ভেতরে মাঝে মাঝে জ্বলছে স্নিগ্ধ শুভ্র আলো, শুভ্রব্রতের মনে হয় ওই মেঘের আড়াল থেকে বিধাতা তাকিয়ে আছেন, তাঁর শরীরের আভায় মাঝে মাঝে মেঘ শুভ্র হয়ে উঠছে। সে-মুহূর্তে আকাশ বিদারিত হয়ে একের পর এক বজ্র ছুটে আসতে থাকে বিক্রমপল্লী নগরীর দিকে, এটি এসে আঘাত করে বিধাতাগৃহের চূড়োয়, কয়েকটি ফেটে পড়ে বিধাতাগৃহের প্রান্তরের গাছের শাখায়, দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে গাছ, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় বিধাতাগৃহ ও তার প্রান্তরের ওপর দিয়ে। বিশ্বাসীরা ছুটতে থাকে দিগ্বিদিক,

বজ্রের আগুনে ঝলসে যায় অনেকে, পদতলে পিষ্ট হ'য়ে অসংখ্য বিশ্বাসী; এবং সমগ্র নগরী হাহাকারে ভ'রে ওঠে, সেই হাহাকারে বজ্রের গর্জনও মৃদুমধুর শোনায়। শুভ্রব্রত অসহায়ভাবে ব'সে স্তব করতে থাকে; মনে মনে সে বলতে থাকে, আমাকে আপনি ধ্বংস করুন, হে বিধাতা, আমাকে আপনি দগ্ধ করুন, হে সর্বশক্তিধর, তবু আমার ডাকে সাড়া দিন, আমাকে ত্যাগ করবেন না আপনি। তাকে ঘিরে ব'সে থাকা সেনাপতিরা স্তব ভুলে যেতে থাকে বারবার, এবং মাঝেমাঝে উচ্চকণ্ঠে স্তব করতে থাকে। যখন ঝড়বজ্র বিদ্যুৎ থামে, দেখা যায় ধ'সে পড়েছে বিধাতাগৃহ, আর বিধাতাগৃহের প্রান্তরে প'ড়ে আছে শুধু সেই বিশ্বাসীরা, যারা বজ্রপাতে নিহত হয়েছে, আর পিষ্ট হয়েছে পদতলে।

শুভ্রব্রত বিধাতাগৃহের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হে বিধাতা, আপনার নামে আমি আবার গড়ে তুলবো বিধাতাগৃহ, আপনি যখন আদেশ দেবেন বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণের, আপনি ত্যাগ করবেন না আমাকে।'

সেনাপতি আদিত্য কঠোর চোখে তাকিয়ে থাকে শুভ্রব্রতের দিকে। বিশ্বাসীরা এসে ঘিরে দাঁড়ায় শুভ্রব্রতের চারপাশে।

শুভ্রব্রত বলে, 'তোমরা অটল থাকো বিশ্বাসে, বিধাতা পরীক্ষা করছেন আমাদের বিশ্বাস, বিধাতা নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল চান।'

বিশ্বাসীরা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের বিশ্বাস কখনো বিচলিত হবে না, আমরা উত্তীর্ণ হবো সব পরীক্ষায়।'

বজ্রহত ও পদদলিত সকল বিশ্বাসীকে একবার ক'রে ছুঁয়ে শুভ্রব্রত বলে, 'বিশ্বাসীরা, তোমরা সমাহিত করো তোমাদের ভাইদের; যাদের প্রাণ আজ গ্রহণ করেছেন বিধাতা, তারা বিধাতার সর্বাধিক প্রিয়, তারা লাভ করেছে সর্বাধিক পুরস্কার, তারা স্বর্গে চিরআসন লাভ করেছে।'

বিশ্বাসীরা জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, আমরা কি দগ্ধ করবো আমাদের ভাইদের?'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, ভাইদের তোমরা দগ্ধ করো না, দগ্ধদের পুনরায় সৃষ্টি করা সহস্র গুণ কঠিন।'

শুভ্রব্রত বারবার তাকায় বিধাতাগৃহের দিকে, তার বুক ভেঙে শীতলতম দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়, শুভ্রব্রত তা চেপে রেখে নিঃশব্দে বলতে থাকে, হে বিধাতা, আপনার গৃহ আমি নির্মাণ করেছিলাম, আমি জানি না কে তার ধ্বংসকর্তা– আপনি না অন্য কেউ, ওই পবিত্র গৃহ আবার নির্মাণ করবো আমি আপনার নির্দেশ পেলেই; যতোদিন আপনার নির্দেশ না পাবো ততোদিন বিধ্বস্ত গৃহেই আপনার স্তব করবো আমি; হে সর্বশক্তিধর, জানি না আমি কোনো অপরাধ করেছি কি না, আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে আপনি সাড়া দিন, আমাকে ত্যাগ করবেন না, হে বিধাতা। সেনাপতি আদিত্য জানতে চায় তারা বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণে হাত দেবে কি না, সে শুভ্রব্রতকে আশ্বাস দেয় ওই গৃহ পুনরায় নির্মাণে বেশি সময় লাগবে না; বিশ্বাসীরাও অভিলাস প্রকাশ করে যে তারা প্রাণপণ ক'রে আবার নির্মাণ করতে চায় পবিত্র বিধাতাগৃহ, যদি

মনোনীতজন নির্দেশ দেন। শুভ্রব্রত বিধাতাগৃহের দিকে তাকিয়ে একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ দেখতে পায়, সে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্তব করে বিধাতার, পরমুহূর্তেই সে কোনো গৃহ দেখতে পায় না, পরে দেখতে পায় বিধ্বস্ত বিধাতাগৃহ। শুভ্রব্রত তাদের বলে, যাদের মনে হচ্ছে বিধাতাগৃহ বিধ্বস্ত হয়েছে তারা ভুল বুঝেছ, বিধাতাগৃহ কখনো বিধ্বস্ত হ'তে পারে না; আজ বিধাতাগৃহের রূপ বদল হয়েছে, হয়তো বিধাতা এই রূপই চান বিধাতাগৃহের। শুভ্রব্রত তাদের বিধাতার স্তব করতে বলে, এবং জানায় যে বিধাতা যখন তাকে নির্দেশ দেবেন বিধাতাগৃহ আবার নির্মাণের তখন গৃহ আবার নির্মাণ করা হবে, স্তম্ভে স্তম্ভে স্থাপন করা হবে বিধাতার পবিত্র নামাঙ্কিত মণিমাণিক্য। যতোদিন বিধাতা নিদেশ না দেন, ততোদিন বিশ্বাসীদের কাজ হচ্ছে বিধাতার স্তব করা; কেননা বিধাতার স্তব করার জন্যেই তাদের সৃষ্টি করেছেন বিধাতা।

বিধাতা দ্বিগুণবিশ্বাসের পবিত্রতম দশ দিনের পর শুভ্রব্রত যখন প্রাসাদে ফেরে, তাকে চিনতে কষ্ট হয় পারমিতা, অঞ্জনা, গীতাঞ্জলির; তাদের মনে হয় শুভ্রব্রতের মুখাবয়ব থেকে, ওষ্ঠ নাসিকা গণ্ড থেকে চোখের মণি ললাট চুলের বিন্যাস থেকে, কেউ কেড়ে নিয়েছে সমস্ত জ্যোতি, যেনো কেউ বর্জন করেছে তাকে, যেনো কেউ ভেঙে চুরমার করেছে তার বিশ্বাস, অর্থাৎ তাকে তারা একটি ভগ্ন মানুষ দেখতে পায়, যাকে তারা পুরোপুরি চিনে উঠতে পারে না। শুভ্রব্রত তাদের দিকে বিব্রতভাবে তাকায়, কোনো কথা বলে না।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি ক্লান্ত, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'সহস্র বছর বিশ্রামেও আমার ক্লান্তি দূর হবে না, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন, কোনো ক্লান্তি আপনাকে ক্লান্ত করতে পারবে না।'

পারমিতা শুভ্রব্রতকে স্নানাগারে নিয়ে যায়; শুভ্রব্রত কথা বলতে চায়, তাকে কোনো কথা বলতে দেয় না পারমিতা, তার ওপর বার বার প্রবল জলের শীতল আর উষ্ণ ধারা বইয়ে দেয়, দীর্ঘ সময় ধরে নিজের হাতে স্নান করায় শুভ্রব্রতকে। শুভ্রব্রতের মনে হয় সে ফিরে আসছে নিজের ভেতরে, যে-নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছিলো পারমিতা তাকে ফিরিয়ে আনছে; কিন্তু সে কি সম্পূর্ণ ফিরে পাবে নিজেকে, পরিত্যক্ত মানুষ কি নিজেকে ফিরে পায়?

শুভ্রব্রত বলে, 'পারমিতা, বিধাতা আমাকে ত্যাগ করেছেন।'

অন্যমনস্ক হয়ে শুভ্রব্রত দূর আকাশের মেঘে লঘু আলোর খেলা দেখতে পায়।

পারমিতা বলে, 'বিধাতা আপনাকে ত্যাগ করতে পারেন না।'

শুভ্রব্রত অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞেস করে, 'কী বললে, পারমিতা?'

পারমিতা বলে,'বিধাতা আপনাকে ত্যাগ করতে পারেন না, তাঁকে সৃষ্টি করেছেন আপনি, আপনাকে ত্যাগ করলে তিনি থাকেন না।'

শুভ্রব্রত তখনো দূর আকাশের মেঘের ভেতরে আলো দেখছিলো, ভালো ক'রে পারমিতার কথা শোনে নি, তার প্রতিধ্বনি শুনেছে।

প্রতিধ্বনি শুনেই চমকে উঠে শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী বললে, পারমিতা, তুমি কী বললে?'

পারমিতা বলে, 'আপনি কার শয্যায় যেতে চান, হে মনোনীতজন, কার দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গেলে সুখী হবে আপনার শরীর?'

শুভ্রব্রত বলে, 'চন্দ্রবালার চিবুক দেখতে পাচ্ছি আমি, পারমিতা, মনে হচ্ছে সে আমার পদতলে চুম্বন করছে।'

পারমিতা কেঁপে উঠে বলে, 'আপনি এখনি তাকে গ্রহণ করুন, হে মনোনীতজন, এখনি আপনি তার পাণি গ্রহণ করুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'বিধাতার নির্দেশের অপেক্ষা করো, পারমিতা, তাঁর নির্দেশ ছাড়া আমি চন্দ্রবালাকে গ্রহণ করতে পারি না।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন সেনাপতি আদিত্যের গৃহে, চন্দ্রবালা আপনার নারী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, পারমিতা নির্দেশ ছাড়া আমি যেতে পারি না।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি না গেলে আমি একাই যাবো, চন্দ্রবালা সেনাপতি আদিত্যের গৃহে থাকতে পারে না, সে আপনার শেষ নারী।'

স্নানাগার থেকে বেরিয়ে শুভ্রব্রত বিশ্রাম নেয়, খাবার গ্রহণ করে এবং স্তব করে বিধাতার; পারমিতা বার বার তার মুখের দিকে তাকায়।

এক সময় শুভ্রব্রত স্বপ্নগ্রস্তের মতো বলে, 'চলো, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'চলুন, হে মনোনীতজন।'

তারা বাইরে এসে মহারাজ-মনোনীতজনের শকটে আরোহণ করে। পারমিতা শকটচালককে নির্দেশ দেয় সেনাপতি আদিত্যের প্রাসাদে যাওয়ার জন্যে। শকট দ্রুত ছুটতে থাকে, এবং অবিলম্বে প্রধান সেনাপতির প্রাসাদে এসে পৌঁছে। শকট থেকে শুভ্রব্রত ও এক নারীকে নামতে দেখে প্রাসাদের প্রহরীদের মধ্যে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। তারা উচ্চকণ্ঠে বিধাতার স্তব করতে শুরু করে। শুভ্রব্রত আদিত্যের কথা জিজ্ঞেস করে; তারা শুভ্রব্রতকে আদিত্যের কক্ষে নিয়ে আসে।

শুভ্রব্রত আদিত্যের কক্ষের দরোজায় এসে উচ্চকণ্ঠে বলে, 'সেনাপতি আদিত্য, আমি চন্দ্রবালাকে গ্রহণ করতে এসেছি।'

ভেতর থেকে কেউ সাড়া দেয় না; পারমিতা ধাক্কা দিলে দরোজা খুলে যায়। ঢুকেই তারা দেখতে পায় বুকে তরবারিবিদ্ধ চন্দ্রবালা মেঝের ওপর প'ড়ে আছে; তার পাশে রক্তের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে আদিত্য।

শুভ্রব্রতকে দেখে আদিত্য বলে, 'চন্দ্রবালাকে আমি হত্যা করেছি।'

শুভ্রব্রত ও পারমিতা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে।

প্রাসাদে ফিরে শুভ্রব্রত পারমিতাকে বলে, 'নিজেকে আমার ভারমুক্ত মনে হচ্ছে, পারমিতা, আমি আর ক্লান্তি বোধ করছি না।'

পারমিতা বলে 'আজ রাতটি আপনি অঞ্জনা ও গীতাঞ্জলি দুজনের কক্ষেই যাপন করুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'ওরা তরুণী, ওদের শরীর কামনায় ভ'রে আছে। ওদের আপনি গর্ভবতী করুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমিও আজ গর্ভবতী হও, পারমিতা।'

পারমিতা কোনো কথা বলে না।

'এখন আমার কী কাজ, আমার কী দায়িত্ব?' এমন প্রশ্ন বারবার শুভ্রব্রতকে জিজ্ঞেস করে শুভ্রব্রত; এবং স্থির করে তার কাজ সুষ্ঠুভাবে বিধাতার রাজ্যশাসন। বিধাতার স্তব করা তার দায়িত্ব; তার দায়িত্ব সকলকে দিয়ে বিধাতার স্তব করানো, বিধাতার স্তব করা ছাড়া মানুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট কিছু করা অসম্ভব। তা সে নিষ্ঠার সাথেই করবে, কোনো ত্রুটি ঘটবে না; কিন্তু সে আর উদ্বিগ্ন হবে না, ব্যাকুল হবে না বিধাতার ডাকের জন্যে, ভয় পাবে না, অসহায় বোধ করবে না বিধাতা তাকে ত্যাগ করেছেন বলে। শুভ্রব্রতের মনে হয় মানুষ বন্দী, মানুষ দাস, মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই; সে দাসত্বের মধ্যেই থাকবে, তবে বিচলিত থাকবে না, বিধাতার যখন ইচ্ছে হবে ডাকবেন, তিনি ইচ্ছেময়, তাঁর ইচ্ছেকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; তাই তার কাজ হচ্ছে বিধাতার রাজ্য শাসন। বিধাতার রাজ্য কি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যেই? সে কি বিধাতার রাজ্যকে সম্প্রসারিত করবে? সীমা বাড়াবে রাজ্যের? পরিণত করবে বিধাতার মহারাজ্যে? বিধাতা মহারাজ্য চান? সেনাপতিরা যুদ্ধ চায়, তারা বিধাতার মহারাজ্যের কথা বারবার বলে; কিন্তু তার যুদ্ধে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে হচ্ছে না। পারমিতা, অঞ্জনা, গীতাঞ্জলি তিনজনই গর্ভবতী, তাদের গর্ভ তাকে সুখী করছে; যুদ্ধের কথা ভাবলে সে রক্ত দেখতে পায়, আগুন জ্ব'লে উঠতে দেখে; শুভ্রব্রতের মনে হয় রক্ত ও আগুনের থেকে অনেক সুখকর নারী গর্ভের ক্রমবিকাশ দেখা।

সেনাপতিরা কয়েকবার আবেদন জানিয়ে বিধাতার রাজ্য সম্প্রসারিত করার, শুভ্রব্রত তাদের প্রতীক্ষা করতে বলেছে; কিন্তু তারা আর প্রতীক্ষা করতে সম্মত নয় ব'লেই মনে হয়। তারা গ'ড়ে তুলেছে বিশাল সেনাবাহিনী, যাদের দক্ষতার কোনো তুলনা নেই; তারা এখন রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে পারে; দক্ষতাই বড়ো কথা নয়, সেনাপতিরা শুভ্রব্রতকে বারবার জানিয়েছে, বিশ্বাসই বড়ো কথা; বিধাতায় তাদের বিশ্বাস এতো প্রবল আর বিধাতার মহারাজ্যের স্বপ্ন তাদের এতো তীব্র যে তারা ঘুমের ভেতরে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে চিৎকার ক'রে জেগে উঠছে, উল্লাসে জেগে উঠছে, কিন্তু হতাশ হচ্ছে যে তারা অবিশ্বাসীদের রক্তে তরবারি রঞ্জিত করতে পারছে না, বিধাতার পবিত্র নাম ধ্বনিত করতে পারছে না নতুন ভূমি ও আকাশে, নতুন স্তবাগার প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না পৌত্তলিক মন্দিরে মন্দিরে; তাই এখনি বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সময়। অধিকার করতে হবে রাজগৃহ। পাপে ওই পুরী পূর্ণ, ঐশ্বর্যে ওই পুরী বেশ্যার থেকেও বিলাসী; শুভ্রব্রতের মনে হয় বেশ্যার পাপমোচনের থেকে বেশ্যার ঐশ্বর্যের ওপরই চোখ বেশি প'ড়ে আছে সেনাপতিদের। সেনাপতিদের বিধাতার রাজ্য বিস্তারের অভিলাষকে সে আর বেশি দিন প্রতিহত করতে পারবে না, শুভ্রব্রতের মনে হয়; কিন্তু বিধাতা তাকে কোনো নির্দেশ দিচ্ছেন না।

সেনাপতিরা আবার আসে শুভ্রব্রতের কাছে আবেদন জানাতে।

প্রধান সেনাপতি আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, আপনার কাছে আমরা বার বার আবেদন জানিয়েছি, আজো আবেদন জানাতে এসেছি যে রাজগৃহ অবিলম্বে জয় করা দরকার, আর বিলম্ব করা বিধাতা রাজ্যের জন্যে ক্ষতিকর হবে। আমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত।'

শুভ্রব্রত চুপ ক'রে শোনে।

সেনাপতি অংশুমান বলেছে, 'হে মনোনীতজন, হে সর্বাধিনায়ক, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠায় আপনি অবহেলা করবেন না। যুদ্ধে আর আমরা বিলম্ব করতে চাই না।'

আগে হ'লে সে দণ্ডিত করতো দুর্বিনীত সেনাপতিদের; এখন সে করুণা বোধ করে, এবং বলে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমরা অধৈর্য হোয়ো না, প্রতীক্ষা করো, ধৈর্য বিশ্বাসীদের মুকুট।'

তবে সেনাপতিরা প্রতীক্ষা করবে ব'লে মনে হয় না শুভ্রব্রতের।

কী অভিলাষ বিধাতার? সর্বশক্তিধর কী চান? শুভ্রব্রত জানে না। বিধাতাগৃহ গিয়ে প্রার্থনা করতে থাকে শুভ্রব্রত, বিধাতার প্রদত্ত পুরোনো দেশকালনিরপেক্ষ শাশ্বত-শ্লোকগুলো আবৃত্তি করতে থাকে, এবং আবেদন জানাতে থাকে, বিধাতা, হে মানুষের প্রভু, হে সর্বশক্তিধর, আমাকে ত্যাগ করবেন না আপনি, আমি শৃঙ্খলিত আপনার শৃঙ্খলে, আমাকে আপনি নির্দেশ দিন, আপনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই আমার; আপনার রাজ্য আমি এখনি সম্প্রসারিত করবো, না আরো উত্তম সময় অপেক্ষা করছে আপনার পবিত্র মহারাজ্য বিস্তারের জন্যে, আমাকে নির্দেশ দিন, হে বিধাতা; আপনার পবিত্র জ্যোতির জন্যে আমি অন্ধ হয়ে আছি, হে বিধাতা, আপনার স্বর্গীয় স্বরের জন্যে আমি বধির হয়ে আছি; আপনার ধ্রুব নির্দেশের জন্য আমি নতজানু হয়ে আছি; হে সর্বশক্তিধর, আপনি নির্দেশ দিন; আপনি সাড়া দিন। বিধাতা সাড়া দেয় না। শুভ্রব্রত বিধাতার জ্যোতি দেখতে পায় না, কিন্তু তিনটি গর্ভের দীপ্তি ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে।

শুভ্রব্রত মধ্যরাতে বিধাতাগৃহ থেকে ফিরে সরাসরি ঢোকে পারমিতার ঘরে।

পারমিতা মধুর হেসে বলে, 'রাজা, আমার ঠোঁটে চুম্বন করুন, স্বামী।'

শুভ্রব্রত বলে, 'আমি কি মনোনীতজন নই, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা কি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না, রাজা?'

শুভ্রব্রত কোনো কথা বলে না; পারমিতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পারমিতা স্নিগ্ধ হেসে বলে, 'আমার নাভিমূলে চুম্বন করুন রাজা।'

শুভ্রব্রত পারমিতার ীত উদরের শীর্ষে চোখ বুজে চুম্বন করে। শুভ্রব্রত পারমিতার ঘর থেকে বেরিয়ে অঞ্জনার ঘরে, এবং অঞ্জনার ীত উদরের শীর্ষে চোখ বুজে চুম্বন করে। শুভ্রব্রত অঞ্জনার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় গীতাঞ্জলির ঘরে, এবং গীতাঞ্জলির ীত উদরের শীর্ষে চোখ বুজে চুম্বন করে।

শুভ্রব্রত প্রাসাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। রাত্রির স্নিগ্ধতা তাকে বিবশ করে, জ্যোৎস্না তাকে সম্মোহিত করে; এবং সে দেখতে পায় অসংখ্য বিশ্বাসী সৈনিক নক্ষত্রের মতো ঘিরে ফেলেছে প্রাসাদ। তারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে বিধাতার ও তার নামে সহস্র কণ্ঠে কামনা করছে রাজগৃহের ধ্বংস ও বিধাতার মহারাজ্যের জয়। তাদের জয় ও ধ্বংসধ্বনির উগ্রতায় সে পীড়িত বোধ করে। সে দেখতে পায় সেনাপতিরা ঢুকছে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে, তাদের মাথা যেনো আকাশ ছুঁয়ে এগোচ্ছে, তাদের অভিবাদন জানিয়ে নিয়ে আসছে পরমদাস। শুভ্রব্রত ধীরে ধীরে নিচে নামে, দরোজা খুলে দাঁড়ায়; সেনাপতিরা এসে তাকে অভিবাদন জানায়।

সেনাপতি আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, আপনাকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।'

শুভ্রব্রত সেনাপতিদের চোখে ঝকঝকে তরবারি দেখতে পায়; তবু সে বলে, 'হে সেনাপতিগণ, বিধাতা আমাকে যুদ্ধের নির্দেশ দেন নি।;

সেনাপতি আদিত্য বলে, 'আপনি বিধাতার পথ থেকে স'রে গেছেন, তাই বিধাতা আপনাকে নির্দেশ দেন না, বিধাতা ত্যাগ করেছেন আপনাকে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'তুমি সীমা অতিক্রম করছো আদিত্য।'

সেনাপতি অংশুমান বলে, 'আপনি চলুন আমাদের সাথে, আপনাকে আমাদের দরকার; বিশ্বাসীরা আপনাকেই বিশ্বাস করে।'

শুভ্রব্রত তাদের সাথে গিয়ে শকটে ওঠে; সৈনিকরা বিধাতা ও শুভ্রব্রতের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। অশ্ব গজ রথ পদাতি এগোতে থাকে রাজগৃহের দিকে।

শুভ্রব্রত কোনো কথা বলে না। শেষ রাতে শকট এসে দাঁড়ায় সুবর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে; শুভ্রব্রত শকট থেকে নেমে অন্যমনস্কভাবে পাহাড়ের চুড়োর দিকে উঠতে থাকে। সেনাপতিরা তাকে অনুসরণ ক'রে ওঠে পাহড়ের চুড়োয়।

সুবর্ণ পাহাড়ের চুড়ো যেন আকাশ বা বিধাতার পদতল ছুঁয়ে আছে। শুভ্রব্রত রাত্রি ও জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় সুখ বোধ করে, এতো সুখ সে কখনো পায় নি।

সেনাপতি আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, আজ ভোরে আপনি বিশ্বাসীদের উৎসাহিত ক'রে ভাষণ দেবেন, বলবেন বিধাতা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজগৃহ জয় করার, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার। আপনি নির্দেশ দেবেন বিশ্বাসীদের, তারা শুধু আপনাকে মান্য করে।'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, বিধাতা আমাকে কোনো নির্দেশ দেন নি।'

চার সেনাপতি একসাথে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'বিধাতা আগে আপনাকে নির্দেশ দিতেন, এখন কোনো নির্দেশ দেন না? আপনি বিধাতার নির্দেশ আনুন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'কোনো বিধাতা নেই, হে সেনাপতিগণ।'

শুভ্রব্রতের কথা শুনে ভয়ে কেঁপে ওঠে চার সেনাপতি।

তারা বলে, 'তাহলে আপনি কেনো আমাদের বলেছিলেন আপনি বিধাতার মনোনীতজন? কেনো আমাদের দীক্ষিত করেছিলেন বিধাতার ধর্মে? কেনো আমাদের দিয়ে স্থাপন করিয়েছিলেন বিধাতার রাজ্য?'

শুভ্রব্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, বিধাতা আমার মনের সৃষ্টি, আমার মানসিক অস্থিরতা দিয়েই আমি সৃষ্টি করেছিলাম বিধাতাকে।'

সেনাপতিরা ভয় পায়, বিচলিত হয়, কেঁপে ওঠে; তারা দাঁড়াতে পারে না।

তারা আর্তনাদ করে জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে বিধাতা বলে কিছু নেই, হে বিধাতার মনোনীতজন?'

শুভ্রব্রত বলে, 'না, বিধাতা আমার মনের সৃষ্টি, আমিই বিধাতার স্রষ্টা।'

সেনাপতিরা আর্তনাদ ক'রে ওঠে, 'না, না, তা হ'তে পারে না।'

আদিত্য বলে, 'তবু আপনি বিধাতার কথা বলুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রব্রত বলে, 'না।'

আদিত্য তীব্র বেগে তার তরবারি ঢুকিয়ে দেয় শুভ্রব্রতের বুকে। অংশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসও তিন দিক থেকে তরবারি ঢুকিয়ে দেয় শুভ্রব্রতের শরীরে।

সেনাপতিরা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শুভ্রব্রতের মৃতদেহের দিকে। তারা বুঝে উঠতে পারে না কী করবে; একটু পরে তাদের চোখে পড়ে পাশেই রয়েছে গভীর গিরিখাত। চার সেনাপতি শুভ্রব্রতের মৃতদেহ পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দেয় গিরিখাতে; তার মৃতদেহে পতনের কোনো প্রতিধ্বনি শোনা যায় না সুবর্ণ পাহাড়ের শিখর থেকে।

সেনাপতিরা যখন নেমে আসে পাহাড়ের চূড়ো থেকে তখন পুব আকাশ লাল।

সেনাপতিরা জয়ধ্বনি করে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়; জয়, বিধাতার মহারাজ্যের জয়।'

বিশ্বাসীরা একসাথে জয়ধ্বনি করে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়; জয়, বিধাতার মহারাজ্যের জয়।'

বিশ্বাসী সৈনিকদের উদ্দেশে আদিত্য বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, মহান ঘটনার কথা শোনো তোমরা। মনোনীতজন আমাদের চূড়োয় নিয়ে গিয়েছিলেন বিধাতার বাণীর জন্যে। বিধাতা তাঁর প্রিয় মনোনীতজনকে সশরীরে স্বর্গে তুলে নিয়েছেন, এবং বলেছেন, বিশ্বাসীরা, তোমরা জয় করো, এবং স্থাপন করো বিধাতার মহারাজ্য।'

বিশ্বাসীরা জয়ধ্বনি ক'রে ওঠে, 'জয় বিধাতার জয়, জয় মনোনীতজনের।'

বিধাতা ও মনোনীতজনের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে অশ্ব গজ রথ পদাতি প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে থাকে মহাবেশ্যা রাজগৃহের দিকে।

7789840 412716